CENTRAL LIBRARY

ভারতীয় বনৌষধি

ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস
এম. এ., ডি. এস্-সি., (এডিন), এফ. আর. এস্. ই. এফ. এন্. এ.
ভূতপূর্ব সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

সম্পূর্ণ নূতন ধারায় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

মুখ্য সম্পাদিকা
অধ্যাপিকা ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
ডি. এস্-সি., এফ. এন্. এ., ডীন্ অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স,
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ্ সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম সম্পাদক
আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৩

মূল্য—৩০'০০ টাকা

759.2
005/85B
V.1
ed.2

BCU 2812

G4640

PRINTED IN INDIA

PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL, SUPERINTENDENT
CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, 48, HAZRA ROAD,
BALLYGUNGE, CALCUTTA.

PRINTED BY: UMA BASAK, NARAYAN PRESS, 107/2, RAJA RAMMOHAN
SARANI, CALCUTTA-9.

CENTRAL LIBRARY

পূর্ব্বভাষ

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে হিমশিখর হিমালয় পর্ব্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত রয়েছে নানা বনৌষধি। এই বনৌষধি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে জীবের মঙ্গলার্থে—বিশেষ করে রোগ যন্ত্রণার উপশমের জন্যে। বিশ্ববাসীর হিতার্থে ভারতবর্ষ এই অতিমূল্যবান সম্পদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ঔষধির প্রভাবে ভারতবাসী তাদের নিজের দেশের বনৌষধির যথার্থ মূল্য দিতে পারেনি এবং তার ফলে বনৌষধির যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সারা বিশ্বে যে সুনাম অর্জন করেছিলো তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

স্বর্গগত ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস মহাশয় ভারতের বিশাল বনৌষধির ইতিহাস, তার ঐতিহ্য ও তাকে জনসেবায় প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নূতন করে ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীদের পরিচয় করার জন্য "ভারতীয় বনৌষধি" নামক পুস্তকটিতে (তিন খণ্ডে) সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটির প্রথম সংস্করণে পূর্ব্বভাষ লিখেছিলেন। তাঁর এই পূর্ব্বভাষে আয়ুর্ব্বেদের উপর তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ও বিদেশে ভারতীয় বনৌষধির সাফল্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বভাষ লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্র কুমার সরকার এবং আয়ুর্ব্বেদাচার্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণের সহযোগিতায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে অভিমত জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে পুনর্লিপিবদ্ধ করা হলো। ভারতীয় ভেষজ ও বনৌষধি সম্বন্ধে এই সংস্করণে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে এক শ্রেণীর আয়ুর্ব্বেদ বিশেষজ্ঞের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা সন্ন্যাসী বেশে দেশ বিদেশ ভ্রমণকালে জনসাধারণের মধ্যে ভেষজের প্রয়োগ করতেন। প্রাক্ বৌদ্ধযুগের বা তৎপরবর্ত্তীকালের আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রে ও সংহিতাগ্রন্থে নানা প্রকার বনৌষধির উল্লেখ আছে। এ ছাড়া চরক, সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতাতেও বনৌষধির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

পরবর্ত্তীকালে চক্রপাণিদত্ত ও শার্ঙ্গধর সংহিতাতে বিভিন্ন প্রকার বনৌষধির ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। ষোড়শ শতকে ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে চক্রদত্তের তুলনায় দেশবিদেশের বহু ভেষজের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চক্রদত্ত রচিত "দ্রব্যগুণ" নামক পুস্তকে ও ভাবমিশ্র রচিত "ভাবপ্রকাশ" নামক পুস্তকে পৃথক পৃথক দ্রব্যের গুণের বর্ণনা আছে।

সপ্তদশ শতকে ধন্বন্তরি নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু প্রভৃতি নিঘণ্টুকারগণ ধারাবাহিকভাবে বনৌষধির সংজ্ঞা ও গুণাগুণ ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারফলে বনৌষধির ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের ইউনানি, হেকিমি চিকিৎসক সম্প্রদায় ও রসবৈদ্য সম্প্রদায় পরে ঐ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেছেন। এইভাবে রোগচিকিৎসার্থে ও রোগের মূলীভূত কারণ শোধনার্থে বনৌষধির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। স্বর্গগত বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

CENTRAL LIBRARY

আয়ুর্ব্বেদ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিপরীত, দোষবিপরীত বা উভয়বিপরীত গুণবিশেষে বনৌষধি প্রয়োগ করে থাকেন। এ বিষয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদীয় চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। এজন্য নিঘণ্টুর ও আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থের বর্ণনার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে উদয়চাঁদ দত্ত, আর. এন্. খোরি ও বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের কথা বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন।

যে সকল পাশ্চাত্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মহামান্য Watt-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে যে অপূর্ব্বগ্রন্থ সংকলন করেন তাকে একটা Folklore medicine-এর Encyclopeadia বলা চলে। পরবর্ত্তীকালে Watt মহোদয়ের অনুকরণে Kirtikar & Basu মহোদয় বনৌষধির একটা সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

অসামান্য উদ্যম ও পরিশ্রমে শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত শ্রীকালিপদ বিশ্বাস মহাশয় বাংলাভাষাতে "ভারতীয় বনৌষধি" গ্রন্থে মুখ্যতঃ অনুবর্ত্তন ও নিজস্ব জ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। বর্ত্তমান সংস্করণে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা, সর্ব্বভারতীয় পণ্ডিতগণের মত ও Glossary-এর আধুনিকতম বিচার বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্যভারতের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে; সেজন্য নিঘণ্টুকারগণের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোজনা বইটিকে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের ধারাবাহিক গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান করে তুলেছে। এই সংযোজনার কাজে সহায়তা করেছেন তিনজন বিশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদসেবী বিজ্ঞ কবিরাজ (১) আয়ুর্ব্বেদ—বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (২) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ও (৩) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার আয়ুর্ব্বেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের জন্য "ভারতীয় বনৌষধির" ভূমিকাসহ "আয়ুর্ব্বেদে বনৌষধি প্রসঙ্গ", নামে এই পৃথক ভূমিকা সংযোজিত হলো।

পরিশেষে বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই পুস্তকমুদ্রণের অব্যবহিত পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদবৃহস্পতি বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোক গমন করেছেন।

পুস্তকমুদ্রণ কালে বিশেষ ভুল ত্রুটী সংশোধনের ভার আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর পঙ্কতীর্থ মহাশয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। বনৌষধির পাশ্চাত্য নামকরণে ডক্টর এস্. আর. দাস আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

ভারতীয় বনৌষধি

প্রথম খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস
এম. এ , ডি. এস-সি. (এডিন.) এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. এ.
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্ম্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০

মূল্য ১২ টাকা

CENTRAL LIBRARY

PRINTED IN INDIA
PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFG.) CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1034B—C. U. PRESS—MARCH, 1950—GE

ভূমিকা

"ভারতীয় বনৌষধি" প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিনে শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বঙ্গভাষায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদ্‌বেত্তাদের জন্য প্রত্যেক গাছের সর্ব্বসম্মত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সরল বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের জন্মস্থান উল্লেখ করায় যে কোন গাছ দরকারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবারও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ্ পুনরুদ্ধার করিবার কার্য্যে—সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করি।

হিমাচলে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিসাবে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলেডোনা, হয়াসিয়ামাস্, লোবেলিয়া প্রভৃতির—চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়া ও এই সব উদ্ভিদ্ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের ও দশের, সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৪, কিং এডওয়ার্ড রোড,
নিউ দিল্লী
১০ই জুলাই, ১৯৪৯

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদজ্ঞ ঋষিগণ এই ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ব্ববেদ উহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ব্ববেদ হইতেই ধন্বন্তরি-লিখিত আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভব। পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈদ্য ধন্বন্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয়তনয় সুশ্রুতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি সুশ্রুত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম সুশ্রুত-সংহিতা। চরক ও সুশ্রুত লিখিত চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অস্ত্রচিকিৎসা, দেহতত্ত্ব, ঔষধ-নির্ব্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে বাগ্‌ভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনিঘণ্টু, মাধবকরের নিদান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখেজন-উল-আদ্বিয় (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thoms Rivevs, O. Kerbosa. L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষির মধ্যে Dr, Roxburgh এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ্-পরিচয়-গবেষণার পিতৃতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্ত্তী সময়ে ১৮১০ খৃঃ Dr. John Flemming ভারতীয় ভৈষজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদ্‌বেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr. Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের দ্রব্যগুণ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallichএর 'Pharmacopoeia, Bengal'ও অতি সারগর্ভ পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং Dr. Drury লিখিত মাদ্রাজ-দেশীয় ভেষজ, এবং Dr, Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং রায়বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Suberbanus Calcuttensis, Sir J. D. Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খৃঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ্ ও আয়কর উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার-সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sir George King লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বহু ভেষজ উদ্ভিদের দুরূহ পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sir David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনার গাছ ও সুন্দরবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নিদর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও লাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক খরিদ

করিয়া অধ্যয়ন করা অতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিষক্‌দিগের অনুপযোগী। বনৌষধি-দর্পণ নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষায় লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেষজের উল্লেখ আছে মাত্র এবং উহাতে তরুলতাদির চিত্র-পরিচয় না থাকায় ইহা সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তরুলতাদির প্রকৃত নাম ও পরিচয় উহাদের বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম-সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অনুসন্ধান-পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাযথ উত্তর-প্রদানকালীন আমার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদির চিত্র ও বর্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্য-পুস্তক লিখিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বহু গণ্যমান্য চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমার পূর্ব্ব ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে ও এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C., M. G. C. I. E., M. A., I. M. S., D. Sc., LL. D., F, R. S., F. R. S. E., F. L. S., ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা ও ডাইরেক্টর, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উদ্যোগী করেন এবং এই ভূমিকার ইংরাজি অনুবাদ তাঁহার জীবদ্দশায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী ও উপকারের জন্য বঙ্গভাষায় লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উপদেশমত এককড়িবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্ভিদ্-গবেষণায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় লেখা সম্ভবপর হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাক্রমে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংরাজী পুস্তকে উহার চিত্র-পরিচয় ও বর্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওয়া যায়, ঔষধপ্রস্তুত-কার্য্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী সরল ভাষায় বর্ণনার সহিত বৃক্ষাদির চিত্র ও চিত্র-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস্, ইপিকাকুয়ানা, হয়াসিয়ামাস্ প্রভৃতি যে সকল গাছের চাষ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

একণে পুস্তকখানি যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ও অপরাপর চিকিৎসকগণের ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধন্য হইব। এই পুস্তক-প্রণয়ন কার্য্যে আমি প্রায় শতাধিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ও উদ্ভিদ্

CENTRAL LIBRARY

বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্যে গ্রহণ করিয়াছি ; তজ্জন্য এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। প্রুফ-সংশোধন কার্যে শ্রী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এরূপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভবপর। সহৃদয় পাঠকগণ সেগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্তী সংস্করণে অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হায়বেরিয়াম,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা।
১লা আগষ্ট, ১৯৪৯।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

CENTRAL LIBRARY

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাদির আকৃতি, গুণ, বাসস্থান ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে; যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরীতকীবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়ূচ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুশীলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অনুযায়ী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয়-বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদ্‌গুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ায় তরুলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে বহুপরিমাণে বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুযায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খৃঃ পূঃ ৩৭০-২৪৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খৃঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটী প্রণালী সভাজগতে গৃহীত হইয়াছে। একটী Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটী Engler এবং Prantl সাহেব লিখিত বিভাগ। Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে; আর Englar ও Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জার্ম্মাণীতে এবং ইউরোপের দুই একটী উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle এবং Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তরুলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler এবং Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদ্‌গুলিকে ১৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে; অতএব আমরা এই পুস্তক-লিখিত উদ্ভিদ্‌গুলিকে তাঁহাদের

মতানুযায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদ্‌গুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার শ্রেণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Plant Kingdom (উদ্ভিদ্‌ রাজ্য)

- A. Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌)
  - 1. Thallophyta
  - 2. Bryophyta
  - 3. Pteridophyta
- B. Phanerogama (সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌)
  - 1. Angiosperms (গুপ্তবীজ উদ্ভিদ্‌)
    - (a) Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র উদ্ভিদ্‌)
    - (b) Monocotyledon (একবীজ-পত্র উদ্ভিদ্‌)
  - 2. Gymnosperms (মুক্তবীজ উদ্ভিদ্‌)

1. Thallophyta: (a) Bacteria & Fungi (b) Algae (c) Lichens

2. Bryophyta: (a) Hepatics (Liverworts) (b) Mosses

3. Pteridophyta: Fern & Fern allies

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham ও Hooker সাহেব উদ্ভিদ্‌-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌)।

Cryptogams আবার Thalophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু) Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ্‌), Algae (জলজ শৈবালাদি উদ্ভিদ্‌) এবং Mosses মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ্‌ প্রধান।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবদ্ধবীজ উদ্ভিদ্‌) এবং Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ উদ্ভিদ্‌)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ্‌।

Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাষ্ঠ), Abies, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ্‌ বলে; যেমন চাল্‌তা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কার্পাস, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ্‌ বলে; যেমন সুপারি, তাল, খেজুর, নারিকেল, হরিদ্রা, মুথা, তালমূলী, পিঁয়াজ, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটির পৃথক্‌ বর্ণনা আছে; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

CENTRAL LIBRARY

এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আরও কিঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য নিম্নে আর একটী তালিকা দেওয়া হইল।

Class 1.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)
Division 1. Polypetalae (বা বিযুক্ত-দল)
Sub-Division (*a*) Thalamiflorae (বিযুক্ত-স্তবক)
(Family Ranunculaceae—Tiliacea)
Sub-Division (*b*) Disciflorae (যুক্ত-স্তবক)
(Family Linaceae—Moringaceae)
Sub-Division (*c*) Calycifloreae (বহিশ্ছদী)
(Family Leguminosae—Cornaceae)
Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)
(Family Rubiaceae—Plantaginaceae)
Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছেদী)
(Family Nyctaginaceae—Ceratophyllacea)
Class II.—Gymnosperms (মুক্তবীজ-পত্রী) অনাচ্ছাদিত
(Family Gnetaceae-Cycadaceae)
Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)
Division 1. Petaloideae (দ্বিসারি-দল)
(Family Hydrocharideaceae—Naiadaceae)
Division 2. Glumiferae (শীষধারী)
(Family Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্ণিত। ইহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্বপ্রথমে গাছের পর্য্যায়ভূক্ত বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে ; যেমন Terminalia belerica Roxb. এস্থলে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম শেষভাগে লিখিত হইয়াছে ; belerica নামটী বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকেরনাম যদি দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয়, তবে দেবেন্দ্রনাথ belerica জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটি Terminalia-গণীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটী নাম ঘোষ-বংশীয় তিনটী ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। গাছেরও তেমনি T. belerica, T. catappa, T. chebula প্রভৃতি নাম Terminalia গণভুক্ত। পূর্বোক্ত গাছগুলি সমস্ত Combretaceae Family বা বর্গের অন্তর্ভূক্ত। প্রত্যেক গাছের একটী করিয়া গণ—genus ও জাতি—species আছে। Specific নামটী generic নামের বিশেষণরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন Pinus longifolia বলিলে longifolia

অর্থাৎ লম্বা পাতাযুক্ত Pinus গাছ বুঝায় ; অতএব longifolia শব্দটী Pinus-এর বিশ্লেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কখন কখন Specific নামটী উদ্ভিদের আবিষ্কার-কর্ত্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞের নামানুসারে দেওয়া হইয়া থাকে ; যেমন Meconopsis Wallichii Hook. এ গাছের Wallich সাহেবের নামে Hooker সাহেব নাম দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-শব্দবিশিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে Binominal nomenclature নামকরণ প্রণালী বলে।

এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী Linnaeus সাহেবের সময় হইতে এখন পর্যান্ত প্রচলিত আছে এবং ইহার নিয়মাদি International Botanical Conference হইতে ধার্য্য হইয়া থাকে। এই Conference সর্বপ্রথমে অষ্ট্রীয়ার ভিয়েনা নগরে আরম্ভ হয়, তৎপরে ইংলণ্ডে আর একবার বসিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্য হলণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সালে Stockholm-এ এই সভার পুনরায় অধিবেশন হইবে।

এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগুলি যথাসম্ভব বর্ত্তমান International nomenclature অনুযায়ী দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

Fern ও Fern শ্রেণীর উদ্ভিদ্ যেমন Lycopodium, এই লতার স্পোর (Spores), সামুদ্রিক বড় বড় শেওলা-বিশেষ, যাহা হইতে মূল্যবান আগর আগর (Agar Agar), আওডিন (Iodine, Vitamin) প্রভৃতি পাওয়া যায়, ছত্রক-বর্গ (Fungi) যেমন Penicilium জাতীয় সূতার ন্যায় উদ্ভিদ্, অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অমূল্য ঔষধ Penecillin, এবং সম্প্রতি ডাক্তার সহায়রাম বসু-আবিষ্কৃত কানচটা-বর্গভূক্ত Polysrtictus sanguinius জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে 'Polyporin' আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগ-পরিবর্তন আনিয়াছে।

আজিও এই বিশাল ভারতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদের অজানা রহিয়াছে। আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উদ্ভিদের ও ঔষধের যথাযথ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের তথ্য সম্যক্-রূপে উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

I. Ranunculaceae

1. Aconitum heterophyllum Wall. (অতিবিষা)
2. ,, ferox Wall. (কাঠবিষ)
3. ,, napellus Linn. (,,)
4. Delphinium denudatum Wall. (নির্বিষি)
5. Clematis triloba Heyne. (লঘুকর্ণী)
6. Ranunculus sceleratus Linn. (কাণ্ডীর)
7. Naravelia zeylanica Dc. (ছাগল বাটী)
8. Nigelia sativa Linn. (কালজীরা)
9. Paeonia emodi Wall. (চন্দ্রা)

II. Dilleniaceae

10. Dillenia indica Linn. (চালতা)

III. Magnoliaceae

11. Magnolia pterocarpa Roxb. (ডুলিচাঁপা)
12. Michelia champaca Linn. (চম্পক)

IV. Anonaceae

13. Anona squamosa Linn. (আতা)
14. ,, reticulata Linn. (নোনা)
15. Polyalthia (Sonnerat) Thwaites (দেবদারু)

V. Menispermaceae

16. Anamirta cocculus W. & A. (কাকমারি)
17. Stephania hernandifolia Walp. (নিমুখা)
18. Tinospora cordifolia Miers. (গুলঞ্চ)
19. Tinospora tomentosa Miers. (পদ্মগুলঞ্চ)
20. Cocculus villosus De. (হয়ের)
21. Tiliacora acumimata (Lamk) Miers (তিলিয়াকরা)
22. Cissampelos pareira Linn. (একলেজা)

VI. Berberideae

23. Berberis asiatica Roxb. (দারু হরিদ্রা)
24. Podophyllum emodi Wall. (পাপরা. হংসপদী)

VII. Nymphaeaceae

25. Euryale ferox Salisb. (মাখনা)
26. Nymphaea lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)
27. Nelumbium nucifera Gaertn (পদ্ম)

VIII. Papaveraceae

28. Papaver somniferum Linn. (অহিফেন)
29. Argemone mexicana Linn. (শেয়াল কাঁটা)

IX. Fumariaceae

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনশুলফা)

X. Cruciferae

31. Brassica campestris Linn. Var. Sarson. (শ্বেত সরিষা)
32. Raphanus sativus Linn. (মূলা)
33. Lepidium sativum Linn. (হালিম)

XI. Capparideae

34. Capparis sepiaria Linn. (কাঁটাগুড়কামাই)

CENTRAL LIBRARY

35. capparis horrida Linn. (বাঘনাই)
36. ,, zeylanica Linn. (কানকেরা)
37. Cleome viscosa Linn. (হুড়হুড়িয়া)
38. Crataeva religiosa Forst. (বরুণ)
39. Gynandropsis pentaphylla DC, (শ্বেত হুড়হুড়িয়া)

XII. Violaceae

40. Ionidium suffruticosum Ging. (হুনবোড়া)

XIII. Bixineae

41. Bixa orellana Linn. (লটকন্)
42. Flacourtia indica (Burn. f) Merr (বৈঁচ)
43. ,, jangomas (Lour) Raeusch (পানিয়ালা)
44. ,, sepiaria Roxb. (বৈঁচ)
45. Taraktogenos Kurzii King. (চাউলমুগরা)
46. Gynocardia odorata R. Br. (,,)
47. Hydnocarpus laurifolia (Dennst) Sleumco (প্রকৃত ,,)

XIV. Polygalaceae

48. Polygala chinensis Linn. (মেরাডু)
49. ,, crotalarioides Buch. Ham. en. Dc (নীলকণ্ঠ)

XV. Caryophyllaceae

50. Saponaria Vaccaria Linn. (সাবুনী)

XVI. Portulacaceae

51. Portulaca oleracea Linn. (বড় লুনিয়া)
52. ,, quadrifida Linn. (ছোট ,,)

XVII. Tamariscineae

53. Tamarix gallica Linn. (বন ঝাউ)
54. Tamarix dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

XVIII. Cuttiferae

55. Calophyllum inophyllum Linn. (পুন্নাগ)
56. Garcinia mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন)
57. ,, Xanthochymus Hook. (তমাল)
58. Mesua ferrea Linn. (নাগেশ্বর)
59. Ochrocarpus longifolius Benth. & Hook. F. (নাগকেশর)

XIX. Ternstroemiaceae

60. Schima wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

XX. Dipterocarpeae

61. Dipterocarpus turbinatus Gaertn (ধুলিয়া গর্জ্জন)
62. ,, incanus Roxb. (গর্জ্জন)
63. ,, alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জ্জন)
64. Shorea robusta Gaertn. (শাল)

XXI. Malvaceae

65. Abutilon indicum (Linn) Sweet emend Hochr (পেটারী)
66. Abutilon avicennae Gaertn. (জয়া বা জয়ন্তী)
67. Eriodendron anfractuosum Dc (শ্বেত শিমুল)
68. Salmalia malabaricum (DC.) Schott. & Endl. (রক্তশিমুল, লালশিমুল)
69. Gossypium herbaceum Linn. (কার্পাস)
70. Hibiscus abelmoschus Linn. (লতাকস্তুরী)
71. ,, esculentus Linn. (ঢেঁড়স)
72. ,, rosa-sinensis Linn. (জবা)
73. ,, Cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)
74. Pavonia odorata Willd. (বালা)
75. Urena lobata Linn. (বন ওকড়া)

CENTRAL LIBRARY

76. Thespesia populnea Corr. (পরাশ পিপুল)
77. Adansonia digitata Linn. (গোরখ, আম্‌লি)
78. Sida cordifolia Linn. (বেড়েলা)
79. „ rhombifolia Linn. emerd Mast (পীত বেড়েলা)
80. „ rhomboidea Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)
81. „ veronicaefolia Lamk. (ঝাঁকা)
82. , spinosa Linn. (গোরক্ষ চাকুলে)

XXII. Sterculiaceae

83. Abroma augusta Linn. (ওলট কম্বল)
84. Pentapetes phoenicea Linn. (দুপুরেমণি ; দোপাটি)
85. Helicteres isora Linn. (আঁতমোরা)
86. Pterospermum acerifolium Willd. (কনকচাপা)
87. Pterospermum suberifolium Lamk. (মুচকুন্দচাঁপা)
88. Sterculia foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

XXIII. Tiliaceae

89. Corchorus capsularis Linn. (পাট, ঘি নালতে পাট)
90. „ olitorius Linn. (পাট)
91. Grewia asiatica Linn. (ফল্‌সা)
92. Triumfetta bartramia Linn (বনওকড়া)

XXIV. Linaceae

93. Linum usitatissimum Linn. (মসিনা, তিসি)

XXV. Malpighiaceae

94. Hiptage madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

XXVI. Zygophyllaceae

95. Tribulus terrestris Linn. (গোক্ষুর)

XXVII. Geraniaceae

96. Averrhoa bilimbi Linn. (বিলিম্বি)
97. „ Carambola Linn. (কামরাঙ্গা)
98. Biophytum sensitivum Dc. (বননারাঙ্গা)
99. Oxalis corniculata Linn. (আমরুল)
100. Impatiens balsamina Linn. (দোপাটী)

XXVIII. Rutaceae

101. Aegle marmelos Corr. (বেল)
102. Atalantia monophylla Corr. (আতবীজামীর)
103. Citrus medica var. typica Linn. (বেগপুরা)
104. „ medica Linn. var. limonum (কর্ণনেবু)
105. „ medica Linn. var. acida (পাতি বা কাগজী লেবু)
106. „ medica Linn. Var. limetta (মিঠালেবু)
107. „ aurantium Linn. (কমলা লেবু)
108. „ decumana Linn. (বাতাবীলেবু)
109. Feronia limonia (Linn). Swingle. (কয়েতবেল)
110. Glycosmis pentaphylla Corr. (আসশেওড়া)
111. Murraya paniculata (Linn.) Jack (কামিনী)
112. „ koenigii Spreng. (বারসঙ্গ)
113. Peganum harmala Linn. (ইশবাধ)
114. Zanthoxylon alaton Roxb. (নেপালী ধনে)
115. Toddalia asiatica (Linn) Lamk (কাঞ্চ বা দহন)
116. Luvunga scandens Ham. (লবঙ্গলতা)

CENTRAL LIBRARY

XXIX. Simarubaceae

117. Balanites roxburghii Planch. (হিঙ্গন)

118. Ailanthus excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

XXX. Burseraceae

119. Boswellia serrata Roxb. (সালই, লুবান)

120. Garuga painnata Roxb. (জুম)

XXXI. Meliaceae

121. Aglaia roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)

122. Melia azadirachta indica. A. Juss. (নিম্ব)

123. ,, azedarach Linn. (ঘোড়ানিম্ব)

124. Amoora cucullata Roxb. (আমুর-লাতমী)

125. Aphanamixis polystachya) (Wall) Parker (তিক্তরাজ)

126. Soymida febrifuga Juss. (রোহণ)

127. Toon Ciliata Roxb. (তুন)

128. Chickrassia tubularis Juss. (চিক্রাশি)

XXXII. Olacaceae

129. Olax scandens Roxb. (কোআক)

XXXIII. Celastraceae

130. Celastrus paniculatus Willd. (মালকাঙনী)

XXXIV. Rhamnaceae

131. Ventilago maderaspatana Gaertn. (রক্তপীট)

132. ,, denticulata Var. calyculata King. (রক্তপীট)

133. Zizyphus oenoplia Mill. (সেয়াকুল)

134. ,, mauratiana Lamk. (কুল)

XYXV. Vitaceae

135. Leea crispa Linn, (বনচালিদা)

136 ,, macrophylla Roxb. (ঢোল সমুদ্র)

137, Leea indica (Burm) Merr (কুকুরজিহ্বা)

138. ,, aequata Linn. (কাকজঙ্ঘা)

139. Cissus quadrangularis Linn. (হাড় জোড়া)

140. Vitis pedata (Vahl-ex-Wall) Gagnep (গোয়ালে লতা)

141. ,, trifolia Cayratia carnosa Gagnep (আমললতা)

142. ,, vinifera Linn. (আঙ্গুর)

XXXVI. Sapindaceae

143. Cardiospermum halicacabum Linn. (লতাফট্‌কী)

144, Schleichera trijuga Willd. Linn. (কুসুম)

145. Sapindus trifoliatus Hiern (in part) Linn. (বড় রিঠা)

146. ,, Wmukorossi Gaertng (ছোট রিঠা)

147. Nephelium litchi Camb. (লিচু)

148. ,, longana Camb. (আঁশফল)

XXXVII. Anacardiaceae

149. Rhus succedanea Linn. (কাঁকড়া শৃঙ্গী)

150. Pistacia integerrima Stewart. (কাঁকড়া শৃঙ্গী)

151. Anacardium occidentale Linn. (হিজলী বাদাম)

152. Mangifera indica Linn. (আম্র)

153. Odina Wodier Roxb. (জিওল. —Lannea coromandelica (Houtt Merrs

154. Buchanania latifolia Roxb. —lanzan spreng (চিরঞ্জি)

155. Semecarpus anacardium Linn. (ভেলা)

156. Spondias mangifeilld (আমড়া)

XXXVIII. Morinaceae

157. Moringa terygosperma Gaertn. (সজিনা)

CENTRAL LIBRARY

ভারতীয় বনৌষধি

I. RANUNCULACEAE.

Genus—ACONITUM Linn.

1. A. heterophyllum Wall. (অতিবিষা)

ভাষানুসারী নাম :—আতইচ, অতিবিষা—সংস্কৃত ; আতইচ, অতিবিষা—বাংলা ; অতিস্, অটভিকা—হিন্দী, বোম্বে ; অতি-বাদায়াম্—তামিল ; অতি-বাসা—তেলেগু ; মহান্দি-গুজ্-সফেদ, হন্দ-ই সফেদ্—কাশ্মীর ; স্বুখী-হরি, চিতিজারি—পাঞ্জাব ; অতিভিস্—গুজরাট্ ; বীজ্জাতুরকী—পারশ্য।

অতিবিষা শ্বেতকন্দা বিশ্বা শৃঙ্গী চ ভঙ্গুরা
বিরূপা শ্যামকন্দা চ বিশ্বরূপা মহৌষধী ॥
বীরা প্রতিবিষা চান্দ্রী বিষা শ্বেতবচা স্মৃতা।
অরুণোপবিষা চৈব জ্ঞেয়া ষোড়শসম্মিতা ॥
কটূষ্ণাঽতিবিষা তিক্তা কফপিত্তজ্বরাপহা।
আমাতিসারকাসঘ্নী বিষছর্দ্দি বিনাশনী ॥
ত্রিবিধাঽতিবিষা জ্ঞেয়া শুক্লা কৃষ্ণা তথাঽরুণা।
রসবীর্য্যবিপাকেষু নির্বিশেষ গুণা চ সা ॥
দোলায়াং গোময়কাথে পচেদতিবিষাং ততঃ।
সূর্য্যতাপে ভবেচ্ছুষ্কা যোজয়েৎ তাং ভিষগ্‌বরঃ ।

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :— অতিবিষা (অতিক্রান্তবিষ বা নির্ব্বিষ) শ্বেতকন্দা (শুক্লকন্দবিশিষ্ট), বিশ্বা (বহুগুণসম্পন্না) শৃঙ্গী (শৃঙ্গাকার), ভঙ্গুরা (ভঙ্গপ্রবণ), বিরূপা, শ্যামকন্দা (কৃষ্ণবর্ণ কন্দবিশিষ্ট), বিশ্বরূপা মহৌষধি, বীরা, প্রতিবিষা, চান্দ্রী, বিষা (বিষের ন্যায় গুণ-সম্পন্ন), শ্বেতবচা, অরুণা (রক্তকন্দবিশিষ্ট), উপবিষা (বিষতুল্যগুণ বিশিষ্ট),—এই ষোলটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—অতিবিষা—কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, কফপিত্তজ্বরনাশক, আমজন্য অতিসার ও কাসনাশক। বিষদোষ এবং বমনপ্রবৃত্তি নাশক। অতিবিষা তিন প্রকার—শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও অরুণবর্ণ। রস, বীর্য্য ও বিপাকে তাহারা এক গুণসম্পন্ন।

শোধনবিধি :— দোলাযন্ত্রে গোময়কাথে অতিবিষা সিদ্ধ করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া রক্ষা

করিতে হইবে। কন্দ জাতীয় মূল। কখনও কখনও দুইটি পরস্পর সংলগ্ন থাকে। অনায়াসে দুই টুক্‌রা করা যায় এবং ভাঙ্গিলে সাদা শাঁস দেখা যায়। তাহার অগ্রভাগ সরু এবং নিম্নভাগ স্থূলতর।

জন্মস্থান :—হিমালয় পর্বতের পশ্চিম নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, কুমায়ুন হইতে হাজারা ৮,০০০ হইতে ১৩,০০০ ফুট উচ্চে।

বর্ণনা :—ইহার ক্ষুপ হিমালয় প্রদেশে অতি উচ্চ স্থানে জন্মে। পত্র দেখিতে অনেকটা নাক্‌দানা পত্রের ন্যায়। ডালগুলি চেপ্টা, পত্রবৃন্তের নিকট হইতে ফুল বাহির হয়। ফোটা ফুল দেখিতে টুপীর মত। ইহার কন্দ হইতে শিকড় বাহির হয়। বৈদ্যশাস্ত্র মতে শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ—এই ত্রিবিধ অতিবিষা আছে। বাজারে যে অতিবিষা বিক্রয় হয়, উহা দেখিতে ধূসরবর্ণ এবং উহার ভিতরটি শ্বেতবর্ণ; উহার স্বাদ তিক্ত। কাণ্ড সরল ও পত্রপরিপূর্ণ। গাছ উচ্চে ১ হইতে ৩ ফুট হয়। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকার। পত্রের কিনারায় দাঁত আছে। ফুলের বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, ফুলের শিরাগুলি বেগুনে রঙের। ঈষদ্দীর্ঘ কন্দের গাত্র হইতে মূল নির্গত হয়। এই মূলই অতিবিষা নামে বিখ্যাত।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও কন্দ। মাত্রা ২-৪ আনা।

বৈদ্যকে অতিবিষার ব্যবহার

চরক :—**আমাতিসারে** অতিবিষা—আতইচ ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১ সের থাকিতে নামাইয়া, ছাকিয়া, এই জলে অভীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিবে। ইহা কিঞ্চিৎ দাড়িমরসযোগে অম্লাস্বাদ করিয়া আমাতীসারীকে সেবন করাইবে। (সূ: ২ অ:)। (২) **অগ্নিবৃদ্ধিকর**, পাচক ও সংগ্রাহক দ্রব্যের মধ্যে অতিবিষা শ্রেষ্ঠ (সূ: ২৫ অ:)।

বঙ্গসেন :—**গ্রহণীতে** অতিবিষা :—অঙ্কোঠমূলের ত্বক্ ৩ ভাগ, এবং অতিবিষা ১ ভাগ, তণ্ডুলোদকে পেষণপূর্বক পান করিলে গ্রহণী প্রশমিত হয় (জী: সং ১২১ পৃ:)। (২) **শিশুর কাস** জ্বর বমনে অতিবিষা—শিশুর কাস জ্বর এবং বমন প্রতীকারার্থ অতিবিষা চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে। (জী: সং ৮১৬ পৃ:)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা জ্বর নাশক, পাচক ও বলকারক। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধকরূপে অতিবিষার ব্যবহার হয়। অতিবিষা, বিড়ঙ্গের (Embelia ribes) সহিত ব্যবহার করিলে পেটের কৃমি নষ্ট হয়। (Met. Med. Ind., ii. 3) জ্বর প্রতিরোধের জন্য ১।২ আনা মাত্রায় ইহার ব্যবহার করা যায় (Pharm. Ind., i. 16, 1890 Bombay)।

Dymock বলেন, ইহা 'বালগুলি' নামক বটিকার একটি উৎকৃষ্ট মসলা। এই-গুলিতে ৩১টি মসলা আছে, তন্মধ্যে সিদ্ধি, অহিফেন ও ধুত্‌রা এই কয়টি বিষাক্ত (Narcotic), অপরগুলি তিক্ত। এই গুলিতে ছোট ছোট ছেলে ক্লেশ শান্ত থাকে ও নিস্তব্ধ হইয়া নিদ্রা যায়।

CENTRAL LIBRARY

অতিবিষা, শুঁঠ, কুরচির ছাল, মুথা ও গুলঞ্চ—প্রত্যেকটি সম পরিমাণ, সর্বসমেত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; ইহাদের কাথ সিকি অংশ থাকিতে অগ্নি হইতে নামাইয়া দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে উদরাময়সংযুক্ত জ্বর আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

অতিবিষা কন্দের গুঁড়া মধুর সহিত সেবন করিলে, সর্দি, কাশি, জ্বর ও বালকদের বমন আরাম হয়।

ইহার কন্দ ১ আউন্স ও নাটাকরঞ্জার (Caesalpinia bonducella) বীজ ২ ড্রাম গুড়া করিয়া খাইলে, পিত্তজ্বর আরাম হয়, মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ। অতিবিষা একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা জ্বরনাশক, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, বলকারক ও উদরাময় নাশক। দীর্ঘকাল জ্বর ভোগের পর ইহা বলকারক (Tonic) ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; মাত্রা ৫-১০ গ্রেন ; দিবসে ৩ বার সেব্য (Dymock)।

অতিবিষা সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত আছে। Dr. Buchanan ইহাকে Caltha নামক genus ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎপরে Don সাহেব ইহা পরিবর্তিত করিয়া Nirbisia নাম দেন। তিনি এই নামটি দেশীয় 'নির্ব্বিষি' নাম হইতে সম্ভবতঃ পাইয়াছেন। Wallich সাহেব এইগুলি সংশোধন করিয়া Aconitum নাম দেন। দেশীয় 'নির্ব্বিষা' নামে অনেক গাছ আছে। সে কারণ অতিবিষার নির্ব্বিষা নাম সম্বন্ধে এখনও অনেক সন্দেহ আছে। Dr. Dymock লিখিত Glossary of the Bombay Plants & Drugs নামক পুস্তকে Cissampelos pareira Linn. (একলেজা '-কেও নির্ব্বিষা বলা হইয়াছে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Rice পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, Kyllinga monocephala Rottb. (শ্বেত-গোথুবি) আয়ুর্বেদীয় নির্ব্বিষা। এইরূপে নানা জনে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবশেষে Moodeen Shariff সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, Jadwar অর্থাৎ নির্ব্বিষা শব্দের সংস্কৃত অর্থ প্রতিষেধক ঔষধ (Antidote), আর Aconite-এর দ্বারা অনেক রোগ আরাম হয় ও ইহা অনেক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ ; অতএব Aconite-ই Jadwar নামের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

একোনাইট সেবনে ফোড়া আরাম হয় (Dr. Emerson)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—জ্বরশান্তিকারক, রক্তাতিসারপ্রশমক, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক (aphrodisiac), কষায় রসাত্মক রসায়ন। অতিসার, অজীর্ণ ও কাসে ফলপ্রদ।

মন্তব্য ঃ—অতি প্রাচীন কাল হইতে অতিবিষার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট হইতে নিঘন্টুকারগণের যুগ পর্যন্ত আয়ুর্বেদে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। নিঘন্টুকার রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের—তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। বর্তমানে কেবল শ্বেত-জাতীয় শুঙ্গবৎ মূলই অতিবিষা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ অতিবিষা নাই। ইহার 'ঘুণপ্রিয়া' নামটি খুব স্বার্থক। দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিয়া রক্ষা না করিলে খুব শীঘ্রই ইহাতে ঘুণ ধরে। শীঘ্র ঘুণ ধরে বলিয়া ইহার নাম ঘুণপ্রিয়া। প্রচলিত নাম—ঘুর্ণা।

CENTRAL LIBRARY

Fig :—Bentl. & Trim, Med. Pl., t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med.Pl, t. 13b
Ref :—Royle III. 56, t. 13; F.B.I., i. 29; Royle in Journ. As. Soc., Bengal, i. 459.

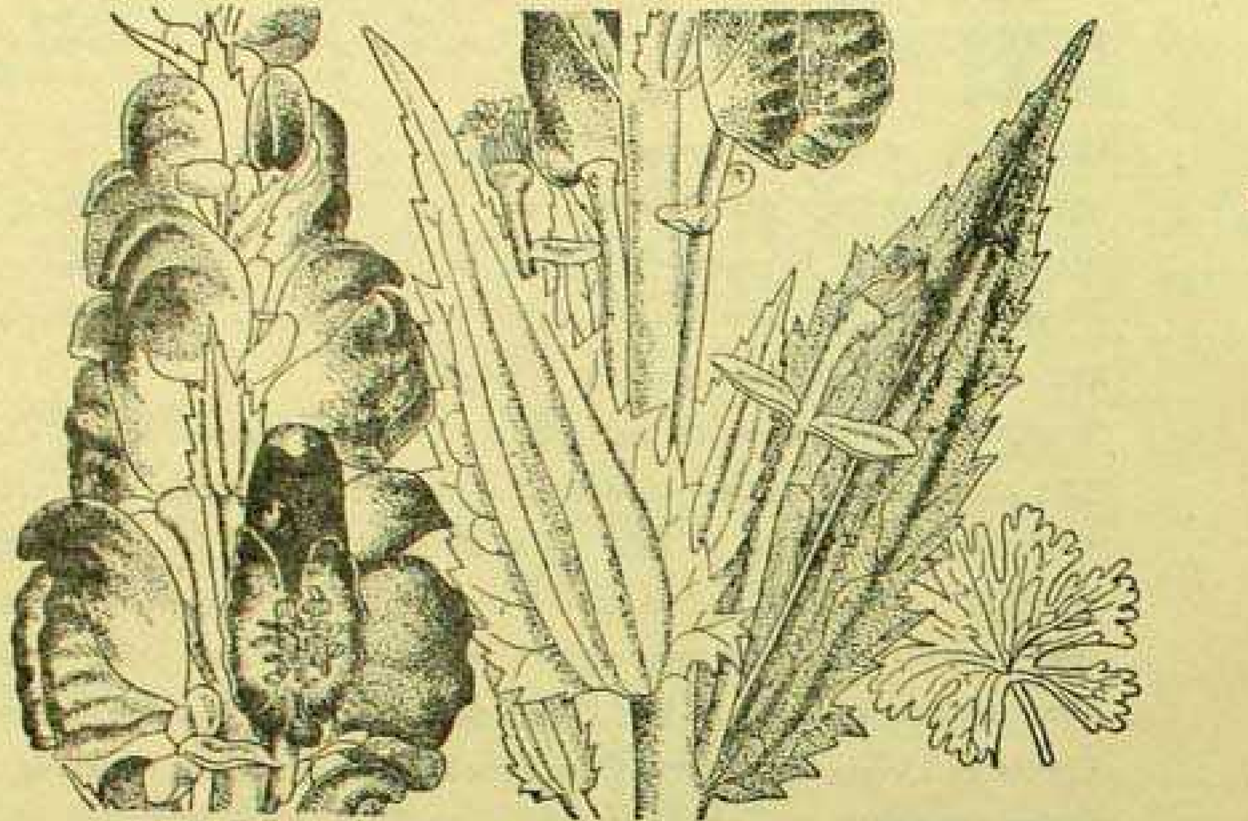

1. Aconitum heterophyllum Wall. (অতিবিষা)

2. A. ferox Wall. (কাঠবিষ)

ভাষানুসারী নাম ঃ—বৎসনাভ—সংস্কৃত ; কাঠবিষ, বিষ—বাংলা ; বিষ, বিস্, বচ্নক্, মিঠাজহর, সিংহ-বিষ, সিংহ, টেলিয়া-বিষ, বাছনাগ—হিন্দি ; বিষ—আসাম ; বিষ—আরব ; বিষ-নাগ—পারশ্য ; বচ্নাগ—মহারাষ্ট্র ; বচ্নাগ—গুজরাট ; বস্-নাভি—তামিল ; নাভি, বস্-নাভি—তেলেগু ; বলস্-নাভি—মালয় ।

অমৃতং স্যাৎ বৎসনাভো বিষমুগ্রং মহৌষধম্ ।
গরলং মরণং নাগং স্তোককং প্রাণহারকম্ ॥
গরদং স্থাবরাদি স্যাৎ প্রোক্তং চৈকাদশাহ্বয়ম্ ॥
বৎসনাভোঽতিমধুরঃ সোষ্ণো বাতকফাপহঃ ।
কণ্ঠরুক্ সন্নিপাতঘ্নঃ পিত্তসন্তাপকারকঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিপ্পল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ঃ—অমৃত, বৎসনাভ (বালকের নাভির আকৃতি বিশিষ্ট), উগ্রবিষ, মহৌষধ, গরল, মরণ, নাগ, স্তোকক, প্রাণহারক, গরদ, স্থাবর গরল—এই ১১টি নাম ।

গুণপর্য্যায়ঃ—রসে ইহা অতি মধুর, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু ও কফদোষনাশক, কণ্ঠবেদনাজন্য সন্নিপাত দোষনাশক এবং পিত্তদোষ জন্য সন্তাপকারক।

শোধনবিধি ঃ—গোমূত্রে ১ দিন বা ৩ দিন ভিজাইয়া নূতন মূত্র পরিবর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া ত্বক্ অংশ বাদ দিয়া টুকরা ও শুষ্ক করিয়া তাহার ব্যবহার করিতে রসতাত্ত্বিকগণ উপদেশ দিয়াছেন।

জন্মস্থান ঃ—হিমালয় প্রদেশের সিকিম হইতে গাড়োয়াল পর্যন্ত স্থান, ১০,০০০ হইতে ১৪,০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বর্ণনা ঃ—ইহার পাতা বিক্ষিপ্ত, দেখিতে অনেকটা তরমুজের পাতার ন্যায়, পাতার গায়ে ও ডাঁটায় লোম আছে। পুষ্পদণ্ড সোজা, ফুল কাণ্ডের উভয় দিকে হয়। ফুলের বহির্ব্বাস নীলবর্ণ ও লোমযুক্ত, উপরিভাগ টুপির ন্যায়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও পক্ষযুক্ত, ফুল দেখিতে অনেকটা মটর ফুলের ন্যায়। ফলে কাঁটা আছে। ফলগুলি অনেকটা ছড়ছড়ে ফলের ন্যায় কাঁটাযুক্ত, কিন্তু লম্বায় ছোট ও মোটা। ইহার কন্দের গাত্র হইতে পটলের মূলের ন্যায় শিকড় বাহির হয়। এই কন্দ বাজারে Aconite বলিয়া বিক্রয় হয়। Bidie বলেন যে, ইহার সহিত Gloriosa superba Linn. (বিশ্‌লাঙ্গুলী) মূল মিশ্রিত করিয়া মাদ্রাজের বাজারে Aconite বলিয়া বিক্রয় হয়।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ ও মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার মূল ও কন্দ অতিশয় বিষাক্ত এবং বিষক্রিয়া Aconitum Napellus অপেক্ষা অনেক পরিমাণে মৃদু। ভারতীয় ভৈষজ্যের মধ্যে ইহা একটি প্রধান ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা একদিন মাত্র ব্যবহার করিলেই বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ কমিয়া আসে। (Kirtikar & Basu)। মূত্রযন্ত্রের পীড়া এবং মেহরোগে ইহা বিশেষ হিতকর।

পেশীর বাত, পুরাতন ও নূতন চুলকনায় ইহার শিকড় প্রলেপ-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব, আল্‌জিহ্বার বিবৃদ্ধি, গলার ক্ষত, সর্দি, ও বাতরোগে ইহা বড় হিতকর। ইহা কুব্জ-রোগ নিবারক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাড়তায় বিশেষ উপকারী।

কাঠবিষ ১, জৈত্রী ১, গোলমরিচ, হিঙ্গুল (Cinnabar), লবঙ্গ বা দারুচিনি ১, মৃগনাভি ½ ভাগ—এইগুলি বটিকাকারে ব্যবহার করিলে, কফ ও হাঁপানিতে বিশেষ ফল দর্শে। মাত্রা ২ গ্রেণ (Dymock)।

পুরাতন অবিরাম জ্বরে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় (Dymock)। বহু ইউরোপীয় ডাক্তার প্রকৃত 'Aconite-এর স্থলে ইহা ব্যবহার করেন। এ দেশীয় শিকারীরা ও অসভ্য জাতিগণ ধনুকের তীরের অগ্রভাগ বিষাক্ত করিবার জন্য বৎসনাভ অনেক পরিমাণে ব্যবহার করে। মুসলমান বৈদ্যগণ সর্পবিষ ও কাঁকড়াবিছার বিষ নষ্ট করিবার জন্য কাঠবিষের সহিত অপরাপর উত্তেজক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন। ইহা কামোত্তেজক। প্রবল জ্বরের উত্তাপ কমাইবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় (Emerson)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—অত্যন্ত বিষাক্ত, কুষ্ঠরোগে, জ্বরে, বিসূচিকায় এবং বাতরোগে প্রযোজ্য। বিষক্রিয়াযুক্ত উপক্ষার—pseudocotine ইহাতে আছে। এই মূলগুলি গোমূত্রে বা দুগ্ধে ভিজাইলে নরম হয়। তাহার অবসাদকর গুণের হ্রাস হয় ফলে হৃদযন্ত্রের হানিকর হয় না বরং রসায়নের কার্য করে। (গোমূত্রে বা দুগ্ধে ভিজাইয়া বাহ্যত্বক নরম হইয়া গেলে তাহা ফেলিয়া ভিতরের শাঁস অংশ শুকাইয়া ব্যবহার্য। মাত্রা ১/৮=১/২ গ্রেণ।)

মন্তব্য :—চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে নাম উল্লেখ মাত্র দেখা যায়। কিন্তু রসবৈদ্যগণ জ্বর, উদরাময়, কাসরোগে অগ্নি বৃদ্ধির জন্য ইহার প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। অগ্নি বল বৃদ্ধিকারক উপাদানরূপে ইহার উপযোগিতা বহুমুখী। **শাঙ্গধর** ইহার ব্যবহার অল্পই করিয়াছেন। চরকাদি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে 'অমৃত' অর্থে গুলঞ্চের ব্যবহার করা হইয়াছে।

Fig :—Bentl & Trim, Med. Pl, i.t. 5 ; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, v. t. II, and X. t. 109, 1905 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 20.

Ref :—F.B.I., i 28 ; Wall. Cat. 4721 ; Don. Prodr., 196.

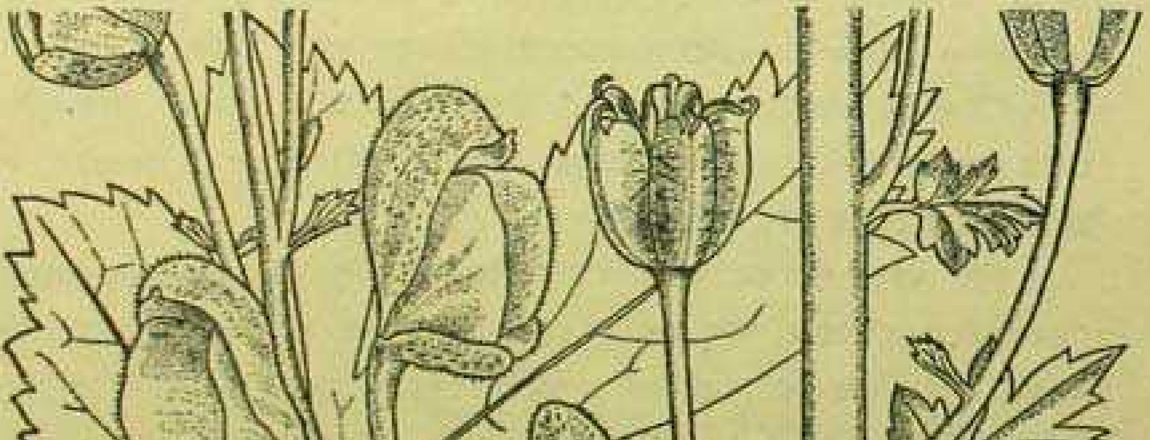

2. Aconitum ferox Wall. (কাঠবিষ)

CENTRAL LIBRARY

3. Aconitum napellus Linn. [কাঠবিষ]

ভাষানুসারী নাম ঃ—বিষ—সংস্কৃত ; কাঠবিষ—বাংলা, তুখি-বিষ—হিন্দী ; তুখিয়া-বিষ, কাঠবিষ, মিঠা-জহর—কাশ্মীর ; তুখিয়-বিষ, কাঠবিষ, মিঠা-জহর—পাঞ্জাব ; বস্-নাভি—তেলেগু।

বিষমাহেয়মমৃতং গরলং দারদং গরম্।
কালকূটং কালকূটে হরিদ্রং রক্তশৃঙ্গকম্ ॥
নীলঞ্চ গরদং ক্ষ্বেড়ো ঘোরং হালাহলং হরম্।
মরং হলাহলং শৃঙ্গী ভুগরং চৈকবিংশতিঃ ॥
স্থাবরে বিষজাতীনাং শ্রেষ্ঠৌ নাগোগ্রশৃঙ্গকৌ।
নাগো দেহকরে শ্রেষ্ঠো লোহে চৈবোগ্রশৃঙ্গকঃ ॥
বিষস্যাষ্টাদশাভিদাশ্চতুর্বর্গাশ্চ যৎ পৃথক্।
তদত্র নোক্তমস্মাভির্গ্রন্থ গৌরবভীরুভিঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—বিষ, আহেয়, অমৃত, গরল, দারদ, গর, কালকূট, কাল, কূট, হরিদ্র, রক্তশৃঙ্গক, নীল, গরদ, ক্ষ্বেড়, ঘোর, হালাহল, হর, মর, হলাহল, শৃঙ্গী, ভুগর—এই একুশটি নাম। রক্তশৃঙ্গক (রক্তাভ শৃঙ্গ সদৃশ) শৃঙ্গী (অর্থাৎ শৃঙ্গ সদৃশ) নাম দুইটি আকৃতি ও বর্ণের পরিচায়ক।

গুণপর্যায় ঃ—বহু জাতীয় স্থাবর বিষের মধ্যে দুই জাতীয় বিষ শ্রেষ্ঠ। একপ্রকার নাগ অপর প্রকার উগ্রশৃঙ্গক। তারমধ্যে নাগজাতীয় বিষ দেহপুষ্টিকর এবং উগ্রশৃঙ্গক রক্তবৃদ্ধিকর। আঠার প্রকার বিষকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তাহা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য নিঘণ্টুতে উল্লেখ করা হইল না। মোটের উপর যোগবাহী ঔষধরূপে রসবৈদ্যগণ ইহার বহুল ব্যবহার করিয়াছেন।

জন্মস্থান ঃ—হিমালয় প্রদেশের ১০,০০০—১৫,০০০ ফুট উচ্চ পর্বতে চাম্বা প্রভৃতি স্থানে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অতি উচ্চ পার্বত্য ভূভাগে জন্মে। সাধারণতঃ ইহা ইউরোপ,এশিয়া এবং আমেরিকার মেরু প্রদেশে ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—ইহা একটি খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২।৩ ফুট উচ্চ। মূল মোচার ন্যায়, দেখিতে পটলের মূলের মত, গায়ে সরু সরু শিকড় জন্মে, ২—৪ ইঞ্চি লম্বা। গাছ মরিয়া গেলে ইহার মূল হইতে পরবর্তী বৎসরে গাছ বাহির হয় এবং পূর্ব বৎসরের মূল পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। গাছের পাতা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে অনেকটা রজনীগন্ধা গাছের ন্যায়। উপরের পাতা ছোট হয়। ডাঁটার উপরিভাগে উভয় দিকে মটর ফুলের ন্যায় ফুল হয়। ফুল ডাঁটায় লাগিয়া থাকে। পাতার স্বাদ জ্বালাকর। টাট্‌কা মূল উগ্র গন্ধবিশিষ্ট। শুষ্ক মূল মিষ্ট (Fluck & Hanb.)। ফুল সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ। ফুলের বহির্বাস ৫টি, পাপ্‌ড়ী ২-৫টি। পুংকেসর অনেক থাকে, ইহারা লোমযুক্ত। বীজকোষ মসৃণ, অভ্যন্তরে অনেক বীজ থাকে। Flora of British India নামক পুস্তকে

ইহার আরও তিনটি Var আছে। যথা—Var. rigidum, Var. multifidum এবং Var. rotundifolium.

ব্যবহার্য অংশ :—মুল ও টাট্‌কা পত্র।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা সাধারণতঃ জ্বরনাশক, নানাবিধ স্নায়বিক দৌর্বল্য, পুরাতন বাত, গেঁটেবাত ও হৃদরোগে হিতকর। ইহা অধিক মাত্রায় বিষের ন্যায় কাজ করে। অর্দ্ধ মাত্রায় বলকারক ও জ্বরনাশক (Nadkarni)।

British Pharmacopœia-তে ইহার মুলের ব্যবহার গৃহীত হইয়াছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ইহা (Aconitum) উপক্ষারযুক্ত (ভারতবর্ষ) এবং neopelline উপক্ষারযুক্ত (আর্ক ফার্মেসি, বার্লিন)। ইহার উপক্ষারাংশ কম পাওয়া যায়, যদি গাছ ৬০০ মিটারের (সমুদ্রতট হইতে) বেশী উচ্চ স্থানে জন্মে।

মন্তব্য :—রসবৈদ্যগণ যোগবাহী ঔষধরূপে ইহার বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। কাঠবিষ আকারে শৃঙ্গ সদৃশ। রসতান্ত্রিক বৈদ্যগণ ইহা মিঠাবিষ নামে শোধন করিয়া ব্যবহার করেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য গ্রন্থে এক পরিবারভূক্ত বহুপ্রকার Aconitum (কাঠবিষের) উল্লেখ দেখা যায়। নামের সামঞ্জস্য বিধান এখনও সম্ভব হয় নাই। তবে বাজারে রক্তাভ শ্বেতাভ, কৃষ্ণাভ এবং হরিদ্রাভ মিঠাবিষ যাহা নেপাল হইতে আসে—তাহার বর্ণভেদ অনুসারে নামপর্যায়ের সার্থকতা আছে। সকলগুলি অতি মাত্রায় বিষগুণসম্পন্ন।

Fig.—Bentl & Trim, Med. Pl., i.t. 6 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t.9.

Ref.—F.B.I., i. 28 ; Journ. Board. Agric. XXI, 496 & 502 ; Annals. Royal Botanic Garden, Calcutta, X. 121, 1905.

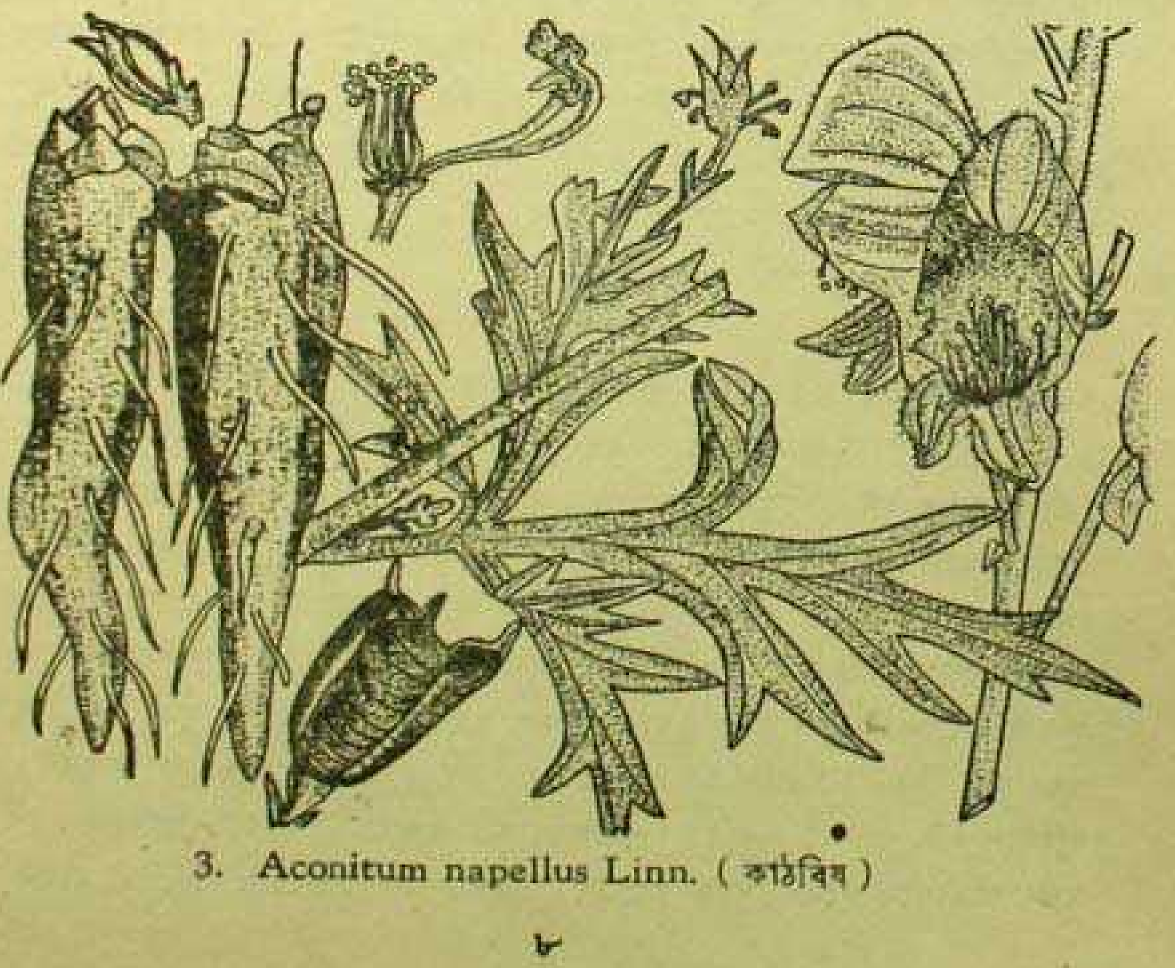

3. Aconitum napellus Linn. (কাঠবিষ)

Genus—DELPHINIUM Linn.

4. D. denudatum Wall. (নির্ব্বিষি)

ভাষানুসারী নাম ঃ—নির্বিষা—সংস্কৃত ; নির্ব্বিষি—হিন্দী ; নিলো-বিষ—নেপাল ; নির্ব্বিষি—পূর্বহিমালয় ; মুনিলা—পাঞ্জাব ; জদ্ওয়ার, মহ্ফেরফিন্—আরব। জাদোয়ার, নির্ব্বিসি—বোম্বাই।

নির্ব্বিষাঽপবিষা চৈব বিবিষা বিষহা পরা।
বিষহন্ত্রী বিষাভাবা হ্যবিষা বিষবৈরিণী॥
নির্ব্বিষা তু কটুঃ শীতা কফবাতাস্রদোষনুৎ।
অনেকবিষদোষঘ্নী ব্রণসংরোপণী চ সা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—নির্বিষা, অপবিষা, বিবিষা, বিষহা, বিষহন্ত্রী, বিষাভাবা, অবিষা, এবং বিষবৈরিণী—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—নির্বিষা রসে ও বিপাকে কটু, শীতবীর্য্য এবং কফ, বাত ও রক্তদোষনাশক। অনেক বিষদোষ নাশক এবং ব্রণ রোপণকার্যের সহায়ক।

জন্মস্থান ঃ—পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ। ৫—১০ হাজার ফুট উচ্চে কাশ্মীর হইতে কুমায়ুন প্রদেশের তৃণক্ষেত্রে দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—অবনত এবং বহু শাখা ও প্রশাখাবিশিষ্ট ওষধি। কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, শাখাযুক্ত। পত্রে ৫-৯টি সরু ও পক্ষাকার বিভাগ আছে। কাণ্ডে পত্র অল্প হয় ; বৃন্ত লম্বা। ফুল সংখ্যায় অল্প হয়, উহা ১½ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। ফুলের পাপ্‌ড়ী ৫টি, ফিকে নীলবর্ণ ও পশমাবৃত। পুষ্পস্তবক বিস্তৃত, শ্বেত, নীল, বেগুণে ও ধূসরবর্ণ। পুষ্পদণ্ডে ফুল একটির পর একটি বিপরীত দিকে হয়। পত্র দেখিতে অনেকটা ধনে গাছের পাতার মত। ফলে বীজ ১-৭টি থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—মূল ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার মূল চিবাইলে দাঁতের বেদনার উপশম হয়। জ্বরের বিরামকালে ইহার মূলের কাথ ২-৪ ড্রাম পরিমাণ ব্যবহার করিলে জ্বর আরাম হয় (Stewart)। ইহা বাত ও উপদংশ রোগে ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য পুনরায় আনয়ন করে। কথিত আছে যে, বানর-বৈদ্য সুষেণ লক্ষ্মণের শক্তিশেল-কালে এই ঔষধ হনুমানকে আনিতে বলেন। হনুমান্ এই ঔষধ হিমালয় প্রদেশ হইতে আনিলে লক্ষ্মণের ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হয় ও রাবণের ভয়ঙ্কর শেল-জনিত আঘাত হইতে লক্ষ্মণ আরোগ্যলাভ করেন (Nadkarni)। ইহা উপদংশ ও বাতের পক্ষে বিশেষহিতকর।

নির্বিষি ১ ড্রাম, আম্বার ১০ গ্রেণ, জাফরান ১ ড্রাম, এইগুলি গোলাপ জলে পেষণ করিয়া ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে, হৃদ্‌রোগ ও মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ আরাম হয়। ইহা শুক্র ও পুংজননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতায় বিশেষ হিতকর। (Nadkarni)

Jadwar (নির্বিষি) সচরাচর একোনাইটের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

মন্তব্য —বিষ প্রসঙ্গে চারিপ্রকার বনৌষধির উল্লেখ আয়ুর্বেদ গ্রন্থে করা হইয়াছে। নিঘণ্টুকারও চারিপ্রকার বিষের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রসবৈদ্যগণ স্থাবরবিষ মধ্যে (অমৃত) বৎসনাভ জাতীয় উগ্রবিষ শোধন করিয়া যোগবাহী ঔষধরূপে ১/৮-১/৪ গ্রেণ মাত্রায় বিভিন্ন ঔষধে ব্যবহার করিয়াছেন। Watt মহোদয় অতিবিষাকে নির্বিষা বলিতে চাহিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকপক্ষে মিঠাবিষ পর্যায় ভুক্ত নয়। চরক, সুশ্রুত, শার্ঙ্গধর ও চক্রদত্তাদি গ্রন্থে অতিবিষার ব্যবহার বিভিন্ন স্থানে আছে। কুষ্ঠরোগে, অতিসারে, জ্বরে ও গ্রহণীরোগে অতিবিষার ব্যবহার আছে। শিশুজ্বরে, শিশুর কাসে বেশী প্রয়োগবিধি আছে। অগ্নিবল বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ইহার প্রধান উপযোগিতা। এটাও জানা দরকার যে বর্তমানে বাজারে মিঠাবিষ বলিয়া যাহা বিক্রীত হয় তাহার মধ্যে বহু প্রজাতির (Species) মূল মিশ্রিত হইয়া আসিতেছে। মোটের উপর A. ferox (বৎসনাভ—অমৃত)। A. napellus (কাঠবিষ—অমৃত)—এই দুইটী বিষধর্মী। তাহার ব্যবহার, মাত্রা ও শোধনবিধি একপ্রকার। অপর দুইটীর একটি A. hetero phyllum—তাহাই বাস্তবিক গুণগত নির্বিষা। শোধনান্তে তৈলসহ পাকে তাহা বিষধর্মী, যদিও নির্বিষা নাম তাহাতে লিখিত হইয়াছে। শোধনান্তে তাহা নির্বিষ অর্থাৎ বিষগুণ নষ্ট হইয়া যায়। শেষটী D. denudatum Wall.—নির্বিষা বলিয়া লিখিত। কফ, বাত, রক্তদোষনাশক ও ব্রণরোপক গুণবিশিষ্ট। কৃষ্ণবর্ণের মিঠা নেপালে জন্মে। তাহা অমৃত বা মিঠাবিষ পর্যায়ে পড়ে। রক্তাভ মিঠাবিষও অমৃত বা মিঠাবিষ। সকলগুলি শৃঙ্গসদৃশ বলিয়া শৃঙ্গী ইহাদের সাধারণ নাম। চারিপ্রকার বিষের পরিচয় Dr. F. Hamilton দিয়াছিলেন। মদন পাল নিঘণ্টুতে চারিপ্রকার বর্ণভেদে মিঠাবিষের উল্লেখ আছে। ইউনানি মতে ১৮ জাতীয় মিঠাবিষের উল্লেখ আছে। Watt মহোদয় ১৯ জাতীয় মিঠাবিষের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সকলগুলি মিঠাবিষের পর্যায় পড়ে। আয়ুর্বেদ নিঘণ্টুতে চারিপ্রকার বিষের মধ্যে অতিবিষা বা আতইচ গুণগত নির্বিষা। এ বিষয়ে Watt মহোদয়ের শেষ সিদ্ধান্ত সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। A. ferox এবং A. napellus উগ্রবিষ জাতীয়। আয়ুর্বেদ মতে তাহা শোধন করিয়া রসবৈদ্যগণ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই প্রধানতঃ মিঠাবিষ বা অমৃত নামে পরিচিত। তাহা শোধনান্তে তৈলসহ পাক করিয়া ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাকে নির্বিষা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া Dymock মন্তব্য করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহাই মূলতঃ নির্বিষা নহে (Watt)। বাস্তবিক অতিবিষাই নির্বিষা বা 'অতিক্রান্তবিষ' অর্থাৎ বিষগুণশূন্য। তাহাই বাজারে অতিবিষা বা আতইচ নামে খ্যাত। বাজারে এখন এই দুই শ্রেণীর বিষ—(১) অতিবিষা ও (২) মিঠাবিষ—বিক্রয় হয়। তবে মিঠাবিষের মধ্যে শ্রেণীভেদ দেখা যায়। কোনটা কৃষ্ণাভ বা ঈষৎ রক্তাভ, কোনটা শ্বেতাভ বা ধূসর। কিন্তু আতইচ গুণগত নির্বিষা। ইহা ভঙ্গুর এবং মাত্রাধিক্যে কোন

বিষক্রিয়া আনে না। কিন্তু মিঠাবিষের মাত্রা ১/৪-১/২ গ্রেন। কোন কোন বিষ বিশেষতঃ কৃষ্ণাভ বিষ প্রতিক্রিয়ায় উষ্ণবীর্যগুণ প্রকাশ করে। দুগ্ধ সেবনে সেই প্রতিক্রিয়া উপশমিত হয়। অতিবিষার মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ আনা একদিনে সেবন করা যায়। কোন বিষক্রিয়া নাই। মিঠাবিষ (অমৃত) রক্তকৃষ্ণাভ। আতইচের বাহ্য আবরণ শ্বেতাভ কিন্তু অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ। হরিদ্রাভ ও শ্বেতাভ (ধূসরবর্ণ) বর্ণের মিঠা বাজারে পাওয়া যায়।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med.Pl., i. 7a ; Bruhl, Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, v. pt. ii, 117. fig. 10d ; t. 119, fig. 19. 1896.

Ref :—F.B.I., i. 25 ; Collett, Fl. Siml., 12, 1902 ; Wall., Cat., 4719.

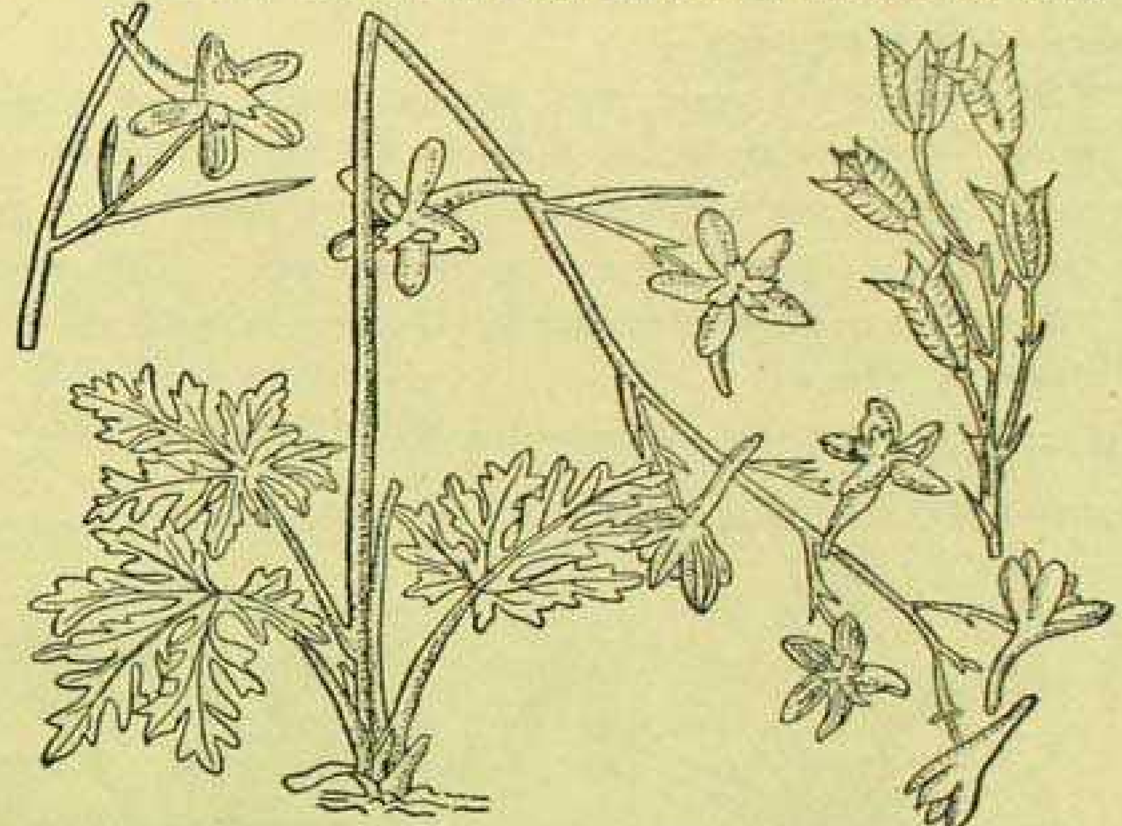

4. Delphinium denudatum Wall. (নির্বিষি)

Genus—CLEMATIS Linn.

5. C. triloba Heyne. (লঘুকর্ণী)

ভাষানুসারী নাম :—লঘুকর্ণী—সংস্কৃত ; লঘুকর্ণিকা, লঘুকর্ণী—বাংলা ; মুরহারি—হিন্দী ; মারাভেলা—বোম্বে।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্যের পার্বত্যপ্রদেশে ও কঙ্কণের পশ্চিমভাগে জন্মে।

বর্ণনা :—ইহা একটী লতানে গাছ, বহুদূর ব্যাপিয়া জন্মে। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রদণ্ডের ৩টী উপপত্র থাকে। পাতার ডাঁটা লম্বা ও কাঁটাযুক্ত। কিনারাগুলি করাতের ন্যায়।

পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুলের নিম্নাংশ পত্রময়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ১½—২ ইঞ্চি বিস্তৃত। বহির্বাস ৪-৬টী। ফুলের ভিতর আবরণ নাই। পুংকেসর অনেক আছে। ফল গোলাকার, প্রান্তদেশ অল্প সূচাল। ফল পাকিলে, ফাটিয়া যায় ও বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্রের রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার পাতার রস ও কুরচিপাতার রস চক্ষুতে দিলে চক্ষুউঠা আরাম হয়। প্রত্যেক বারে ২ ফোঁটা দিতে হয়। কেহ কেহ সমস্ত গাছটিকে ভেদক বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার টাট্‌কা পত্ররস রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, উপদংশ ও পুরাতন জ্বরে হিতকর (Dymock).

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ডাঁটা—ফোড়া (ব্রণাদি), চুলকনা, পাঁচড়া, কুষ্ঠব্যাধি, রক্তদুষ্টি, জ্বর ও সর্পদষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিক্তাস্বাদ এবং anemonin উপাদান জন্য বিষাক্তদ্রব্য মধ্যে গণ্য।

মন্তব্য ঃ—চরক, সুশ্রুত, চক্রদত্ত ও নিঘণ্টু গ্রন্থে এই সংস্কৃত নামের (লঘুকর্ণী) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিঘণ্টু গ্রন্থে কর্ণী শব্দ আখুকর্ণীতে মাত্র আছে। তাহা ভাবপ্রকাশে আছে বটে কিন্তু লঘুকর্ণী শব্দ তাহাতেও নাই। Glossary-তে লঘুকর্ণী স্থলে লঘুকর্ণিকা নামকরণ করা হইয়াছে।

Fig :—Talbot, For. Fl., Bombay, i.t. 3; Kirtikar & Basu,, Ind. Med. Pl., t. 2.

Ref :—F.B.I., i. 3; DC., Prodr., i 8; W. & A., Prodr., i. 2.

5. Clematis triloba Heyne. (লঘুকর্ণী)

Genus—RANUNCULUS. Linn.

6. R. sceleratus Linn. (কাণ্ডীর)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কাণ্ডীর—সংস্কৃত ; কাণ্ডীর—বাংলা ; সিম—কুমায়ুন। কাফেজ-সাবা—আরব ; কবিকাজ—পারস্য।

> কাণ্ডীরঃ কাণ্ডকটুকো নাসাসংবেদনঃ পটুঃ।
> উগ্রকাণ্ডস্তোয়বল্লী কারবল্লীস্থকাণ্ডকঃ।
> কাণ্ডীরঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ সরো দুষ্টব্রণার্ত্তিজিৎ।
> লূতাগুল্মোদর প্লীহশূলমন্দাগ্নিনাশনঃ।
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়—কাণ্ডীর, কাণ্ডকটুক, নাসাসংবেদন, পটু, উগ্রকাণ্ড, তোয়বল্লী, কারবল্লী, স্থকাণ্ডক— এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—ইহা কটুবিপাক, তিক্তস্বাদ, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচন গুণ-বিশিষ্ট, এবং দুষ্টব্রণ নাশক। ইহা লূতাবিষ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শূল মন্দাগ্নি নাশক।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের নদী বা ঝিলের কিনারায় শীতকালে জন্মে। আসাম ও উত্তর-ভারতে জলাশয়ের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী, সরল, পীতাভ ও সবুজবর্ণ ওষধি। কাণ্ড সাধারণতঃ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, কখন বা ১-৩ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ড অতিশয় নরম ও ফাঁপা। প্রধান পত্র ½-১½ ইঞ্চি, পত্রদণ্ড লম্বা, পত্র গভীর ভাবে ৩ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ কর্ত্তিত। ফুলের ব্যাস ⅓-⅔ ইঞ্চি, অনেক ফুল হয় ; ছোট ছোট পাপড়ী ফিকে পীতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ। ফল নরম লোমময়, অগ্রভাগ লম্বা ও গোলাকার। মোটামুটি দেখিতে পিপুলের মত, তবে পিপুল অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্র। শীতকালে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ— সমগ্র উদ্ভিদ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—টাটকা গাছ অতিশয় বিষাক্ত এবং ইহার রস সেবন করিলে বিষময় ফল ঘটে। পত্রের পিষ্টরস শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে সেই স্থান আরক্তবর্ণ হয়। ইহাতে বেলেতারার ন্যায় ফোস্কা হয়। ইহা ক্ষত আরাম করিতে ব্যবহৃত হয় (Murray)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—ডাঁটা (ত্বকসহ)—ঋতুস্রাব কারক, স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি-কারক, বিষক্রিয়া উৎপাদক।

পাতা—চামড়ার উপর প্রয়োগে ফোস্কা উঠে। অত্যন্ত মারাত্মক বিষ বলিয়া বিবেচিত হয়।

মন্তব্য ঃ—Watt মহোদয়ের কিম্বা Glossary গ্রন্থে ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ নাই। আয়ুর্বেদোক্ত জলপিপুল সম্পূর্ণ পৃথক বনৌষধি। তাহার সহিত এই বনৌষধির সম্বন্ধ নাই।

Fig —Bose, Man. Ind. Bot., t. 4, 1920 ; Useful Pl. Japan, ii. t 480, 1895

Ref :—F.B.I.,i., 19 ; Agric. Gaz., N.S. Wales, XXVII. 866, 1916 ; B.P., i. 193 ; Prain, H. H., 168 ; Roxb., Fl. Ind., ii. 657.

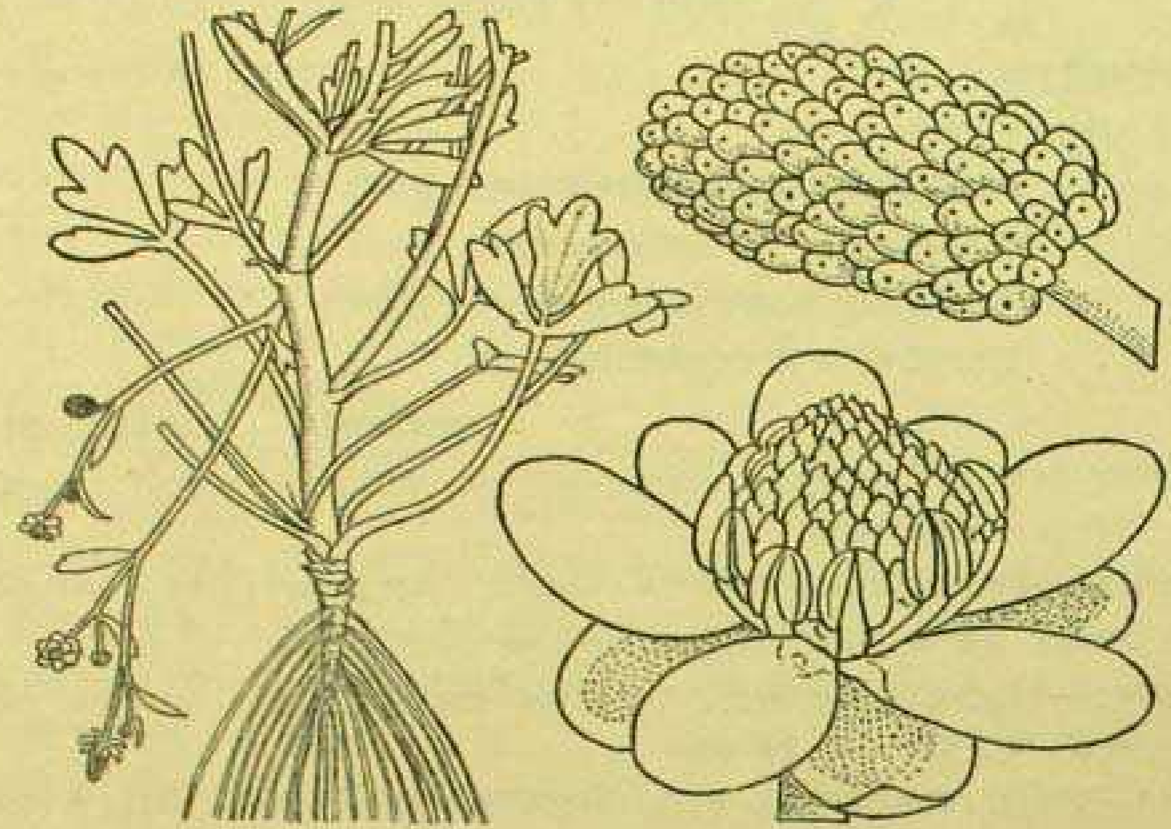

6. Ranunculus Sceleratus Linn. (কাণ্ডীর)

Genus—NARAVELIA DC.

7. N. zeylanica DC. (ছাগলবাটি)

ভাষানুসারী নাম :—প্রচলিত বাংলা নাম ছাগলবাটি।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশের অন্তর্গত উষ্ণস্থান, নেপাল, বঙ্গদেশের সমগ্র স্থান, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, আসাম, কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ। পত্র চামড়ার মত, লতার বিপরীত দিক্ হইতে বাহির হয়। ফুল গুচ্ছবদ্ধ, ঈষৎ পীতবর্ণ। বহির্বাস ৪-৫টী। অন্তর্বাস ও পুংকেশর অনেক। বর্ষায় ফুল ও শীতকালে ফল হয়। ফল লালবর্ণ ও শক্ত, অনেকটা আকন্দফলের ন্যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—কাণ্ড ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠায় নখের কুনী আরাম হয়।

মন্তব্য :—গ্রন্থকারের ছাগলবাটী নামকরণের স্বার্থকতা উপলব্ধি করা যায় না। Glossary গ্রন্থে Pergularia extensa, Daemia extensa-এর একার্থবাচী করিয়াছেন।

নাম যুগফল। ইহা আকৃতিতে 'ছাগল বেঁটে' অনুমান করা যায়। কিন্তু 'ছাগলবাটি' নামটীর মূল সূত্র পাওয়া যায় না। Watt মহোদয় এই নামের ব্যবহার করিয়াছেন।

Fig—Talbot, For. Fl., Bombay, i. 7, Roxb., Cor. Pl., ii. t. 188

Ref—F.B.I., i. 7 ; Roxb., F.I., ii. 670 ; B.P., i. 193 ; Watt, V. pt. i. 317 ; H.S., 2 ; Prain, H.H., 168.

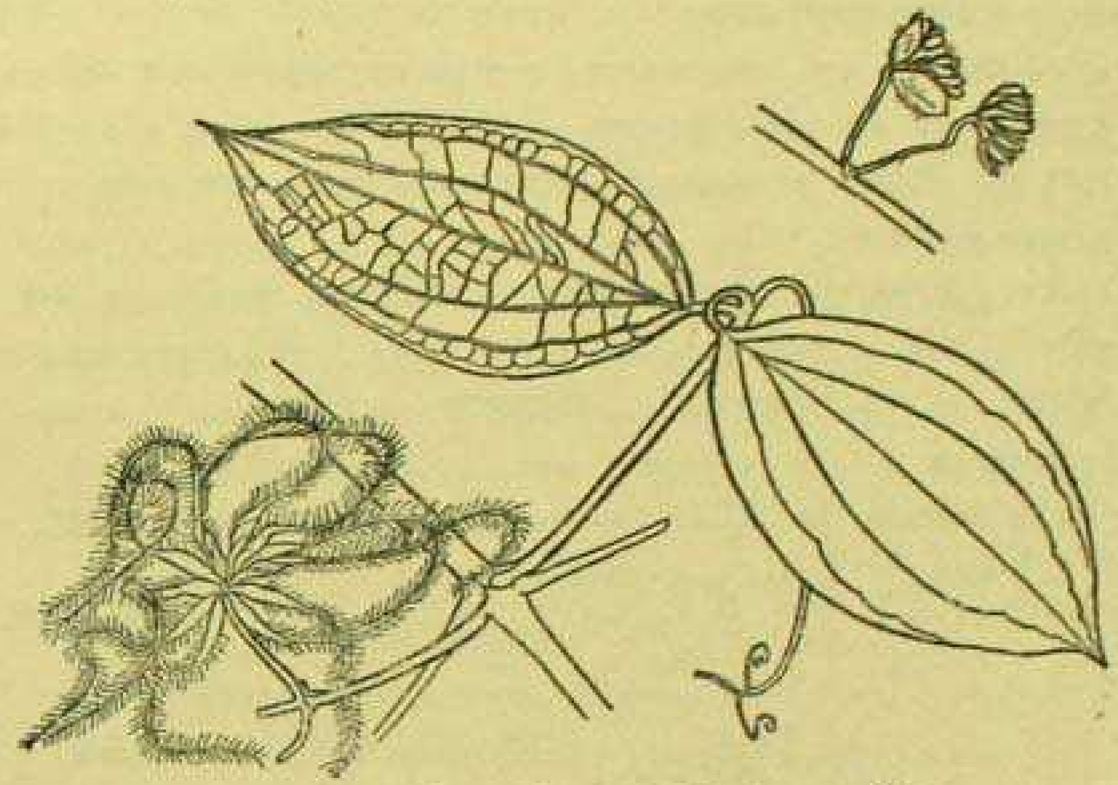

7. Naravelia zeylanica DC. (ছাগলবাটি)

Genus—NIGELLA Linn.

8. N. sativa Linn. (কালজীরা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কৃষ্ণজীরক—সংস্কৃত ; কালজীরা—বাংলা ; কালজীরা, মুগ্রেলা—হিন্দি।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বিশেষতঃ পশ্চিম ভাগে। হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে চাষ হয়। ইহার আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপ।

বর্ণনা ঃ—পত্রদণ্ডের উভয়দিকে যুগ্ম পত্র হয়। ফুল শ্বেত, নীল অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ। ফুলের পাপড়ী ৫টী। পুংকেসর বহু। গর্ভকেসর লম্বা। ফল গোলাকার। ইহার বীজ ত্রিকোণাকার, কৃষ্ণবর্ণ, ⅛ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ অবক্ষুর, কোষের ভিতর শ্বেত তৈলময় অনেক বীজ থাকে। ফুলের সময় কার্তিক, অগ্রহায়ণ। ফলের সময় শীতকাল।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—তিলের তৈলের সহিত ইহার তৈল ফোড়ায় দিলে ফোড়ার উপশম হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা আর্ত্তববিকার রোগে (স্ত্রীলোকের মাসিক

বিকারজন্য রোগে) ও প্রসূতির স্তন দুগ্ধ বাড়াইবার জন্য কালজীরা নির্দেশ করিয়াছেন (Dymock)। গুঁড়া বীজ ১০–৪০ গ্রেণ সেবন করিলে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং প্রস্রাবও বৃদ্ধি হয়। ইহা বাধক রোগে হিতকর। অতিরিক্ত কালজীরা ব্যবহার করিলে গর্ভস্রাব হয় (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—উত্তেজক, বায়ু অনুলোমকারক, প্রস্রাবকারক, ঋতুস্রাবকারক, স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি-কারক, গর্ভবতী স্ত্রীর মুত্রস্বরে উপকারক। চূর্ণ করিয়া তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া চর্মের উপর পীড়কা (erruptions) ক্ষেত্রে বাহ্যপ্রয়োগার্থে ব্যবহৃত হয়। বিছার কামড়েও প্রয়োগ করা হয়।

মন্তব্য :—ইহা আয়ুর্বেদোক্ত কৃষ্ণজীরক নহে। আয়ুর্বেদোক্ত কৃষ্ণজীরকের নাম পৃথ্বী পৃথ্বীকা (চরক); পালী, বৃহৎ পালী (ভাব প্রকাশ), পৃথ্বী শব্দের অর্থ চ্যাপ্‌টা। দ্বিতীয়তঃ —ইহা বাহিরাগত। আয়ুর্বেদোক্ত কৃষ্ণজীরক (Carum bulbocastanum)।

Fig :—Reichenback, Ic. Fl. Germ., iv. t. 120, 1840 ; Lamarck III., iii. t. 488, Fig. 3, 1797

Ref :—Roxb., F.I., ii. 646 ; B.-P., i, 194 ; H.S., 7 ; Prain., H.H., 168.

Nigella sativa Linn. (কালজীরা)

CENTRAL LIBRARY

Genus—PAEONIA Linn.

9. P. emodi Wall. (চন্দ্রা)

ভাষানুসারী নাম :—চন্দ্রা—সংস্কৃত ; চন্দ্রা—বাংলা ; উদ্‌-সালেম—হিন্দী।

জন্মস্থান :—পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, ৫—১০ হাজার ফুট উচ্চে, কুমায়ুন হইতে হাজারা নামক স্থানে ও কাশ্মীরে জন্মে।

বর্ণনা :—১-২ ফুট উচ্চ সরল উদ্ভিদ। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ মোচড়ানো। ফুলের পাপড়ি ৫-১০টি, অগ্রভাগ অল্প কর্তিত ও শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর বহু, হরিদ্রাবর্ণ। ফলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পত্রের উপরিভাগ সবুজবর্ণ এবং নিম্নদেশ ফিকে সবুজবর্ণ। পুষ্পদণ্ড লম্বা, বক্র ও বেগুনে রং-বিশিষ্ট। পত্রবৃন্তের নিকট হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল একলিঙ্গ-বিশিষ্ট, মে মাসে ফুল হয়।

P. anomala গাছও এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সাইবেরিয়া দেশে জন্মে। ইহাকে ইংরাজীতে Siberian Paeony বলে। ইহার পত্র লম্বা ও কিনারা ঢেউ-খেলানো, অগ্রভাগ সরু, কোনটী দুই কিম্বা তিন ভাগে বিভক্ত, কোনটী বা খণ্ডিত নহে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, বহির্বাস ৫টী, পাপড়ি ৫টী, ফুল ভূমির দিকে অবনত। পাপড়ি বেগুনে বা ফিকে লালবর্ণ, পুংকেশর বহু, হরিদ্রাবর্ণ। সাইবেরিয়া দেশে ইহার মূল ১ ফুট লম্বা হয়, দেখিতে পীতবর্ণ, ভিতরে শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধ-বিশিষ্ট। মে ও জুন মাসে ফুল হয়, উভয়বিধ গাছই নিম্নলিখিত গুণ বিশিষ্ট। ফল ১ ইঞ্চি, বীজ বড়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, বীজ, ফুল,। মাত্রা ৩০ গ্রেণ, পূর্ণমাত্রা ৮০ গ্রেন।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূলে রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। ইহা আক্ষেপ ও পেটবেদনা-নিবারক এবং প্রজননযন্ত্রের রোগে হিতকর। মৃগী, শোথ, তড়্‌কা ও হিষ্টিরিয়া রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ অধিকমাত্রায় সেবন করিলে বমন, মাথাধরা ও অবসাদ উৎপাদন করে। ইহার মূল নিম্ব-পত্রসহ পেষণ করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয়। ইহার মূল গৃহপালিত পশুগুলিকে খাওয়াইলে উহারা বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট হয়। শুষ্কফুলের রস উদরাময়-নিবারক। বীজ সর্দি-নিবারক ও বমন-কারক। ইহার মূল সূতায় বাঁধিয়া শিশুদের গলায় পরাইয়া দিলে তাহাদের তড়কা হইতে পারে না (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—**বীজ**—বমনকারক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। শুষ্ক ফুলের **ক্বাথ**—অতিসারে (diarrhoea) প্রযোজ্য। **কন্দাংশ**—যোনিব্যাপৎ রোগে, শূল, পিত্তবিকার জন্য মলরোধে, উদরী, অপস্মার, আক্ষেপ (convulsions), মূর্চ্ছা (hysteria) এবং রক্ত পরিষ্কারের জন্য শিশুরোগে প্রযোজ্য।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদের মৌলিক গ্রন্থে এবং নিঘণ্টুগ্রন্থেও 'চন্দ্রা' নামে বনৌষধির উল্লেখ থাকিলেও এই 'চন্দ্রা' নয়।* হেকিমি চিকিৎসকগণ ইহা 'উদ্‌-সালাম' নামে ব্যবহার করেন।

৩

Fig.—Bot. Mag., xciv. t.5719, 1868 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 23.
Ref.—F. B. I., i, 30 ; Wall., Cat., 4727 ; Royle, Ill, 57.

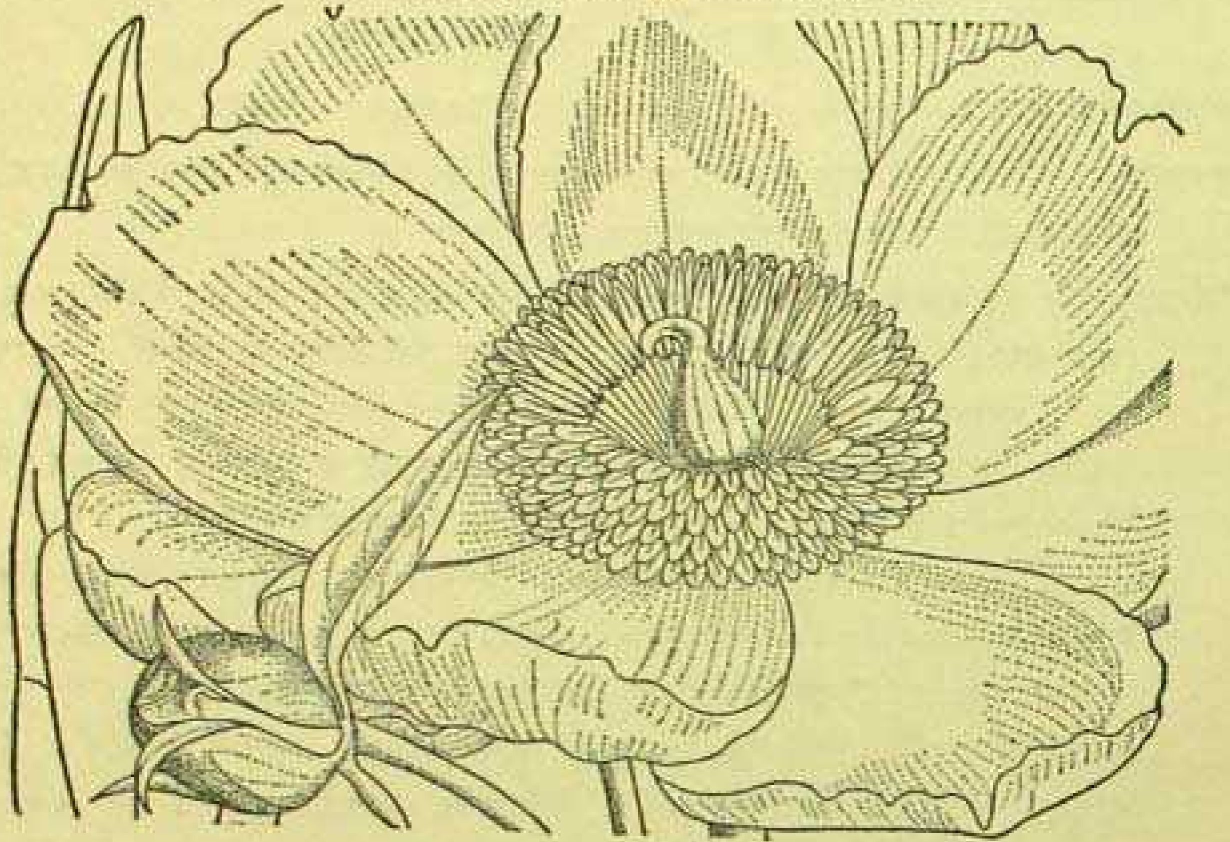

9. Paeonia emodi Wall. (চন্দ্রা)

II. DILLENIACEAE.

Genus—DILLENIA Linn.

10. D. indica Linn. (চাল্‌তা)

ভাষানুসারী নাম :—ভব্য, ভব—সংস্কৃত ; চাল্‌তা—বাংলা।

ভব্যং ভবং ভবিষ্যঞ্চ ভাবনং বক্ত্রশোধনম্।
তথা পিচ্ছলবীজঞ্চ তচ্চ লোমফলং মতম্॥
ভব্যমম্লং কটু স্বঞ্চ বালং বাতকফাপহম্।
পকন্তু মধুরাম্লঞ্চ রুচিকৃৎসামশূলহৃৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ভব্য, ভব, ভবিষ্য, ভাবন, বক্ত্রশোধন, পিচ্ছলবীজ (ফলবৈশিষ্ট্য অনুসারে) ও লোমফল—এইগুলি নাম

গুণপর্যায় :—চাল্‌তা—অম্লরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য। কচি অবস্থায়—বায়ু ও কফনাশক পক্কাবস্থায়—অম্লমধুর রস, রুচিজনক এবং আমজন্য শূলরোগ-নাশক।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের অরণ্য প্রদেশ, বিহার, লঙ্কাদ্বীপ, নেপাল, আসাম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আদিম জন্মস্থান—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ ; ছাল দারুচিনির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। পাতা ঘনসন্নিবদ্ধ, লম্বা ১০-১২ ইঞ্চি, ডগা সরু, পাতার কিনারা করাতের ন্যায় কাটা-কাটা ; বোঁটা ১½ ইঞ্চি লম্বা, দুই কিনারা উচ্চ। ফুল সাদা, ৬-৭ ইঞ্চি। পাপড়ি ১৫-২০টী, সাদা, পুংকেশর পীতবর্ণ। ফল ৫-৬ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ফলে বীজ অনেক হয়, বীজ লোমময় কোষের মধ্যে থাকে। মে ও জুন মাসে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—রস ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার রস চিনি ও জলের সহিত সেবন করিলে জ্বরের প্রকোপ নষ্ট হয় ও সর্দির উপশম হয়। চাল্‌তার ছাল ও পাতা ধারক। ফল মৃদুবিরেচক কিন্তু অধিক খাইলে উদরাময় হয় (Drury)। ইহার পাতা দধির সহিত গরুকে খাইতে দিলে গরুর রক্তামাশয় আরাম হয়। বাছুরের রক্ত আমাশয় রোগে চাল্‌তার পাতা বিশেষ উপকারী। কচি ছোট ফল বাত ও পিত্ত নাশক। পক্কফল রুচিকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—রসায়ন, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক এবং পেটের বেদনায় ব্যবহার্য। **ফলের রস**—চিনির সরবতের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে জ্বর ও কফজরোগে উপকারী।

ত্বক ও পত্র :—কষায়রসাত্মক, এবং ইহাতে tannin আছে।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., iii. t. 38 & 39 ; Talbot, For, Fl., Bombay, i. 9.
Ref.—F. B. I., i. 36 ; B. P., i. 195 ; Watt, iii. 193 ; H. S., 18 ; Prain, H. H., 168.

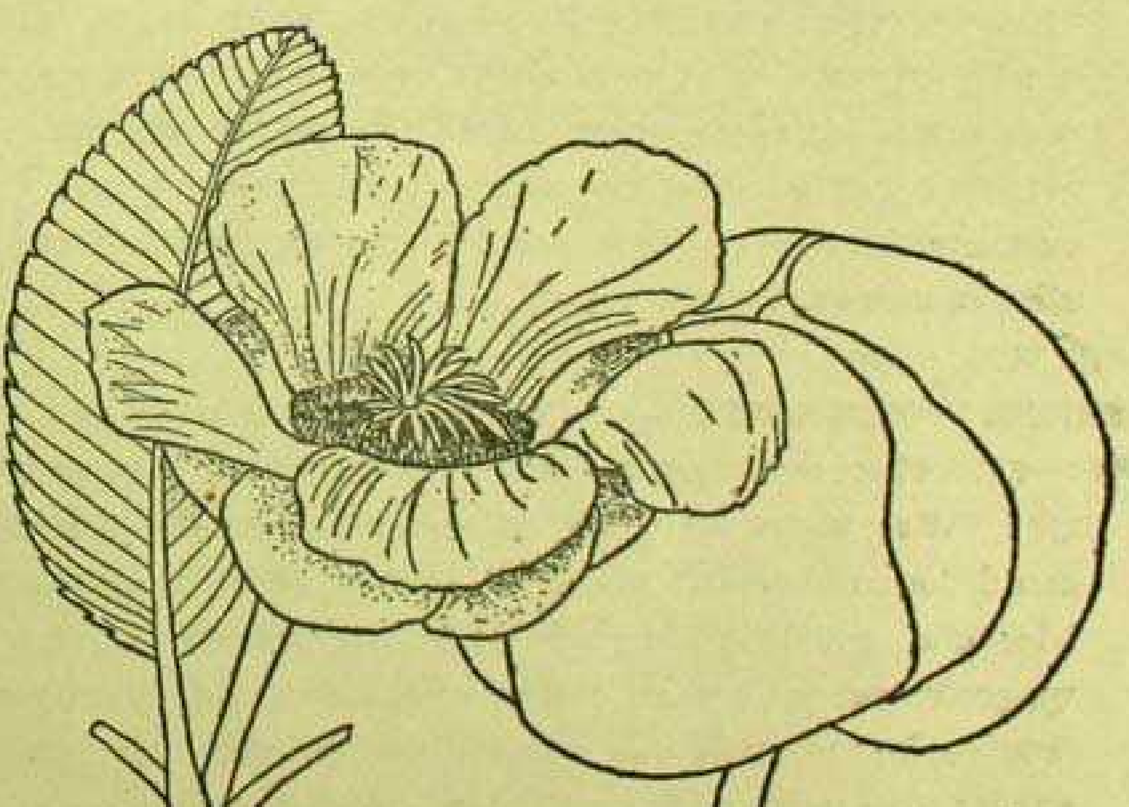

10. Dillenia indica Linn. (চাল্‌তা)

CENTRAL LIBRARY

III. MAGNOLIACEAE.

Genus—MAGNOLIA Linn.

11. M. pterocarpa Roxb. (ডুলিচাঁপা)

ভাষানুসারী নাম :—নাগ চম্পক—সংস্কৃত ; ডুলি চাঁপা—বাংলা।

ক্ষুদ্রাদি-চম্পক স্বন্যঃ স জ্ঞেয়ো নাগচম্পকঃ।
ফণিচম্পকনাগাহ্বশ্চম্পকো বনজঃ শরাঃ ॥
বনচম্পকঃ কটূষ্ণো বাতকফধ্বংসনো বর্ণ্যঃ।
চক্ষুষ্যো ব্রণরোপী বহ্নিস্তম্ভং করোতি যোগগুণাৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ক্ষুদ্রবৃক্ষ ও বৃহৎবৃক্ষ চম্পক। কিন্তু অন্যপ্রকার চম্পক পুষ্প—তাহা নাগচম্পক বলিয়া পরিচিত। ফণিচম্পক, ও নাগাহ্ব চম্পক শরাগ্রতুলাশাগা ও বনজ।

গুণপর্যায় :—বন্যচম্পক কটু বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, বাত কফনাশক ও বর্ণ্য অর্থাৎ বর্ণের উৎকর্ষসাধক, চক্ষুর হিতকারী, ব্রণরোপক, যোগবাহী ঔষধ অর্থাৎ অন্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে অগ্নিমান্দ্য উৎপাদন করে।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, আসাম, খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বড় গাছ, ডালের বিপরীত দিকে অযুগ্ম পত্র হয়। ফুল এক একটি জন্মে, ফুল বড় ও সাদা এবং সুগন্ধযুক্ত। বহির্বাসে ফুলটি ঢাকা থাকে। ফুল যত বড় হয় ততই ইহার পাপড়ি খসিয়া পড়ে। ফুলের পাপড়ি ৯টী, খুব পুরু ও নরম। কিনারা সরু, পুংকেশর অনেক থাকে। পুংকেশরের অগ্রভাগ নীলাভ। ফল বড় বড় হয়—প্রায় ১৬ ইঞ্চি লম্বা, পরিধি ৭।৮ ইঞ্চি। বীজ পাকা কমলালেবুর রংএর মত লাল। ফলে বীজ ১।২টী থাকে, প্রায় ত্রিকোণাকার। কোন কোন বীজ গোলাকার, নরম ও তৈলময়। ফুল এপ্রিল মে মাসে হয়, জুন মাসে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল চাঁপা গাছের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—চরকে বর্ণ্যবর্গে চন্দন প্রভৃতি কয়েকটী সুগন্ধি দ্রব্যের উল্লেখ থাকিলেও চম্পকের উল্লেখ নাই। Watt মহোদয় তাঁহার গ্রন্থে M. sphenocarpa এবং Liriodendron grandiflorum একার্থবাচী করিয়াছেন। বাজারে দুই জাতীয় এই গাছ ক্ষুদ্র বৃক্ষ Magnolia grandiflora ও বৃহৎবৃক্ষ জাতীয় চারা পাওয়া যায়। একটী করিয়া ফুল ক্ষুদ্র বৃক্ষে হয় এবং বৃহৎ বৃক্ষে এক একটী বড় শাখাতে একটী ফুল হয় ; অতি সুগন্ধি ও দিগন্তবিস্তারী। দুই জাতীয় গাছে একপ্রকার সাদা ফুল ফুটিতে দেখা যায়। পত্রের আকৃতির সহিত ফণাযুক্ত সর্পের মস্তকের সাদৃশ্য থাকাতে ইহা নাগচম্পক নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। এক শাখাতে একটীমাত্র ফুল বহন করে বলিয়া মনুষ্যবাহী ডুলি যানের

BCU 2812

CENTRAL LIBRARY

সহিত সাদৃশ্যে নাম বোধহয় ডুলি চাঁপা। 'ক্ষুদ্রাদি' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই জাতীয় বৃক্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

Fig.—Roxb. Cor. Pl., iii, 266 ; Annals ; Royal Botanic Gardens, Calcutta, iii. t. 53,

Ref.—B. P., i. 197 ; Roxb. F. I., ii. 653.

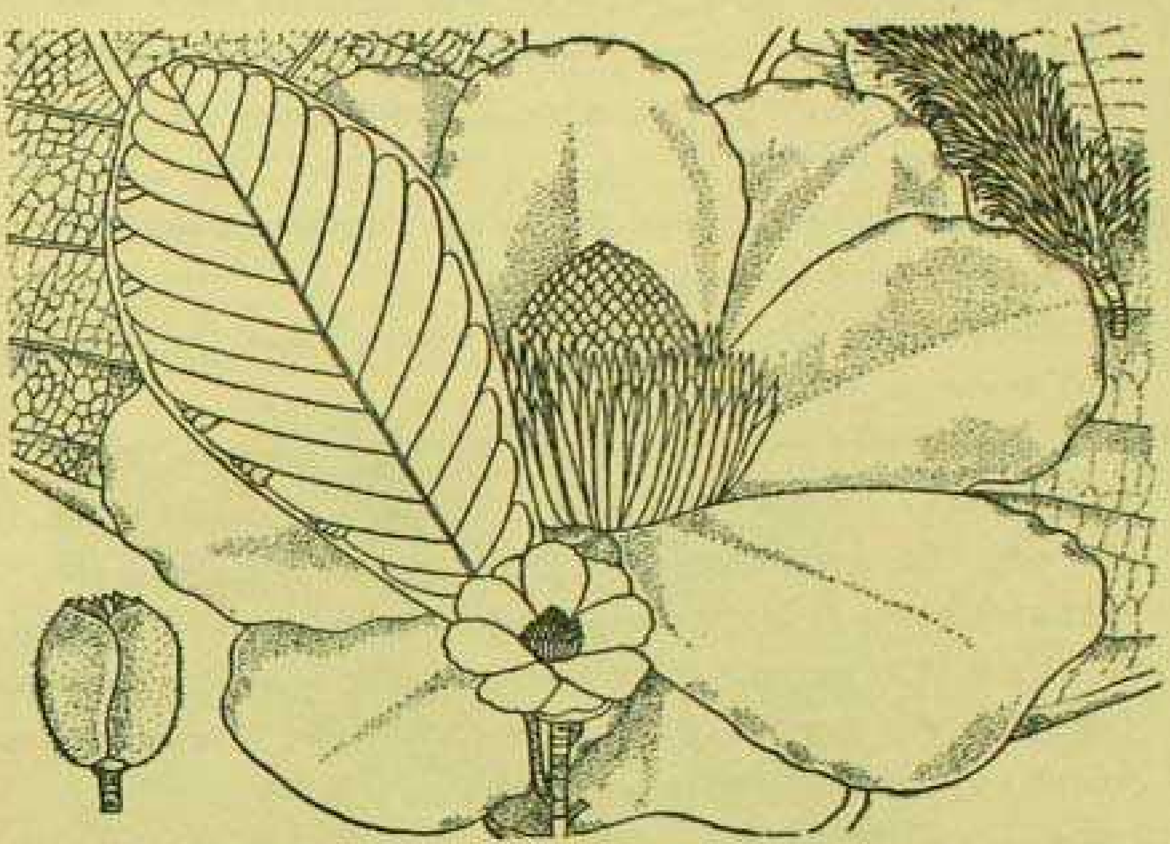

11. Magnolia pterocarpa Roxb. (ডুলিচাঁপা)

Genus—MICHELIA Linn.

12. M. champaca Linn. (চম্পক)

ভাষানুসারী নাম :—চম্পক—সংস্কৃত ; চাঁপা—বাংলা।

চম্পকঃ স্বর্ণপুষ্পশ্চ চাম্পেয়ঃ শীতলচ্ছদঃ।
সুভগো ভৃঙ্গমোহী চ শীতলো ভ্রমরাতিথিঃ॥
সুরভির্দীপপুষ্পশ্চ স্থিরগন্ধোঽতিগন্ধকঃ।
স্থিরপুষ্পো হেমপুষ্পঃ পীতপুষ্পস্তথাঽপরঃ।
হেমাহ্বঃ সুকুমারস্তু বনদীপোঽষ্টভুহ্বয়ঃ॥
তৎকলিকা গন্ধফলী বহুগন্ধা গন্ধমোদিনী ত্রেধা॥

G 4640

CENTRAL LIBRARY

চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ শিশিরো দাহনাশনঃ।
কুষ্ঠ কণ্ডূ ব্রণহরো গুণাঢ্যো রাজচম্পকঃ।।

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।
ভাবপ্রকাশঃ। পুষ্পবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—চম্পক, স্বর্ণপুষ্প, চাম্পেয়, শীতলচ্ছদ, সুভগ, ভৃঙ্গমোহী, শীতল, ভ্রমরাতিথি, সুরভি, দীপপুষ্প স্থিরগন্ধ অতিগন্ধক, স্থিরপুষ্প, হেমপুষ্প, পীতপুষ্প, হেমাহ্ব, সুকুমার, বনদীপ—এই আঠারটী নাম। ইহার কলিকা—গন্ধফলী, বহুগন্ধা এবং গন্ধমোদিনী—এই তিন গুণাত্মক।

গুণপর্য্যায় :—চম্পক—কটুবিপাক, তিক্তরস শীতবীর্য্য এবং দাহনাশক, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, ব্রণহর এবং বহু গুণযুক্ত চম্পক ফুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, পেগু, নীলগিরি, ত্রিবাঙ্কুর, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা।

বর্ণনা :—চির সবুজ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ। ছাল ধূসর বর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু, কাষ্ঠ নরম, বাহিরের কাষ্ঠ কতকটা শ্বেতবর্ণ। ছোট ডাল নরম ও কোমল লোমাবৃত। পত্র ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, বোঁটা প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি। ফিকে পীত অথবা পাকা কমলালেবুর রংএর মত ফিকে লাল, গন্ধ অতিশয় উগ্র, ফুলের কুঁড়ি লোমাবৃত। ফল লম্বাকৃতি, বোঁটা প্রায় ডালে লাগিয়া থাকে। পুংকেশর অনেক। গর্ভকেশর ছোট। বীজাধার ½-¾ ইঞ্চি চওড়া ও ধূসর বর্ণ। বীজ ১-৪টী, ধূসরবর্ণ, পাকিলে লালবর্ণ অথবা গোলাপী হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ও শীতে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল, বীজ, পাতা ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফুল আয়ুর্বেদ-মতে তিক্ত, কুষ্ঠ নিবারক ও পাঁচড়ার মহৌষধ। ফুল ও ফল—অগ্নিমান্দ্য, বমন ও স্বরদোষে ব্যবহার করা হয়। চাঁপাফুল তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে মাথাধরা আরাম হয়। পিষ্ট ফুল তৈলে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা আরাম হয়। চাঁপাফুল মূত্রকর এবং গণোরিয়া নিবারক (Rumphius)। Dr. Rheede বলেন—ইহার শুষ্ক শিকড় এবং শিকড়ের ছাল দধির সহিত ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়ার পুঁজ আরাম হয় ও ফোড়া ফাটাইয়া দেয়। চাঁপার গন্ধতৈল চক্ষু উঠা ও বাতে উপকার করে। চাঁপা বীজের তৈল পেটে মালিশ করিলে পেটফাঁপা নিবারণ করে। বীজ ও ফল পা-ফাটায় ব্যবহার করা হয়। চাঁপার শিকড় ভেদক। ইহার ফুল উত্তেজক, পাকযন্ত্রের পীড়া নিবারক। কাথ, টাট্‌কা রস এবং আরক পেটফাঁপায় শান্তিকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ত্বক—স্বরঘ্ন, উত্তেজক, কফনিঃসারক, কষায় রস। শুষ্কমূল ও মূলের ছাল :—কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক। ইহার কাথ :—স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু নিঃসারক ; দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুষ্টব্রণের প্রলেপে ব্যবহৃত হয়।

ফুল ও ফল :—উত্তেজক, বিষঘ্ন, রসায়ন, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, বায়ুনাশক, তিক্ত স্বাদ, শীতবীর্য। অজীর্ণ, বিবমিষা (গা-বমি বমি ভাব) এবং জ্বরে ব্যবহার্য। দুষ্ট প্রমেহ (gonorrhoea), মূত্রাশয়গত পীড়ায় (renal diseases) প্রস্রাব বৃদ্ধি কারক দ্রব্যরূপে গণ্য। তিলতৈল সহ মিশাইয়া বাহ্যপ্রয়োগে শিরঃপীড়া (vertigo) উপশমিত হয়।

ফুলের তৈল :—মস্তিষ্কের আয়তনবৃদ্ধি (cephalalgia) অক্ষিবর্ত্ম রোগ (ophthalmia) পদগুল্মসন্ধিগত বাত (gout) রোগে ফলপ্রদ।

পত্র রস :—মধু সহ শূলবেদনায় উপকারী।

বীজ এবং ফল :—পা-ফাটায় উপকারী।

Fig.—Wight, Ill., i. t. 5. *Fig*—6 ; Rheede, Hort. Mal., i. t. 19 ; Lamar. Ill., iii. t. 493.

Ref.—F. B. I., i. 14 ; B. P., i, 197 ; Roxb. F. I., ii. 656 ; Watt, v. pt. i. 241 ; H. S., 12.

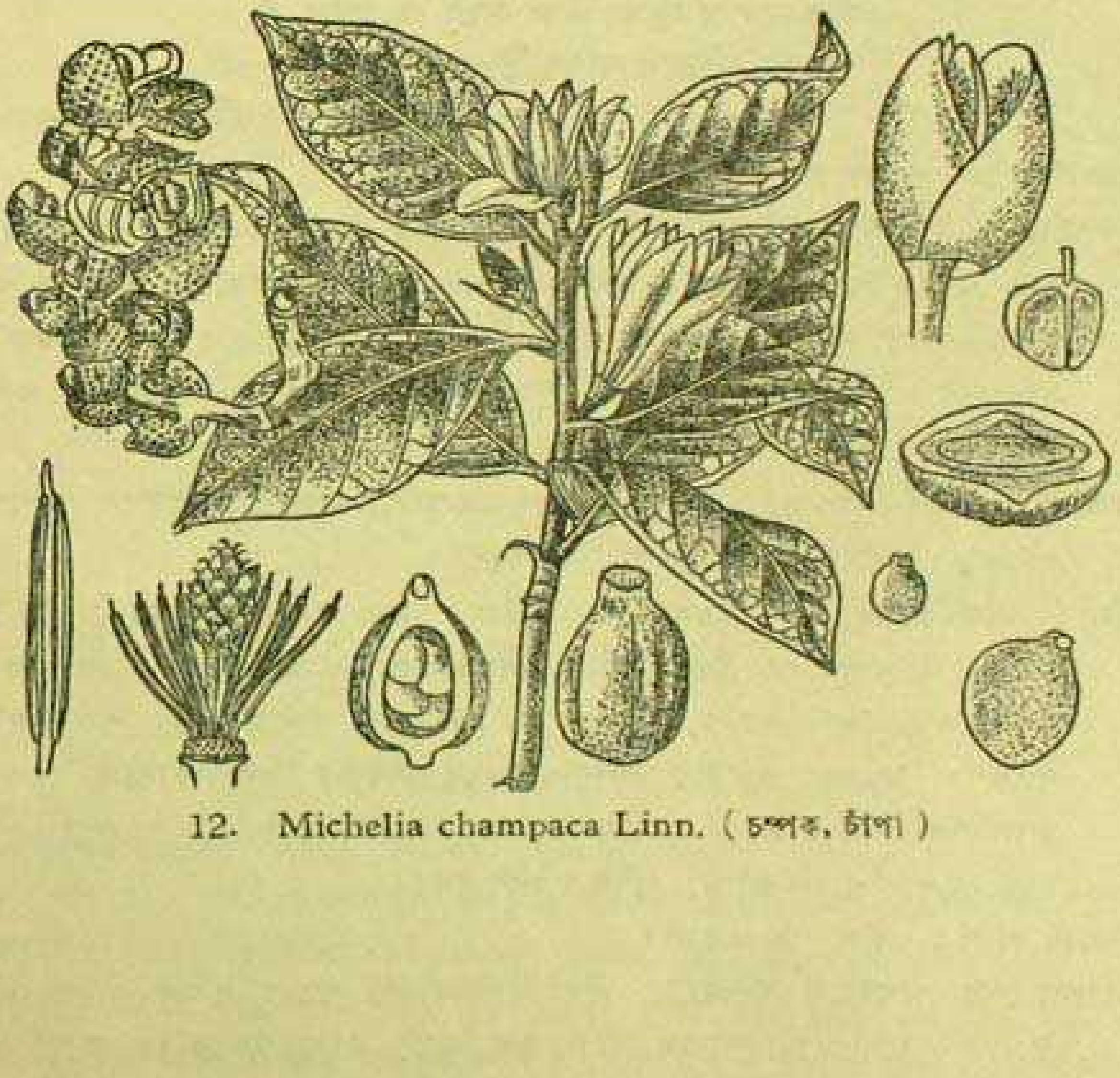

12. Michelia champaca Linn. (চম্পক, চাঁপা)

IV. ANONACEAE.

Genus—ANONA Linn.

13. A. squamosa Linn. (আতা)

ভাষানুসারী নাম :—গণ্ডগাত্র—সংস্কৃত ; আতা—বাংলা ; সীতাফল—হিন্দী ; সীতা—তামিল ; আউজা—বর্ম্মা।

গণ্ডগাত্রং হিমং বৃষ্যং বাতপিত্ত-নিসূদনম্।
শ্লেষ্মলং তর্ষশমনং বান্ত্যুৎক্লেশনিপীড়নম্ ॥
অত্রিসংহিতা।

তর্পণং রক্তকৃৎ স্বাদু শীতলং হৃদ্যমেব চ।
বলদং মাংসকৃদ্দাহ রক্তপিত্ত মরুৎপ্রণুৎ।
সীতাফলস্তু মধুরং শীতং হৃদ্যং বলপ্রদম্।
বাতলং কফকৃৎ স্বাদুপুষ্টিকৃৎ পিত্তনাশনম্ ॥
বৃহন্নিঘণ্টু রত্নাকরঃ।

নামপর্য্যায় :—গণ্ডগাত্র।

গুণপর্য্যায় :—ইহা শীতবীর্য্য, বলকারক, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক, তৃষ্ণাশান্তিকারক, বমন ও বিবমিষা (বমি বমি ভাব) নাশক (অত্রিসংহিতা)। ইহা তৃপ্তিজনক, রক্তবৃদ্ধিকারক, মধুর রস, শীতবীর্য্য, হৃদ্য, বল ও মাংস বৃদ্ধিকারক, দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক। সীতাফল—মধুর রস, শীতবীর্য্য, হৃদ্য, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক, কফজনক, স্বাদু, পুষ্টিকর ও পিত্তনাশক (বৃহন্নিঘণ্টু রত্নাকর)।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান আমেরিকার উষ্ণপ্রধান স্থান, ভারতবর্ষে বাগানে রোপণ করা হইতেছে ; বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ, ১০ হইতে ১৫ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ নরম। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ¾—১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, পাতার ডগা সরু। ফুল এক-একটী অথবা জোড়া জোড়া হয়, ১ ইঞ্চি লম্বা ও কোমল। পাপড়ি ৩টী, পুরু, লম্বাকৃতি। পুংকেশর অনেক, চতুর্দ্দিকে গোলাকারভাবে বিস্তৃত। ফল শাঁসাল, ২-৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, মিষ্ট ও সুস্বাদু। বীজ ঈষৎ লম্বা, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি, রং কাল। ফুল—মার্চ্চ, এপ্রিলে ও ফল আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র ও ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাকা ফল পানের সহিত পিষিয়া ফোড়ায় প্রয়োগ করিলে ফোড়া আরাম হয়। শুষ্ক, কাঁচা আতা চূর্ণ করিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে পোকা মরিয়া যায়। আতার শিকড় অতিশয় ভেদক, ইহা রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর (T. N. Mukherjee)। আতার পিষ্টপত্র লবণের সহিত পুলটিশ দিলে ফোড়ার পুঁজ নির্গত হইয়া যায় (Atkinson)। আতাপাতার রস নাসিকা মধ্যে

প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলোকদিগের হিষ্টিরিয়া, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি আরাম হয় (Nadkarni)। আতা পাতা বাটিয়া ঘায়ে লাগাইলে উহার পোকা মরিয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

মূল—কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

বীজ, ফল ও পাতা—কীটাণুনাশক, মস্তকের উকুন নাশক, মৎস্যপক্ষে বিষক্রিয়াজনক।

বীজ—চক্ষুবর্ত্ম (conjunctive) উত্তেজক এবং গর্ভাশয়ের (os-uterus) প্রদাহজনক, গর্ভস্রাব কারক।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. 29 ; Bot. Mag., 3095 (1831)
Ref.—F. B. I., i. 78 ; B.B., i, 206 ; Roxb. F. I., ii. 667 ; Watt, i. 259

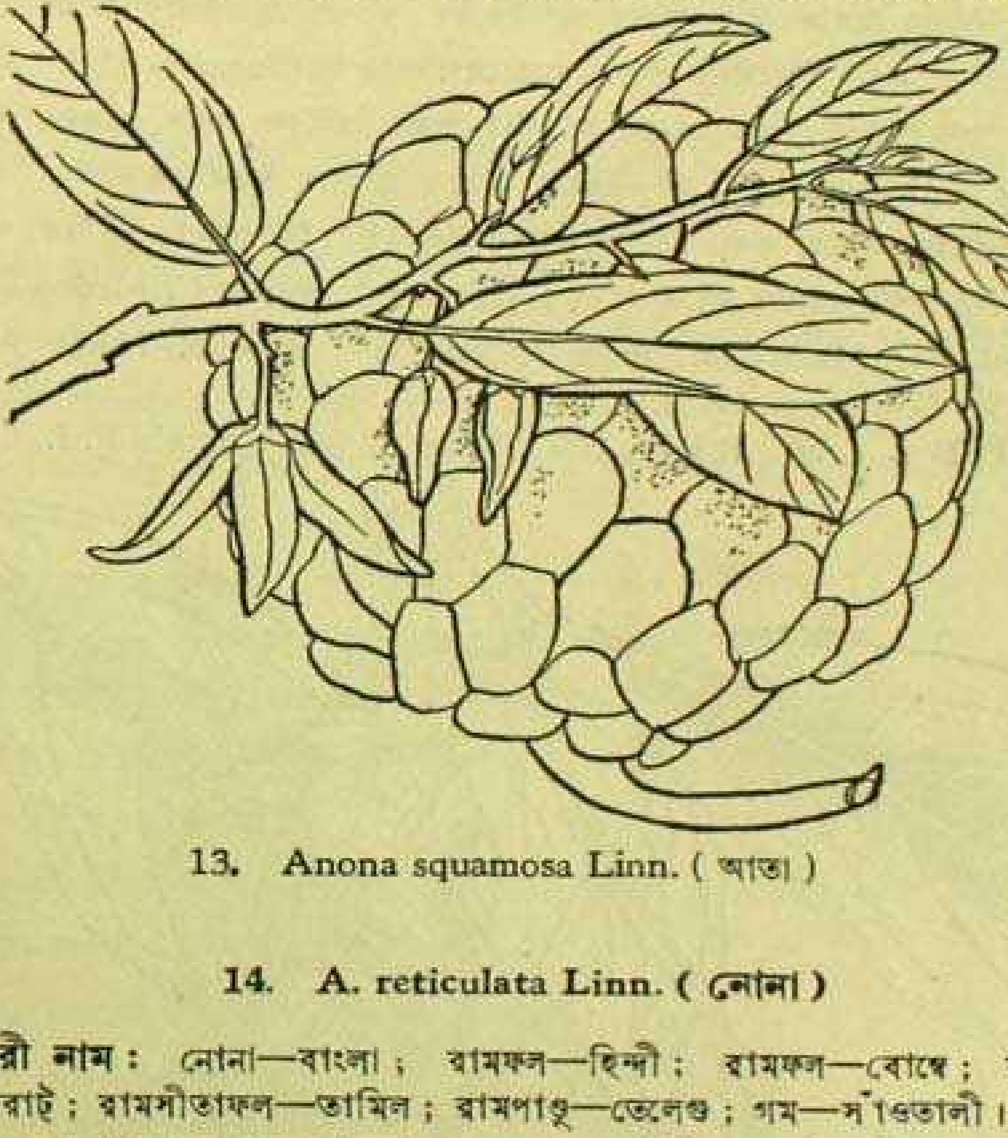

13. Anona squamosa Linn. (আতা)

14. A. reticulata Linn. (নোনা)

ভাষানুসারী নাম : নোনা—বাংলা ; রামফল—হিন্দী ; রামফল—বোম্বে ; রামফল—গুজরাট ; রামসীতাফল—তামিল ; রামপাণ্ডু—তেলেগু ; সম—সাঁওতালী।

জন্মস্থান :—আমেরিকায় আদিম বাসস্থান ; বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ, ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পাতা ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½—২ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বাকৃতি, ডগা সরু, বৃন্তদেশ সরু, বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ২।৩টী একত্র হয় ; পাপড়ি ৩টী, সরু, লম্বা, পুরু ও মাংসল। ফল দেখিতে গোলাকার, একটু লম্বাকৃতি। পাকিলে পীতের আঁভাযুক্ত, ধূসরবর্ণ অথবা সামান্য লালবর্ণ। ফুল গ্রীষ্মকালে ও ফল ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও পাতা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল আমাশয় নিবারক (Watt)। অপক্ব ও শুষ্ক ফল উদরাময় রোগে ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্ত আমাশয় নিবারক ও কীট-নাশক। নোনা বীজের শাঁস অতিশয় বিষাক্ত। পত্র—ক্রিমিনাশক(Nadkarni)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ত্বক—কষায়রস।

ফল—ক্রিমিনাশক, প্রবাহিকানাশক (anti-dysenteric)।

পত্র ও বীজ :—কীটাণুনাশক।

মন্তব্য—Watt মহোদয় তাঁর পুস্তকে নোনাফলের বীজের বিষক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। যোনির দ্বিতীয় আবর্তে(os-uteri) প্রয়োগে গর্ভপাত হয় (Surgeon Major Dymock)। তামাক পাতার সহিত নোনাপাতা বাটিয়া পশুর ক্রিমিযুক্ত ক্ষতে প্রয়োগে ক্রিমি বিনষ্ট হয় (E. Morris)। বীজ—পিষিয়া মস্তকে প্রয়োগে উকুন নষ্ট করে। ত্বক—জ্বর ও শ্বাসকাস নাশক এবং মনোবল বৃদ্ধিকারক (W. Barren.)। টাটকা পাতা পিষিয়া ব্রণের উপরে প্রলেপে ব্রণ তাড়াতাড়ি ফাটিয়া যায় (Surgeon C. Medows)।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 30 and 31 ; Rumph. Herb. Amb., i. t. 45 ; Bot. Mag., lvi. t. 2911-12

Ref.—F. B. I., i. 78 ; B.P., i, 206 ; Watt, i. 258 ; Roxb. F. I., iii, 657.

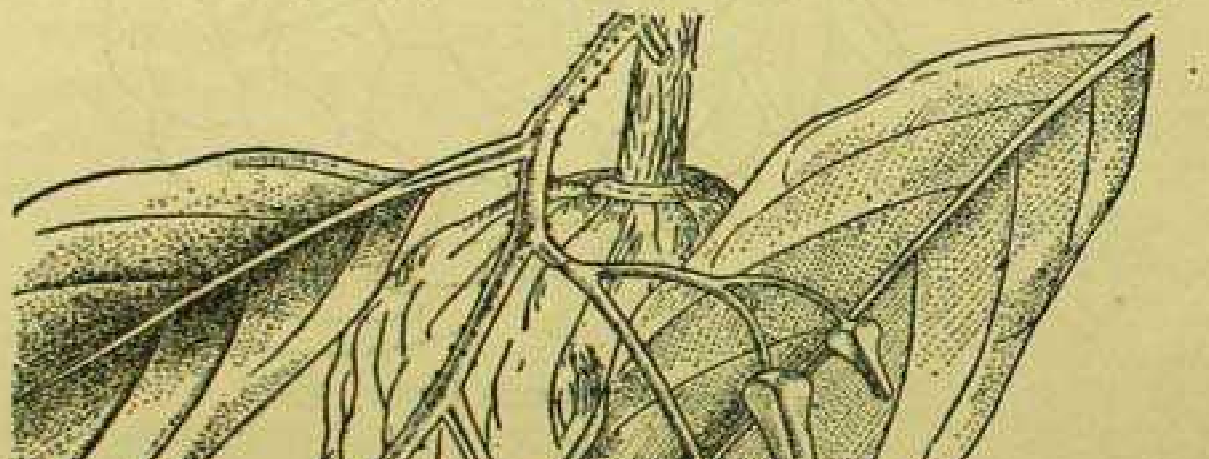

14. Anona reticulata Linn. (নোনা)

Genus—POLYALTHIA Bl.

15. P. longifolia (Sonnerat) Thwaites. (দেবদারু)

ভাষানুসারী নাম ঃ চীড়া—সংস্কৃত ; দেবদারু—বাংলা ; দেওদার—হিন্দী ; অশোকম্—তেলেগু ; অসুহুথি—তামিল ; পুত্রঞ্জীব—কামরূপ।

চীড়া চ দারুগন্ধা গন্ধবধূর্গন্ধমাদনী তরুণা।
তারা চ ভূতমারী মঙ্গল্যা তু কপাটিনী গ্রহভীতিজিৎ॥
চীড়া কটূষ্ণা কাসঘ্নী কফজিৎ দীপনী পরা।
অত্যন্তসেবিতা সা তু পিত্তদোষভ্রমাপহা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ চীড়া, দারুগন্ধা, গন্ধবধূ, গন্ধমাদনী, তরুণী (চির সবুজ), তারা, ভূতমারী (কীটাণুনাশক), মঙ্গল্যা (মাঙ্গলিক কার্য্যে পাতার ব্যবহার), কপাটিনী (কপাট নির্ম্মাণ কাষ্ঠের উপযোগী), গ্রহভীতিজিৎ—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—ইহা কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, কাসনাশক, কফনাশক, অত্যন্ত অগ্ন্যুদ্দীপক, দীর্ঘকাল সেবনে পিত্তদোষ ও ভ্রমনাশকারক।

জন্মস্থান :—তাঞ্জোর, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, বঙ্গদেশের বহুস্থান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—বড়, সোজা গাছ, বহু শাখা ও প্রশাখা বিশিষ্ট। ছাল পুরু। পাতা ৬—৯ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল ও চক্চকে, কিনারা ঢেউ-খেলান ; ডগা সরু, গোড়া ঈষৎ গোলাকার। ফুল ফিকে পীতবর্ণ। ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ৮টী। ফুল এপ্রিল, মে এবং ফল জুলাই মাসে হয়। বসন্তকালে পাতা ঝরিয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ ও ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে বলিয়া বালেশ্বর জেলায় ঔষধে ব্যবহার করা হয় (Sir W. W. Hunter)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :

ত্বক—জ্বর নাশক গুণবিশিষ্ট।

মন্তব্য ঃ —আয়ুর্ব্বেদোক্ত দেবদারু ইহা নহে। নিঘণ্টুকার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা চীড়াদেবদারু নামে খ্যাত। আয়ুর্ব্বেদোক্ত দেবদারু—স্নিগ্ধদারু ও কাষ্ঠদারু—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উহা এই পুস্তকের ৫৬৫ নং বনৌষধি বর্ণনায় লিখিত আছে।

Fig.—Wight, I. C. t. 1 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 38 ; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, Iv. t. 99.

Ref.—F. B. I., i. 62 ; Roxb. F. I., ii. 664 ; B. P., i. 204 ; H., 3. 16.

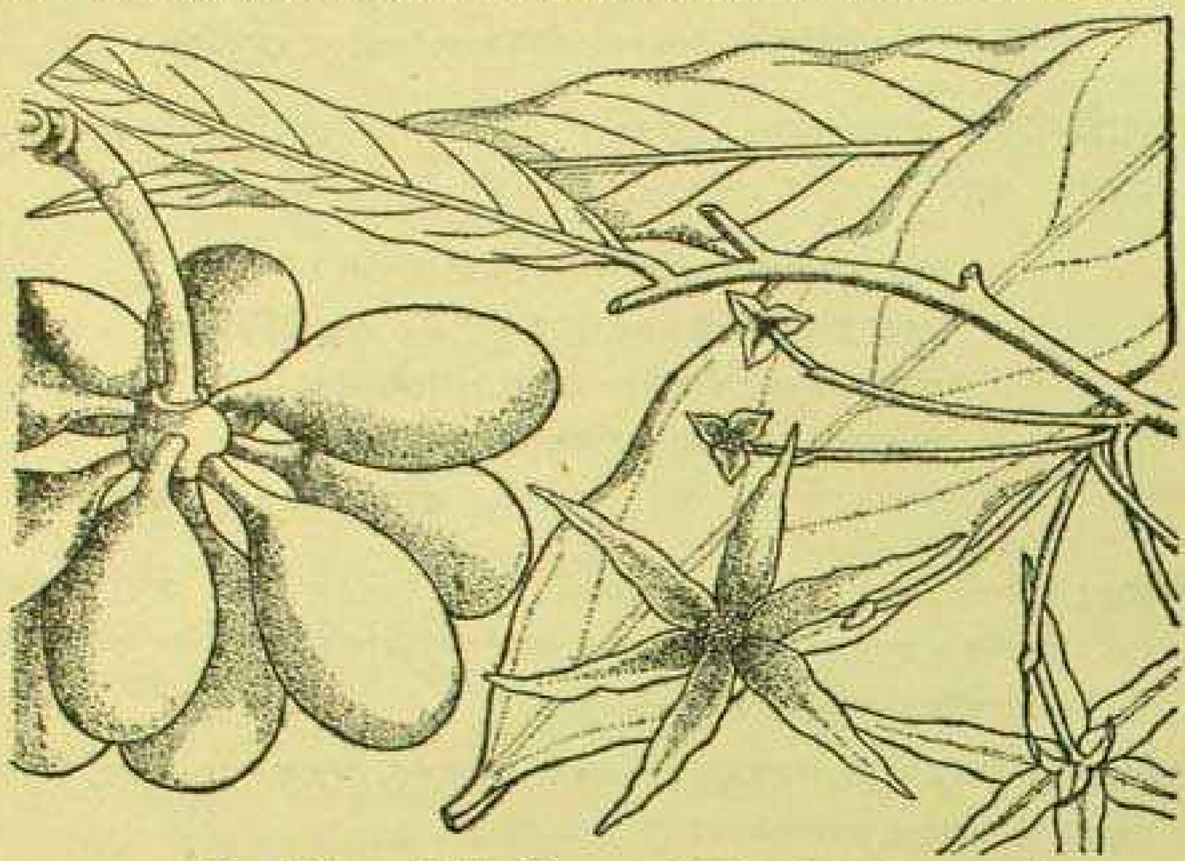

15. P. longifolia (Sonnerat) Thwaites. (দেবদারু)

V. MENISPERMACEAE.

Genus—ANAMIRTA Colebr.

16. A. Cocculus W. & A. (কাকমারি)

ভাষানুসারী নাম : কাকমারি—সংস্কৃত ; কাকমারি—বাংলা ; কাকফল—বোম্বাই।

জন্মস্থান :—কঙ্কণ, মালাবার, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, ছাল কর্কের মত। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিক ঈষৎ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; পাতার অগ্রভাগ সরু, নীচের পাতার শিরা লোমযুক্ত : উপরি ভাগ মসৃণ। ফুল ফিকে সবুজ অথবা পীতবর্ণ, সুগন্ধময়, ⅓ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। পাপড়ি ২-৪ ইঞ্চি পুরু। পুংপুষ্পের মস্তক গোলাকৃতি, স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি পাঁচটী। ফল কৃষ্ণবর্ণ, বেগুনে, আঙ্গুরের ন্যায় ও লম্বা গুচ্ছবদ্ধ। শুষ্ক ফল বড় মটরের ন্যায়, কোঁক্‌ড়ানো, শুষ্ক বোঁটা ফলে লাগিয়া থাকে। ইহা অতিশয় তিক্ত। ফুলের সময় গ্রীষ্মকাল, জুন-জুলাই মাসে ফল জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা চর্মরোগের মহৌষধ। কঙ্কণ দেশে ইহার রসের সহিত লাঙ্গলিকা (Gloriosa superba) গাছের রস মিশ্রিত করিয়া পশুদের গায়ের পোকা মারা হয়। মালাবার দেশে কাঁঠালের রসের সহিত ইহার রস মিশ্রিত করিয়া বন্য জন্তু মারিয়া থাকে (Dymock)। কাকমারির তিক্তফল মালিশে ব্যবহার করা হয়। তৈলে পোকা নষ্ট হয় ও ইহা চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Bentl. & Trim.)। বঙ্গদেশে ইহার টাট্‌কা পাতা প্রাত্যহিক কম্পজ্বরে নস্য-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বীজের ২৫০—১৫০ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা দিবসে তিনবার ব্যবহার করিলে ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রাত্রিতে ঘর্ম আরাম হয় (Nadkarni)। মালাবার দেশে ইহা মৎস্য ও বন্য জন্তু মরিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Rumphius)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—মৎস্যারি।

বীজ—যক্ষ্মারোগে (Phthisis) রাত্রিকালীন ঘর্মের প্রতিষেধক।

মাংসল শাঁস বিশিষ্ট পক্ক ফল—পক্কফল হইতে প্রস্তুত মলম কীটাণুনাশক এবং উকুননাশক, পুরাতন কণ্ডুযুক্ত চর্মরোগে প্রলেপার্থ ব্যবহার্য।

মন্তব্য :—Watt মহোদয় ইহার তিক্তফল মৎস্য ও কাকের ক্ষেত্রে মারকগুণ প্রকাশ করে, বলিয়াছেন। কীটাণুনাশক মলমরূপে, পুরাতন কণ্ডুযুক্ত চর্মরোগে ব্যবহারে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়াছেন (Bentl. & Trim.)।

Fig.—Rheede., Hort. Mal., Vii. t 1 ; Bentl. & Trim. Ind. Med. Pl., t. 14 ; Kirtikar & Basu, t. 36.

Ref.—F.B.I., 198 ; B.P., i. 208 ; Roxb. F.I., iii. 807 ; Wall. Cat., 4954.

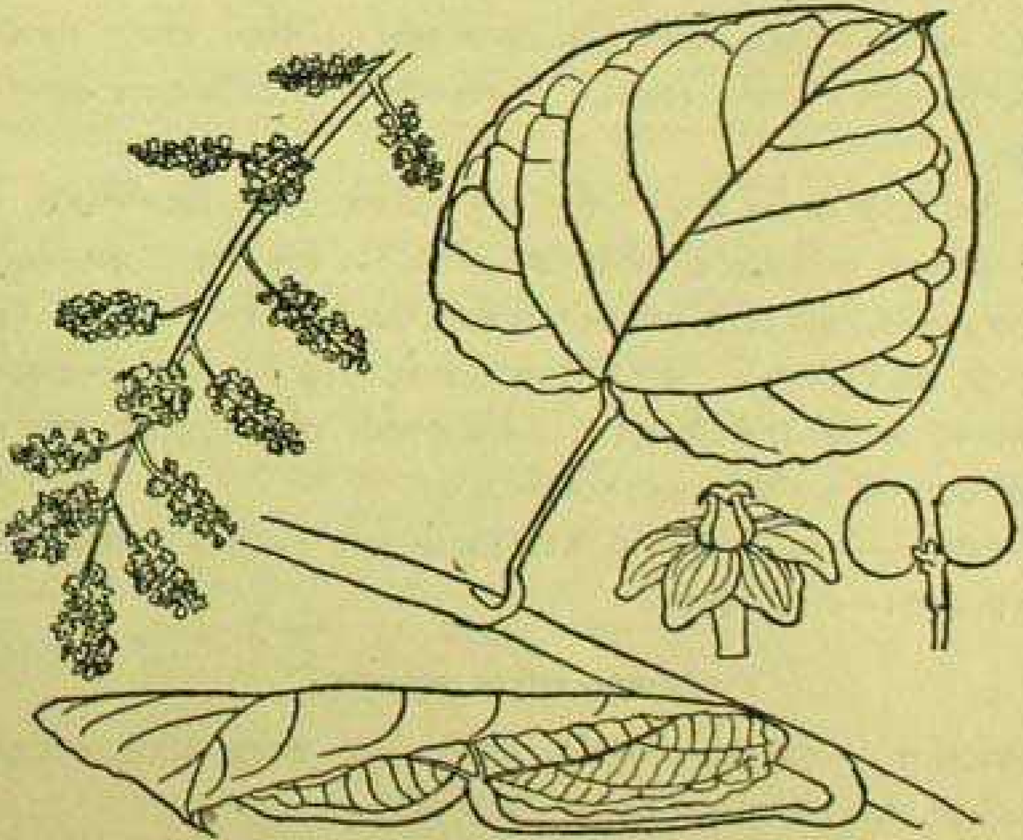

16. Anamirta Cocculus W & A. (কাকমারি)

CENTRAL LIBRARY

Genus—STEPHANIA Lour.

17. S. hernandifolia Walp. (নিমুখা)

ভাষানুসারী নাম :—পাঠা, আকনাদি, বৃত্তপর্ণী—সংস্কৃত ; নিমুখা—বাংলা ; নিমুখা—উড়িষ্যা ; পাড়—হিন্দী ; পাঠচেট্ট—তেলেগু ; কালীপাঠ—গুজরাট ; পাঠা—কর্ণাট।

পাঠাঽম্বষ্ঠাঽম্বষ্ঠিকা স্যাৎ প্রাচীনা পাপচেলিকা।
পাঠিকা স্থাপনী চৈব শ্রেয়সী বৃদ্ধিকর্ণিকা ॥
একাষ্ঠীলা কুচৈলী চ দীপনী বরতিক্তকা।
তিক্তপুষ্পা বৃহত্তিক্তা দীপনী ত্রিশিরা বৃকী ॥
মালবী চ বরা দেবী বৃত্তপর্ণী দ্বিটুম্বিতা।
পাঠা তিক্তা গুরূষ্ণা চ বাতপিত্তজ্বরাপহা।
ভগ্নসন্ধানকৃৎপিত্ত-দাহাতীসারশূলহৃৎ।

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, পাঠিকা, স্থাপনী, শ্রেয়সী, বৃদ্ধিকর্ণিকা (পত্রবৃন্ত কর্ণ-বৃদ্ধি প্রান্তের ন্যায়) একাষ্ঠীলা, কুচৈলী, দীপনী (অগ্ন্যুদ্দীপক) বরতিক্তকা, তিক্তপুষ্পা, বৃহত্তিক্তা, দীপনী, ত্রিশিরা (তিনটী শিরা বিশিষ্ট বৃন্ত), বৃকী, মালবী, বরা, দেবী, বৃত্তপর্ণী (বৃত্তাকার পত্র বিশিষ্ট লতা)—এই ২২টী নাম।

গুণপর্যায় :—ইহা তিক্তরস, গুরুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, বাত-পিত্ত জন্য জ্বর নাশক। ভগ্নসন্ধানকারী অর্থাৎ ভগ্নস্থান জুড়িতে সক্ষম। পিত্ত, দাহ, অতীসার ও শূল হরণকারী।

জন্মস্থান :—ভারতের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে জন্মে। সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, লঙ্কাদ্বীপ, বঙ্গদেশ, নেপাল, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার জঙ্গলের কিনারায় বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ইহা একটী লতানে গাছ। পাতা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, চিক্কণ, ত্রিকোণাকৃতি, অভিন্ন, ঈষৎ গোলাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ডগাটী সরু ; বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল—সবুজের আভা-যুক্ত শ্বেতবর্ণ, ছোট ছোট, প্রায় বোঁটায় গুচ্ছবদ্ধভাবে লাগিয়া থাকে। ফুলের পাপড়ি ছোট, মস্তক বিস্তৃত। স্ত্রীপুষ্প স্তবক ছুঁচালো ও ছোট। ফল—শেয়াকুলের মত ক্ষুদ্র, লালবর্ণ ও একটী-একটী হয়। বীজ কতকটা ঘোড়ার খুরের ন্যায় গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শরতের শেষে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, ছাল (শুষ্ক), পাতা। মাত্রা—মূল ২-৪ আনা ; পত্রকল্ক—৪-৮ আনা। মূলের কাথ—৬-১০ তোলা।

বৈদ্যকে পাঠার ব্যবহার।

চরক—অর্শে পাঠা—দুরালভা, বেলশুঁঠ, যমানী কিম্বা শুঁঠের সহিত, পাঠামূলকল্ক সেবন করিলে, অর্শের যন্ত্রণা প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত—লবণমেহে পাঠা—যাহার লবণমেহ হইয়াছে তাহাকে, পাঠামূল ও অগুরুর কাথ পান

করাইবে (চি: ১১ অ:)। (২) **গ্রন্থীভূতে শুক্রে** পাঠা—শুক্র গ্রন্থিতুল্য হইলে, পাঠামূলের কাথ পান করাইবে (শা: ২ অ:)।

বাগ্‌ভট :—অর্শে বায়ুর অনুলোমার্থ পাঠা—পাঠামূলকল্ক তক্রের সহিত পান করিলে, অর্শো রোগীর বায়ু সরল হয় এবং মল অনুলোমগতি প্রাপ্ত হয় (চি: ৮ অ:)।

চক্রদত্ত :—(১) অন্তর্বিদ্রধিতে পাঠা—অন্তর্বিদ্রধি অপকাবস্থায়, পাঠামূল মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্বক, তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, অন্তর্বিদ্রধি বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (বিদ্রধি চি:)। (২) **সুখপ্রসবার্থ** পাঠা—গর্ভস্থ শিশুর মাথা যোনির দিকে রহিয়াছে, অথচ যদি প্রসবে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে পাঠার মূল পেষণ পূর্বক, যোনিতে প্রলেপ দিলে, সুখে প্রসব করে (স্ত্রীরোগ চি:)।

ভাবপ্রকাশ :—অতিসারে পাঠা—গোদধির সহিত পাঠামূল পেষণ পূর্বক পান করিলে অতিসারের ব্যথা দাহ নিঃসংশয় প্রশমিত হয় (ম: খ: ১ ভা:)।

বঙ্গসেন—অতিসারে পাঠাপত্র—মাহিষ তক্রের সহিত পাঠাপত্রকল্ক সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয় (অতিসারাধিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিকড়—তিক্ত, ধারক ও জ্বরে উপকারী। উদরাময়, মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর। ইহার পাতা ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। নিমুথার শিকড় ভেদক : জ্বর, উদরাময়, প্রস্রাবের পীড়া এবং অম্লরোগ নিবারক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

মূল—তিক্ত, কষায়, জ্বর, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য এবং মূত্রাশয়গত পীড়ায় ব্যবহার্য।

মন্তব্য :—নিঘণ্টুকার পাঠাকে 'ত্রিশিরা' বলিয়াছেন। যে **ডহ্লণ** পাঠাকে 'অবিদ্ধকর্ণী' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনিই উত্তর তন্ত্রের ৫১ অধ্যায় উক্ত "তালীশতামলক্যাপ্রাজীবন্তী কুষ্ঠ সৈন্ধবৈ" এই **সৌশ্রুত** ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন 'জীবন্তী পাঠসমানপত্রা'। যাহাকে 'জীবন্তী' বলিয়া ব্যবহার করা হয়—তাহা 'পাঠাসমানপত্র' নয়। '**ক্ষোরি**' যাহাকে পাঠা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া প্রতীতি জন্মে যে, উহা বঙ্গে ব্যবহৃত আকনাদি নহে। উহা ঘ্রাণে সুগন্ধি অপিচ উহার স্বাদ চর্বণমাত্র স্বাদু ও পরে অতিতিক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে (ক্ষোরি ২য় খণ্ড, ২৭ পৃ:)। কিন্তু এদেশে ব্যবহৃত পাঠা কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাদু বা সুগন্ধি নহে, কেবল অতিতিক্ত। ঋতুস্নান করিয়া আকনাদির পত্র জলে বাটিয়া সেবন করিলে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ হয় না।

Fig.—Bentl. & Trim. Ind. Med. Pl., t. 15 ; Kirtikar & Basu, t. 40.

Ref.—F.B.I., i. 103 ; Roxb. F. I., iii. 842 ; B. P., i. 208 ; Watt, vi. pt. iii. 359 ; Wall. Cat. 4977.

CENTRAL LIBRARY

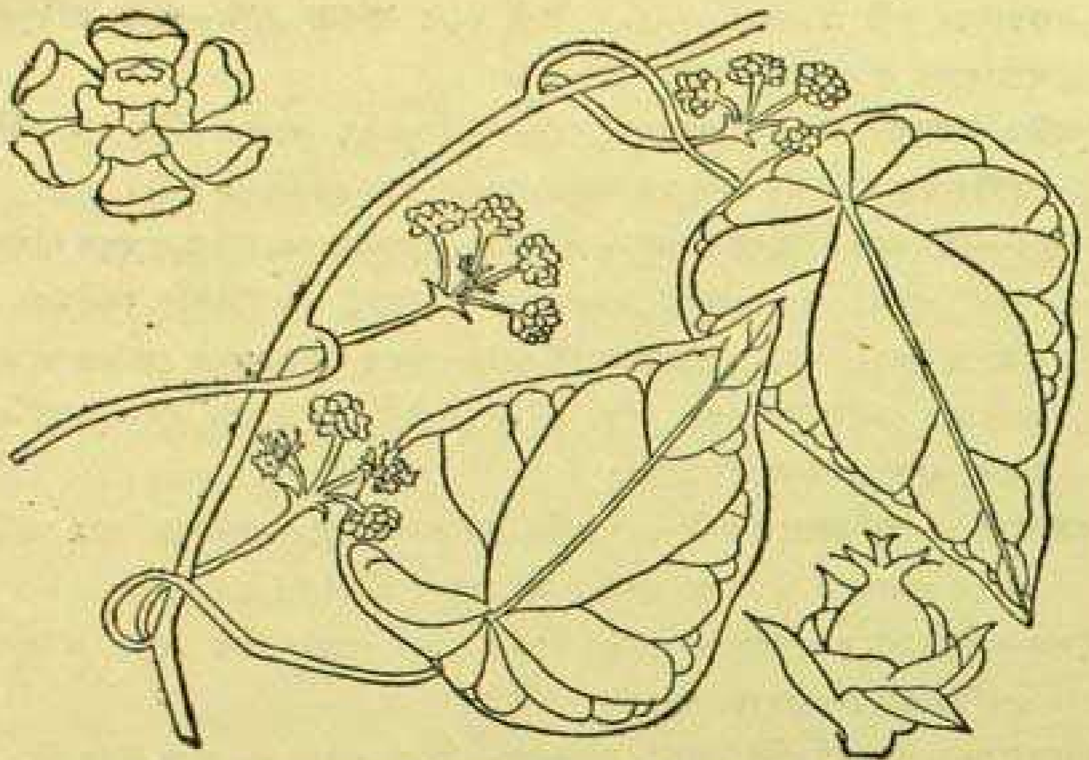

17. Stephania hernandifolia Walp. (নিমুখা)

Genus—TINOSPORA Miers.

18. T. Cordifolia Miers. (গুলঞ্চ)

ভাষানুসারী নাম :—গুড়ূচী, অমৃতবল্লী—সংস্কৃত ; গুলঞ্চ—বাংলা ; গুলঞ্চ—হিন্দী ; টিপ্পাটিগে—তেলেগু ; সিন্দি— তামিল ; গুঠ্ঠবেল—মহারাষ্ট্র ; গলো—গুজরাট।

জ্ঞেয়া গুড়ূচ্যমৃতবল্ল্যমৃতা জরারিঃ
শ্যামা বরা সুরকৃতা মধুপর্ণিকা চ।
ছিন্নোদ্ভবাঽমৃতলতা চ রসায়নী চ
ছিন্না চ সোমলতিকাঽমৃতসম্ভবা চ॥
বৎসাদনী ছিন্নরুহা বিশল্যা ভিষক্‌প্রিয়া কুণ্ডলিনী বয়ঃস্থা।
জীবন্তিকা নাগকুমারিকা চ স্যাচ্ছিন্নিকা সৈব চ চণ্ডহাসা॥
জ্ঞেয়া গুড়ূচীগুরুরুষ্ণবীর্য্যা তিক্তা কষায়া জ্বরনাশিনী চ।
দাহার্ত্তিতৃষ্ণাবমিরক্তবাতপ্রমেহপাণ্ডুভ্রমহারিণী চ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় : গুড়ূচী, অমৃতবল্লী, অমৃতা, জ্বরারি, শ্যামা, বরা, সুরকৃতা, মধুপর্ণিকা (বসন্তকালে পত্রোদ্গম হয়), ছিন্নোদ্ভবা (মধ্যবর্তীস্থানে ছিন্ন করিয়া দিলেও তাহা মরে না, পুনরুদ্ভব হয়), অমৃতলতা (কাটিলেও মরে না), রসায়নী (রসায়ন গুণসম্পন্ন), ছিন্না, (ছিন্ন হইলেও জীবিত থাকে) সোমলতিকা (চন্দ্রকিরণে ইহার পুষ্টি হয়), অমৃতসম্ভবা (কাটা ডাঁটা পুঁতিলে তাহা হইতেও গাছ হয়), বৎসাদনী (ইহার শিকড় হইতে জাত

লতার রস দ্বারা ইহার পুষ্টি হয়), ছিন্নরুহা (মধ্যবর্তীস্থানে কুঠারচ্যা অবস্থায় দ্বিখণ্ডিত হইলেও ইহার মৃত্যু হয় না), বিশল্যা, ভিষক্‌প্রিয়া, কুণ্ডলিনী (কুণ্ডলাকারে বর্দ্ধনশীলা), বয়ঃস্থা (বৃদ্ধ হইলেও মরে না), জীবন্তিকা (জীবিত থাকিতে অভ্যস্তা), নাগকুমারিকা (সর্পবৎ কুণ্ডলাকারে অবস্থানে পটু), ছিন্নিকা ও চণ্ডহাসা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় : ইহা উষ্ণ বীর্য কষায় ও তিক্তরস বিশিষ্ট, ও জ্বরনাশক। দাহ, বেদনা, তৃষ্ণা, বমি, রক্তদুষ্টি, বাতপ্রকোপ, প্রমেহ, পাণ্ডু (ন্যাবা) ও ভ্রম (বায়ুপ্রকোপ জন্য শিরোঘূর্ণন Blood pressure) নাশক।

জন্মস্থান : সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর, হুগলী, হাওড়া এবং ২৪ পরগণার জঙ্গলে সচরাচর দেখা যায়।

বর্ণনা : ইহা একটি লতানে গাছ। ইহার সরু সুতার মত শিকড়গুলি (Aerial roots) মাটির দিকে ঝুলিয়া থাকে। ছাল ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, নরম ও ছিদ্রযুক্ত। পাতা ২-৪ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতলা ও অগ্রভাগ সরু, দেখিতে পানের পাতার মত; বোঁটা ১½-৩ ইঞ্চি, নিম্নদিকে অবনত। পুংপুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়, ১-৬টি নরম ডালে নিম্নদিকে থাকে। স্ত্রীপুষ্প ছোট, একটি একটি হয়। পুংপুষ্পগুলি পাপড়িতে জড়িত থাকে, চারিদিকে বিস্তৃত। বীজ মটরের ন্যায়, লালবর্ণ, বক্রাকৃতি ও গোলাকার। ফল পীতবর্ণ, ½ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ : ডাঁটা, পত্র। মাত্রা পত্রকল্ক ৪-৮ আনা; কাণ্ডচূর্ণ ২-৪ আনা; ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে গুলঞ্চের ব্যবহার।

চরক :—(১) **বিষমজ্বরে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর রস বিষমজ্বরে হিতকর (চিঃ ১৩ অঃ) (২) **কামলায়** গুড়ূচী :—কামলাপীড়িত মনুষ্য প্রাতঃকালে গুড়ূচীর রস কিংবা শীতকষায় মধুযোগে পান করিবে (চিঃ ২০ অঃ)। (৩) **পিত্তজ বমনে** গুড়ূচী—পিত্তজ বমনে গুড়ূচীর কাথ পান করিবে (চিঃ ২৩ অঃ)। (৪) **বাতরক্তে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর রস এবং দুগ্ধসহ যথাবিধি তিল তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ২৯ অঃ)। (৫) **স্তন্যশুদ্ধ্যর্থ** গুড়ূচী—গুড়ূচী ও সপ্তপর্ণের কাথ, শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) পিত্ত প্রবল **বাতরক্তে** গুড়ূচী—পিত্তপ্রবল বাতরক্তে গুড়ূচীর কাথ পান করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **অর্শে** গুড়ূচী—গুড়ূচী পেষণ পূর্বক একটি মৃৎপাত্রের অভ্যন্তর ভাগ লেপন করিয়া, ঐ পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া দধি প্রস্তুত করিবে। অর্শোরোগীর পক্ষে এই দধিজাত তক্রপান প্রশস্ত (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) **বাতজ্বরে** গুড়ূচী—বাতজ্বর রোগী গুড়ূচীর কাথ শীতল হইলে পান করিবে (উঃ ৩৯ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—**মেহে** গুড়ূচী। মেহরোগী মধু প্রক্ষেপ দিয়া গুড়ূচীর রস পান করিবে (চিঃ ১২ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) বলাধানার্থ গুড়ূচী—বস্ত্রপূত শুষ্ক গুড়ূচীচূর্ণ ১০০ ভাগ, পুরান ইক্ষুগুড়, মধু ও গব্যঘৃত প্রত্যেক ১৬ ভাগ। মোদক প্রস্তুত করিয়া হিতমিতাশী হইয়া অগ্নিবলানুসারে সেবন করিবে। ইহা পরম বল্য (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)। (২) **জীর্ণজ্বরে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর কাথ পিপুল চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর ও কফ ধ্বংস করে (জ্বর-চিঃ)। (৩) **কামলায়** গুড়ূচীপত্র—কামলারোগী তক্রের সহিত গুড়ূচীপত্র পেষণপূর্বক পান করিবে (কামলা চিঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) আমবাতে গুড়ূচী—আমবাতগ্রস্ত মনুষ্য গুড়ূচী পেষণপূর্বক কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে সেবন করিবে (আমবাত-চিঃ)। (২) জ্বররোগীর **শাকার্থ** গুড়ূচীপত্র—জ্বররোগী গুড়ূচীর পত্র শাকস্বরূপ ভোজন করিবে (জ্বর-চিঃ)। (৩) **শ্লীপদে** গুড়ূচী—তিল-তৈল বা কটুতৈলযোগে গুড়ূচীর রস সেবন করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয় (শ্লীপদ-চিঃ)। (৪) **কুষ্ঠে** গুড়ূচী—বলানুসারে গুড়ূচীর রস সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে গব্যঘৃতের সহিত কিম্বা কিঞ্চিৎ যূষের (মুদ্গাদির) সহিত অন্ন ভোজন করিলে গলিত কুষ্ঠীও দিব্যরূপ প্রাপ্ত হয় (কুষ্ঠ-চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **বমনে** গুড়ূচী—গুড়ূচীর শীতকষায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপিত্ত-কফজ, ত্রিবিধ বমনই নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি-চিঃ)। (২) হৃদয়স্থিত **বায়ুতে** গুড়ূচী—বায়ু বিগুণতা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়স্থিত হইলে অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে 'বুক ধড়ফড়' করিলে, প্রাতঃকালে পিষ্ট গুড়ূচী কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণসহ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে (বাতব্যাধি-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গুলঞ্চের ডাঁটা হইতে tincture প্রস্তুত হয়। ইহার কাথ জ্বরঘ্ন ও কামোদ্দীপক। গুলঞ্চের কাথ টাট্‌কা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাত ও অগ্নিমান্দ্য রোগ আরাম হয়। গুলঞ্চের রস মধুর সহিত সেবন করিলে গণোরিয়া রোগের উপশম হয়। গুজরাটে ইহার ডাঁটা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মালা প্রস্তুত করিয়া ধারণ করে, ইহাতে কামলা রোগ আরাম হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার কাথ হইতে এক প্রকার starch প্রস্তুত হয়, ইহাকে গুলঞ্চ পালো বলে (Dymock)।

পিঁপুল ও মধু মিশ্রিত গুলঞ্চের রস পান করিলে জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস আরাম হয়। গুলঞ্চ, পর্পটমূল, মুথা, চিরতা, এবং আদা প্রত্যেক ১ ড্রাম পরিমাণে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে বাতপিত্ত জ্বর আরাম হয়।

হরীতকী, আমলকী, আদা, পিঁপুল প্রত্যেক ১ ভাগ, গুলঞ্চ ভিজান জল ৪ ভাগ, জল ১৬ ভাগ, সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া উক্ত কাথের ৮ গুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর, প্লীহাবিবৃদ্ধি, সর্দি ও ক্ষুধাহীনতা আরাম হয় (সারকৌমুদী)।

গুলঞ্চের ডাঁটা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বেশ থেঁতো করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া অল্প আঁচে পাক করিয়া ঘন করিলে গুলঞ্চের পালো প্রস্তুত হয়। সেবন মাত্রা ৫-১৫ গ্রেন।

Tinture—৪ আউন্স পরিমাণ লতা ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ১০ আঃ proof spirit-এ ৭ দিন পচাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১-২ ড্রাম (Kirtikar & Basu)।

শীতকষায় প্রস্তুতের নিয়ম—১ আঃ পরিমাণ উক্তভাবে লইয়া এক পাইন্ট শীতল জলে ৭ দিন রাখিবে, তৎপরে ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১-৩ ড্রাম (Kirtikar & Basu)।

Extract—পাকা ডাঁটা খণ্ড খণ্ড কাটিয়া থেঁতো করিয়া শীতল জলে ৪ ঘন্টা পচাইবে। তৎপরে অল্প আঁচে জ্বাল দিয়া কালির মত হইলে নামাইবে। মাত্রা ৫-১৫ গ্রেণ (Kirtikar & Basu)।

পালো প্রস্তুতের নিয়ম :—গুলঞ্চ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া থেঁতো করিবে এবং এক কড়া জলে ২।৩ দিন ফেলিয়া রাখিবে। সেই জল ছাকিয়া থিতাইতে দিবে। তলায় যে সাদা জিনিষ পড়িবে উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিলে পালো প্রস্তুত হইবে। মাত্রা ১০-৩০ গ্রেন। এই পালো উদরাময় ও অম্ল-নিবারক। গুলঞ্চের ডাঁটার টাট্‌কা রস মূত্রকারক, গণোরিয়া নিবারক। মাত্রা ২-৩ ড্রাম জল কিংবা দুগ্ধ বা মধুর সহিত দিবসে ৩ বার সেব্য।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বৃন্ত—তিক্ত, উদরাময়নাশক, সন্ততজ্বরনাশক, জ্বরবিরামক। ইহার ক্বাথ রসায়ন ও বাজীকরণ।

গুলঞ্চের চিনি—শিকড় ও ডাল হইতে উৎপন্ন গুলঞ্চের শ্বেতসার বা পালো অতিসার ও আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়।

গাছের রস—প্রস্রাবকারক ও মূত্রাশয়ের দুষ্ট প্রমেহে (gonorrhoea) উপকারক।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. 21 ; Bentl. & Trim. Ind. Med. Pl., t. 12.
Ref.—F. B. I., i. 97 ; B. P., i. 209 ; Watt, vi. pt. iv. 63 ; H.S., 330.

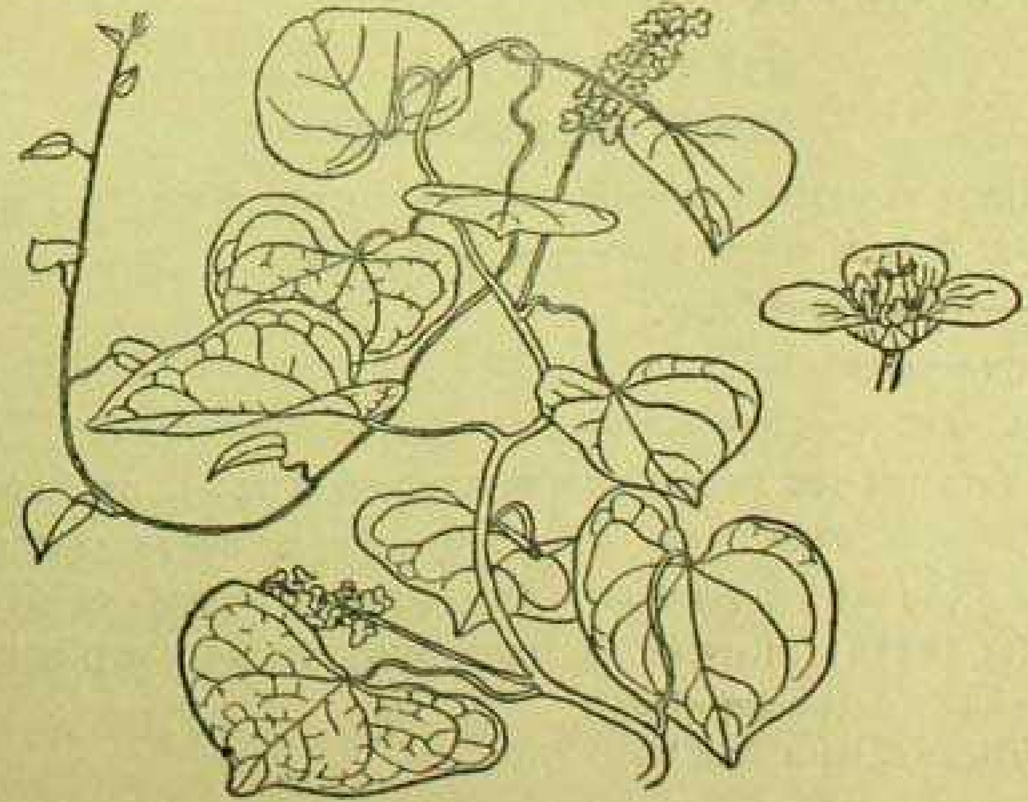

18. Tinospora cordifolia Miers. (গুলঞ্চ)

CENTRAL LIBRARY

19. T. tomentosa Miers. (পদ্মগুলঞ্চ)

ভাষানুসারী নাম ঃ পিণ্ডগুড়ূচী—সংস্কৃত ; পদ্মগুলঞ্চ—বাংলা।

অন্যা কন্দোদ্ভবা কন্দামৃতা পিণ্ডগুড়ূচিকা।
বহুচ্ছিন্না বহুরুহা পিণ্ডালুঃ কন্দরোহিণী ॥
কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী চ কটুষ্ণা সন্নিপাতহা।
বিষঘ্নী জ্বরভূতঘ্নী বলীপলিতনাশিনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—কন্দোদ্ভবা (কন্দ হইতে জন্মলাভ করে), কন্দামৃতা, পিণ্ডগুড়ূচী, বহুচ্ছিন্না (মধ্যপথে বহুচ্ছিন্ন হইলেও পৃথকভাবে বৃদ্ধি পায়), বহুরুহা, পিণ্ডালু ও কন্দরোহিণী—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ ইহা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণবীর্য, সন্নিপাতদোষনাশক, বিষদোষনাশক, জ্বর ও ভূতগ্রহদোষনাশক এবং বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষয়রোগনাশক। অধিকন্তু সাধারণ গুলঞ্চের অন্যান্য সকল গুণই ইহার আছে।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—লতানে গাছ। সচরাচর গাছের উপর উঠে। ডাঁটা ও পত্র ক্ষুদ্র, লোমযুক্ত পত্র, ৩-৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্র-কিনারা তিন ভাগে বিভক্ত, ডাঁটা পত্রের সমান লম্বা। ফুলের বহির্বাস ৬টি, পাপড়ি ৬টি। বীজ একত্র, গোলাকার এবং বক্র। প্রত্যেক বোঁটায় প্রায় ২টি থাকে। ফুল বর্ষাকালে ও ফল শীতকালে হয়।

ব্যবহার্য অংশ—ডাঁটা ও পাতা।

বৈদ্যকে পদ্মগুড়ূচীর ব্যবহার।

চরক—রসায়নে পদ্ম-গুড়ূচী—রসায়নকামী পদ্মগুড়ূচীর রস পান করিবে (চিঃ ১ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার গুণ গুলঞ্চের ন্যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ

মূল বনৌষধি—রসায়ন

টাট্কা পাতা ও শাখা—পুরাতন বাতে চীন দেশে এবং টঙ্কিন দেশে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য ঃ ইহার গায়ে পদ্মকণ্টক রোগীর গাত্রসম অসংখ্য গুটিকা থাকে। শুষ্ক অপেক্ষা আর্দ্র গুড়ূচী অধিক ফলপ্রদ। ইহা গ্রহণী ও পুনঃ পুনঃ জ্বরাগমনকৃত দৌর্বল্যে সেব্য। স্নিগ্ধ ও মূত্রল হেতু ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র এবং বস্তিগত দুষ্টশ্লেষ্ম কর্তৃক রক্তবর্ণ অল্প পরিমাণ মূত্র-নির্গমে হিতকর। পাষাণভেদী ও মধুসহ পদ্মগুড়ূচীর রস "গণোরিয়া" রোগে সেবনীয়। গুলঞ্চের নাল পুষ্টিকর।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 33

Ref.—F.B.I., i. 96 ; Roxb. F.I., iii. 813 ; B.P., i. 209 ; H.S., 331 ; Prain, Hooghly-Howrah, 169.

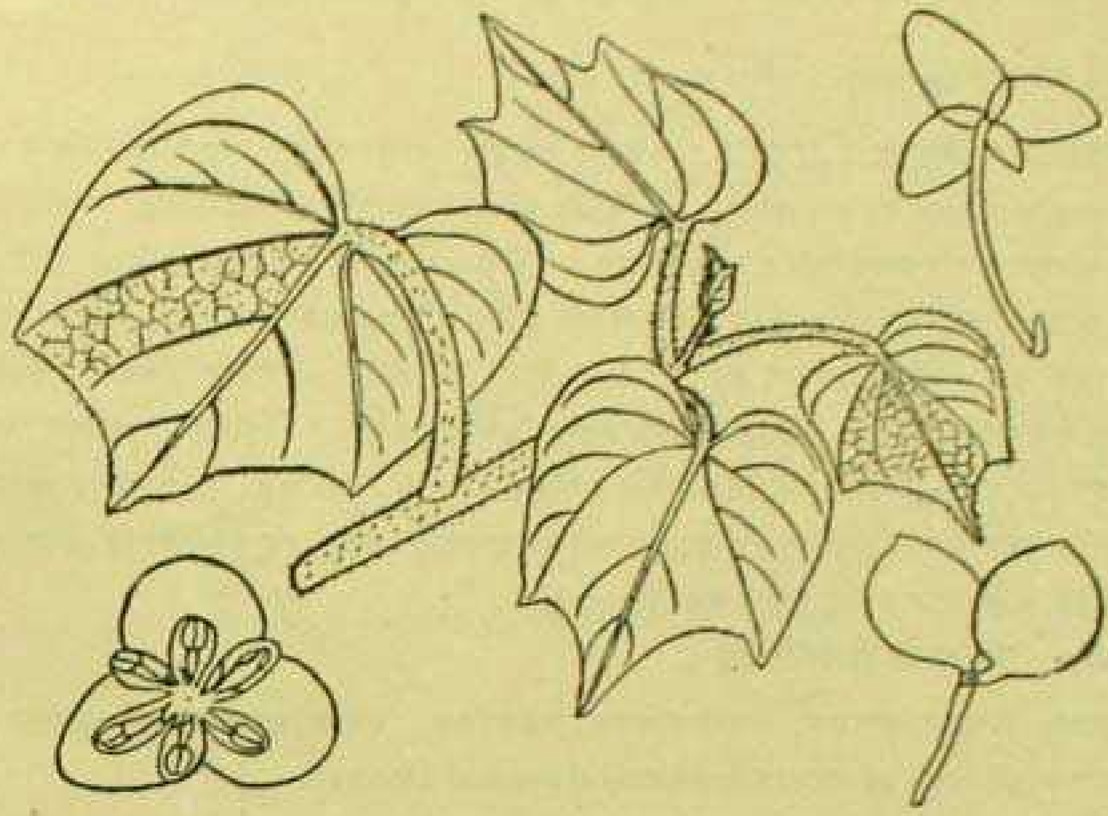

19. Tinospora tomentosa Miers. (পদ্মগুলঞ্চ)

Genus—COCCULUS DC.

20. C. Villosus DC. (হয়ের)

ভাষানুসারী নাম :—বনতিক্তিকা, বসনবল্লী, বসদানি—সংস্কৃত ; হয়ের—বাংলা।

জন্মস্থান :—ভারতের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, হুগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, প্রায় সকল স্থানে দেখা যায়। ডাঁটা লম্বা, কোমল ও সূক্ষ্মলোমাবৃত। পাতা ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১-১½ ইঞ্চি ; ইহাতে লোম আছে। বোঁটা ½ ইঞ্চি লোমময়। ফুল ছোট, ঈষৎ সবুজবর্ণ। পুংপুষ্প পাতার গোড়ায় গুচ্ছবদ্ধ থাকে। ইহার বোঁটা পাতার বোঁটা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্ত্রীপুষ্প ২।৩টি করিয়া একসঙ্গে থাকে। বীজাধার মসৃণ, কালো ও বেগুনে, ½ ইঞ্চি ; ঘোড়ার নালের মত। পাতার গোড়া ঈষৎ ডিম্বাকৃতি অথবা কিঞ্চিৎ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, মাথার দিক প্রায় লম্বা, কখন কখন পাতার

শীর্ষভাগ ছুঁচাল। শিকড় বক্র ও মোচড়ানো, দেখিতে সামান্য ধূসরবর্ণ, মসৃণ অথবা ফিকে পীতবর্ণ, স্বাদ তিক্ত। বর্ষাকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—শিকড় ও পাতা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার পাতার বাহ্য প্রলেপ দিলে প্রদাহিক ফোড়া প্রভৃতি আরাম হয়। পাতার রস চিনির সহিত পান করিলে "গণোরিয়া" আরাম হয় ও জলের সহিত মিশাইলে জমিয়া যায়। শিকড় সালসার (sarsaparilla) ন্যায় কাজ করে। ইহার কাথ ছাগদুগ্ধ এবং পিঁপুল চুর্ণের সহিত সেবন করিলে, বাত ও পুরাতন গণোরিয়ার যন্ত্রণা নিবারণ হয় (Roxb. F.I., iii. 815)। ইহার শিকড় নাটাবীজের সহিত পেষণ করিয়া খাইলে বালকদিগের পেট-বেদনা ও পৈত্তিক অম্লরোগ আরাম হয়। মাত্রা ৬ মাসা, আদা ও চিনির সহিত সেব্য (Dymock)। হয়েরের জ্বরনাশক শক্তি থাকায় অপরাপর জ্বরঘ্ন ঔষধের সহিত ব্যবহার করা হয়। ইহার ফল হইতে নীল ও বেগুনে কালি প্রস্তুত হয় (Brandis)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ

মূল—জ্বরের উত্তাপ প্রশমক, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, ঘর্মকারক, রসায়নগুণসম্পন্ন। পুরাতন বাতে উপকারক এবং দুষ্ট প্রমেহে (veneral diseases) হিতকর।

পাতার রস—পাতার রস জলের সহিত মিশাইলে একপ্রকার ঘন জেলির (jelly) মত জিনিষ হয়। উহা দুষ্টপ্রমেহ (gonorrhoea) রোগে উপকারী। বাহ্য প্রলেপে বিচর্চিকা (eczema), পীড়কাসহ-চুলকনা (prurigo) বা প্রদাহযুক্ত পীড়কা (impetigo) রোগে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য ঃ—কঙ্কনের বৈদ্যগণ ইহার 'বনতিক্তিকা' নাম দিয়াছেন। বাংলায় ইহা 'ছিলিহিণ্টি' বা 'দই-এ-খই-এ' নামে প্রচলিত। ভেষজরূপে ইহার ব্যবহার দাক্ষিণাত্যে বেশী। পাতার রসে বাতাস লাগিলে দইএর মত জমিয়া যায় ও বাহ্যপ্রয়োগে স্নিগ্ধগুণ প্রকাশ করে। গণোরিয়াতে বা গণোরিয়াজন্য বাতের বেদনায় মরিচচূর্ণ (½ মাত্রা) ও ছাগীদুগ্ধ সহ সেব্য। এক পাইট প্রাতে সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও ঘর্মকারক হইয়া উষ্ণবীর্যগুণ প্রকাশ করে (Roxburgh)। Pharma Copoeia of India মতে ইহা স্বাদে তিক্ত ও গুলঞ্চের ন্যায় সমগুণ বিশিষ্ট। সিন্ধুদেশে শিরঃপীড়াতে ইহা ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে চুলকনাজন্য বিচর্চিকা (eczema), ফুসকুড়ি (eruption) এবং পীড়কা (impetigo) ক্ষেত্রে বহিঃপ্রয়োগে উপকার দর্শে।

Fig.—Miers. Contrib., iii. 271-73. t. 126, Kirtikar & Basu, 38b.

Ref.—F.B.I., i. 101 ; Roxb. F.I., iii. 814 ; B.P., i. 210 ; Watt., ii. pt. ii. 297.

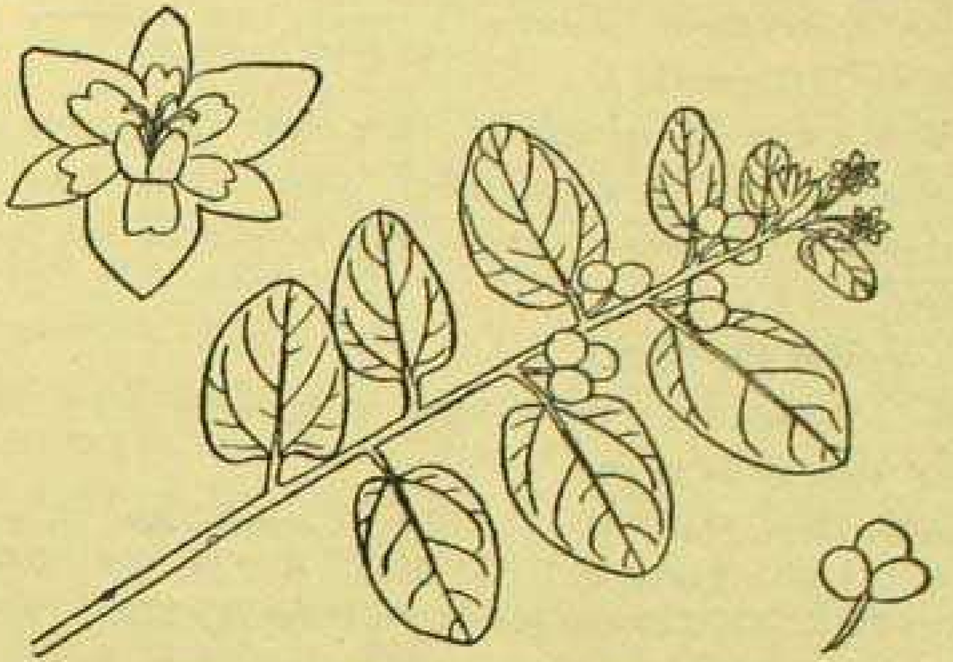

20. Cocculus villosus DC. (হয়ের)

Genus—TILIACORA Colebr.

21. T. acumimata (Lamk) Miers. (তিলিয়াকরা)

ভাষানুসারী নাম :—তিলিয়াকরা, ভাগলতা—বাংলা ; বগমুশদা নাগমুশদী—হিন্দি ; কুরি—কানপুর ; টিগেমুশিদি—তেলেগু ; বাংলায় প্রচলিত নাম্ 'কেলেলতা'।

জন্মস্থান :—মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, কঙ্কণ, উড়িষ্যা, সিঙ্গাপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বহু বিস্তৃত লতা। ছাল ধূসরবর্ণ। শাখা কোমল ও লোমাবৃত, পত্র সাধারণতঃ ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি বিস্তৃত ; বোঁটার দিক্ ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকার ; অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, গাঢ় সবুজবর্ণ, উজ্জ্বল। বোঁটা ½ ইঞ্চি হইতে ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল প্রায় ½ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, ছোট ছোট, নূতন পত্রের গোড়ায় জন্মে। পুংপুষ্প ৩-৭টি একসঙ্গে থাকে। ফুলের পাপড়ি ৬টি ; ৩টি বাহিরে থাকে, ত্রিকোণাকার। পুষ্পে ৬টী মুক্ত পুংকেশর আছে। স্ত্রীপুষ্প এক একটি, কখন জোড়া জোড়া হয়। পাপড়ি পুং পুষ্পের ন্যায়। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা, কতক পরিমাণে চ্যাপ্টা, পাকিলে ফিকে লালবর্ণ হয়। ফুল মে-জুন মাসে এবং ফল জুলাই-আগষ্ট মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ডাঁটা ও পাতা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা সর্পবিষে ব্যবহার করা হয়। তেলেগু জাতি যে ত্রিবিধ মুশলীর উল্লেখ করেন, উহাদের মধ্যে ইহা একটি। Strychnos-nux-vomica

(কুঁচিলা), Strychnos colubrina (নাগমুশলী), এবং Tiliacora racemosa (টিগা মুশলী) (Dymock)।

মন্তব্য :—ঔষধার্থ ব্যবহার—Watt মহোদয়ের বর্ণনার অনুরূপ Glossary-তে বর্ণিত আছে। সর্পবিষ প্রতিষেধক গুণ ইহাতে নাই বলিয়া Watt মহোদয় উল্লেখ করিয়াছেন। Roxburgh মহোদয় বলেন—"পার্বত্যগণ ইহার সর্পবিষ নাশক গুণে বিশ্বাসী নয়।" (Watt).

Glossary—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :**

উপক্ষার—Teliacorine. **মূল**—শিলাপিষ্ট করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনে বিষাক্ত সর্পবিষ নষ্ট হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. t. 3 ; Miers. Contrib. Bot., iii. t. 104.

Ref.—F. B. I., i. 99 ; Roxb. F. I., iii. 816 ; B. P., i. 210 ; Watt. vi. pt. 4.56 ; H. S., 331 ; Prain, Hooghly—Howrah, 170.

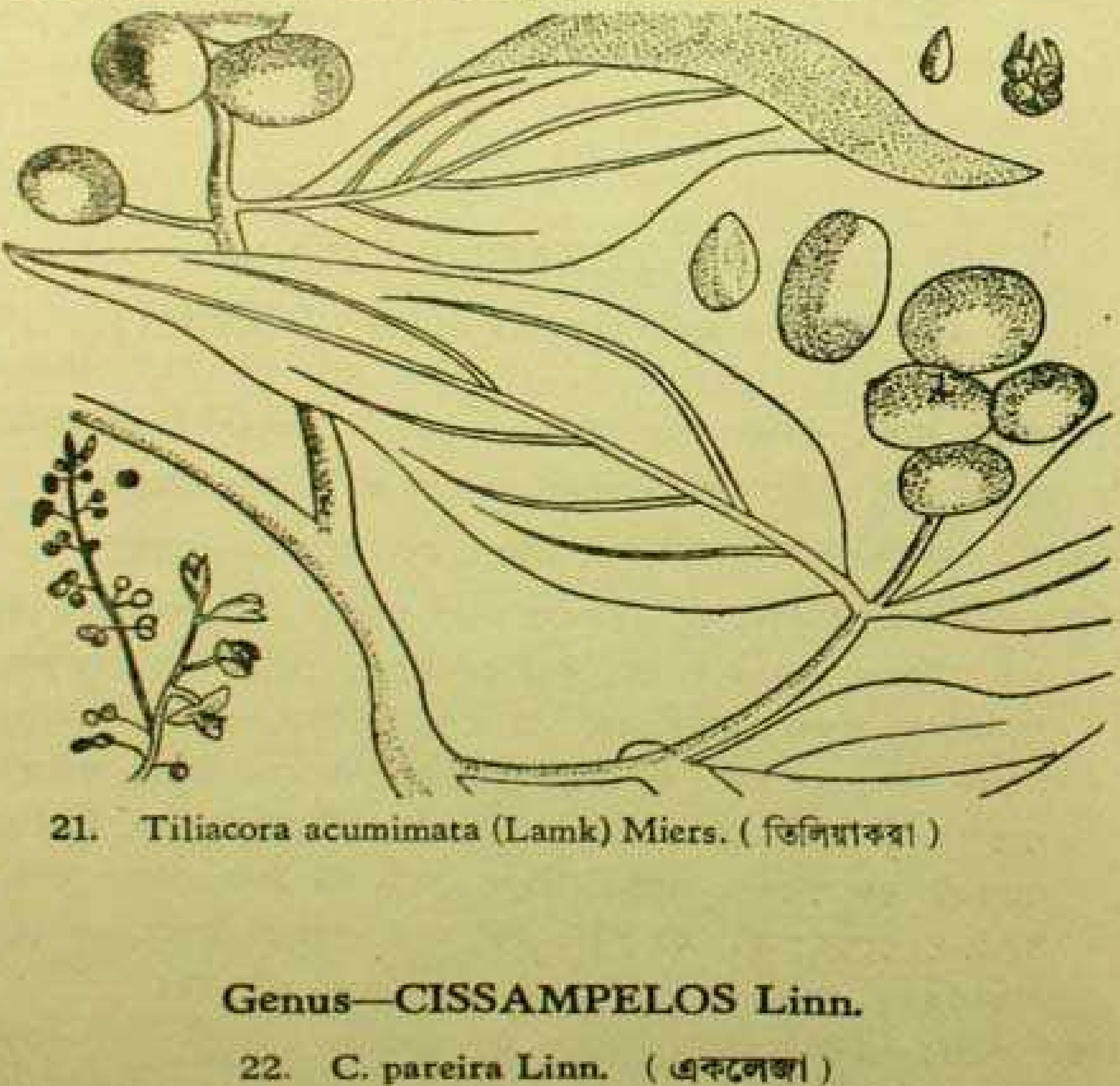

21. Tiliacora acumimata (Lamk) Miers. (তিলিয়াকরা)

Genus—CISSAMPELOS Linn.

22. C. pareira Linn. (**একলেজা**)

ভাষানুসারী নাম : লঘুপাঠা, অম্বোষ্ঠ—সংস্কৃত ; একলেজা—বাংলা ; হাড়জোড়ী—হিন্দি ; পদবল্লী—কঙ্কন ; পাঠা—তেলেগু ; তেজোমাল্লা—সাঁওতাল ; টিক্‌রী—সিন্ধু।

জন্মস্থান :—বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ভূভাগে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া।

বর্ণনা :—গাছ লতানে। পত্র ১½ ইঞ্চি বিস্তৃত ও ১-২ ইঞ্চি লম্বা। সাধারণতঃ ঢালের ন্যায় কতকটা ত্রিকোণাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি, ডাঁটার বিপরীত দিকে একটির পর একটি হয়। গোড়ার দিক সময়ে সময়ে গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; পাতার শিরা ৭-১১টি আছে, উভয়দিকে নরম লোমদ্বারা আবৃত। পত্র-বৃন্ত কখন কখন ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফুল উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, অতিশয় ছোট। পুংপুষ্প ক্ষুদ্র, গুচ্ছবদ্ধ। পাপড়ি ৪টি, বহির্দিকে লোমাবৃত। স্ত্রীপুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়। পাপড়ি ১টি, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পীতাভ, বাহিরের দিকে লোমময়। ফল প্রায় গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, চাপ্টা, পাকিলে লালবর্ণ হয়। ইহার ডাঁটায় সরু সরু লোম আছে। বীজ বক্রাকৃতি, ফলের গর্ভে থাকে। ফুল বর্ষা ও শরৎকালে এবং ফল শীতকালে হয়।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, ছাল ও পাতা। মাত্রা ক্বাথ ১-২ আউন্স। শিকড়ের গুঁড়া ১০-২০ গ্রেণ। তরল সার ½-২ ড্রাম।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা জ্বর, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, অম্লরোগ, মূত্রাশয়ের পীড়ায় সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। ইহার শিকড় সর্পবিষ ও বোল্তা, ভীমরুল কামড়াইলে বাহ্য প্রলেপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার পাতা ঘায়ের ক্ষত ও শোথরোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। নিম্নলিখিত ঔষধটি অজীর্ণ ও পেট বেদনায় হিতকর :—একলেজা ৪, পিপুল ৫, হিঙ্গু ৩, শুঁঠ ৬ ভাগ পরস্পর মিশ্রিত করিয়া মধু সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৩-৫ গ্রেণ। ইহা মৃদু বলকারক এবং মূত্রকর। কথিত আছে যে, ইহা ক্রিমিনাশক (Nadkarni)। জ্বরের সহিত উদরাময় থাকিলে এবং আভ্যন্তরিক প্রদাহে 'চক্রদত্ত' ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ইহা বলকারক ঔষধ ও মূত্রকর বলিয়া বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (Anislie)। কোল জাতি ইহার মূল ঘেঁতো করিয়া দেশী মদ প্রস্তুতে ব্যবহার করে।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—মূল** :—তিক্ত, সন্ততজ্বর (antiperiodic) বিরামক, প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক এবং অগ্নিমান্দ্য নাশক। অজীর্ণ, অতিসার, উদরী (dropsy), শ্লেষ্মা ও মূত্রাশয়গত পীড়াতে বিশেষতঃ পক্বমূত্রাশয় (bladder) প্রদাহে এবং সর্পদষ্ট ক্ষেত্রে উপকারক।

পাতা :—চুলকানিতে বাহ্যপ্রয়োগে উপকারক।

মন্তব্য : এই ভেষজ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণের এক যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন Watt, Khorry ও Roxberra মহোদয়গণের পুস্তক আশ্রয়ে—বনৌষধি দর্পণকার শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত মহোদয়। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—১৭নং এবং ২২নং ভেষজ এক গুণসম্পন্ন বলিয়া সাধারণভাবে লিখিত হইলেও ব্যবহারমূলক জ্ঞানের দ্বারা গুণাগুণ বিচার করিতে হইবে। কারণ Cissampelos pareira বাংলাদেশে

ব্যবহৃত 'আক্‌নাদি' নহে। তাহা সুগন্ধি ও স্বাদু, পরে অতিরিক্ত স্বাদের অনুভূতি হয়, আর বাংলাদেশের 'পাঠা' অতিতিক্ত।

Dymock, Hoopar, এবং Warden—এই তিন মহোদয় বলিয়াছেন—এই দুই জাতীয় গাছ পাঠা বা আক্‌নাদি নামে পরিচিত—ইহা Watt মহোদয় তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

Fig.—Bentl. and Trim. Med. Pl., i. t. 15 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 42.

Ref.—F. B. I., i. 103 ; Roxb. F.I., iii. 842 ; B.P., i. 208 ; Dymock, i. 53.

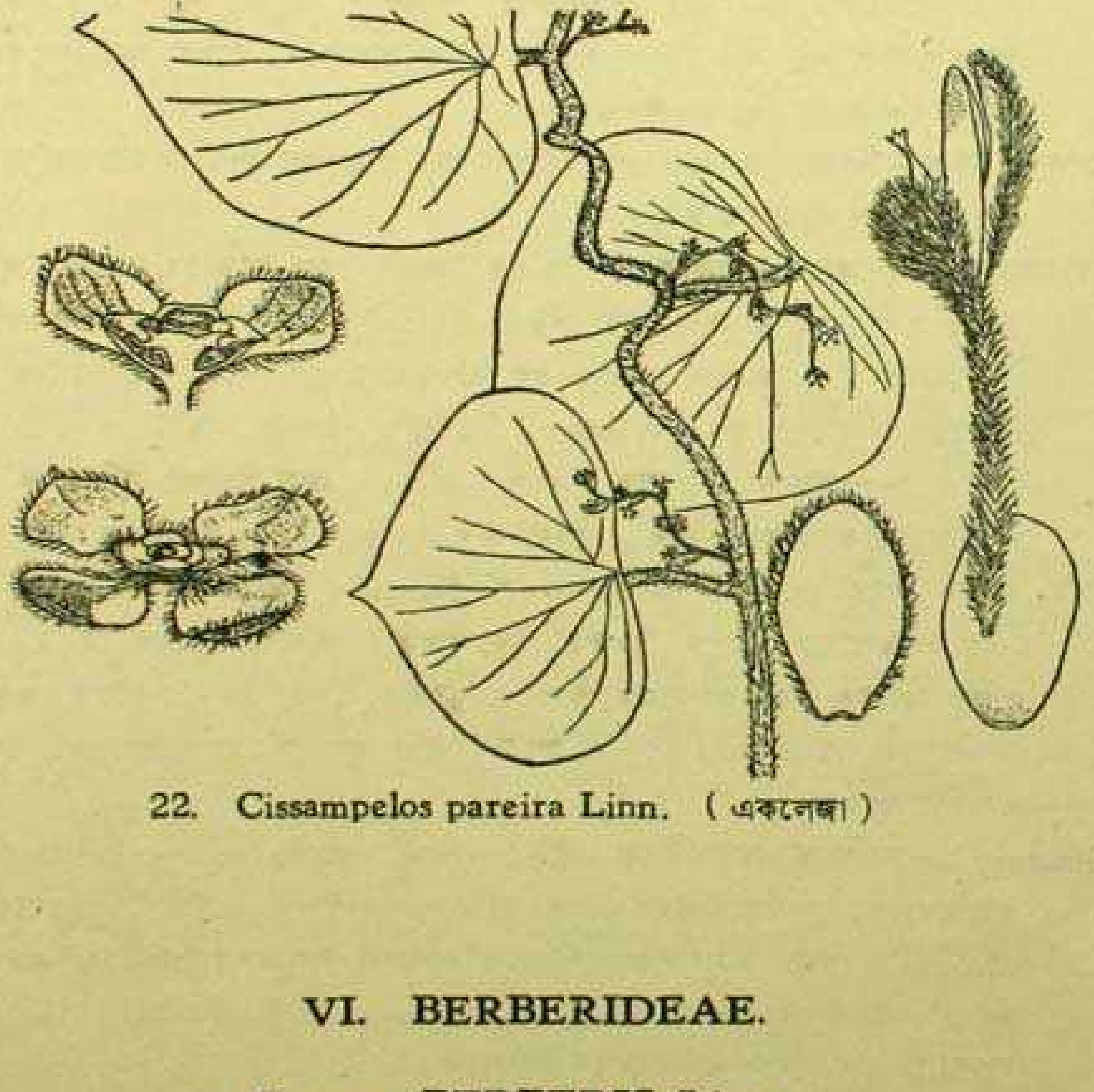

22. Cissampelos pareira Linn. (একলেজা)

VI. BERBERIDEAE.

Genus—BERBERIS Linn.

23. B. asiatica Roxb. (দারুহরিদ্রা)

ভাষানুসারী নাম—দারুহরিদ্রা, দার্বী—সংস্কৃত ; দারুহরিদ্রা—বাংলা ; দারুহলদি, রসুত হিন্দি।

CENTRAL LIBRARY

অন্যা দারুহরিদ্রা চ দার্বী পীতদ্রু পীতিকা।
কালেয়কং পীতদারু স্থিররাগা চ কামিনী ॥
কটঙ্কটেরী পর্জন্যা পীতা দারুনিশা স্মৃতা।
কালীয়কং কামবতী দারুপীতা পচম্পচা।
স্যাৎ কর্কটাকিনী জ্ঞেয়া প্রোক্তা সপ্তদশাহ্বয়ঃ ॥
তিক্তা দারুহরিদ্রা তু কটূষ্ণা ব্রণমেহনুৎ।
কণ্ডূবিসর্পত্বগ্‌দোষ—বিষকর্ণাক্ষি দোষহা ॥

ধন্বন্তরি নিঘন্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ইহা অন্য প্রকার হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট বৃক্ষজ বনৌষধি। দারুহরিদ্রা, দার্বী (কাষ্ঠ), পীতদ্রু (পীতকাষ্ঠ), পীতিকা (পীতবর্ণা), কালেয়ক, পীতদারু (পীতকাষ্ঠ), স্থিররাগা (পাকা হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট), কামিনী (কাষ্ঠ হইলেও লতা সমা, স্ত্রীলিঙ্গ), কটঙ্কটেরী, পর্জন্যা, পীতা, দারুনিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, পচম্পচা, কর্কটাকিনী—এই ১৭টি নাম।

গুণপর্যায় :—ইহা স্বাদে তিক্ত, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, এবং ব্রণ ও মেহনাশক। কণ্ডু (চুলকানি), বিসর্প, ত্বক্‌দোষ, বিষদোষ, কর্ণ ও চক্ষুরোগে হিতকর।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, বিহার, পরেশনাথ পাহাড়, নীলগিরি পাহাড়ের ৪ হইতে ১০ হাজার ফুট উচ্চে হয়।

বর্ণনা :—কন্টকময়, ৩-৬ ফুট উচ্চ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত। ছাল নরম, পীত ও ফিকে ধূসর বর্ণ। উপরিভাগ কর্কের মত। পত্র ১-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, তলদেশ শ্বেতবর্ণ, বোঁটা নরম, ইহা পাতার দ্বিগুণ লম্বা। পাতার কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত। ফুল ছোট, বোঁটায় সন্নিবদ্ধ অথবা একটু লম্বা দণ্ডে অবস্থিত, ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, ফিকে পীত বর্ণ। ফল বড়, ½ ইঞ্চি, লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণ। ফুল বসন্তকালে ও ফল গ্রীষ্মকালে হয়। দারুহরিদ্রা বহু প্রকারের আছে তন্মধ্যে নীলগিরি পর্ব্বতে উৎপন্ন গাছগুলির গুণ অতি উৎকৃষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ :—ডাঁটা, শিকড়ের ছাল ও ফল।

বৈদ্যকে দারুহরিদ্রার ব্যবহার।

চরক :—ব্রণরোপণার্থ দারুহরিদ্রা মূলত্বক—দারুহরিদ্রার মূলত্বকের কল্কযোগে যথাবিধি পক্ব তৈল সেচন করিলে ব্রণরোপণ হয় অর্থাৎ ক্ষত পূরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত :—পিষ্টমেহে দারুহরিদ্রা—হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা কাষ্ঠের ক্বাথ, পিষ্টমেহীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—(১) শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগে দারুহরিদ্রা—যাহার কফজ বৃদ্ধিরোগ হইয়াছে তাহাকে

গোমূত্র পিষ্ট দারুহরিদ্রা পান করাইবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) সর্বদোষপ্রকোপজে **নেত্ররোগে** দারুহরিদ্রা—৮ তোলা দারুহরিদ্রা ২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিবে। এই কাথ মধুযোগে চক্ষুতে সেচন করিলে সর্বদোষজন্য নেত্রের লৌহিত্য, ব্যথা, স্ফীতি, জলস্রাব ও ক্লেদস্রাব নিবৃত্তি পায় (উঃ ১৩ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **মুখরোগ, রক্তপ্রদর, ও নাড়ীব্রণে** দার্বীস্বরসরসক্রিয়া—দারুহরিদ্রার মূলত্বকের স্বরস ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিবে। এই রসক্রিয়া (ঘনীভূত কাথ বা স্বরস) মুখরোগাদি নাশক (কুষ্ঠরোগ চিঃ)। (২) **কামলায়** দার্বীরস—দারুহরিদ্রার ছালের রস মধুযোগে প্রাতঃকালে সেবন করিলে কাম্‌লা বিনষ্ট হয় (পাণ্ডু চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার শিকড় চক্ষুরোগে হিতকর। ছাল বমন রোগ নিবারক। দারুহরিদ্রা, আফিং, ফটকিরি, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী এবং অপরাপর ২।১টি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া প্রাদাহিক ফুলায় লাগাইলে ফুলা আরাম হয়। কথিত আছে ইহা প্লীহা ও সরলান্ত্রের (large intestine) সঙ্কোচক। দারুহরিদ্রা জ্বরসংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং অম্লরোগে হিতকর। ইহার আরক সবিরাম ও অবিরাম জ্বরে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা কুইনাইনের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ রোগে বিশেষ হিতকর (Nadkarni)। ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া অহিফেন, সৈন্ধব লবণ ও ফটকিরির সহিত মিশ্রিত করিয়া চোখের পাতায় দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (Dutt)।

রক্ত অর্শে ইহার শিকড়ের গুঁড়া ৫-১৫ গ্রেণ মাখনের সহিত প্রয়োগ করিলে রোগের শান্তি হয়। ইহার ১ ড্রাম ৪ আউন্স পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলি ধৌত কার্যে ব্যবহার করা হয়। মাখন ও কর্পূর যোগে ইহার মলম ব্যবহার করিলে ফোঁড়া বসিয়া যায় (Watt)।

ইহার শিকড় হইতে প্রাপ্ত Rasot (রসোত) নামক ঔষধ অর্দ্ধড্রাম মাত্রায় পালাজ্বরে ও প্লীহা বৃদ্ধিতে ৩ দিন সেবন করিলে জ্বর আরাম হয় (O' Shaughnessy)। Rasot মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে দুষ্টক্ষত আরাম হয় (Dutt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

মূল—ক্ষতে, জননেন্দ্রিয়ের ক্ষরণশীলতাতে, শ্বেতপ্রদরে, চক্ষুরোগে, পাণ্ডুরোগে ও জ্বরে ফলদায়ক। ইহা হইতে রসোৎ প্রস্তুত হয়।

মন্তব্য :—শ্বেতপ্রদররোগে দার্ব্যাদি পাচনের অন্যতম উপাদানরূপে দার্বীরসাঞ্জন * ব্যবহার করা হইয়াছে।

---

*দার্বীকাথের সমপরিমাণ দুগ্ধ দিয়া পাক করিয়া যে রসক্রিয়া হয় তাহা **'রসোৎ'** নামে পরিচিত। উহাই আয়ুর্বেদে দার্বীরসাঞ্জন নামে পরিচিত। উহা **রসাঞ্জন** নামেও ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রজাতির (species) দারুহরিদ্রার ত্বক্ বা কাষ্ঠ হইতে এই রসাঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রমেহ রোগে—কটকটৈর্য্যাদি পাচনের অন্যতম উপাদানরূপে দারুহরিদ্রা ব্যবহার করা হইয়াছে।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 45 ; Brandis, Indian Trees, 29.
Ref.—F.B.I., i, 110 ; B.P., i, 212 ; Roxb. F.I., ii. 182.

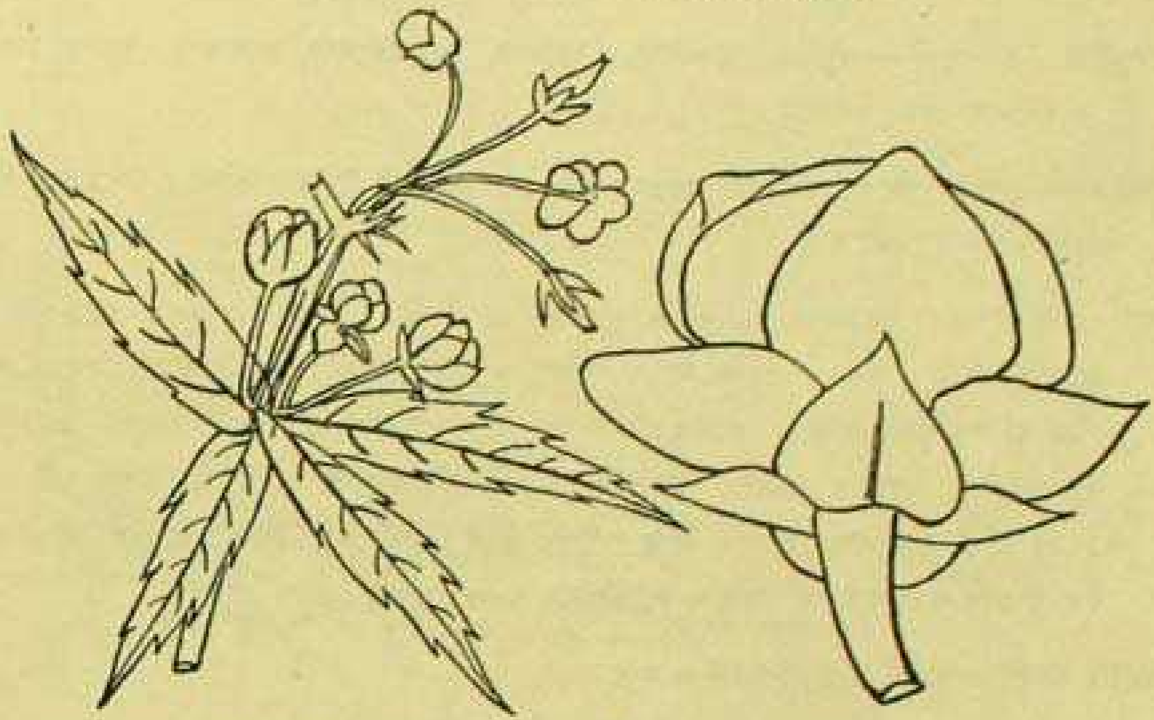

23. Berberis asiatica Roxb. (দারুহরিদ্রা)

Genus—PODOPHYLLUM Linn.

24. P. emodi Wall. (পাপ্‌ড়া, হংসপদী)

ভাষানুসারী নাম—পাপ ড়া, হংসপদী, লঘুপত্র—সংস্কৃত ; পাপ্‌ড়া হংসপদী,—বাংলা ; পাপ্‌ড়া —হিন্দি ; গুল্‌দকাক—পাঞ্জাবী।

রক্তপাত্তপরা প্রোক্তা ত্রিপদা হংসপাদিকা।
ঘৃতমণ্ডলিকা জ্ঞেয়া বিশ্বগ্রন্থিস্ত্রিপাদিকা ॥
বিপাদী কীটমারী চ হেমপাদী মধুস্রবা।
কর্ণাটী তাম্রপত্রী চ বিক্রান্তা সুবহা তথা ॥
ত্রক্ষাদনী পদাঙ্গী চ শীতাঙ্গী সুতপাত্রুকা।
সঙ্কারিণী চ পদিকা প্রহ্লাদী কীলপাদিকা ॥
গোধাপদী চ হংসাঙ্ঘ্রির্ধার্ত্তরাষ্ট্রপদী তথা।
হংসপাদী চ বিজ্ঞেয়া নাম্না চৈষা শরাক্ষিধা ॥
হংসপাদী কটূষ্ণা স্যাৎ বিষভূতবিনাশিনী।
ভ্রান্ত্যপস্মারদোষঘ্নী বিজ্ঞেয়া চ রসায়নী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্প টাদিবর্গঃ।

CENTRAL LIBRARY

নামপর্য্যায়—রক্তপাদী, অপরা, ত্রিপদা, হংসপাদিকা, ঘৃতমণ্ডলিকা, বিশ্বগ্রন্থী, ত্রিপাদিকা, বিপাদী, কীটমারী, হেমপাদী, মধুস্রবা, কর্ণাটী, তাম্রপত্রী, বিক্রান্তা, সুবহা, ব্রহ্মাদনী, পদাঙ্গী, শীতাঙ্গী, হুতপাদুকা, সঙ্কারিণী, পদিকা, প্রহ্লাদী, কীলপাদিকা, গোধাপদী, হংসাঙ্ঘ্রি, ধার্ত্তরাষ্ট্রপদী, হংসপাদী—এই ২৭টি নাম।

গুণপর্য্যায়—হংসপাদী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিষদোষ, ভূতগ্রহদোষ নাশক। ভ্রান্তি, অপস্মার দোষনাশক এবং রসায়ন।

জন্মস্থান—হিমালয় পর্বতের মধ্যবর্তী পর্বতমালায় ১৪০০০ ফুট উচ্চে, কাশ্মীর, সিমলা, সিকিম প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা—গুল্মবিশেষ। কাণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি, সোজা ও মোটা। পত্র দেখিতে অনেকটা পেঁপে পাতার ন্যায়। ৬-১০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ও গোলাকার। ৩-৫ ভাগে বিভক্ত, পাতার কিনারা করাতের ন্যায়। পত্রের বোঁটা লম্বা, ফুল শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ গোলাপী, ১-১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, বাটির ন্যায়। পাপড়ি ৬-৯টি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, পুংকেশর ৬টি। ফল ১-১২ ইঞ্চি, লালবর্ণ, দেখিতে প্রায় পেঁপের ন্যায়। শাঁসের ভিতর অনেক বীজ আছে। ইহার চাষ করা যাইতে পারে ও লাভজনক হওয়া সম্ভব।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ, শিকড় ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা ½ গ্রেণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দি আরাম হয় (Dymock)। পডোফিলাম্ সচরাচর পৈত্তিক জ্বরে ব্যবহার করা হয় এবং ইহাকে উদ্ভিজ্জ ক্যালোমেল (Calomel) বলে। পার্বত্য লোকেরা ইহার লালবর্ণ ফলের শাঁস খাইয়া থাকে। পডোফিলাম্ যকৃতের উত্তেজক ও পৈত্তিক মল-নিঃসারক। অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণ ইহার গুঁড়া এবং ৩ গ্রেণ পরিমাণ Hyoscyamus এর গুঁড়ায় প্রস্তত বটিকা একটি উৎকৃষ্ট পিত্ত-নিঃসারক ও ভেদক ঔষধ (Nadkarni)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গেঁড় ও মূল—যকৃৎরোগে হিতকারক। রসায়ন, পিত্তনিঃসারক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

মন্তব্য :—লঘুপত্র বা পাপ্ড়া নামক সংস্কৃত নামে নিঘণ্টুতে বা সংহিতাগ্রন্থে কোন বনৌষধির উল্লেখ দেখা যায় না। Watt মহোদয় তাঁর পুস্তকে লিখিয়াছেন ইহা Pharmacophia Indica গ্রন্থে পাপ্ড়া বা পাপরি নামে পরিচিত। তাঁহারা মনে করেন ইহা পিত্ত নিঃসারক 'পর্পট' বা 'বক্র' নামে পরিচিত। পার্বত্য অঞ্চলে কুলু ও চাম্বাতে 'বনকুকরি' বা 'গুলকুক্‌রি' নামে এই জাতীয় গাছ সমান ভাবে গুণসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত। তবে ইহার ফলগুলির বিরেচন গুণ বড় দেখা যায় না। মূল বিরেচন গুণসম্পন্ন।

Fig.—Jacq. Voy. Bot., ii. t. 9 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 46 ; Trans. Bot. Soc. Edinb. xvi. t. 9. (1886).

Ref.—F. B. I., i. 112 ; Dymock. Pharm. Ind. i. 69 ; H. F. and T. Fl. Ind., 232.

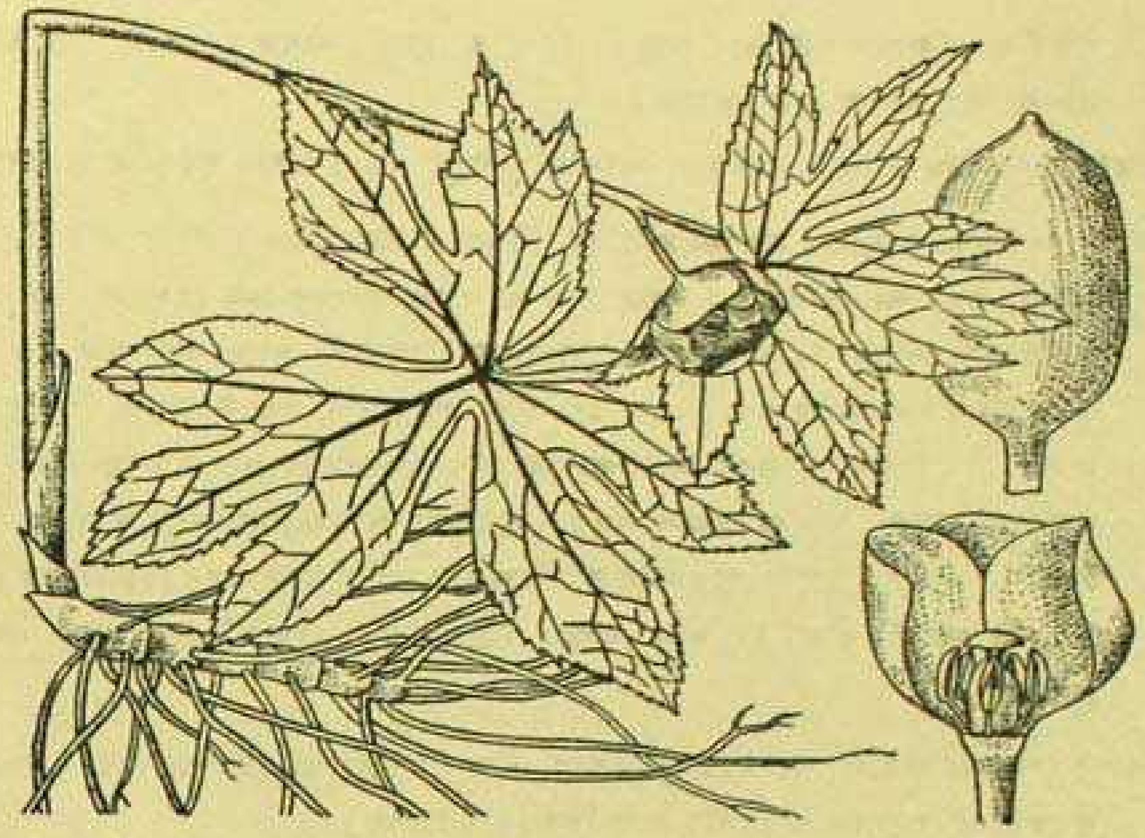

24. Podophyllum emodi Wall (পাপ্‌রা)।

VII. NYMPHAEACEAE.

Genus—EURYALE Salisb

25. E. ferox Salisb. (মাখ্‌না)

ভাষানুসারী নাম ঃ—মাখ্‌না—সংস্কৃত ; মাখনা—বাংলা ; মাখ্‌না—হিন্দি ; কাঁটাপদ্ম, তশ্বয়েমেদ—উড়িষ্যা।

পদ্মিনী নলিনী প্রোক্তা কুটপিন্যব্জিনী তথা।
ইত্থং তৎ পদ্মপর্য্যায়নাম্নী জ্ঞেয়া প্রয়োগতঃ॥
পদ্মিনী মধুরা তিক্তা কষায়া শিশিরাপরা।
পিত্তক্রিমিশোষবান্তি ভ্রান্তিসন্তাপশান্তিকৃৎ॥
পদ্মবীজং কটু স্বাদু পিত্তচ্ছর্দ্দিহরং পরম।
দাহাস্ত্রদোষশমনং পাচনং রুচিকারকম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—পদ্মিনী, নলিনী, কুটপিনী, অব্জিনী—এইগুলি পদ্মলতার নাম।

CENTRAL LIBRARY

গুণপর্য্যায় ঃ—পদ্মিনী মধুর তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট ; শীতবীর্য্য, ইহা পিত্ত, ক্রিমি, শোথ, বান্তি (পিপাসা), ভ্রম ও সন্তাপ নাশকারী।

পদ্মবীজ—বিপাকে কটু, রসে স্বাদু। পিত্ত ও বমন নাশক। দাহ, ও রক্তদোষ নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক ও রুচিকারক।

জন্মস্থান ঃ—পূর্ববঙ্গ, কাশ্মীর, অযোধ্যা, আসাম, মণিপুর, ২৪ পরগণার পুকুর-ঝিলে জন্মে।

বর্ণনা ঃ—কণ্টকময় শালুকের মত জলজ উদ্ভিদ, শিকড় ও গেঁড় (কন্দ) পাঁকে সন্নিবিষ্ট, পাতা জলের উপর ভাসিয়া থাকে। পত্র ১-৪ ফুট ব্যাস, তলদেশ ঢেউ-খেলানো, বহু সোজা কণ্টকাবৃত, গোলাকার ও সবুজবর্ণ ; পাতার ডাঁটায় কাঁটা আছে, কাঁটাগুলি বক্র। ছোট পাতা উপরদিকে ভাঁজ করা। ফুল ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা লম্বা কাঁটাযুক্ত, ভিতরে উজ্জ্বল লালবর্ণ ; বহির্দেশ সবুজবর্ণ ও উজ্জ্বল বা ঈষৎ বেগুনে। জলের উপর উঠিয়া ফুটে। পুষ্পস্তবক সোজা, পাপড়ি অনেক আছে। পুংকেশর অনেক। গর্ভাশয় ৮ পরদা-বিশিষ্ট, ভিতরে অবনত। ফল গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি অথবা কখন কখন বিকৃতাকার। ফলে ৪-২০টি কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়, বীজ দেখিতে মটরের ন্যায় নরম শাঁস বিশিষ্ট। বর্ষাকালে ফুল হয়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার বীজ মেহরোগের উপশম করে (Roxb)। বীজের খই লঘুপাক ও রোগীর পক্ষে হিতকর (Dutt)।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—ধাতুদৌর্বল্যে রসায়ন, সঙ্কোচক। পুকুরের জলে এবং ঝিলে সচরাচর দেখা যায়।

মন্তব্য ঃ—পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ ঢাকা ও মণিপুর অঞ্চলে পুকুরে, ঝিলে এই কণ্টকময় শালুকের মত জলজ উদ্ভিদ দেখা যায়। শিকড় ও গেঁড় পাঁকে জন্মে এবং পাতা জলের উপর ভাসে। প্রচলিত ভাষায় ইহা কাঁটাপদ্ম নামেও পরিচিত। উড়িষ্যাতে কাঁটাপদ্ম নামে পরিচিত। সংস্কৃত নিঘণ্টুতে 'মাখনা' নামে কোন পদ্ম জাতির উল্লেখ নাই। উদয়চাঁদ দত্তের মতে Roxbergh বলেন, ইহার বীজের ভেষজগুণ বহুল পরিমাণে আছে। শুক্রমেহ জন্য অশ্মরীরোগে ফলপ্রদ ও শরীরের বলবৃদ্ধিকারক। বীজগুলি কৃষ্ণবর্ণ মটরের মত, ভিতরে শাঁস থাকে। বীজ বালুকাতে ভাজিলে ফাটিয়া যায় তখন খোসা ছাড়ান সহজ হয়। ইহা সহজপাচ্য খাদ্য (Watt)।

Fig.—Bot. Mag., 1447 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 50 ; Roxb. Cor. Pl., iii. t. 244.

Ref.—F. B. I. i 115 ; Roxb. F. I. 573 ; Prain, Hooghly-Howrah 171 ; H. S., 8 ; B.P.i. 214.

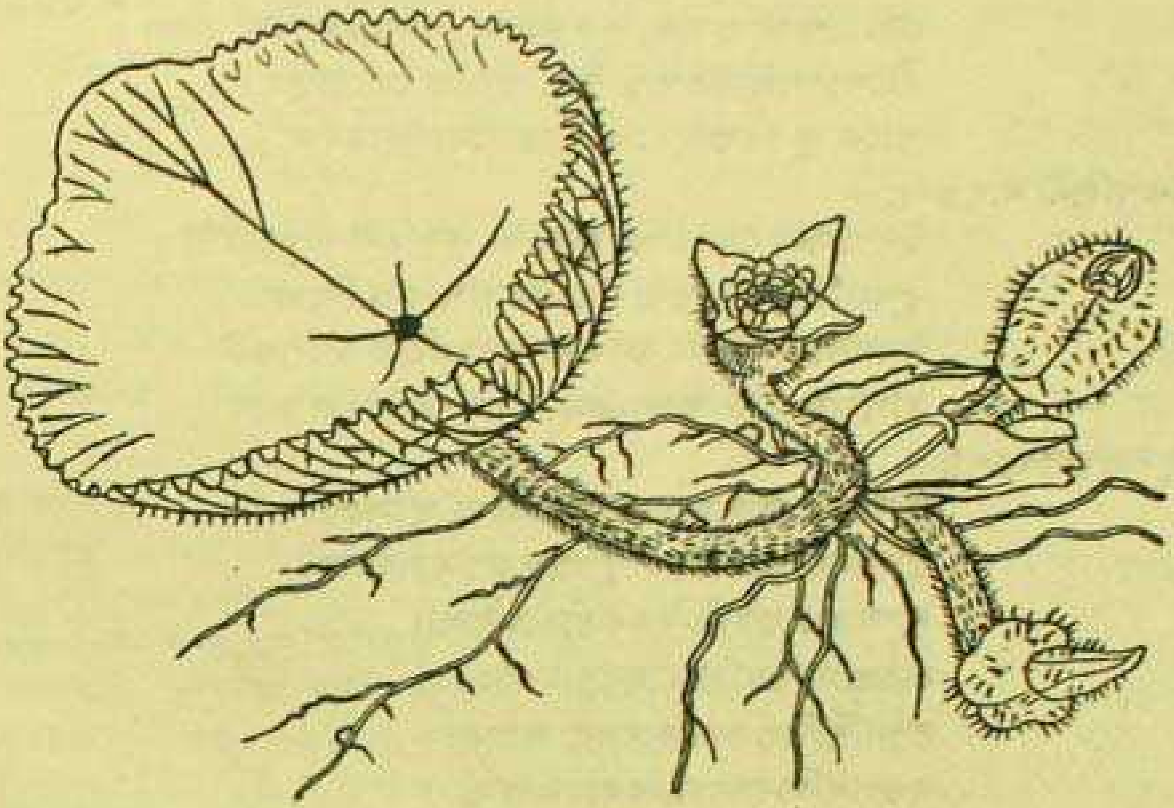

25. Euryale ferox salisb. (মাখ্না)

Genus—NYMPHEA Linn.

26. N. Lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)

ভাষানুসারী নাম :—শালুক, কুমুদ, শুঁধি—বাংলা।

উৎপল সাধারণ নামগুণাঃ—

অনুষ্ণং চোৎপলং চৈব রাত্রিপুষ্পং জলাহ্বয়ম্।
হিমাক্তং শীতজলজং নিশাফুল্লঞ্চ সপ্তধা॥
উৎপলং শিশিরং স্বাদু পিত্তরক্তাত্তিদোষনুৎ।
দাহ-শ্রম-বমি-ভ্রান্তি-ক্রিমিজ্বরহরং পরম্।

ধবলোৎপল নামগুণাঃ—

ধবলোৎপলন্তু কুমুদং কহ্লারং কৈরবং চ শীতলকম্।
শশিকান্তমিন্দুকমলং চন্দ্রাক্তং চন্দ্রিকাম্বুজং চ নব॥
কুমুদং শীতলং স্বাদু পাকে তিক্তং কফাপহম্।
রক্তদোষহরং দাহ-শ্রম-পিত্তপ্রশান্তিকৃৎ॥

CENTRAL LIBRARY

নীলোৎপল নামগুণাঃ—

নীলোৎপলমুৎপলকং কুবলয়মিন্দীবরঞ্চ কন্দোত্থম্।
সৌগন্ধিকং সুগন্ধং কুড্মলকং চাসিতোৎপলং নবধা॥
নীলোৎপলমতিস্বাদু শীতং সুরভি সৌখ্যকৃৎ।
পাকে তু তিক্তমত্যন্তং রক্তপিত্তাপহারকম্॥

উৎপলিনী নামগুণাঃ—

উৎপলিনী কৈরবিণী কুমুদ্বতী কুমুদিনী চ চন্দ্রেষ্টা।
কুবলয়িনীন্দীবরিণা নীলোৎপলিনী চ বিজ্ঞেয়া॥
উৎপলিনী হিমতিক্তা রক্তাময়হারিণী চ পিত্তঘ্নী।
তাপকফ-কাস-তৃষ্ণা-শ্রম-বমিশমনী চ বিজ্ঞেয়া॥

পুষ্পদ্রবনামগুণাঃ—

পুষ্পদ্রবঃ পুষ্পসারঃ পুষ্পস্বেদশ্চ পুষ্পজঃ।
পুষ্পনির্য্যাসকশ্চৈব পুষ্পাম্বুজঃ ষড়াহ্বয়ঃ॥
পুষ্পদ্রবঃ সুরভিশীতকষায়গৌল্যো
দাহশ্রমাতিবমিমোহমুখাময়ঘ্নঃ।
তৃষ্ণার্ত্তিপিত্তকফদোষহরঃ সরশ্চ
সন্তর্পণশ্চিরমরোচকহারকশ্চ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ও গুণপর্যায়ঃ—সাধারণ সুঁদিফুলের নাম ঃ—অম্বুরুহ, উৎপল, জলাহ্ব, রাত্রি-পুষ্প, হিমাব্জ, শীতজলজ ও নিশাফুল—এই সাতটি নাম।

গুণ ঃ—উৎপল—শীতবীর্য, মধুররস, পিত্ত ও রক্তজন্য রোগনাশক। দাহ, শ্রান্তি, বমি, ভ্রান্তি ও ক্রিমিজন্য জ্বরনাশক।

সাদা নালফুলের নাম ঃ—ধবলোৎপল, কুমুদ, কহলার, কৈরব, শীতলক, শশিকান্ত (চন্দ্রের সুহৃৎ), ইন্দুকমল (চন্দ্রকিরণে প্রস্ফুটিত হয়), চন্দ্রাব্জ, চন্দ্রিকাম্বুজ—এই নয়টি নাম।

গুণ ঃ—ইহা শীতবীর্য, মধুরবিপাক, তিক্তরস ও কফনাশক। রক্তদোষ, দাহ, শ্রান্তি ও পিত্তনাশকারী।

নীলনালফুলের নাম ঃ—নীলোৎপল, উৎপলক, কুবলয়, ইন্দীবর, কন্দোত্থ, সৌগন্ধিক, সুগন্ধ, কুড্মলক, অসিতোৎপল—এই নয়টি নাম।

গুণ ঃ—ইহা অতি মধুর রস। শীতবীর্য, সুগন্ধি ও সুখদায়ী, পাকে তিক্তরস ও রক্তপিত্তহারী।

ছোট সুঁদির নাম ঃ—উৎপলিনী, কৈরবিণী, কুমুদ্বতী, কুমুদিনী, চন্দ্রেষ্টা, কুবলয়িনী, ইন্দীবরিণী এবং নীলোৎপলিনী—এই কয়টি নাম।

গুণ ঃ—ইহা শীতবীর্য্য তিক্তরস, রক্তদোষ ও পিত্তনাশক। সন্তাপ, কফ, কাস, তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও বমি নাশক।

পুষ্পদ্রবের নাম ঃ—পুষ্পদ্রব, পুষ্পসার, পুষ্পস্বেদ, পুষ্পাম্ভ, পুষ্পনির্যাস ও পুষ্পাম্বুজ—এই ছয়টি নাম।

গুণ ঃ—ইহা স্বরভি, শীতবীর্য ও কষায়রসাত্মক। দাহ, শ্রান্তি, অতিবমি, মূর্চ্ছা ও মূত্ররোগনাশক, তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফদোষ নাশক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক তৃপ্তিদায়ক ও পুরাতন অরুচিনাশক।

জন্মস্থান ঃ—ভারতের ও বঙ্গদেশের পুকুরে, ঝিলে, খালে বা জলায় জন্মে। ভারতের সমগ্র উষ্ণস্থান, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা।

বর্ণনা ঃ—জলজ উদ্ভিদ। শিকড় ও গেঁড় পাঁকে নিমজ্জিত থাকে। পত্র জলের উপর ভাসিয়া থাকে; ৬-১৮ ইঞ্চি ব্যাস, গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি; কচিপাতা লাল, কিনারা কাটা কাটা, ঢেউখেলানো। ফুল এক-একটি সাদা বা লাল রংএর হয়, ৩-১০ ইঞ্চি ব্যাস, বাটির ন্যায় লম্বা বোঁটায় আবদ্ধ। বহির্বাস ৪টি, পাপড়ি ১২টি, লম্বা ও বিস্তৃত। পুংকেশর প্রায় ৪০টি অবধি হয়। ফল ১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ, প্রায় ১৫-২০টি কোষবিশিষ্ট। বীজ ছোট ছোট। ঈষৎ লম্বাটে, গোলাকার, বীজ হইতে খৈ হয়। প্রায় বারমাসই, তবে বর্ষা ও শরতে বেশী ফুল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফুল, শিকড় ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার মূল ও শিকড় উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার করা হয়। ফুলের কাথ বুকধড়ফড়ানি রোগে শান্তিকর।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—চূর্ণ মূল**—অগ্নিমান্দ্য, অতিসার এবং অর্শ রোগে হিতকর। **ফুলের কাথ**—হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় হিতকর, গরমকালে ভারতের সর্বত্র জলাতে দেখা যায়। **সাপলা**—লাল ও নীলের গুণ একপ্রকার।

Fig—Wight. Ill., i. t. 10 ; Bot. Mag., t.4665 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 48.

Ref.—F.B.I., i.114; B.P. i. 213; Roxb.F.I.. ii. 576 ; H.S.8; Prain, Hooghly-Howrah, 170.

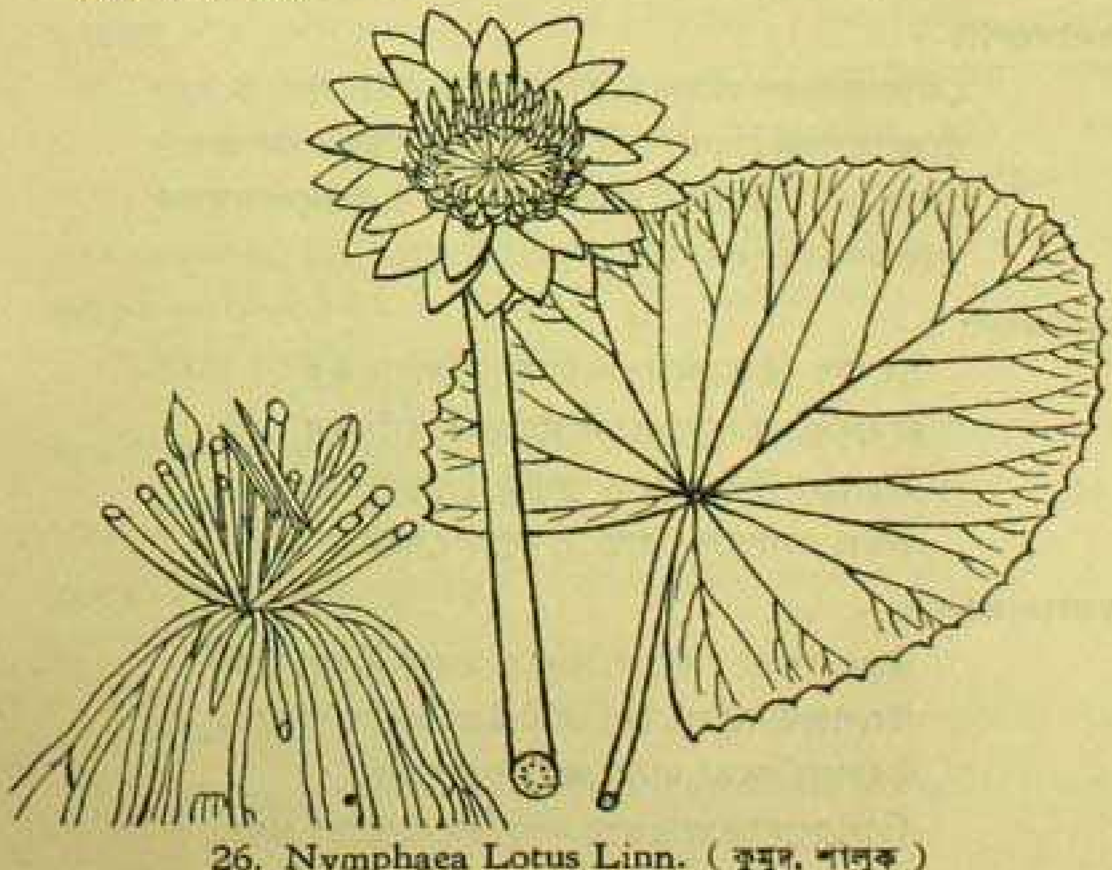

26. Nymphaea Lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)

CENTRAL LIBRARY

Genus—NELUMBIUM Juss.

27. N. nucifera Gaertn. (পদ্ম)

ভাষানুসারী নাম ঃ—পদ্ম, অম্বুজ, সরোজ, কোকনদ (রক্তপদ্ম), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম)—সংস্কৃত ; শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম—বাংলা।

কমলনামগুণাঃ—

পাথোজং কমলং নভঞ্চ নলিনাম্ভোজাম্বুজন্মাম্বুজং
শ্রীপদ্মাম্বুরুহাব্জপদ্মজলজান্যম্ভোরুহং সারসম্।
পঙ্কেজং সরসীরুহং চ কুটপং পাথোরুহং পুষ্করং
বার্জং তামরসঙ্কুশেশয়কজে কঞ্জারবিন্দে তথা॥
শতপত্রং বিসকুসুমং সহস্রপত্রং মহোৎপলং বারিরুহম্।
সরসিজসলিলজপঙ্কেরুহরাজীবানি বেদবহ্নিমিতানি॥
কমলং শীতলং স্বাদু রক্তপিত্তশ্রমার্ত্তিনুৎ।
সুগন্ধি ভ্রান্তিসন্তাপ-শান্তিদং তর্পনং পরম্॥

পুণ্ডরীকনামগুণাঃ—

পুণ্ডরীকং শ্বেতপত্রং সিতাব্জং শ্বেতবারিজম্।
হরিনেত্রং শরৎপদ্মং শারদং শম্ভুবল্লভম্॥
পুণ্ডরীকং হিমং তিক্তং মধুরং পিত্তনাশনম্।
দাহাস্রশ্রমদোষঘ্নং পিপাসাদোষনাশনম্॥

কোকনদনামগুণাঃ—

কোকনদমরুণকমলং রক্তাম্ভোজং চ শোণপদ্মং চ।
রক্তোৎপলমরবিন্দং রবিপ্রিয়ং রক্তবারিজং বসবঃ॥
কোকনদং কটুতিক্তং মধুরং শিশিরং চ রক্তদোষহরম্।
পিত্তকফবাতশমনং সন্তর্পণকারণং বৃষ্যম্॥

নীলকমলনামগুণা ঃ—

উৎপলং নীলকমলং নীলাব্জং নীলপঙ্কজম্।
নীলপদ্মং চ বাণাহ্বং নীলাদিকমলাভিধম্॥
নীলাব্জং শীতলং স্বাদু সুগন্ধি পিত্তনাশকৃৎ।
রুচ্যং রসায়নে শ্রেষ্ঠং কেশ্যঞ্চ দেহদার্ঢ্যদম্॥

ত্রিবিধকমলনামগুণাঃ—

ঈষৎ শ্বেতং পদ্মং নলিনং চ তত্তুক্তমীষদারক্তম্।
উৎপলমীষন্নীলং ত্রিবিধমিতীদং ভবেৎ কমলম্॥
উৎপলাদিরয়ং দাহ-রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ।
পিপাসাদাহ হৃদ্রোগ—চ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাহরো গণঃ॥

মৃণালনামগুণাঃ—

মৃণালং পদ্মনালঞ্চ মৃণালী চ মৃণালিনী।
বিসঞ্চ পদ্মতন্তুশ্চ বিসিনী নলিনীরুহম্॥
মৃণালং শিশিরং তিক্তং কষায়ং পিত্তদাহজিৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রবিকারঘ্নং রক্তবান্তিহরং পরম্॥

শালূকনামগুণাঃ—

পদ্মকন্দস্তু শালূকং পদ্মমূলং কটাহ্বয়ম্।
শালীনং চ জলালুকং স্যাদিত্যেবং ষড়াহ্বয়ম্॥
শালূকং কটু বিষ্টম্ভি রুক্ষং রুচ্যং কফাপহম্।
কষায়ং কাসপিত্তঘ্নং তৃষ্ণাদাহনিবারণম্॥

কিঞ্জল্কনামগুণাঃ—

কিঞ্জল্কং মকরন্দঞ্চ কেসরং পদ্মকেসরম্।
কিঞ্জং পীতং পরাগং চ তুঙ্গং চাম্পেয়কং নব॥
কিঞ্জল্কং মধুরং রুক্ষং কটু চাঽস্যাব্রণাপহম্।
পিত্তঘ্নং শিশিরং রুচ্যং তৃষ্ণাদাহনিবারণম্।

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ও গুণপর্যায় :—

কমলের নাম :—পাথোজ (জলজাত), কমল, নভ, নলিন, অম্ভোজ, অম্বুজন্মা, অম্বুজ, শ্রী, পদ্ম, অম্বুরুহ, অব্জ, পদ্ম (জলজাতপদ্ম), জলজ, অম্ভোরুহ, সারস, (সরোবরে জাত), পঙ্কজ (পাঁককর্দমে জাত), সরসীরুহ, কুটপ, পাথোরুহ, পুষ্কর, বার্জ, তামরস, অম্বুশ, ঈশয়কজ, কঞ্জ, অরবিন্দ, শতপত্র, বিসকুসুম, সহস্রপত্র, মহোৎপল, বারিরুহ, সরসিজ, সলিলজ, পঙ্কেরুহ, রাজীব—এই ৩৪টি নাম।

গুণ :—কমল—শীতবীর্য, মধুর রস, রক্তপিত্ত, ও শ্রান্তিনাশক। সুগন্ধি, ভ্রম, (মাথাঘোরা) সম্যক উত্তাপশান্তিকারক, পুষ্টিকর দ্রব্য।

পুণ্ডরীকের নাম :—পুণ্ডরীক, শ্বেতপদ্ম, সিতাব্জ, শ্বেতবারিজ, হরিনেত্র, শরৎপদ্ম (শরৎকালে জাত পদ্ম), শারদ, শম্ভুবল্লভ (শিবের প্রিয়)—এই কয়টি শ্বেতপদ্মের নাম।

গুণ :—পুণ্ডরীক—শীতবীর্য, তিক্ত, মধুর রস ও পিত্তনাশক। দাহ, রক্তদোষ, শ্রান্তিদোষ এবং পিপাসাদোষনাশক।

কোকনদের নাম :—কোকনদ, অরুণকমল, রক্তাম্ভোজ, শোণপদ্ম, রক্তোৎপল, অরবিন্দ, রবিপ্রিয়, রক্তবারিজ ও বসব (দেববিশেষের নাম)—এইগুলি রক্ত পদ্মের নাম।

CENTRAL LIBRARY

গুণ :—কোকনদ—কটু তিক্ত ও মধুর রস, শীতবীর্য এবং রক্তদোষনাশক। পিত্ত, কফ ও বায়ুনাশক, বলকারক ও রসায়ন।

নীলকমলের নাম :—উৎপল, নীলকমল, নীলাব্জ, নীলপঙ্কজ, নীলপদ্ম—এই পাঁচটি নীলকমলের নাম।

গুণ :—নীলকমল—শীতবীর্য, মধুররস, সুগন্ধি, পিত্তনাশক, রুচিজনক, শ্রেষ্ঠ রসায়ন, কেশের হিতকর ও দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক।

ত্রিবিধকমলের নাম :—ঈষৎ শ্বেতবর্ণ পুষ্প—পদ্ম নামে, ঈষৎ রক্তবর্ণ পুষ্প—নলিন নামে, ঈষৎ নীলবর্ণ পুষ্প—উৎপল নামে—এই তিন প্রকার পদ্ম।

গুণ :—এই তিন প্রকার পদ্ম—দাহ ও রক্তপিত্তনাশক। পিপাসা, দাহ, হৃদ্রোগ, বমি ও মূর্চ্ছাহর।

মৃণালের নাম :—মৃণাল, পদ্মনাল, মৃণালী, মৃণালিনী, বিস, পদ্মতন্তু, বিসিনী, নলিনীরুহ্—এই কয়টি নাম।

গুণ :—মৃণাল—শীতবীর্য, তিক্ত ও কষায় রস, পিত্তজন্য দাহনাশক। মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ও রক্তবমন-নিবারক।

শালূকের নাম :—পদ্মকন্দ, শালূক, পদ্মমূল, কটাহ্বয়, শালীন (স্বভাবজাত), জলালুক (জলবহুল গুণবিশিষ্ট)—এই ছয়টি শালূকের নাম।

গুণ :—শালূক—কটুবিপাক, বিষ্টম্ভি (পেটফাঁপা উৎপাদক), রুক্ষতাধর্মী, রুচিজনক, কফনাশক, কষায় রস, কাস ও পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক।

কিঞ্জল্কের (পদ্মকেসরের) নাম :—কিঞ্জল্ক, মকরন্দ, (পুষ্পরস বা ফুলের মধু), কেসর, পদ্মকেসর, কিঞ্জ, পীত, পরাগ, তুঙ্গ, চাম্পেয়ক —এই নয়টি নাম।

গুণ :—কিঞ্জল্ক—মধুর রস, রুক্ষতাধর্মী, কটুবিপাক, মুখব্রণনাশক, পিত্তনাশক, শীতবীর্য, রুচিজনক, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, বোম্বাই, সিংহল, কাশ্মীর, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা।

বর্ণনা :—জলজ উদ্ভিদ। গেঁড় ও শিকড় পাঁকের মধ্যে বিস্তার করে, পাতা মসৃণ, জলের উপরে বা কয়েক ইঞ্চি উচ্চে ভাসমান পাতার ব্যাস ১-৩ ফুট ; গোলাকার ঢালের মত, উপরিভাগ সাদাটে, মখমলের মত। ফুল লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ বা কখন কখন পীতবর্ণ, সুগন্ধময়, ফুলের ব্যাস ৪-১০ ইঞ্চি, ডাঁটা ৪-৬ ফুট উচ্চ ; বহির্বাস ৪-৫টি। পুংকেশর ও পাপড়ি অনেক। গর্ভাশয় অনেক ও একটি পরদাবিশিষ্ট, আল্‌গা, ভিতরের দিকে স্থিত। বীজাধার স্পঞ্জের মত, ধূসর, পক্ব বীজাধারে বীজ প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা হয়। বীজ

ঈষৎ লম্বা, গোলাকার, কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ। শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, লালপদ্মকে কোকনদ ও নীলপদ্মকে ইন্দীবর বলে। গ্রীষ্ম হইতে শরৎকাল অবধি ফুল ও শীতকালে ফল হয়। নীলপদ্মের উল্লেখ আছে তবে প্রকৃত নীলপদ্ম দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেক সময় নীল শালুককে নীলপদ্ম বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পুংকেশর, বীজ, পত্র ও শিকড়।

বৈদ্যকে পদ্মের ব্যবহার।

চরক ঃ—(১) **রক্তপিত্তে** উৎপলাদিকেশর—উৎপল, কুমুদ এবং পদ্মের কেশর, ধারক ও রক্তপিত্ত প্রশমক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** মৃণাল ঃ—পদ্মের স্থূল মূলের স্বরস, কল্ক, কাথ কিম্বা শীতকষায় রক্তপিত্তের হিতকর (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **মূত্রকৃচ্ছ্রে** কমল—কমল ও উৎপলের কাথ, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগী পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট ঃ—রক্তার্শে পদ্মকেশর ঃ—পদ্মকেশর চূর্ণ করিয়া চিনি ও নবনীতসহ সেবন করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৮ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—গুদনির্গমে পদ্মপত্র ঃ—কোমল পদ্মপত্ররস চিনির সহিত সেবন করিলে, গুদ-নির্গম (হারিশ্‌ বাহির হওয়া) নিশ্চিত প্রশমিত হয় (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ ঃ—(১) **জ্বরাতিসারে** পদ্মকেশর—উৎপল, দাড়িমের খোসা এবং পদ্মকেশর চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চেলোনীর সহিত পান করিলে, জ্বরাতিসার নাশ করে। (২) **শূকর-দংষ্ট্রোদ্ভূত-জ্বরে** পদ্মমূল—শূকরদংষ্ট্রাঘাত জন্য জ্বর হইলে পদ্মমূল পেষণপূর্বক গব্যঘৃত সহ পান করিবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

হারীত ঃ—(১) **মুখপ্রবৃত্তরুধিরে** পদ্মকেশর—মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে, পদ্মকেশর চিনির সহিত সেব্য (চিঃ ১১ অঃ), (২) **প্রস্রাবরোধে** পদ্মকন্দ ঃ—তিলতৈলে ভর্জিত পদ্মকন্দ গোমূত্রে পেষণপূর্বক পান করিলে, মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১০ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—পদ্মের পুংকেশর ধারক, স্নিগ্ধকর, শরীরের জ্বালা-নিবারক। ইহার ব্যবহারে অনিয়মিত ঋতু আরাম হয়। বীজ বমন নিবারক ও মূত্রকর। ইহার ডাঁটার রস সেবনে বসন্তরোগ আরাম হয় (Dr. Emerson)। পদ্মবীজ বিষনাশক ও কুষ্ঠরোগ নিবারক (Nadkarni)।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

পুষ্প—শীতবীর্য, অতিসার, বিসূচিকা (Cholera), জ্বর, যকৃতের পীড়া ও হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়াতে ফলদায়ক।

বীজ—বমনোদ্রেক নষ্ট করে। বালকের পক্ষে মূত্রকারক এবং শরীরের উত্তাপ নষ্ট করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করে। চর্মরোগ ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক।

পুষ্পমধ্যস্থ কেঁসর ঃ—কষায় রস, শীতলগুণবিশিষ্ট। দেহের জ্বালা উপশম করে। রক্তপ্রদর ও অর্শে হিতকর।

CENTRAL LIBRARY

মূল :—চূর্ণ করিয়া অর্শরোগে ব্যবহারে স্নিগ্ধগুণ প্রকাশক। প্রবাহিকা (Dysentry), পেটের পুরাতন রোগে ফলপ্রদ। চর্মরোগে এবং দদ্রুরোগে হিতকারক, প্রলেপার্থ ব্যবহার্য।

মন্তব্য ঃ—পদ্মজাতীয়, শালুকযুক্ত বনৌষধির আয়ুর্বেদে শ্রেণীবিভাগ মুখ্যতঃ গুণবিচার করিয়া করা হইয়াছে। কারণ এই বনৌষধি নব্যবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে Nymphaeaceae বর্গে চারটি শ্রেণীবিভাগ করিয়া আলোচিত হইয়াছে।

(১) পদ্মিনী। (২) কমল—সাদা, লাল ও নীল। (৩) উৎপল (সাপ্‌লা)—সাদা, লাল ও নীল। (৪) উৎপলিনী—ক্ষুদ্রপত্র রক্তপাপড়ি যুক্ত নীল শুদী।

পদ্মের যেমন পদ্মিনী (মাখ্‌না), উৎপলের তেমন উৎপলিনী (নীলশুদি)। পদ্ম যেমন পুরুষ জাতীয়—সাদা লাল, নীল—তাহাদের সহচরী পদ্মিনী। আর উৎপল—তেমনি পুরুষ-জাতীয় সাদা, লাল ও নীল—তাহাদের সহচরী উৎপলিনী। সকলের গুণগত সামঞ্জস্য আছে। ভেষজগুণ সকলগুলির আছে। বৈশিষ্ট্যও কিছু আছে। নীল শ্রেণীর বড় পদ্ম দুর্লভ। তেমনি নীল শ্রেণীর বড় উৎপলও দুর্লভ। তাই বৈদ্যগণ নীলোৎপলের অভাবে নীলশুঁদি ব্যবহার করেন। পদ্মপত্র ক্ষেত্রে লালপদ্ম বেশী পাওয়া যায়। শ্বেতপদ্মও পাওয়া যায়। কিন্তু নীলপদ্ম দুর্লভ। উৎপলক্ষেত্রেও অনুরূপ।

কমলপত্রে রচিত শয্যা তীব্রজ্বরার্ত্ত রোগীর শয়নার্থ প্রশস্ত। পুষ্পের সিরাপ—অর্শের রক্তস্রাব, রক্তপ্রদরের স্রাব, এবং অন্ত্র হইতে সরক্ত প্রচুর দ্রব মলনির্গম প্রতিকারার্থে ও কাসে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Wight, III, t. 9 ; Bot. Mag., 23, t. 903 (1806).
Ref.—F. B. I. i. 116 ; B.P. i. 214 ; Roxb. F. I, ii. 647 ; H. S. 9 ; Ann. Bot. ii., 75 (1888-89).

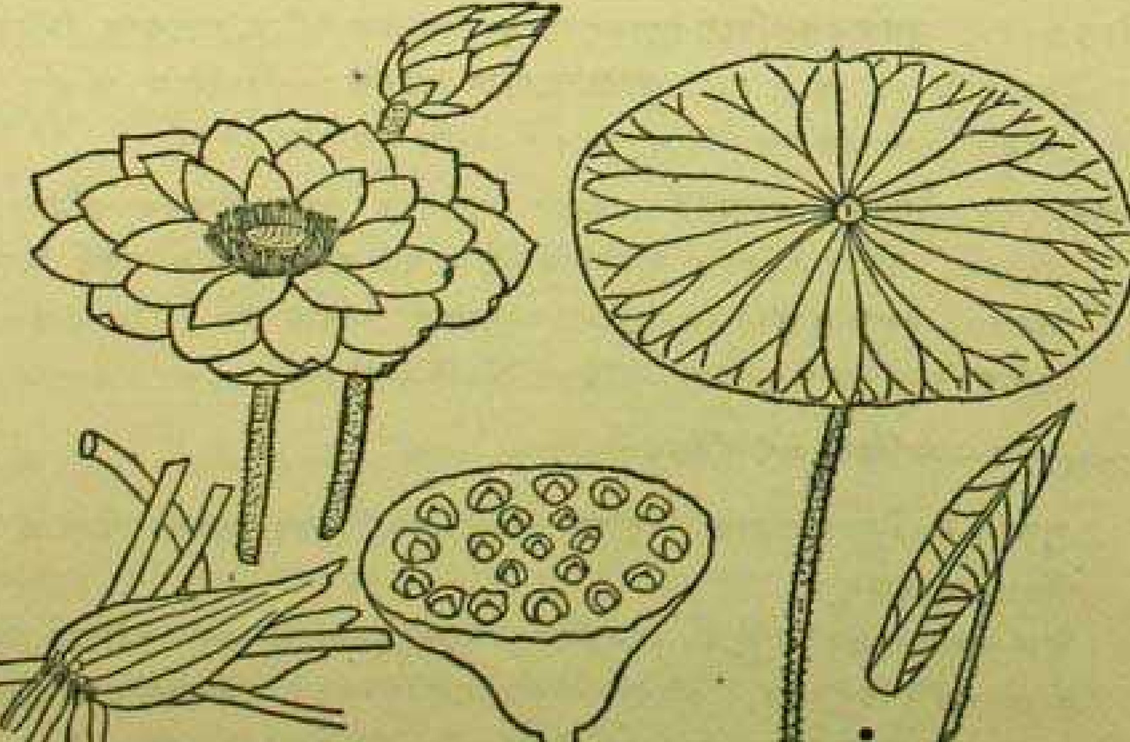

27. Nelumbium nucifera Gaertn. (পদ্ম)

VIII. PAPAVERACEAE.

Genus—PAPAVER Linn.

28. P. Somniferum Linn. (অহিফেন)

ভাষানুসারীনাম :—অহিফেন—সংস্কৃত। অহিফেন, আফিং—বাংলা; আফিং—হিন্দী; নলমন্তু—তৈলঙ্গ; আফিং—গৌড়; লব্‌নুল্‌খশ্‌খাস্‌—আরব; অফুন, অফুকড়ম্‌—মহারাষ্ট্র।

অফেনং খস্‌খসরসো নিফেনং চাহিফেনকম্‌।
অফেনং সন্নিপাতঘ্নং বৃষ্যং বল্যং চ মোহদম্‌॥
চতুর্বিধমফেনং স্যাৎ জারণং মারণং তথা।
ধারণং সারণং চৈব ক্রমাদ্বক্ষ্যে তুলক্ষণম্‌॥
শ্বেতঞ্চ জারণং প্রোক্তং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ মারণম্‌।
ধারণং পীতবর্ণন্তু কর্বুরং সারণং তথা॥
জারণং জারয়েৎঅন্নং মারণং মৃত্যুদায়কম্‌।
ধারণঞ্চ বয়ঃস্তম্ভং সারণং মলসারণম্‌॥

রাজনির্ঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—অফেন, খস্‌খস্‌রস নিফেন ও অহিফেন—এই চারিটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—অফেন সন্নিপাতদোষ নাশক, বলকারক, রসায়ন এবং সংজ্ঞাহীনতা জনক (মাত্রাধিক্যে)।

চারিটী ক্রিয়াত্মক পরিচয় ইহাতে আছে। ১। জারণ ২। মারণ, ৩। ধারণ ৪। সারণ, জারণ শ্বেতবর্ণ, মারণ কৃষ্ণবর্ণ, ধারণ পীতবর্ণ, এবং সারণ ধূসরবর্ণ। জারণ অর্থে—অন্নপরিপাক করে, মারণ অর্থে—মৃত্যু আনয়ন করে। ধারণ অর্থে—দেহ ধারণ করিয়া আয়ুবৃদ্ধি করে। সারণ অর্থে রোগ অপসারিত করে। বর্ণ পরিচয়ে—যথাক্রমে গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

জন্মস্থান :—ত্রিহুত, বিহার, ভারতবর্ষ, এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা; বঙ্গদেশের গোঘাটখানা।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড ৩ ফুট অপেক্ষা উচ্চ। গোড়ার ব্যাস ½ ইঞ্চি, সরল, গোলাকার, নিরেট, মসৃণ, ফিকে সবুজবর্ণ, শ্বেতবর্ণ পাউডারে আবৃত। পাতা অনেক, ঘনসন্নিবদ্ধ, বৃন্তহীন, বিপরীত মুখী; নিম্নের পাতা প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি,-উপরকার পাতা ১০ ইঞ্চি লম্বা, ক্রমশঃ বিস্তৃত; গোড়ার দিক্‌ সরু, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, গভীরভাবে খণ্ডিত, পক্ষাকার পত্রাংশ সরু, দাঁতযুক্ত, দাঁতগুলিতে সাদা সাদা দাগ আছে; উজ্জ্বল, পুরু, ফিকে সবুজবর্ণ, ফুল ৩—৭ ইঞ্চি, শাখার উপরে সোজা ডাঁটায় হয়। বহির্বাস ২টি, পাপড়ি ৪টি; বাহিরের দুইটি লম্বা অপেক্ষা চওড়ায় বেশী এবং ভিতরের পাপড়ির উপরে থাকে। ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ফিকে সবুজ ও পীতবর্ণ। বন্য গাছের ফুল কতকটা বেগুণে (violet), গোড়ায় কাল দাগ আছে। পুংকেশর অনেক আছে; ৫ কিম্বা ৬টা সারিতে স্থাপিত।

গর্ভমুখ থালার মত চেপ্টা, ব্যাস ১ ইঞ্চি। গর্ভাশয় বড়, চেপ্টা প্রায় ১ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফল প্রায় গোলাকার, চেপ্টা ১½—৩ ইঞ্চি। বীজাধার শুষ্ক, শক্ত, ঈষৎ পীতবর্ণ, কাল দাগ বিশিষ্ট। বীজ অনেক, অতিশয় ক্ষুদ্র, শ্বেত, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—রস বা আঠা, ফুলের পাপড়ি বা ফুল ও বীজ।

বৈদ্যকে অহিফেনের ব্যবহার।

রসেন্দ্রসার সংগ্রহ :—গ্রহণীরোগে অগ্নিকুমার, লবঙ্গ দ্রাবক, জাতিফলাদি গ্রহণীকপাটরসের অন্যতম উপাদান রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। অধিকন্তু গ্রহণীরোগাধিকারের 'গঙ্গাধর বটি' ও অপর কতিপয় ঔষধের সহিত ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ইউনানীমতে—ইহার ফল রক্তরোধক এবং প্রস্রাবকারক। ইহা শরীরের পক্ষে রসায়ন, পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক। আমাশয়, কফ, জ্বর এবং রক্তাল্পতায় উপকারক। নিদ্রাকারক এবং অবসাদজনক। মস্তিষ্কের পক্ষে অপকারক।

প্রচলিত ব্যবহার:—পোস্ত ঢেঁড়ি বা ফল চীনদেশে অতিসার ও আমাশায় এবং সর্বপ্রকার দুষ্ট স্রাবে ব্যবহৃত হয়। বীজগুলি শীতল জলে পিষিয়া অতিসার ও আমাশয়ে প্রয়োগ করা হয় (Kirtikar & Basu)। ইন্দোচীনে ভাজা বীজগুলি রসায়ন ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। মস্তিষ্ক প্রদাহ ব্যতীত অন্য যে কোন যন্ত্রণা উপশমের জন্য আফিং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আক্ষেপ নিবারক ঔষধ হিসাবে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রদাহ নাশক এবং বাত, স্নায়বিক দৌর্বল্য, কটীবেদনা, দুষ্টার্বুদ, আন্ত্রিকশূল স্নায়ুশূল ও যকৃচ্ছূল, অশ্মরী, প্রভৃতি রোগে অনিদ্রা নষ্ট করিয়া নিদ্রা আনয়ন করে। অতিরিক্ত স্রাবাদি প্রতিহত করিতে, অতিসারে, আমাশয়ে, স্নায়বিক দৌর্বল্যে এবং অপরকারণ জনিত বমিতে, অতিরিক্ত কফ নিঃসরণে, মধুমেহে এবং প্রদর রোগে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে (R.N. Khory Part II)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় পুস্তকে অহিফেনের উল্লেখ দেখা যায় না। খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম অহিফেন এশিয়ামাইনর প্রদেশে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। ইহার পর আরব দেশীয় লোকেরা ইহাকে 'অফিয়ম' নাম দিয়া থাকে। ভারতীয়েরা এবং পারস্যদেশীয় লোকেরা আরবদিগের নিকট হইতে ইহার ব্যবহার জানিতে পারে। ভারতের দিনাজপুর হইতে হাজারিবাগ এবং গোরক্ষপুর হইতে আগ্রা এই ভূভাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণ অহিফেন উৎপন্ন হইয়া থাকে। লাহোরের পূর্ব্ব দিকে বিয়াস (Beas) উপত্যকায়, ৭,৫০০ ফুট উচ্চে ইহার চাষ হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মালওয়া (Malwa) এবং বিন্ধ্যপর্বতের অন্তর্গত নিম্নভূমিতে অহিফেন জন্মিয়া থাকে। কুলুর পার্বতীয় প্রদেশে, নেপাল, রামপুর এবং জম্মুমহলে, মহীশুর, বেরার ও আসামে অল্পবিস্তর অহিফেন জন্মিয়া থাকে।

CENTRAL LIBRARY

সচরাচর অহিফেনে অনেক দ্রব্য ভেজাল স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—(১) গাছের কচিপাতা এবং উহার জলীয় অংশ, (২) ফণিমনসা, আকন্দ ও ধুতুরার রস (৩) ভিন্ন ভিন্ন বটের আঠা, শালগাছের আঠা, বেলের শাঁস ও আঠা, তেঁতুলের শাঁস এবং বাবলার আঠা (৪) খয়ের, গাবের আঠা, মহুয়া ফুল (Bassia latifolia), সুপারী, বেদানার ছাল, (৫) ঘৃত, কাষ্ঠের কয়লা ও অৰ্দ্ধদগ্ধ অহিফেন, গোবর, গুঁড়া সুরকী প্রভৃতি (Dymock)।

খাঁটি অহিফেন দেখিতে বাদামী এবং মেহগনী কাষ্ঠের ন্যায় রং বিশিষ্ট ও ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, অথবা কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ। ইহা অঙ্গুলির দ্বারা মর্দ্দন করিলে ফিকে বাদামী কিংবা গাঢ় বাদামী দেখায়, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ নহে ; ইহার উপরিভাগ উজ্জ্বল ও আঠার মত।

অহিফেন স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্কের উপর কার্য্য করে। ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে রক্ত সঞ্চালনের উত্তেজনা আনয়ন করে, নাড়ী মোটা হয় এবং দ্রুত চলে, দেহের উপরি—ভাগের চর্ম্ম উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়। ইহাতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি বাড়াইয়া দেয়। ঘুমাইতে ইচ্ছা করিলে বেশ নিদ্রা হয়। আবার হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অবসন্ন, অল্প মাথাধরা, মুখ শুষ্ক ও অল্প বমনের ভাব দেখা যায়। অল্প পরিমাণ অহিফেন সেবী কাজ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার কর্ম্মশক্তি বাড়িয়া যায় এবং যদি সে কোন বিষয় চিন্তা করে তবে তাহার চিন্তাশক্তি, কল্পনা এবং বলিবার শক্তি বাড়িয়া যায়। অহিফেন মাঝামাঝি মাত্রায় সেবন করিলে মানসিক উত্তেজনা কমিয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে নিদ্রা আসিয়া আচ্ছন্ন করে। অহিফেনের নেশা কাটিয়া যাইলে অতিশয় মাথা বেদনা করে ও ক্ষুধা নাশ করে। নিদ্রার সময়ে মস্তিষ্কে রক্ত থাকে না,ধমণী ও শিরা-প্রতানে রক্ত প্রবাহ কম হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শীঘ্রই গভীরতম নিদ্রা আসিয়া পড়ে এবং রোগী অচৈতন্য হয়, আর চেতনা আসে না। চক্ষু এবং চক্ষুতারা সঙ্কুচিত, নাড়ীর গতি মন্দীভূত এবং ক্ষীণ হয় ; অবশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে।

অহিফেনের বীজকে সাধারণতঃ লোকে পোস্ত বলে। ইহা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। পোস্ত দানা, চিনি ও এলাচ যোগে খাইলে উদরাময় এবং রক্তআমাশয় দূর করে। সন্দেশের সহিত পোস্ত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে নিদ্রাহীনতা দূর করে। অহিফেন সেবনে উদরাময়, নিদ্রাহীনতা, পেটবেদনা, মলান্ত্র প্রদাহ ও প্রাদাহিক যন্ত্রণা নিবারণ করে। ইহা ধারক বলিয়া রক্তস্রাব নিবারণ করে। ইহা স্নায়বিক বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জ্বরের প্রারম্ভে কিম্বা অতিরিক্ত জ্বরে, ইহা সেবন করা উচিত নহে। বসন্ত ও সান্নিপাতিক জ্বরে ইহা সেব্য। জ্বর ও অতিরিক্ত প্রলাপ উপসর্গে, নিদ্রাহীনতায় ও সদাই বিছানা হইতে উত্থিত হওয়া উপসর্গে, একোনাইটের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে রোগী শান্ত হয় এবং নিদ্রা আসিয়া থাকে (Dymock)।

ভারতে অনেক প্রকার অহিফেন আছে, তন্মধ্যে পাটনার অহিফেনে শতকরা ৭-৮ কিংবা ১০ ভাগ ও মালওয়া অহিফেনে ৩-৫ ভাগ মরফিয়া আছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক, মূত্রযন্ত্রের

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, শোথ, হাঁপানী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অহিফেন সেবন করা উচিত নহে।

অহিফেন বাত, ফোড়া, পৃষ্ঠব্রণ, কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি বহুরোগে ব্যবহৃত হয়। প্রাদাহিক ক্ষত প্রভৃতিতে রাত্রে নিদ্রা না হইলে, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ১ গ্রেণ অহিফেন এবং উহাতে নিদ্রা না হইলে ২ অথবা ৩ গ্রেণ পরিমাণ, ৪।৫ গ্রেণ কর্পূরের বটিকার সহিত সেবন করিবে। শুধু ২।৩ গ্রেণ কর্পূর ৩৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে অনেকটা রোগের শান্তি হয় এবং এই প্রকার চিকিৎসায় অহিফেন নিদ্রা যাইবার সময় দেওয়া যাইতে পারে। অস্ত্রোপচারের পর অহিফেন সেবন করাইলে পুনরায় জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না। সর্দ্দিকাশিতে ইহা সেবন করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় যখন শ্বাসনালী শুষ্ক এবং কাসিতে কষ্ট বোধ হয় তখন অহিফেন ব্যবহার করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কলেরার প্রথম অবস্থায় অহিফেন মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। জ্বরের পূর্ব অবস্থায় ইহা কর্পূর ও Antimonyর সহিত ব্যবহার করিলে বড়ই উপকার পাওয়া যায়। অতিরজঃ, অল্পরজঃ, বাধক এবং সচরাচর গর্ভাশয়ের ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় ইহা অতিশয় মূল্যবান্। বহুমূত্রে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে অহিফেন অতিশয় হিতকর, কিন্তু যদি মাথাধরে বা অপর কোন খারাপ উপসর্গ হয় তবে উহা পরিত্যাগ করিবে (Nadkarni)। বহুমূত্রে নিম্নলিখিত ঔষধটি বড়ই হিতকর : কর্পূর ও মৃগনাভি প্রত্যেক ১ ভাগ, অহিফেন ও জৈত্রী প্রত্যেক ২ ভাগ একত্র বটিকা প্রস্তুত করিয়া পানের রসের সহিত সেব্য। ১০-২০ গ্রেণ অহিফেনের আরক কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে প্রসবান্তিক বেদনার শীঘ্র উপশম করে। কোন স্থান হইতে পতন, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং রক্তআমাশয়ের জন্য গর্ভপাতক্ষেত্রে অহিফেনের আরক বিশেষ হিতকর (মাত্রা ৩০-৪০ গ্রেণ অহিফেনের আরক, দুই আউন্স কাঁজি)। অহিফেন খয়েরের সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

জায়ফল, সোহাগা, অভ্র, ধুতুরা বীজ, প্রত্যেক একভাগ, অহিফেন ২ ভাগ গন্ধভাদুলিয়া (Paederia foetida) রসে মাড়িয়া ২ গ্রেণ ওজনের বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে উদরাময় এবং রক্ত আমাশয় আরাম হয়। শোথ ও উদরাময় রোগে একপ্রকার বটিকা প্রস্তুত হয় ইহাকে দুগ্ধবটি বলে। প্রস্তুত প্রণালী :— অহিফেন ২৪ গ্রেণ, একোনাইট ২৪ গ্রেণ, জারিত লৌহ ১০ গ্রেণ, জারিত অভ্র ১২ গ্রেণ, এইগুলি একত্রে দুগ্ধের সহিত মাড়িয়া এক একটি ৪ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এক এক বটিকা দুগ্ধের সহিত সেব্য। পথ্য কেবলমাত্র দুগ্ধ, জল ও লবণ নিষিদ্ধ (Dutt, Mat, Med., 113)।

এক ড্রাম পরিমাণ বাজারের অহিফেন, ২ আউন্স পরিমাণ নারিকেল কিংবা তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থানে মালিশ করিলে পুরাতন বাত, কটিবাত এবং অপরাপর বাতশূল, আঘাত জনিত বেদনা, আরাম হয়। ইহার সহিত সমপরিমাণ কর্পূর দিলে আরও উপকার হয়। ব্যবহারের পূর্বে ঔষধটি বেশ নাড়িয়া লইতে হইবে। সাবধান

ইহা যেন ঘা-মুখে প্রয়োগ না হয়। এই তৈল মেরুদণ্ডে মালিশ করিলে হুপিংকাশি (whooping cough) আরাম হয়।

এক চামচ অহিফেনের আরক কিংবা ২ গ্রেণ পরিমাণ অহিফেন গরম জলে দিয়া তাহার ধুম চক্ষে লাগাইলে দারুণ চক্ষু উঠা রোগ আরাম হয়। অন্তঃপ্রদাহ রক্তে ১ গ্রেণ পরিমাণ অহিফেন টিপিয়া দিলে বেদনা কমিয়া যায় (লালা ফেলিয়া দিবে)। কর্ণ বেদনায় অহিফেনের আরক ও নারিকেল তৈল সমপরিমাণ তুলায় লাগাইয়া দিলে বেদনা নিবারণ করে। যেন তুলা অধিক ভিতরে না যায়। কটকর অর্শে চাউলের পুলটিসের সহিত অহিফেনের আরক মালিশ দিলে অর্শের জ্বালা ও ফুলা আরাম হয় (Dymock)। অহিফেন বিষের চিকিৎসা—প্রথম অবস্থায় তুঁতের জল, কাঁঠাল পাতার রস, সরিষার তৈল প্রভৃতি বমনকারক ঔষধ সেবন করাইবে। Potassium Permanganate (1 in 4000) এর মৃদু অরিষ্ট (solution) দিয়া পাকস্থলী ধৌত করাইবে। এইরূপ আধঘণ্টা অন্তর ১২ ঘণ্টা ক্রমাগত করিতে হইবে। রোগী যাহাতে ঘুমাইয়া না পড়ে এইজন্য উহাকে হাঁটাইবে ও উগ্র কফি খাওয়াইবে অথবা গুহ্যদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইবে। সর্বদা শরীরের উত্তাপ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে। গা খালি না রাখিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। শ্বাস ঠিক রাখিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাস দিবার ব্যবস্থা করিবে এবং Liquor Atropine Sulphate এর প্রত্যেক ১০ মিনিট অন্তর Injection করিবে যে পর্যন্ত না নাড়ী দ্রুত হয়। উত্তেজক ঔষধ, মদ্য এবং Amonia দেওয়া উচিত (Nadkarni)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—অপক্ব ঢেঁড়িফল হইতে দুগ্ধবৎ নির্যাস নিদ্রাকারক-গুণ প্রকাশক। ইহাতে Oxalic অম্ল এবং ২৫ প্রকার উপক্ষার আছে। তার মধ্যে morphine Codeine, thebaine, narcotine, narceine প্রধান। ম্যালেরিয়া নাশে ইহার উপযোগিতা নাই। ইহা মধুমেহ (diabetis) রোগে রক্তগত চিনি (blood sugar) কমায় না। ইহা Albumine কমায়। বিভিন্ন স্থানের গাছে, ঢেঁড়িতে, শাখাতে, বিভিন্নমাত্রায় morphine পাওয়া যায়।

মন্তব্য :—একাদশ শতাব্দীতে 'চক্রদত্ত' তাঁহার গ্রন্থে অহিফেনের উল্লেখ করেন নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'রসেন্দ্র সার সংগ্রহ' গ্রন্থে এবং ষোড়শ শতাব্দীর 'ভাবপ্রকাশ' এবং সপ্তদশ শতাব্দীর "রাজনির্ঘণ্ট" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। গ্রীস দেশীয়গণ ইহার প্রথম আবিষ্কারক হইলেও আরবদেশীয় গণের মধ্য দিয়া ইহা এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। গ্রীসদেশীয় তৎকালীন নাম—'Opeum thebaicum' নামের সহিত অহিফেনের নামের সাদৃশ্য এবং আরবদেশীয় 'অফ্যুন্' নামের সহিত সকল প্রদেশের এমন কি সংস্কৃত নাম 'অফ্যুন্ রস' নামের সাদৃশ্য এই উক্তির পক্ষে যথেষ্ট প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায়। যথা এশিয়ার 'অফিয়ন্' চীনদেশের 'ইয়াপিয়েন' হিন্দি 'আফিম্' এই কথাই বুঝাইয়া দেয়। মাত্রা—এক রতি। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

Fig :—Bently & Trim. Ind. Med. Pl., i. t, 18 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 53.

Ref :—F.B.I., i, 117 ; B.P., i. 215 ; Roxb. F.I., ii. 571 ; Watt. vi. pt. 1. 17 ; Prain, Hooghly-Howrah, 171 ; H. S., 5.

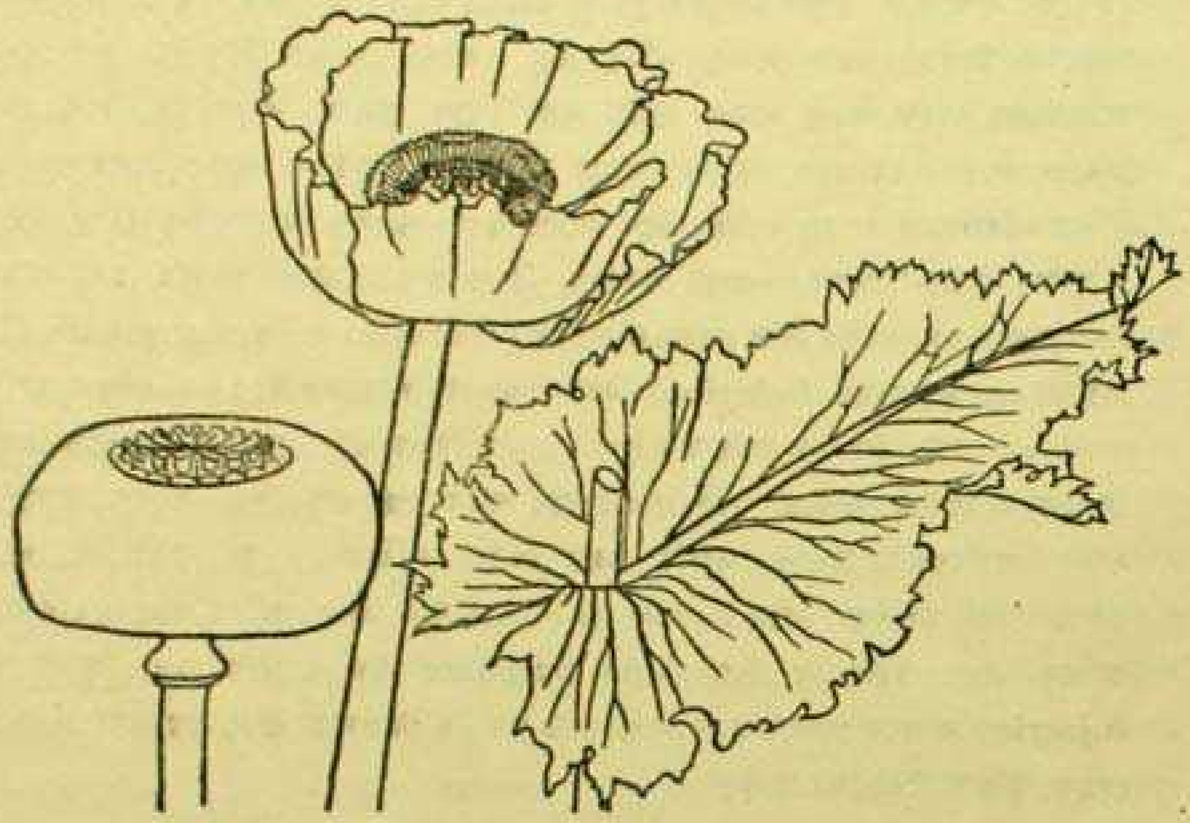

28. Papaver somniferum Linn. (অহিফেন)

Genus—ARGEMONE Linn.

29. A. mexicana Linn. (শেয়ালকাঁটা)

ভাষানুসারীনাম ঃ—ব্রহ্মদণ্ডী—সংস্কৃত ; শেয়ালকাঁটা—বাংলা ; ভেরবন্দ—হিন্দী ; শেয়ালকাঁটা—গৌড় ; চিরুনিকেয়ত্তেন্থু—কর্ণাট ; পিংবলা ধোত্রা—বোম্বাই ; ব্রহ্মদণ্ডুবিরহ—তামিল ; পিসোরাতেন্থু—মহারাষ্ট্র ।

স্বর্ণক্ষীরী স্বর্ণদুগ্ধা স্বর্ণাহ্বা রুক্মিণী তথা ।
সুবর্ণা হেমদুগ্ধী চ হেমক্ষীরী চ কাঞ্চনী ॥
স্বর্ণক্ষীরী হিমা তিক্তা ক্রিমিপিত্তকফাপহা ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী-শোফ—দাহজ্বরহরা পরা ॥

রাজনিঘণ্টু ঃ । পর্পটাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ঃ—স্বর্ণক্ষীরী, স্বর্ণদুগ্ধা, স্বর্ণাহ্বা, রুক্মিণী, সুবর্ণা, হেমদুগ্ধী, হেমক্ষীরী ও কাঞ্চনী—এই গুলি নাম ।

CENTRAL LIBRARY

গুণপর্যায় :—ইহা শীতবীর্য্য, তিক্তরস, ক্রিমি, পিত্ত ও কফনাশক। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী (পাথুরী), শোথ, দাহ ও জ্বরনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, হুগলী ও হাওড়ার পতিত জমি। আদিম উৎপত্তিস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

বর্ণনা :—পাতা ঢেউ খেলান, লম্বা, ধার অল্প খণ্ডিত, কাঁটাযুক্ত, সাদা ও সবুজ রঙে চিত্রিত। দেখিতে কতকটা অহিফেন গাছের মত, গাছের রস পীতবর্ণ। ফুল পীতবর্ণ। বহির্দ্দল ২-৩টী। পাপড়ি ৪-৬টী। পুংকেশর, বহু। গর্ভাশয় একটি কোষবিশিষ্ট। ফল ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, বীজ কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে কাল সরিষা অপেক্ষা বৃহৎ। একটি ফলে বহু বীজ থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—টাট্কা রস, বীজের তৈল, শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভারতীয়েরা ইহার রস ক্ষতরোগে ব্যবহার করে। শিয়ালকাঁটা গাছের রস, গন্দন (Aristolochia bracteata) গাছের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া গণোরিয়া ও উপদংশ রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কন দেশে ইহার রস দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করে। আধুনিক চিকিৎসকদের মতে ইহার তৈল ৩০-৬০ ফোঁটা পরিমাণ রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠার ক্ষত নিবারণ করিবার শক্তি আছে। বোল্‌তা ও ভীমরুল কামড়াইলে ইহার মূল প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার হয় (R.N. Khory, ii, 40)। বীজের তৈল সরিষার তৈলে পাক করিয়া পাঁচড়া ও চুলকণায় ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠা মূত্রকর বলিয়া শোথ, কামলা, উপদংশ, গণোরিয়া ও কুষ্ঠরোগে ব্যবহার হয়। কথিত আছে যে, ইহার রস একতোলা পরিমাণ প্রাতে খালিপেটে সেবন করিলে ৪০ দিনের মধ্যে উক্ত রোগ আরাম হয় (Nadkarni)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—প্রধানতঃ চর্ম্মরোগে রসায়ন।

বীজ—কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, বমনকারক, কফ নিঃসারক এবং শরীর স্নিগ্ধকারক।

গাছের হরিদ্রাবর্ণের রস :—উদরী (dropsy), পাণ্ডু (Jaundice) এবং চর্ম্মরোগে হিতকর।

বীজতৈল :—সারক(purgative)এবং চর্ম্মরোগে হিতকর এবং সর্পদষ্টক্ষেত্রে উপকারক

মন্তব্য :—শিয়ালকাঁটার আঠা রসায়ন। বীজজাত তৈল—রেচক ও অবসাদক অর্থাৎ ইহাতে গাঁজা ও এরণ্ডতৈল উভয়ের গুণ একত্র মিলিত রহিয়াছে। এই তৈল বিসূচিকা, শোথ ও বাতশূলে সেবনে উপকারী। ইহার পুল্‌টিসে রক্তদূষণ বা মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত করে। এই গাছটি বহিরাগত। সুতরাং রাজনিঘণ্টু বর্ণিত ব্রহ্মদণ্ডীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। প্রকৃত ব্রহ্মদণ্ডীর Latin নাম Tricholepis Glaberrema। বোম্বাই, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে এক প্রকার তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট, কণ্টকময় পত্র ও ফল বিশিষ্ট

ব্রহ্মদণ্ডী' পাওয়া যায়—তাহাই নিঘণ্টুকার বর্ণিত 'ব্রহ্মদণ্ডী'। পত্র ও ফলের কণ্টকযুক্ততা থাকায় "শিয়ালকাঁটাকে" ব্রহ্মদণ্ডী নাম দেওয়া হইয়া থাকিবে। তাহা Watt মহোদয়ের গ্রন্থে এবং Glossaryতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। লোকব্যবহারে বাংলাদেশে এই গাছ যেখানে সেখানে জন্মে। সরিষার তৈলে ভেজাল দেওয়ার জন্য ইহার বীজ বহুস্থানে দুষ্ট ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে এবং ইহার বিষাক্ত গুণ সরিষার তৈলে প্রকাশ পায়। বীজও দেখিতে অনেকটা সরিষার মত। আয়ুর্বেদোক্ত ব্রহ্মদণ্ডীর আভ্যন্তর প্রয়োগ দাক্ষিণাত্যে যথেষ্ট হয়—কিন্তু শিয়ালকাঁটার আভ্যন্তর প্রয়োগ যে নিরাপদ নয় তাহা Watt মহোদয় তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তৈল প্রদীপে পোড়াইবার জন্য সাওতালেরা ব্যবহার করে। আভ্যন্তর প্রয়োগে অহিফেন (morphia) জাতীয় ঔষধের ন্যায় বিষক্রিয়া প্রকাশের কথা Watt মহোদয়ের পুস্তকে আছে। ভুলক্রমে চক্ষুরোগে ইহার প্রয়োগে দারুণ যন্ত্রণার কথা Watt মহোদয় লিখিয়াছেন। ক্ষেত্রবিশেষে আভ্যন্তর প্রয়োগে উগ্র অতিসারের লক্ষণ দেখা যায়। মোটের উপর আভ্যন্তর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহা আদৌ নির্ভরযোগ্য বনৌষধি নহে।

Fig.—Wight III. Ind. Bot. i,. t. II ; Bot. Mag. t. 243 ;
Ref.—F.B.I. i. 117 ; B.P. i. 216 ; Roxb. F.I. ii. 571 ; Watt. pt. ii. 306 ; Prain, H.H., 171 ; Voigt, H.S., 6.

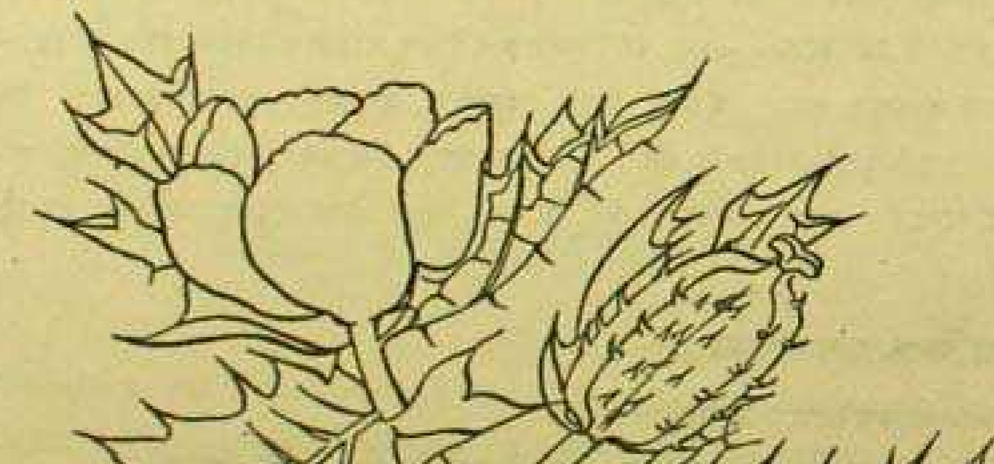

29. Argemne mexicana Linn. (শেয়ালকাঁটা)

IX. FUMARIACEAE.

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনশুলফা)

ভাষানুসারীনাম :—বনশুলফা—বাংলা ; শীতপাপড়া—হিন্দি ; পীতপারা—বোম্বাই ; পিত্ত-পাপড়া—মহারাষ্ট্র ; পর্পাটক—কর্ণাট ; ক্ষেৎপাপড়া—গৌড়। সহ্‌তারা—উর্দু।

জন্মস্থান :—গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমতল ভূমি, হিমালয় প্রদেশের নিম্নভূমি, নীলগিরি পর্বত, বঙ্গদেশের আবাদী জমিতে শীতকালে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণায় সাধারণতঃ দেখা যায়।

বর্ণনা :—বিস্তৃত বর্ষজীবী গুল্মবিশেষ। পত্র বর্শাকৃতি, ঘন সন্নিবিষ্ট ও সরু। ফুল ⅙–⅕ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, দেখিতে গোপালফুলের ন্যায়, ফুলের অগ্রভাগ বেগুনে রং বিশিষ্ট। অন্তঃস্তবক ক্ষুদ্র। ফল ঈষৎ গোলাকার। শীতকালে ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শুষ্কগাছ সামান্য জ্বরে হিতকর। পাঁচড়া রোগে রক্ত খারাপ হইলে ইহার কাথ সাল্‌সার ন্যায় কাজ করে (Baden—Powell)। কম্পজ্বরে গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর সারিয়া যায় (Rayle)। ইহা মূত্রকর, সংশোধক, মৃদু বিরেচক এবং শ্লেষ্মানিবারক (Dymock)।

এই গাছের কাথ (1 in 20) পরিমাণ ১ হইতে ২ আউন্স মাত্রায় মূত্রকর, কৃমিনাশক, ঘর্মকর বলিয়া কথিত আছে ও কুষ্ঠ এবং উপদংশ রোগে হিতকর (Nadkarni)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্ক বনৌষধি—ক্রিমিনাশক, প্রস্রাব কারক, ঘর্মকারক। ঘুস্‌ঘুসে জ্বর নাশক এবং চর্ম্ম রোগে রক্তপরিষ্কারক।

মন্তব্য :—Watt মহোদয় দুই প্রকার পর্পটক এর উল্লেখ করিয়াছেন। একটির ফুলের রং বেগুনে (violet) এবং দ্বিতীয়টির ফুল—সাদা। বম্বেতে ব্যবহৃত ভেষজ পারস্য দেশ হইতে আসে, অপরটি ভারতে জন্মে। দুইটির গুণগত সাদৃশ্য আছে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধি কারক, মূত্রকারক, বলকারক, ঘর্মকারক ও জ্বরঘ্ন ও রসায়ন গুণবিশিষ্ট। ভারতীয় বৈদ্যগণ এবং হেকিমি চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার করেন। সর্বভারতীয় সন্দিগ্ধ ভেষজ সংস্থা এই ওষধিটিকে পর্পটকের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই ওষধি বিহার অঞ্চলে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 58 ; Wight. Ill. Ind. Bot. i. t. 11a, 1840.

Ref—F. B. I. i. 128 ; B. P. i. 217 ; Roxb. F. I. iii. 217 ; Prain, H. H. 171 ; Voigt. H. S. 7 ; Trans. Bot. Soc. Edinb. i, t. 35 ; 1840.

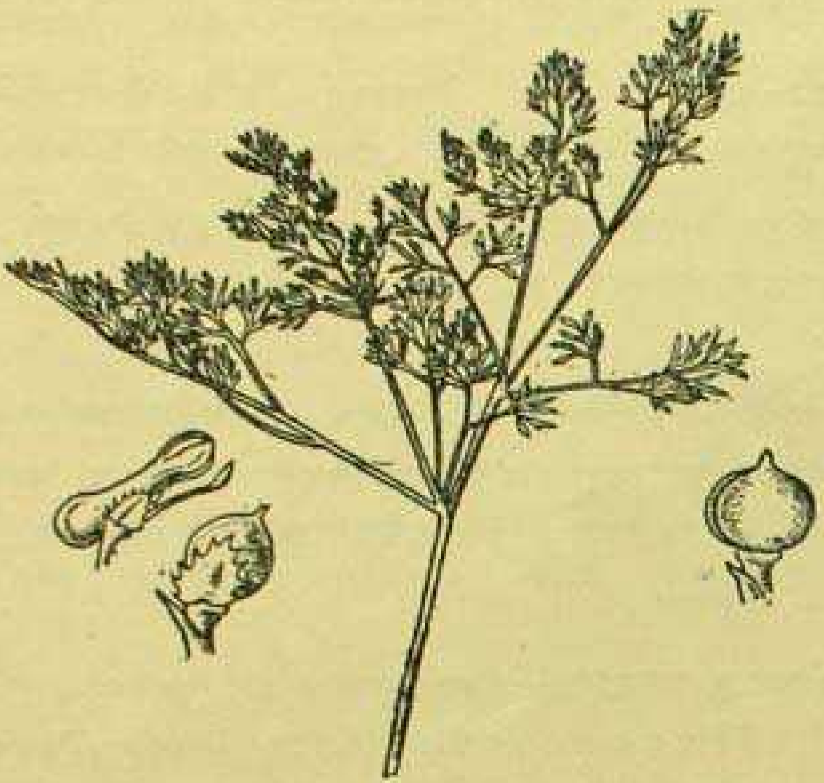

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনশুলফা)

X. CRUCIFERAE.

Genus—BRASSICA Linn.

31. B. campestris Linn. Var. Sarson. (শ্বেত সরিষা)

ভাষানুসারী নাম :—শ্বেত সরিষা—সংস্কৃত ; সরিষা, শ্বেত সরিষা, রাই সরিষা—বাংলা ; রাই, লাই, সফেদ-সরসো—হিন্দি ; রায়ী, মোহরী শ্বেতশিরম্—মহারাষ্ট্র ; শরশব—গুজরাট ; অভান্—তামিল ; কদাও—তেলেগু।

কটূষ্ণং রাজিকাপত্রং ক্রিমিবাতকফাপহম্।
কণ্ঠাময়হরং স্বাদু বহ্নিদীপনকারকম্॥
সার্ষপং পত্রমত্যুষ্ণং রক্তপিত্তপ্রকোপনুৎ।
বিদাহি কটুকং স্বাদু শুক্রঘ্নত্রুচিদায়কম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

CENTRAL LIBRARY

গুণপর্যায় :—সরিষাপত্র—বিপাকে কটু, উষ্ণবীর্য, ক্রিমি, বায়ু ও কফনাশক, কণ্ঠরোগনাশক, মধুর রস ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

সাধারণ সরিষাপত্র—অতি উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্ত প্রকোপক, বিদাহ গুণসম্পন্ন, বিপাকে কটু, মধুর রস, শুক্রল, হৃদ্য ও রুচিজনক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী, ১-৩ ফুট উচ্চ। পাতা বড়, গাছের গোড়ায় বেশী হয়, প্রায় ১-১½ ফুট লম্বা ও ডাঁটার দুইভাগে বিভক্ত, পাতার অগ্রভাগ কতকটা ডিম্বাকৃতি ও ঈষৎ ঢেউ খেলান। ফুল বড়, গাছের অগ্রভাগে কতকটা গুচ্ছবদ্ধ, শ্বেত কিম্বা পীতবর্ণ, শুঁটী ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা। ভারতবর্ষে Brassica অনেক জাতীয় আছে। তন্মধ্যে B. Campestris (শ্বেতরাই), B. Juncea (বড় রাই), B. Napus (সরিষা), B botrytis (ফুলকপি), B. oleracea (বাঁধাকপি), B. gongylodes (ওলকপি), B. campestris. Var. Rapa (শালগম) এইগুলি প্রধান।

সরিষাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে ; যথা—(১) উর্দ্ধে শুঁটীযুক্ত (নাতুয়া), (২) নিম্নে শুঁটীযুক্ত (উলটি)।

এই দুই প্রকার সরিষা আবার শতাধিক প্রকারের আছে ; তাহাদের মধ্যে কাহারও শুঁটীতে দুই সারি সরিষা ও কাহারও শুঁটীতে চারি সারি সরিষা থাকে। নিম্নে তাহাদের প্রধান প্রধানগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

নাম	উৎপত্তি স্থান	পরিচয়
ভাটী সরিষা	মুর্শিদাবাদ	উর্দ্ধে শুঁটী, ৪ সারি
টেপা	সিংহভূম, বর্দ্ধমান।	বীজ। শ্বেতবর্ণ ও ধূসরবর্ণ, ২ সারি শুঁটী।
ধমা	ত্রিপুরা ও নোয়াখালি।	শ্বেতবর্ণ, ২ সারি
ঝাঁটি সরিষা বা শ্বেতী	বাঁকুড়া ও ছোটনাগপুর।	বীজ। বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট।
কাজলি বা কাল সরিষা	রংপুর, শিলিগুড়ি হুগলী ও ২৪ পরগণা।	বীজ দুই সারি, রং কাল, গাছ লম্বা, ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
মাঘি সরিষা	রংপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা ফরিদপুর, যশোহর।	গাছ ছোট, ফল শীঘ্র হয়।

নাম	উৎপত্তি স্থান	পরিচয়
মেড়ি সরিষা	মেদিনীপুর।	গাছ বড়।
মগনাই	মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা।	গাছ বড়।
পাহাড়ী	সিকিম।	কপি পাতার ন্যায় পাতা।
সাদা রাই	মেদিনীপুর।	সোজা, ৪ সারি বীজ।
তেড়া সরিষা	সাঁওতাল পরগণা।	শুঁটী উর্দ্ধমুখী, ৪ সারি বীজ।

ডাক্তার প্রেন্ সাহেবের মতে বঙ্গদেশীয় সরিষাকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) রাই সরিষা, B. juncea. (২) মধ্য বঙ্গদেশের শ্বেতী সরিষা। ইহার গাছগুলি বড় হয় এবং দেখিতে (Turnip) গাছের ন্যায়। (৩) টোরী সরিষা (B.Napus). ইহার চাষ সমগ্র বঙ্গদেশে হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও চার প্রকার সরিষা আছে তাহাদের পার্থক্য বিশেষ না থাকায় এ স্থলে দেওয়া হইল না।

টোরী সরিষা এবং ভারতীয় রেপ সরিষা বঙ্গদেশ ও বিহারের বহুস্থানে চাষ হইয়া থাকে। ইহা রাই সরিষার গাছ অপেক্ষা ছোট এবং ডাঁটার সহিত পাতা গুচ্ছভাবে বাহির হয়। সরিষাগুলি রাই অপেক্ষা আকারে বড়, খোসা বেশী মসৃণ নহে।

রাই সরিষা সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে উৎপন্ন হয়। ইহার পাতা ডাঁটার সহিত গুচ্ছবদ্ধ ভাবে থাকে না, ইহার দানা ধূসরবর্ণ ও ঈষৎ লাল, আকারে টোরী অথবা রেপ সরিষা অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

শ্বেতী সরিষা অথবা উড়িষ্যার গঙ্গাটোরিয়া, বঙ্গদেশ ও বিহারের বহুস্থানে উৎপন্ন হয়। ইহার ডাঁটার সহিত পাতা গুচ্ছভাবে না থাকায় রাইসরিষা হইতে এবং উপরিভাগে গুচ্ছ গুচ্ছ অনেক ফুল হয় ও গাছগুলি বড় হয় বলিয়া টোরী সরিষা হইতে ভিন্ন করা যাইতে পারে। বীজগুলি সাদা হয় এবং যে জাতীয় ধূসরবর্ণ হয় তাহা রাই সরিষা অপেক্ষা আকারে বড় এবং খোসা মসৃণ বলিয়া টোরী হইতে পৃথক করা যাইতে পারে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও ফুল

বৈদ্যকে শ্বেত সরিষার ব্যবহার।

চরক :—কুষ্ঠে সার্ষপ তৈল—সার্ষপ তৈল কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **উরুস্তম্ভে** সর্ষপ—করঞ্জফলবীজ এবং সর্ষপ গোমূত্রযোগে পেষণপূর্বক উরুস্তম্ভে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **শ্লীপদে** সর্ষপ তৈল—শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তির জন্য সর্ষপ তৈল পান করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)।

CENTRAL LIBRARY

হারীত :—(১) **অপস্মার** উন্মাদাদিরোগে শ্বেত সর্ষপ—তহরকরঞ্জবীজ এবং শ্বেতসরিষা ছাগীমূত্রে পেষণপূর্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা মধু যোগে ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন করিলে অপস্মারাদি ব্যাধির আক্রমণ নিবৃত্তি পায়। সন্নিপাতজ্বররোগীর সংজ্ঞাজননার্থও ইহার অঞ্জন প্রশস্ত (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) **দন্তরোগে** সর্ষপ :—সর্ষপচূর্ণ ও লবণ একত্র করিয়া দন্তমাড়ি ঘর্ষণ করিবে। ইহা দন্তমাড়ির স্ফীতি ও রক্তস্রাব নিবারণ করিতে পারে (চিঃ ৪৫ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—সন্নিপাতজ্বরীর **কর্ণমূলশোথে** সর্ষপ—শজিনার মূলত্বক এবং সরিষা জলের সহিত পেষণপূর্বক কর্ণমূলশোথে প্রলেপ দিলে শোথ নিবৃত্তি পায়।

বঙ্গসেন (১) **বাতরক্তে** শ্বেত সরিষা—শ্বেত সরিষার প্রলেপ দিলে বাতরক্ত নিবৃত্তি পায় (বাতরক্ত চিঃ)। (২) **চর্মদলে** রাইসরিষা—গুড় এবং সৈন্ধব লবণ সহ রাইসরিষা চূর্ণের প্রলেপ দিয়া, বিড়ালের চর্মদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিলে চর্মদল বিনাশ পায় (কুষ্ঠ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সরিষার পুলটিস্ বাতের বেদনা এবং শরীরের কোন স্থানে রক্ত সঞ্চয় হইলে সেই স্থানে প্রয়োগ করিলে আরাম হয়। অল্প পরিমাণে সরিষার গুঁড়া ভক্ষণ করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। গোটা সরিষা খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণ করে, এই কারণে অন্ত্ররোগে ও কোষ্ঠবদ্ধতায় ইহার ব্যবহার হয় (Watt)।

খাঁটী সরিষার তৈল মাখিলে গলা বেদনা, রক্তসঞ্চয়, পুরাতন বাত আরোগ্য হয় (Surgeon D. Basu)। সরিষা তৈল পায়ের তলায় মাখিলে ও নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইলে এক রাত্রির মধ্যে সর্দির জন্য মস্তক ভার ও সর্দি আরাম হয়। বালকদিগের বুকে সর্দি বসিলে সরিষার তৈলে মাষ কলাই ফুটাইয়া বক্ষে মালিশ করিলে সর্দি সত্বর আরাম হয়। সাধারণ গলার ঘায়ে সরিষার তৈল প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় (Surgeon K.D. Ghose)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ইহার কন্দ জাতীয় মূল শরীরের প্রাণশক্তি (Vitamin) বৃদ্ধিকারক। সুইডেনে ইহার তৈল ব্যবহার করা হয়। জলের সহিত মিশাইয়া বাহ্য প্রলেপে প্রতিদাহজনক ক্রিয়া (Counter irritant) সৃষ্টি করে।

কর্পূর সহ মিশাইয়া প্রয়োগে পেশীগত বাতে ফলদায়ক হয়। ঘাড় নাড়িবার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত বাতরোগে ইহার প্রলেপ হিতকর। বাত শ্লেষ্মা (bronchitis) রোগে এবং ভেকুজ্বরে বুকে বা পিঠে যথাক্রমে উদ্বর্তন করা হয়। হলুদের মত পিষিয়া লাগাইবার নাম উদ্বর্তন। অগ্নিমান্দ্যরোগে ইন্দোচীনে ব্যবহৃত হয়। নিঘণ্টুগ্রন্থে সরিষা-পত্রের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদে সর্ষপের গুণগত বিচার করিয়া জাতিভেদ করা হইয়াছে। একপ্রকার শ্বেত সর্ষপ (**সিদ্ধার্থ**), **অন্যপ্রকার** সাধারণ সর্ষপ, আকারে কিছু বড় ও পিঙ্গলবর্ণ।

বীজ প্রলেপার্থে এবং পাত্রশাক পাচক গুণের প্রকাশক। তৈল বর্দ্ধনাদি কার্য ও ভেষজগুণের প্রকাশক। সমভাগ আটা মিশাইয়া প্রলেপ (Mustard plaster) জল সহ মিশাইয়া প্রলেপে ১০।১৫ মিনিটে শোথযুক্ত লাল হইলে দাহ হয়। অথবা ছোট পীড়কা হয়। তখন কর্পূর সহ মাখন মিলাইয়া প্রলেপে দাহের শান্তি হয়। স্থানিক শোথ বা শূলে উপকারক।

বাতশ্লেষ্মজ্বর—(Influenza) পদতল গরম জলে ডুবাইয়া পরে সরিষার তৈল মর্দন করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বর বা সর্দির কিছু শান্তি হয় এবং প্রতিশ্যায় রোগে নাসারন্ধ্র হইতে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমক্ষেত্রে নাকের চারিদিকে সর্ষপ তৈল মর্দন করিয়া নস্য লইলে রোগের উপশম হয়। ফুসফুসের সঞ্চিতশ্লেষ্মা মর্দন ও অল্প স্বেদদ্বারা আংশিক নির্গত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 64 ; Shyme. Engl. Bot. i. t. 89.

Ref.—F. B. I. i. 156 ; B. P. i. 220 ; Roxb. F.I iii. 117 ; Prain, H. H. 172 ; H. S. 71.

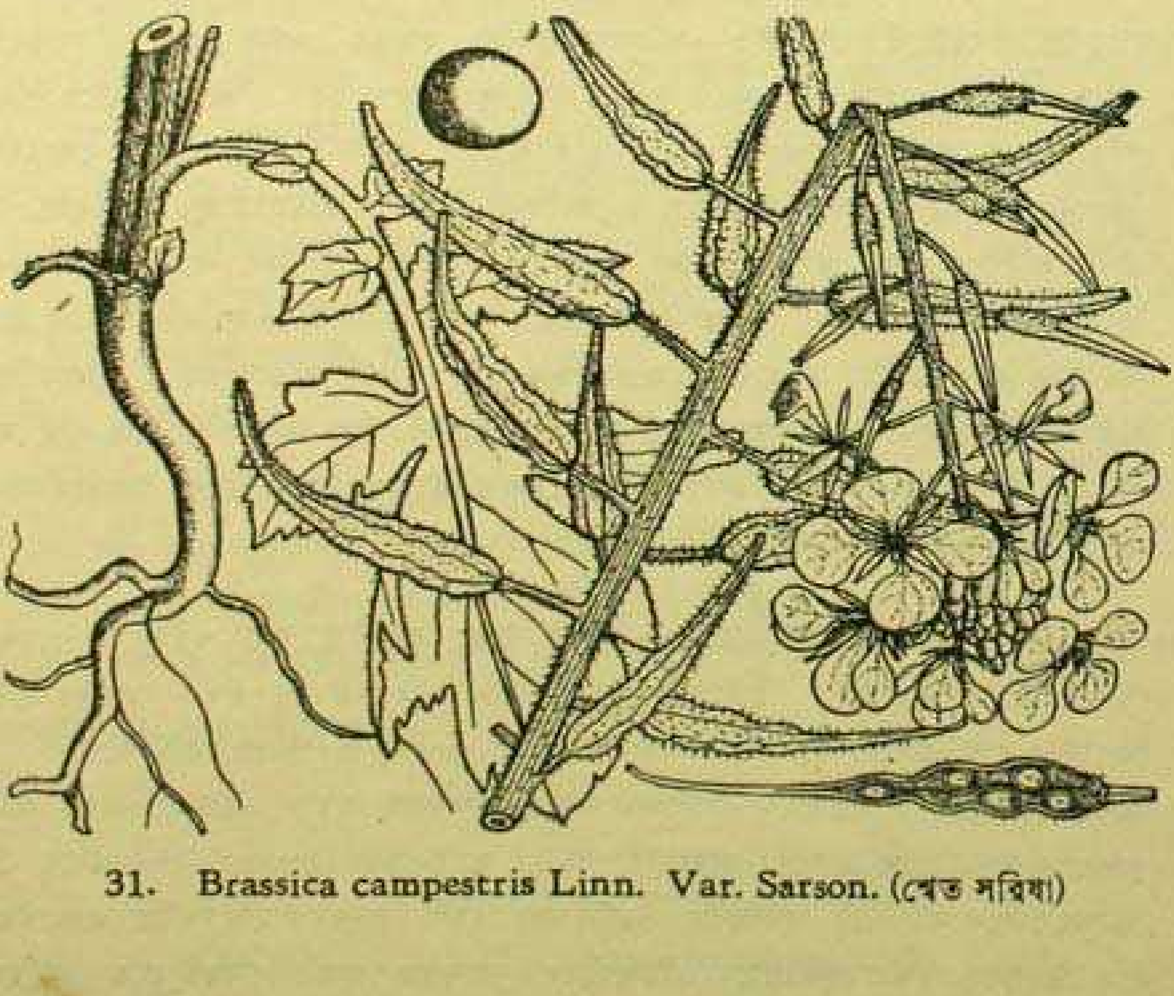

31. Brassica campestris Linn. Var. Sarson. (শ্বেত সরিষা)

CENTRAL LIBRARY

Genus—RAPHANUS Linn.

32. R. sativus Linn. (মূলা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—মূলক—সংস্কৃত ; মূলা—বাংলা ; মূলি, মুরোই—হিন্দি ; মূলা, সিস্তি—নেপাল ; মূলি—উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ; মূলা, মুরো—বোম্বাই ; মালা, মুরা—গুজরাট্ ; মূলি-নখি—তামিল ; মুলঙ্গী—তেলেগু ; ফুগিল, বোকেন—আরব ; তারব্—পারস্য ; মূলা—মহারাষ্ট্র ; মূরি—সিন্ধুদেশ ; তর্-মির, মূলি, মুনগুা—পাঞ্জাব ।

মূলকং নীলকণ্ঠঞ্চ মূলাহ্বং দীর্ঘমূলকম্ ।
ভুক্ষারং কন্দমূলং স্যাদ্ধস্তিদন্তং সিতং তথা ॥
শঙ্খমূলং হরিৎপর্ণং রুচিরং দীর্ঘকন্দকম্ ।
কুঞ্জরক্ষারমূলঞ্চ মূলস্যৈতে ত্রয়োদশ ॥
মূলকং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ কটূষ্ণং গ্রাহি দীপনম্ ।
দুর্নাম-গুল্ম-হৃদ্রোগ বাতঘ্নং রুচিদং গুরু ॥

অপিচ

আমং সংগ্রাহি রুচ্যং কফপবনহরং পক্কমেতৎ কটূষ্ণং
ভুক্তেঃ প্রাগ্ ভক্ষিতং চেৎ সপদি বিতনুতে পিত্তদাহাস্রকোপম্ ।
ভুক্ত্যা সার্দ্ধন্তু জগ্ধং হিতকরবলকৃৎ বেশবারেণ তচ্চেৎ
পক্কং হৃদ্রোগশূল-প্রশমনমুদিতং শূলরুক্ হারি মূলম্ ॥

অথ বালমূলকগুণাঃ

(বালমূলকম্) সোষ্ণং তীক্ষ্ণং চ তিক্তং মধুরকটুরসং মূত্রদোষাপহারি
শ্বাসার্শঃ কাসগুল্ম-ক্ষয়নয়নরুজা-নাভিশূলাময়ঘ্নম্ ।
কণ্ঠ্যং বল্যং চ রুচ্যং মলবিকৃতিহরং মূলকং বালকং স্যাৎ
উষ্ণং জীর্ণং চ শোষ-প্রদমুদিতমিদং দাহপিত্তাস্রদায়ি ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ঃ—মূলক, নীলকণ্ঠ, মূলা, দীর্ঘমূলক, ভূক্ষার, কন্দমূল, হস্তিদন্ত, সিত, শঙ্খমূল, হরিৎপর্ণ, রুচির, দীর্ঘকন্দক এবং কুঞ্জরক্ষারমূল—এই তেরটী নাম ।

গুণপর্যায় ঃ—মূলক—তীক্ষ্ণগুণসম্পন্ন, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, বিপাকে উষ্ণবীর্য্য, কোষ্ঠবদ্ধতাকারক অগ্নুদ্দীপক, অর্শ, গুল্ম, হৃদ্রোগ এবং বায়ুনাশক, রুচিকারক এবং গুরুপাক। কচি মূলা মলবদ্ধতাকারক, রুচিজনক, রন্ধন করিয়া খাইলে কফ ও বায়ুনাশক ; কটুরস, উষ্ণবীর্য। কাঁচা মূলা খালিপেটে খাইলে দ্রুত পিত্ত, দাহ এবং রক্তজ রোগ বিস্তার করে। কিন্তু ঘৃত সহ পাক করিয়া মোদকবৎ অন্নের সহিত খাইলে, বিশেষতঃ সুপিষ্ট করিয়া গুড় ও ঘৃত সহ মোদকের মত পাক করিয়া বেশবার* ব্যবহার করিলে

* কচিমূলা পিষিয়া গুড় ও ঘৃত সহ মোদকের মত পাক করিয়া পিপুল ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ যোগে —বেশবার প্রস্তুত হয় ।

CENTRAL LIBRARY

হিতকর ও বলকারক হয়। পাক করিয়া ব্যবহার করিলে হৃদ্রোগ, ও শূলরোগ দমন করে।

কচি মূলার বিশেষ গুণ যথা :—ইহা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণগুণসম্পন্ন, তিক্ত-মধুর ও কটুরস, মূত্রদোষনাশক, শ্বাস, অর্শ, কাস, গুল্ম, ক্ষয়, চক্ষুরোগ এবং নাভিশূলনাশক। ইহা কণ্ঠরোগে হিতকর, বলকারক, রুচিকারক, মলবিকৃতি নাশক। পাকা মূলা উষ্ণবীর্য, শোথকারক, দাহ, পিত্ত, এবং রক্তগত রোগ সৃষ্টিকারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়, এমন কি হিমাচল প্রদেশের ১৬ হাজার ফুট উচ্চেও চাষ হইয়া থাকে। হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—ইহার পাতা লম্বা, কিনারা কাটা কাটা, পাতার মধ্যশিরা হইতে প্রান্তদেশ সমানভাবে উভয় দিকে বিস্তৃত। পাতার শিরাগুলি লালবর্ণ অথবা বেগুনে। ফুল বড়, পীত অথবা শ্বেত বর্ণ। ইহার শুঁটী সরিষার ন্যায় তবে সরিষা অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে মোটা। ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অভ্যন্তরে দুই সারি অথবা এক সারি বীজ থাকে। বীজ সরিষা অপেক্ষা বৃহৎ কিন্তু সরিষার ন্যায় গোল নহে। ভাবপ্রকাশ মতে মূলা দুই প্রকার—লঘু মূলক ও নেপাল মূলক। গৃঞ্জনক নামক মূলাকে গাজর বলে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, পুষ্প, বীজ ও মূল। মাত্রা শুষ্ক মূলার ক্বাথ ৫-১০ তোলা। কাঁচা মূলার রস ২-৪ তোলা। পুষ্প চূর্ণ ১-৪ আনা।

বৈদ্যকে মূলকের ব্যবহার।

চরক (১)—**শুষ্কার্শে মূলক** :—শুষ্ক মূলক জলে বা কাঁজিতে পেষণপূর্বক উষ্ণ করিবে—ইহা পোট্টলীবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা শুষ্কার্শে অর্থাৎ যে অর্শের বলি হইতে রক্তস্রাব হয় না, তাহাতে স্বেদ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **অর্শে শুষ্কমূলক**—অর্শরোগীকে শুষ্কমূলকের যূষ কিম্বা ছাগমাংসের যূষের সহিত শুষ্কমূলক যূষ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **প্রবাহিকায় মূলক**—আম পরিপক্ব হইলেও যাহার কুন্থন এবং বেদনার সহিত পিচ্ছিল ও অল্প অল্প বারম্বার আম নির্গত হয় তাহাকে মূলকযূষের সহিত পথ্য দিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) **গ্রন্থিবিসর্পে মূলক**—শুষ্কমূলক জলের সহিত পেষণ করিবে। ইহাকে ঈষদুষ্ণ করিয়া এতদ্দ্বারা গ্রন্থিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৫) **শোথে গৃঞ্জনক**—গৃঞ্জনক নামক (গাজর নামে প্রচলিত মূলক বিশেষের নাম **গৃঞ্জনক**) মূলকবিশেষ শোথরোগীর পক্ষে শাকার্থ প্রশস্ত (চিঃ ১৭ অঃ)। (৬) **কফশোথে মূলক**—কফজশোথরোগীর শোথযুক্ত অঙ্গে শুষ্ক মূলকের ক্বাথ সেচন করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)। (৭) **হিক্কাশ্বাসে শুষ্কমূলক**—শুষ্ক মূলকের যূষ হিক্কাশ্বাস নিবারণ করে (চিঃ ২১ অঃ)। (৮) **বাতজকাসে মূলক**—বাতকাস রোগীর পক্ষে মূলক প্রশস্ত। (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত :—কর্ণশূলে মূলক—মূলকের ঈষদুষ্ণ স্বরস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয় (উঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **বাতকফাত্মক জ্বরে মূলক :**—বাতশ্লেষ্ম জ্বররোগীর পক্ষে ক্ষুদ্র মূলকের যূষ হিতকর (জ্বর—চি)। (২ **সিধ্মে (চর্মরোগ বিশেষ) মূলক বীজ**—অপামার্গের মূলের রসে মূলক বীজ পেষণপূর্বক সিধ্মে (ছুলিতে) প্রলেপ দিলে ছুলি আরাম হয় (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৩) **শীতপিত্তে** শুষ্কমূলকের যূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিতে বলিবে (শীতপিত্ত—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—'গাজরং গৃঞ্জনং প্রোক্তম্।'

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মূলার বীজ ও শাক মূত্রকারক, রেচক ও অশ্মরী নিবারক। মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ইহার সকল অংশই ব্যবহৃত হয়। এমন কি মূলা ব্যবহার করিলে অশ্মরী রোগ সারিয়া যায় (R. N. Khori, ii, 63)। গাজর মূলাতুল্য গুণবিশিষ্ট, ইহার ক্বাথ বিলম্বিত ঋতু কিম্বা রজোরোধে ব্যবহৃত হয়। গাজরবীজ গর্ভস্রাবকারী বলিয়া অভিহিত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

কচিমূলার সবুজ পাতার রস—প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

বীজ—শ্লেষ্মানিঃসারক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও বায়ুনাশক।

কন্দ—মূত্রাশয়ের পীড়া প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। অর্শোরোগে এবং অম্লপিত্তজন্য বেদনাতে হিতকর।

মন্তব্য :—'চরক' বাতরোগের চিকিৎসায় একাধিক ক্ষেত্রে মূলকের ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা বর্ণনা করিয়াছেন। হিক্কাশ্বাসে চরক গৃঞ্জনক রস নস্যার্থে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন।

'ভাবপ্রকাশ'—গাজর ও গৃঞ্জন একই দ্রব্য বলিয়াছেন। অতএব গৃঞ্জনক ও গাজর যে একই জাতীয় মূলক সে সম্বন্ধে সন্দেহের ক্ষেত্র নাই। 'ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে' মূলক, চানাখ্যমূলক পিণ্ডমূল, গৃঞ্জন, গৃঞ্জর—এই পাঁচ প্রকার মূলক জাতীয় কন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর গৃঞ্জনক ও গাজর চরকের যুগ হইতে ঊর্দ্ধে অথর্ববেদের যুগ এবং সংহিতার যুগে আয়ুর্বেদীয় ভেষজ ও পথ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্বেদে মূলক ও গাজরের ব্যবহার খুব প্রাচীন, তবে গুণগত বৈশিষ্ট্য ভাবপ্রকাশ ও নিঘণ্টুতে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গুণবর্ণনা প্রসঙ্গে ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন—'গাজরং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু। সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শো গ্রহণী কফবাতজিৎ'। অর্থাৎ গাজর মধুর রস, তীক্ষ্ণগুণসম্পন্ন, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘুপাকী, কোষ্ঠবদ্ধতা আনে। অর্শ, রক্তপিত্ত, গ্রহণী ও কফবাত নাশ করে।

Fig.—Lam, Ill, t. 566. Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 68.

Ref.—F. B. I, i, 166 ; B. P. i, 224 ; Roxb. F. I. iii, 126 ; Watt vi, lb, 393 : Prain, H. H. 173 ; H. S. 72.

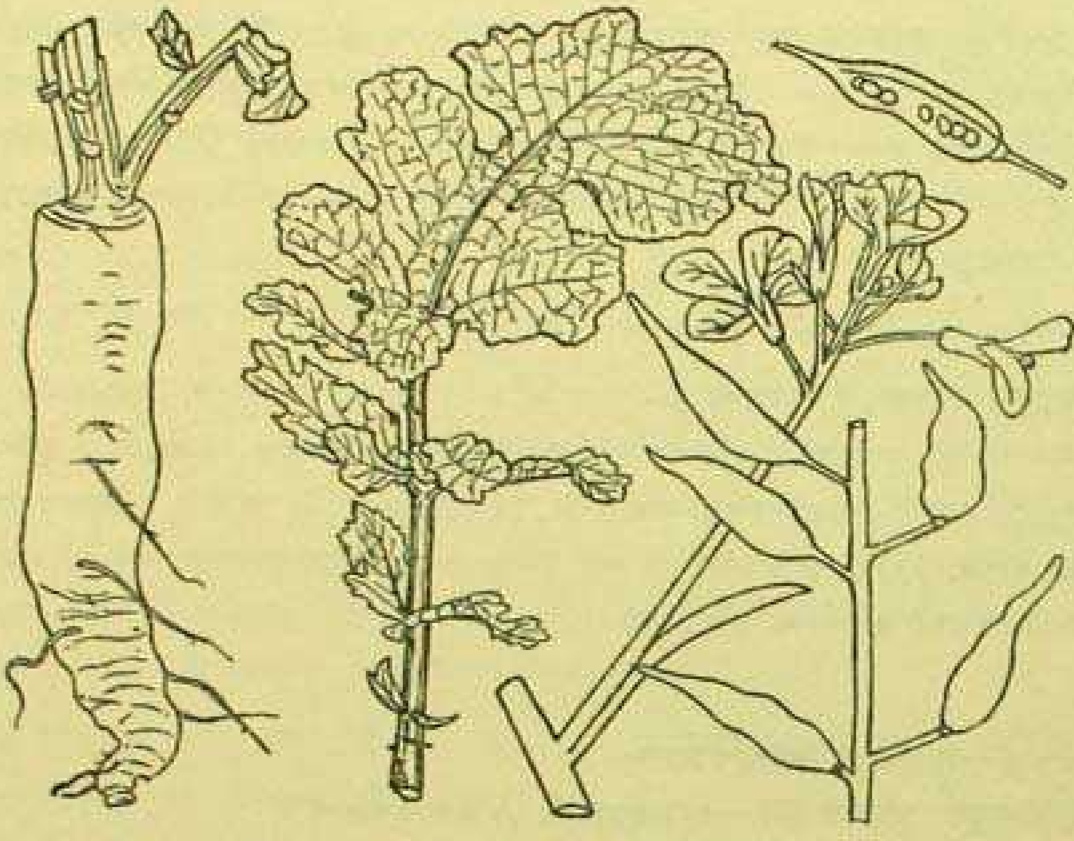

32. Raphanus sativus Linn. (মূলা)

Genus—LEPIDIUM Linn.

33. L. Sativum Linn. (হালিম)

ভাষানুসারী নাম :—চন্দ্রশূর, চন্দ্রিকা—সংস্কৃত ; হালিম—বাংলা ; হালিম, চান্‌সউর—হিন্দি ; হালিম, হলম—উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ; শারগুণ্ডি, হালিম—পাঞ্জাব ; অসালিয়—বোম্বে ; অহলিভ্‌—মহারাষ্ট্র ; অসালিও, হালিম—গুজরাট্‌ ; আলি-ভেরাই—তামিল ; আদেলি, আদিয়ালু—তেলেগু ; রেশাদ্‌—আরব ; টুরা-টিজা—পারস্য।

চন্দ্রিকা চর্মহন্ত্রী চ পশুমেহনকারিকা।
নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা॥
চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কা-বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্‌।
অসৃগ্‌ বাতগদদ্বেষি বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্‌॥

ভাবপ্রকাশঃ। হরীতক্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—চন্দ্রিকা, চর্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাস্তপুষ্পা ও সুবাসরা—এই কয়টি নাম।

গুণপর্যায় :—চন্দ্রশূর-বলকারক, পুষ্টিজনক, হিক্কা, বাতশ্লেষ্মা ও অতিসাররোগে হিতকারক এবং বাতরক্ত রোগে অহিতকারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ ও তিব্বত দেশে চাষ হয়, ২৪ পরগণা হুগলী, বাঁকুড়া মেদিনীপুর, বীরভূম ও হাওড়ার স্থানে স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—গাছ গুল্মাকৃতি ও ঘনসন্নিবিষ্ট, পত্র বিভক্ত, ফুল ছোট ও শ্বেতবর্ণ, পুষ্পের বহিশ্চদ ছোট ; পাপড়ি ২-৪ কিংবা ০ ; পুংকেশর ৬, ৪ কিংবা ০ ; বীজকোষ ডিম্বাকৃতি, লোমযুক্ত ; বহির্বাস নৌকাকৃতি। বীজ প্রত্যেক গহ্বরে একটী থাকে। বীজকোষ বর্ত্তুলাকার। পত্র পক্ষাকার, ২ ভাগে বিভক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ ঘুংড়িকাসির মহৌষধ ও বিরেচক। আরবদেশীয় লোকেরা ইহার বীজ প্লীহারোগ নিবারক বলিয়া নির্দেশ করে।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছ—শ্বাসকাস, রক্তার্শরোগ এবং শ্লেষ্মাজন্য রোগে হিতকর।

বীজ—স্তন্যদুগ্ধবৃদ্ধিকারক এবং দুগ্ধসহ সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগে গর্ভস্রাবকারক। যন্ত্রণা এবং আঘাত জনিত প্রদাহে পুল্‌টিস্ রূপে ব্যবহার্য্য। বিবন্ধনাশক (aperient)

পাতা—রসায়ন, প্রস্রাবকারক এবং স্কার্ভিরোগে (পুষ্টির অভাবজনিত চর্মরোগে—Scorbutic diseases) ফলপ্রদ।

মূল—পরম্পরাগত গর্মিরোগে (secondary syphilis) এবং পেট কামড়ানিতে (tenesmus) হিতকর।

মন্তব্য :—এই বনৌষধি আরব, পারস্য, আনাটোলিয়া, তিব্বত, সিরিয়া, গ্রীস, মিশর, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে ঔষধরূপে দীর্ঘকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। **ভাবপ্রকাশ** 'চন্দ্রশূর'—ইহার নামকরণ করিয়াছেন। ইহার 'হালিম' নাম ভারতের বহু প্রদেশে প্রচলিত। হেকিমি চিকিৎসকগণ—ইহার ব্যবহার বেশীরকম করেন। উদারাময় এবং রসায়ন ঔষধ হিসাবে ইহার ব্যবহার প্রচলিত। (Ainslie)। আমাশয় (dysentry) এবং আমাসা জন্য অতিসারে (dysentric diarrhoea) ইহার ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। শ্বাসকাস, শ্লেষ্মা এবং অর্শোরোগে ইহার ব্যবহার পাঞ্জাবে আছে। ইহার বীজ হইতে সরিষার তৈলের মত তৈল প্রস্তুত হয়। বীজের মাত্রা—১-২½ ড্রাম। এই মাত্রা হইতে ক্বাথ করিয়া ব্যবহার করা চলে। ১-৩ আউন্স মাত্রায় দিনে ৩।৪ সেব্য (Mooden Sheriff)

Fig.—Wight Ill. ii, t. 12 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 67;
Ref.—F. B. I. i, 159 ; B. P. i, 223 ; Dymock, Pharm. Ind. i, 120 ; Prain. H. H. 173 ; H. S. 73.

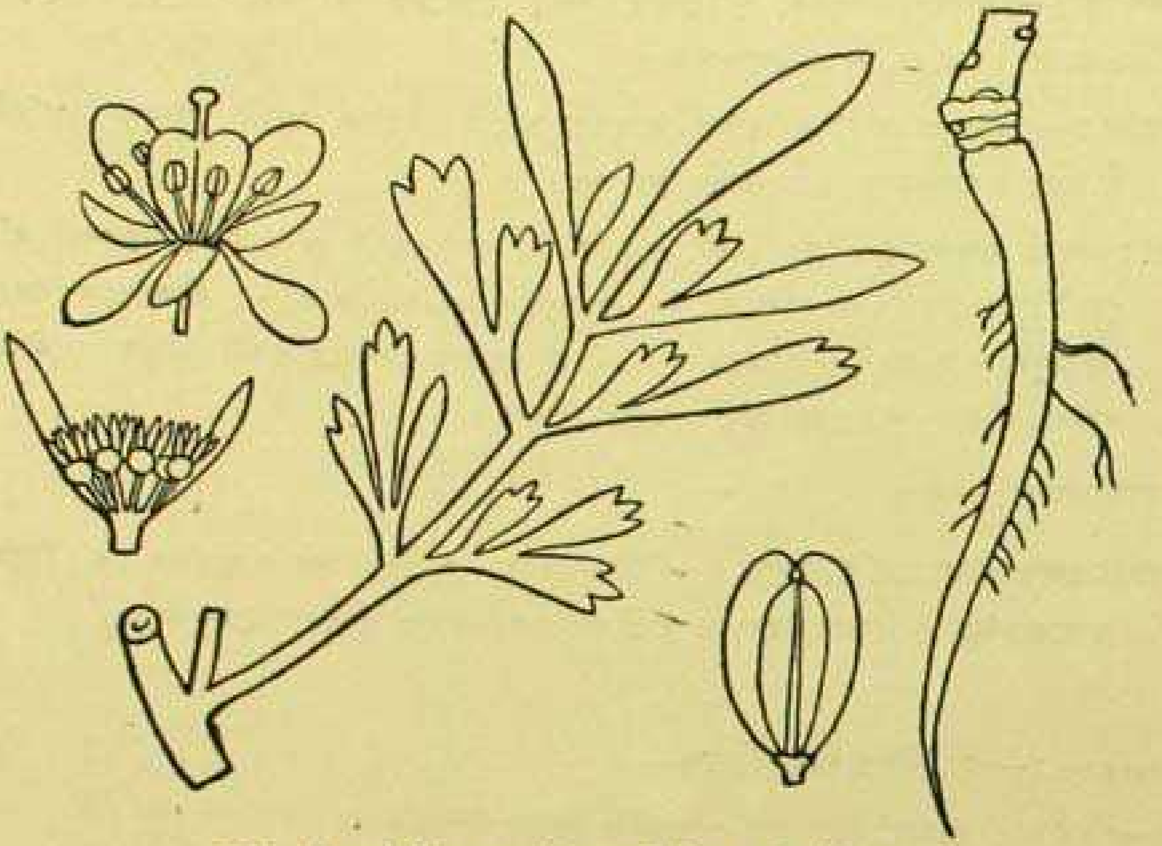

33. Lepidium sativum Linn. (হালিম)

XI. CAPPARIDEAE.

Genus—CAPPARIS Linn.

34. C. sepiaria Linn. (কাঁটা গুড়কামাই)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কাকাদনী, অহিংস্রা—সংস্কৃত ; কাঁটাগুড়কামাই, কালিয়াকরা—বাংলা ; কণ্টি-কপলি—উড়িষ্যা ; কন্থার—গুজরাট ; নেলা-উপি—তেলেগু ; হিউন্-গরুনা-হিউস্—পাঞ্জাব।

কাকাদনী কাকপীলুঃ কাকশিম্বী-চ রক্তলা।
ধ্বাঙ্ক্ষাদনী বক্রশল্যা দুর্মোহা বায়সাদনী ॥
কাকতুণ্ডী ধ্বাঙ্ক্ষনখী বায়সী কাকদন্তিকা।
ধ্বাঙ্ক্ষদন্তীতি বিজ্ঞেয়াস্ত্রিস্রশ্চ দশ-চাভিধাঃ ॥
কাকাদনী কটূষ্ণা চ তিক্তা দিব্যরসায়নী।
বাতদোষহরা রুচ্যা পলিতস্তম্ভিনীপরা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ ॥

নামপর্যায় ঃ—কাকাদনী, কাকপীলু, কাকশিম্বী, রক্তলা, ধ্বাঙ্ক্ষাদনী, বক্রশল্যা, দুর্মোহা, বায়সাদনী, কাকতুণ্ডী, ধ্বাঙ্ক্ষনখী, বায়সী, কাকদন্তিকা, এবং ধ্বাঙ্ক্ষদন্তি—এই তেরটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—কাকাদনী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে তিক্তরস, উৎকৃষ্টরসায়ন, বায়ুদোষ-নাশক, রুচিকারক এবং পলিত নাশক (Prevents ageing)।

জন্মস্থান ঃ—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থান, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বর্মা, পেগু এবং কর্ণাট ; হুগলী, হাওড়ার জঙ্গলের ধারে, সুন্দরবনে সমুদ্রের কিনারায়, বহুস্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ— শাখা ক্ষুদ্র ও ঝোপযুক্ত, ডালে বক্র কাঁটা আছে ; পত্র ডিম্বাকৃতি, একটু লম্বা ও উজ্জ্বল। ফুলের পাপ্ড়ি সরু সরু। গর্ভাশয় কোমল লোমাবৃত। পত্র $\frac{৩}{৪}$—১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা $\frac{১}{২}$—$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, $\frac{১}{৩}$—$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ডালে অনেক ফুল ধরে। ফল কৃষ্ণবর্ণ, থোকা থোকা হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ছাল ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—জ্বরনাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—ইহা জ্বরনাশক, হৃদ্য (alterative), রসায়ন এবং চর্মরোগে হিতকর।

মন্তব্য ঃ—চক্রদত্ত যোনিব্যাপৎরোগে 'হিংস্রা' অর্থে কালিয়াকড়ার ব্যবহার করিয়াছেন। ঈষদুষ্ণ পিষ্ট অবস্থায় ব্যবহার্য। কাঁটাগুড়কামাই বা কালিয়াকড়া গাছের সহিত 'হিংস্রা' নামের সার্থকতা আছে। (Watt.)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.t. 76 ; Talbot. For. Fl. Bombay, i, 62.
Ref.—F. B. I. i. 177 ; B. P. i, 227 ; Prain, H.H., 174 ; H. S. 75.

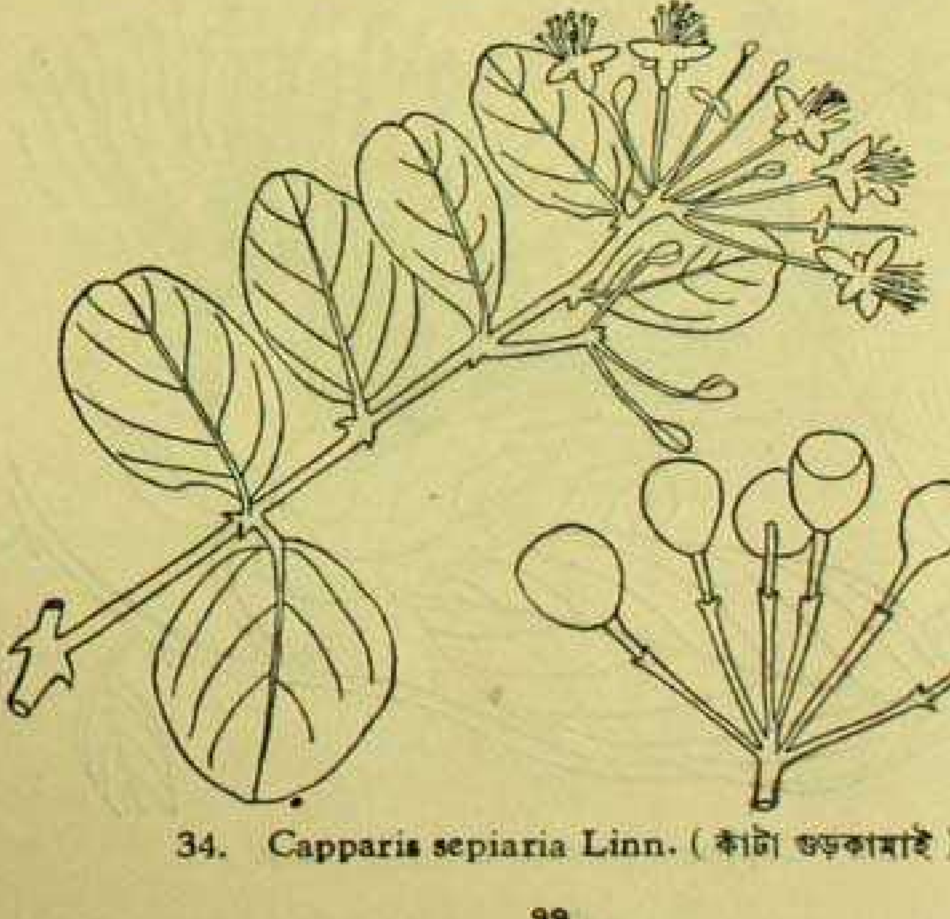

34. Capparis sepiaria Linn. (কাঁটা গুড়কামাই)

35. C. horrida Linn. (বাঘনাই)

ভাষানুসারী নাম ঃ—হস্কারা—সংস্কৃত ; বাঘনাই—বাংলা ; অরদন্দ—হিন্দী, সিন্ধুদেশ ; হিস্, কর্‌ভিলা, হিউন্, গর্না—পাঞ্জাব ; অসবিয়া—সাঁওতাল , ওসেরা—উড়িষ্যা , কাটাল্লি-কই অদণ্ডা—তামিল ; অরুন্ডণ্ড—তেলেগু।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের জঙ্গলের ধারে ও গঙ্গানদীর পশ্চিম কিনারার জেলায় প্রায় দেখা যায়। চট্টগ্রাম, সাহারানপুর প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বর্ণনা ঃ—ছোট গুল্মজাতীয় বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ। শাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা, মোটা ও মসৃণ, বোঁটা ছোট। ডাঁটার কাঁটা নিম্নদিকে বক্র। ফুল ১½ ইঞ্চি, এক একটি কিম্বা ২।৩টি একত্র হয়। ফুলের বোঁটা ½—¾ ইঞ্চি, ফুল বড় ও শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর ফুলের পাপড়ি অপেক্ষা লম্বা। ফল ১½ ইঞ্চি মোটা, প্রত্যেক ফলে অনেক বীজ হয়। ফুলের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ, পুংকেশর রক্তবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্র, শিকড় ও শিকড়ের ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—পশ্চিম ভারতে ইহার পাতা ফোড়ায়, অর্শে এবং কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে পুলটিস্ দেয় (Atkinson)। মাদ্রাজে ইহার পাতার কাথ উপদংশ রোগে (Syphilis) প্রয়োগ করে (Watt. ii. 132)। শিকড়ের ছাল স্নিগ্ধকর, পেটের ব্যথা নিবারক। ক্ষুধা বৃদ্ধিকর। ইহা ঘর্মনিবারক। ইহার পত্র ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক (Moodeen Sheriff)। ছোটনাগপুরের লোকেরা ইহার ছাল মদের সহিত দিয়া কলেরা রোগে প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)।

Fig.—Wight. lc. Pl. Ind. Ori. i. t. 173 ; Talbot. For. Fl. Bombay.

Ref. - F.B.I.i, 178 ; B.P.i, 226 ; Roxb.F.I.ii, 567; Prain, H.H. 173; H.S. 74.

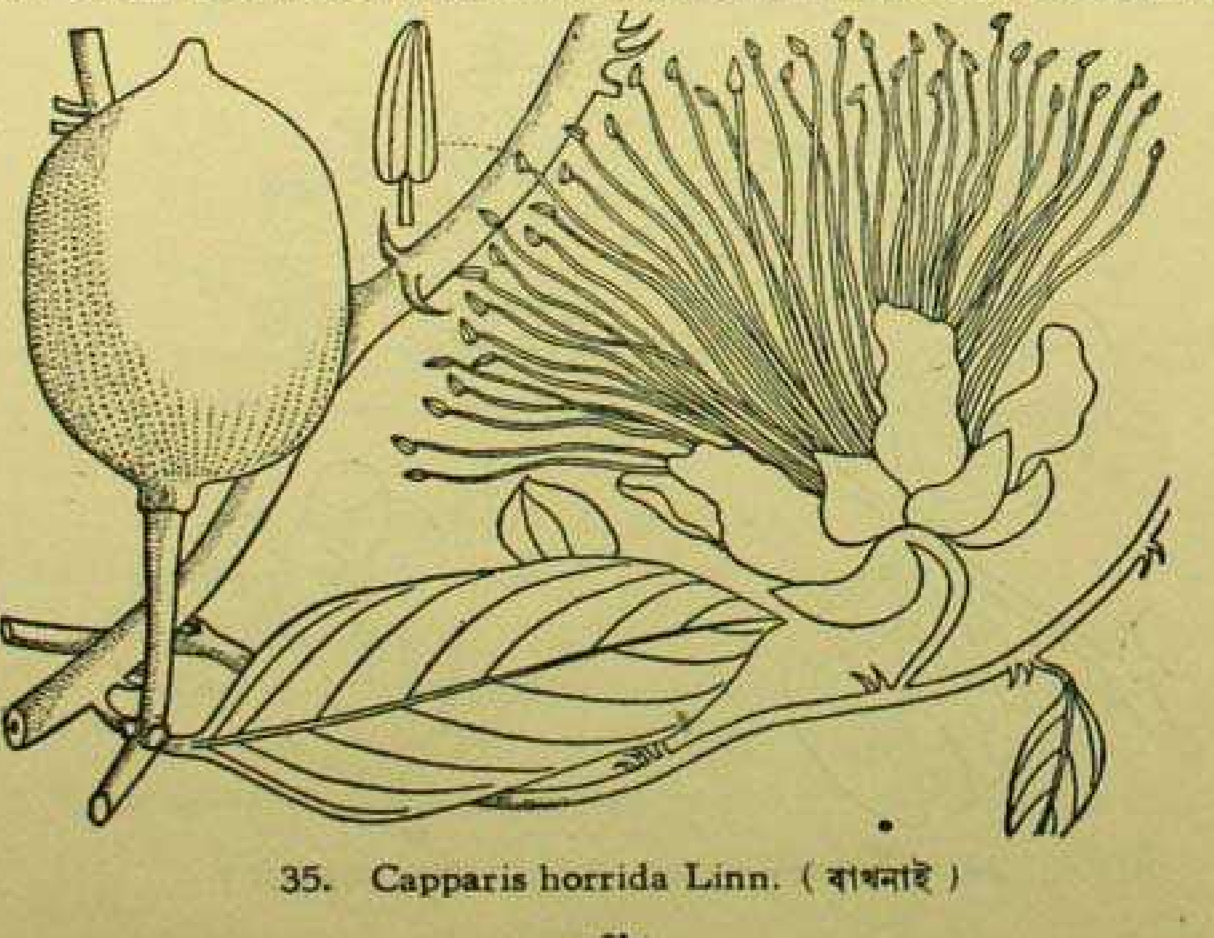

35. Capparis horrida Linn. (বাঘনাই)

36. C. zeylanica Linn. (কালকেরা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কালকেরা—বাংলা ; অউথুণ্ডি-কই—তামিল।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, কর্ণাট ও মালবার প্রদেশে ; হুগলী জেলার পশ্চিম অংশে এবং মেদিনীপুর জেলায়।

বর্ণনা ঃ—বহুশাখাবিশিষ্ট ও কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা ; ½-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত পাতার উপরদিক্ উজ্জ্বল। ফুল ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, এক একটি অথবা কখন একসঙ্গে ২-৩টি হয়। ফুলের নীচের পাপড়ি পীতাভ, পরে রক্তিমাভ হয়। গর্ভাশয় লম্বা, ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও মসৃণ। ফলের বীজ চক্রাকারে স্থাপিত। পাতা আকৃতিতে অনেকটা কদম পাতার ন্যায়। গ্রীষ্মকালে ফুল এবং বর্ষায় ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ত্রিদোষনাশক ও জ্বরের শান্তিকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূলের ছাল—স্নিগ্ধগুণ প্রকাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, শোথনাশক, তিক্তরস, পিত্ত-নিঃসারক। কলেরা রোগে পিত্ত নিঃসারকের কাজে সহায়তা করে।

পত্র ঃ—প্রদাহস্থানে অনুরূপ প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া (Counter-irritant) কার্যকরী হয়। এই কারণে ফোঁড়া, ফুলা এবং অর্শোরোগে পুল্‌টিস্ হিসাবে ব্যবহারে উপকার দর্শে।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t, 74 ; Talb. For. Fl. Bombay i, 54.
Ref.—F.B.I. i, 174 ; B.P. i, 226 ; Roxb. F.I. ii, 566, Prain. H.H. 173 ; H.S. 74 ; Dymock. i, 136.

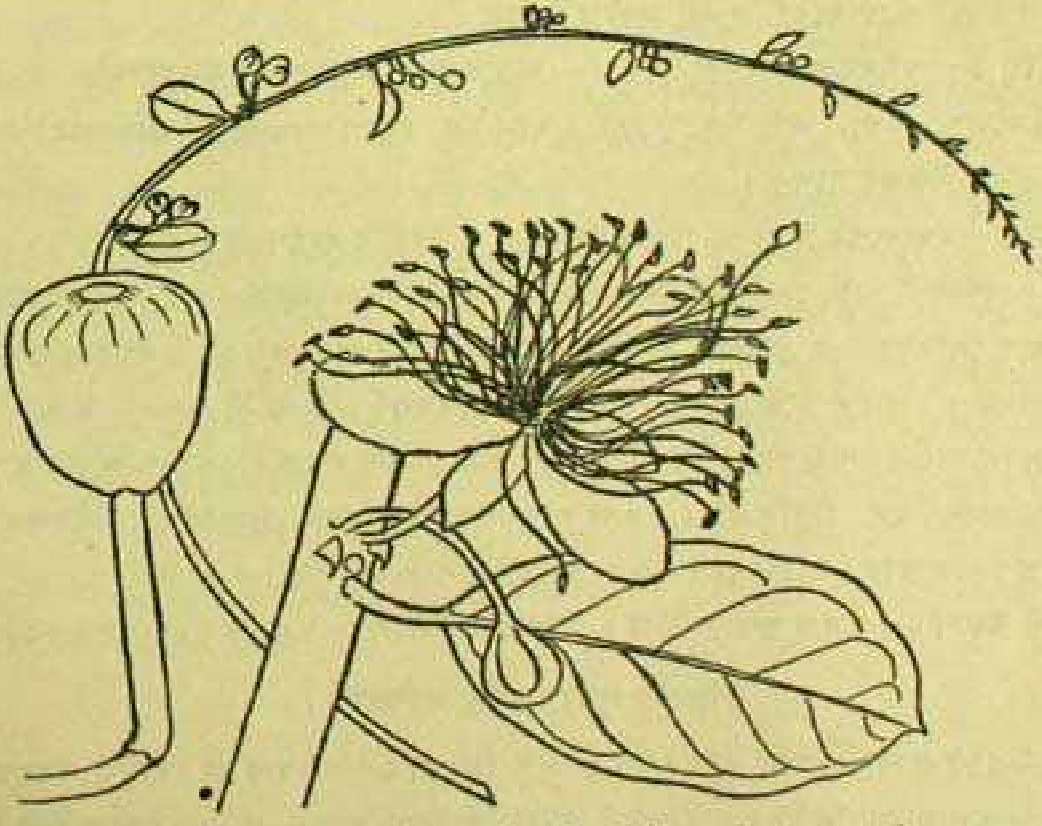

36. Capparis zeylanica Linn. (কালকেরা)

CENTRAL LIBRARY

Genus—CLEOME Linn.

37. C. viscosa Linn. (হুড়হুড়িয়া)

ভাষানুসারী নাম ঃ—সূর্য্যাবর্ত্ত, আদিত্যভক্তা—সংস্কৃত ; হুড়হুড়িয়া—বাংলা ; বনশল্তে কানফুটি, হুড়হুড়—হিন্দী ; হুড়হুড়িয়া, হুলহুল, কানফুটি—বোম্বে ; নহি—হুন্দমু, নাইভেলা —তামিল ; কুখাষাভালু, কুক্কাভমিন্টু—তেলেগু।

আদিত্যভক্তা বরদাঽর্কভক্তা সুবর্চলা সূর্য্যলতাঽর্ককান্তা।
মণ্ডূকপর্ণী সুরসম্ভবা চ সৌরিঃ সুতেজোঽর্কহিতা বরীষ্টা॥
মণ্ডূকী সপ্তনাম্নী সাদ্দেবী মার্ত্তণ্ডবল্লভা।
বিক্রান্তা ভাস্করেষ্টা চ ভবেদষ্টাদশাহ্বয়া॥
আদিত্যভক্তা শিশিরা সতিক্তা কটুস্তথোগ্রা কফহারিণী চ।
ত্বগ্দোষকণ্ডূব্রণকুষ্ঠভূত-গ্রহোগ্রশীতজ্বরনাশিনী চ॥
রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—আদিত্যভক্তা, বরদা, অর্কভক্তা, সুবর্চলা, সূর্য্যলতা, অর্ককান্তা, মণ্ডূকপর্ণী, সুরসম্ভবা, সৌরি, সুতেজা, অর্কহিতা, বরীষ্টা, মণ্ডূকী, সপ্তনামা, দেবী, মার্ত্তণ্ডবল্লভা, বিক্রান্তা ও ভাস্করেষ্টা—এই আঠারটি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—আদিত্যভক্তা—শীতবীর্য্য, অল্পতিক্ত, কটুরস, উগ্রগুণসম্পন্ন ও কফনাশক, চর্ম্মদোষ, কণ্ডূ, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভূতগ্রহ (মানসিক রোগ = mental disease) নাশক এবং প্রবল শীতজ্বর নাশক।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের মাঠে ও পতিত জমিতে ও সুরকীর স্তূপে দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—বর্ষজীবী গুল্ম, ১-৩ ফুট উচ্চ, কাণ্ড নরম। লোমযুক্ত। পত্র বৃন্তের সমান অথবা ক্ষুদ্র লোমযুক্ত ও চট্চটে, প্রত্যেক ডাঁটায় ৩টি পত্র আছে। পাতায় একপ্রকার গন্ধ আছে। ফুল ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। শুঁটী ২-৩½ ইঞ্চি, একেবারে সরল, গাত্রে লোম আছে। বীজ ক্ষুদ্র শুঁটীর মধ্যে থাকে। ইহার ডাঁটা ভাঙ্গিলে ঈষৎ রক্তিমবর্ণ রস নির্গত হয়। বীজ গাঢ় পীত কিম্বা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। বীজের স্বাদ প্রায় সরিষার ন্যায়। বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র গুল্ম ও বীজ। মাত্রা—পত্ররস ১-২ তোলা। মূলকল্ক-১-৪ আনা।

বৈদ্যকে সূর্য্যাবর্ত্তের ব্যবহার।

চরক ঃ—(১) প্রবাহিকায় সূর্য্যাবর্ত্তশাক—আমের পরিণতাবস্থায় যে রোগীর বহুকুন্থনে পিচ্ছিল ও অল্লাম্ল মল নির্গত হয় তাহাকে হুড়হুড়ের শুষ্কশাক দধি, দাড়িম রস ও তিল তৈল যোগে

সিদ্ধ করিয়া ভোজন করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (২) **শোথে** শাকার্থ সূর্য্যাবর্ত্ত—হড়হড়ে শাক শোথরোগীর শাকার্থ প্রশস্ত (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) **বাত-পিত্তানুগত শ্বাসে** সূর্য্যাবর্ত্ত—হড়হড়ের রসে দুগ্ধ, গব্যঘৃত এবং ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিয়া, শালিতণ্ডুলের অন্ন সেবন করিবে। ইহা বাতপিত্তানুগত শ্বাসরোগে হিতকর (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত :—কর্ণশূলে সূর্য্যাবর্ত্ত—হড়হড়ের পাতার রসে মধু, তিল তৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া বিন্দু বিন্দু কর্ণাভ্যন্তরে প্রদান করিলে কানকট্‌কটানি নিবৃত্তি পায় (কর্ণরোগ-চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **উরোগ্রহে** সূর্য্যাবর্ত্ত—হড়হড়ের পাতার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ হিঙ্গুযোগে পান করিবে। ইহা উরোগ্রহে হিতকারক (উরোগ্রহ-চিঃ)। (২) **বৃশ্চিকবিষে** সূর্য্যাবর্ত্ত—হড়হড়ের পাতা রগ্‌ড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছাকামড়ানির যন্ত্রণা নিবৃত্তি পায় (বিষ-চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—যোনিদাহে সূর্য্যাবর্ত্ত মূল—হড়হড়ের মূল চেলোনি জলে পিষিয়া চেলোনির সহিত পান করিলে যোনিদাহ নিবৃত্তি পায় (স্ত্রীরোগ-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাতার রস কর্ণে দিলে বধিরতা নষ্ট হয় (Rheede)। ইহার রস তৈলের সহিত পাক করিয়া কানে দিলে কানের পুঁজ আরাম হয় (Nadkarni)। হড়হড়ে পাতার প্রলেপ দিলে প্রলিপ্ত স্থান লালবর্ণ হয় এবং ফোস্কা উঠে (Dymock)। শিশুর পেট ফাঁপা ও অতিসারে ও ক্রিমি নির্গত করিবার জন্য ইহার বীজ সেব্য। ইহার বীজের কাথ কীটঘ্ন ও দুরারোগ্য ক্ষতের পক্ষে হিতকর।

মন্তব্য :—সুশ্রুত বীরতর্বাদিগণে ও বাতসংশমনবর্গে বসির (সূর্য্যাবর্ত্ত) পাঠ করিয়াছেন। হড়হড়ে দুই জাতীয়। দুই জাতীয় গাছই দেখিতে অনেকটা একপ্রকার এবং দুর্গন্ধযুক্ত। এক জাতীয়—পীতপুষ্প এবং অন্য জাতীয়—শ্বেতপুষ্প। তন্মধ্যে শ্বেতপুষ্প জাতীয়ের দুর্গন্ধ কম। পীতপুষ্প অল্প লোমশ। বাংলাদেশে দুইজাতীয় হড়হড়েই পাওয়া যায়। দুই জাতীয়ের গুণ একপ্রকার। তবে পীতপুষ্প জাতীয় হড়হড়ে অধিক গুণ-সম্পন্ন এবং অধিক ফলপ্রদ বলিয়া Watt মহোদয় মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে হড়হড়ের বীজ কেঁচো-ক্রিমি নির্গত করার জন্য ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন। বালকদের পক্ষে মাত্রা ৩ রতি হইতে দুই আনা। পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ১৫ রতি হইতে তিন আনা মাত্রায় দিনে দুইবার সেব্য। দুইদিন উপর্য্যুপরি এই নিয়মে ব্যবহার করিয়া তৃতীয় দিনে প্রাতে এরণ্ড তৈলের বিরেচন লওয়া বিধি। ইহা রসায়ন, যকৃত, প্লীহা এবং গর্মিরোগে (Syphilis) উপকারী। পাতার রস জল না মিশাইয়া কানের মধ্যে প্রয়োগের বিধি আছে।

Fig.—Wight, I. c. t. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 69.

.১১

Ref.—F.B.I. i, 170 ; B. P. i, 225; Roxb. F.I, iii, 128; Watt, ii, pt. 21, 370.

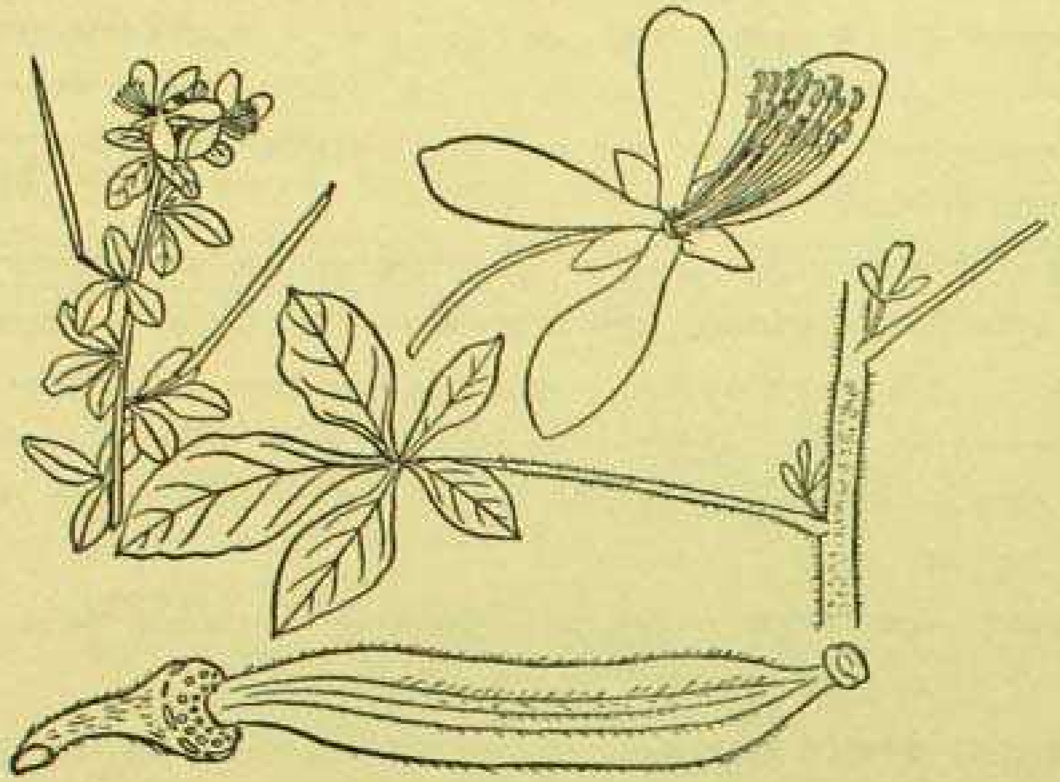

37. Cleome Viscosa Linn. (হুড্‌হুড়িয়া)

Genus—CR TA EVA Linn.

38. C. religiosa Forst. (বরুণ বৃক্ষ))

ভাষানুসারী নাম ঃ—বরুণ, অশ্মরীঘ্ন—সংস্কৃত ; বরুন, তিক্তশাক—বাংলা ; বর্‌ণা, বরুণ, বিলাসি, বিলা, বিলিয়ানা—হিন্দি ; কুম্‌লা, কর্‌ভন্—বোম্বে ; মরলিঙ্গম, মর্‌ভিঙ্গিল—নর্‌ভল—তামিল ; উসিয়া, উসিকি—তেলেগু।

বরুণঃ শ্বেতপুষ্পশ্চ তিক্তশাকঃ কুমারকঃ।
শ্বেতদ্রুমঃ সাধুবৃক্ষঃ তমালো মারুতাপহঃ॥
বরুণঃ কটুরুষ্ণশ্চ রক্তদোষহরঃ পরঃ।
শীর্ষবাতহরঃ স্নিগ্ধো দীপ্যো বিদ্রধিবাতজিৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—বরুণ, শ্বেতপুষ্প, তিক্তশাক, কুমারক, শ্বেতক্রম, সাধুবৃক্ষ, তমাল, মারুতাপহ,—এইগুলি ইহার নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—বরুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য, রক্তদোষনাশক, শীর্ষবায়ুনাশক, স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন অগ্ন্যুদ্দীপক, বিদ্রধি এবং বায়ুরোগ নাশক।

জন্মস্থান ঃ—মালাবার, কানাড়া (কর্ণাট), বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা।

বর্ণনা ঃ—ছাল, ধূসরবর্ণ, স্বাদ তিক্ত। পত্র ৩-৬ ভাগে বিভক্ত। বিভক্ত পত্র লম্বা, বর্শাকৃতি, মসৃণ, পাতার উপরিভাগ গাঢ় সবুজ, নিম্নভাগের রং ফিকে ; পত্র ৮ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতা রগড়াইলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়। স্বাদ তিক্ত ও কির কির করে। ফুল বেগুনে রং এর ২-৩ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি। বীজ অনেক থাকে। আকৃতিতে ইহার পত্র বিল্ব পত্রের মত ত্রিপত্র বিশিষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্র ও ছাল।

বৈদ্যকে বরুণের ব্যবহার।

চরক ঃ—অর্শে বরুণপত্র—রোগী অর্শের বেদনায় পীড়িত হইলে তাহাকে তিলতৈল মাখাইয়া বরুণপত্রের কাথে অবগাহন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত ঃ—(১) বিষসংসৃষ্ট **অঞ্জনদোষে** বরুণত্বক্—বিষদুষ্ট অঞ্জন ব্যবহার করিলে অন্ধত্ব জন্মিতে পারে। ইহার প্রতীকারার্থ বরুণত্বকের রস দ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন দিবে (কঃ ১ অঃ)। (২) **পুতনাপ্রতিষেধার্থ (পেঁয়ে পাওয়া)** বরুণত্বক্—পুতনাগ্রহাভিভূত শিশুকে ঈষদুষ্ণ বরুণত্বকের কাথে স্নান করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—(১) অশ্মরীরোগে বরুণত্বক্ ঃ—বরুণত্বকের কাথে বরুণমূলত্বকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে (অশ্মরীচিঃ)। ইহা সঞ্চিত অশ্মরীর (পাথুরীর) ভেদক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। (২) **গণ্ডমালায়** বরুণমূলত্বক্—বরুণমূলত্বকের কাথ, প্রচুর মধুসহ একবারমাত্র পান করিলেই বহুকালের গণ্ডমালা অচিরে প্রশমিত হয় (গণ্ডমাল চিঃ)। (৩) **বিদ্রধিরোগে** বরুণমূলত্বক—শ্বেতপুনর্ণবা মূল এবং বরুণমূলের ত্বক সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ পান করিলে অপক্ব বিদ্রধি জয় করা যায় (বিদ্রধি চিঃ)। শরীরাভ্যন্তরে যে কোন স্থানে জাত ফোড়াকে বিদ্রধি বলে। লিভার এ্যাবসেসও একপ্রকার বিদ্রধি। (৪) ব্যঙ্গে বরুণত্বক ঃ—ছাগী দুগ্ধে উত্তম রূপে পিষ্ট বরুণত্বকের প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ (মেচেতা) বিনষ্ট হয় (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ ঃ—বাতজবেদনায় বরুণত্বক্—ধান্যাম্লে (কাঞ্জিভেদ) সজিনা ও বরুণছাল পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে বায়ুজন্য বেদনা অবশ্য প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২ ভাঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—কাথে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, পিত্তনিবারক ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া নিবারক। ছালের কাথ গুড়ের সহিত ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ গোক্ষুর (Tribulus terrestris) ও আদার কাথে যবক্ষার ও মধু প্রয়োগে পানীয় কাথ প্রস্তুত হয়। বরুণছালের গুড়া পাকযন্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও গর্ভাশয়ের রোগ নিবারক (চক্রদত্ত)। ইহার পাতা পায়ের তলা জ্বালা ও ফুলা নিবারণ করে। পাতার রস বাতবেদনা,

নিবারণ করে। মাত্রা ।।॰ আনা—১ তোলা ঘৃতের সহিত ব্যবহার্য। ছাল ও পাতা গুঁড়া করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া সেক (foment) দিলে বাত আরাম হয়। বরুণের ছাল হইতে বরুণাদ্য ঘৃত ও বরুণাদ্য তৈল প্রস্তুত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপর্যায় :—

ত্বক—শৈত্যগুণসম্পন্ন, অগ্ন্যুদ্দীপক, বিবন্ধনাশক,প্রস্রাবকারক, জ্বরঘ্ন, রসায়ন এবং অশ্মরী রোগে হিতকর এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় হিতকর। সর্পদংশন জন্য বিষে ব্যবহৃত হয়।

টাট্‌কা পাতা ও মূলের ছাল :—চর্মে লাল প্রদাহ সৃষ্টি করিয়া পরে ফোস্কা উৎপন্ন করে।

মন্তব্য :—চরক ত্রিমর্মীয় চিকিৎসায় বা মধ্যম মার্গরোগে (mesodermic diseases) অর্থাৎ বস্তি, হৃদয় জ্ঞানেন্দ্রিয়গত রোগ চিকিৎসায় বরুণের উল্লেখ করিয়াছেন। পৃথক ব্যবহার দেখা যায় না।

সুশ্রুতসংহিতা, বাগ্‌ভট (অষ্টাঙ্গ হৃদয় ও মূলগ্রন্থ) **সংহিতায়** অশ্মরী রোগে ও বিদ্রধিতে (দুষ্ট ব্রণ) বরুণাদিগণের ব্যবহার করিয়াছেন।

বৃন্দকৃত (সিদ্ধযোগ) গ্রন্থ এবং চক্রদত্ত অশ্মরী ও বিদ্রধিতে বরুণের ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রাম্য ব্যবহারে গবাদি পশুর ক্ষতে ক্রিমি জন্মিলে বরুণ পাতার ব্যবহারে ক্রিমি নাশ করে। ইহা গ্রাম্য 'মাষ্টার্ড্' বলিয়া ডাক্তার মুদেন শেরিফ বলেন—বিদেশী মাষ্টার্ড (mustard)চূর্ণ অপেক্ষা ইহার পাতা অধিক গুণসম্পন্ন। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে তাজা পাতা বাটিয়া প্রলেপে ফোস্কা সারিয়া যায়। প্রাচীন কবিরাজগণ বরুণের ক্বাথ প্রয়োগ করিবার পূর্বে জিহ্বায় ঘৃত প্রলিপ্ত করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন।

Fig.—Rheede, Hort, Mal, iii, t. 42 ; Kirtikar & Basu, Ind.Med. Pl.t,. 71.

Ref.—F.B. I, i, 172 ; B. P. i, 227 ; Roxb. F I. ii, 571 ; Prain, H.H. 274 ; H. S. 75 ; Watt. Vol. II. Pt. II, 583.

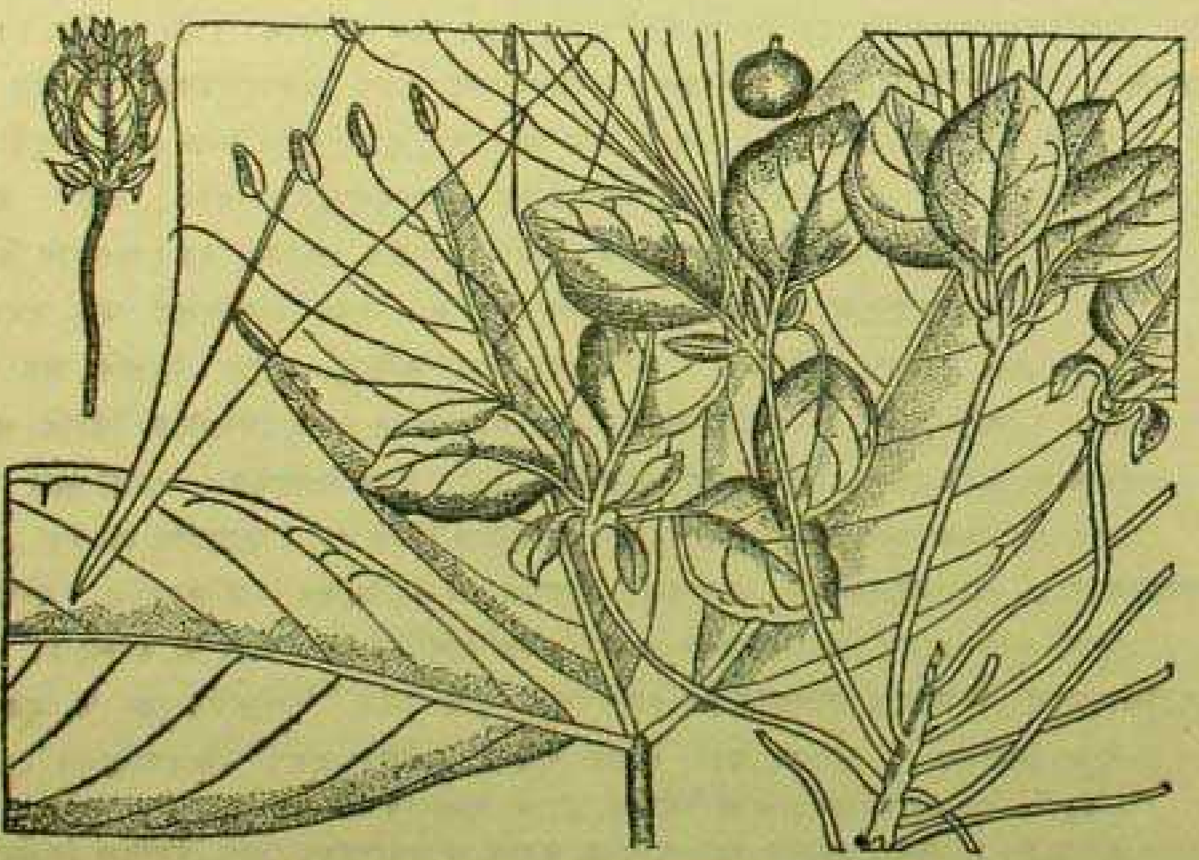

38. Crataeva religiosa Forst. (বরুণ বৃক্ষ)

Genus – GYNANDROPSIS DC.

39. G. pentaphylla DC. (শ্বেত হুড়হুড়িয়া)

ভাষানুসারী নাম ঃ—ব্রহ্মসুবর্চ্চলা—সংস্কৃত ; সাদা হুড়হুড়িয়া—বাংলা ; তাইভেল, ভেলাই—তামিল ; হুলহুল—হিন্দি ; ভামিন্টা, ভেলাকুরা—তেলেগু।

ব্রহ্মসুবর্চ্চলা তিক্তা কষায়োষ্ণা সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ।
নিহন্তি কফপিত্তাস্র-শ্বাসকাসারুচিজ্বরান্।
বিস্ফোটকুষ্ঠমেহাস্র-যোনিরুক্ ক্রিমিপাণ্ডুতাঃ॥
ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—ব্রহ্মসুবর্চ্চলা।

গুণপর্য্যায় ঃ—ইহা তিক্ত কষায় রস, উষ্ণবীর্য, সারক, রুক্ষ, লঘুপাক, বিপাকে কটুরস। কফ রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি এবং জ্বর নাশক। বিস্ফোট, কুষ্ঠ, মেহ, রক্তপ্রদর, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ প্রশমক।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে প্রচুর দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী ও ২৪ পরগণা।

বর্ণনা ঃ—পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ বিভক্ত। একটি পত্রদণ্ডে ৫টি পত্র থাকে। ফুল সাদা, কিম্বা ঈষৎ লাল বা বেগুনে। পুংপুষ্প লম্বা ও বেগুনে। ফল ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ভিতরে দুইটি ঘর আছে। বীজের রং কৃষ্ণবর্ণ। হরিদ্রাবর্ণের হুড়হুড়িয়ার ন্যায় ইহা সচরাচর দেখা যায় না। বর্ষা শেষ হইলে শরৎকালের প্রারম্ভে পতিত জমিতে ও তৃণময় উর্বরা ভূমিতে ব বাগানের ধারে ২-১ টি গাছ দেখা যায়। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পান্নারোড ষ্টেশনের নিকটে অনেক শ্বেত হুড়হুড়িয়া দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে ঢাকা অঞ্চলেই ইহা প্রায় দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র গুল্ম ও বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার পাতার রস খাইবার চামচের ½ চামচ দিলে বিকারের রোগীর খেঁচুনি কমিয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের লোকে ইহার পাতা কাটিয়া ফোড়ায় দেয়, ইহাতে ফোড়ায় পুঁজ হইতে পারে না, ফোড়া বসিয়া যায়। পাতা ছেঁচিয়া শরীরের কোনস্থানে দিলে ফোস্কা হয় (Voigt)। এই গাছের অপরাপর গুণ হুড়হুড়ের ন্যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

মূল ও ছালের কাথ—জ্বরে ব্যবহার্য

পাতা—বাতে প্রলেপে প্রদাহজনক হয় এবং ফোস্কা পড়ে।

পাতার রস—কর্ণ বেদনায় উপকারী।

বীজ—ক্রিমিনাশক, প্রলেপে প্রদাহজনক।

গাছ—কাঁকড়া বিছার বিষ ও সর্প বিষে উপকারী।

Fig.—Rheede. Hort. Mal. ix, t, 34 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t., 70 B.

Ref.—F. B. I. i, 171 ; B. P. i, 225 ; Roxb. F. I. iii, 126 ; Watt, ii, pt. ii, 370 ; Prain, H. H. 173 ; H. S. 73.

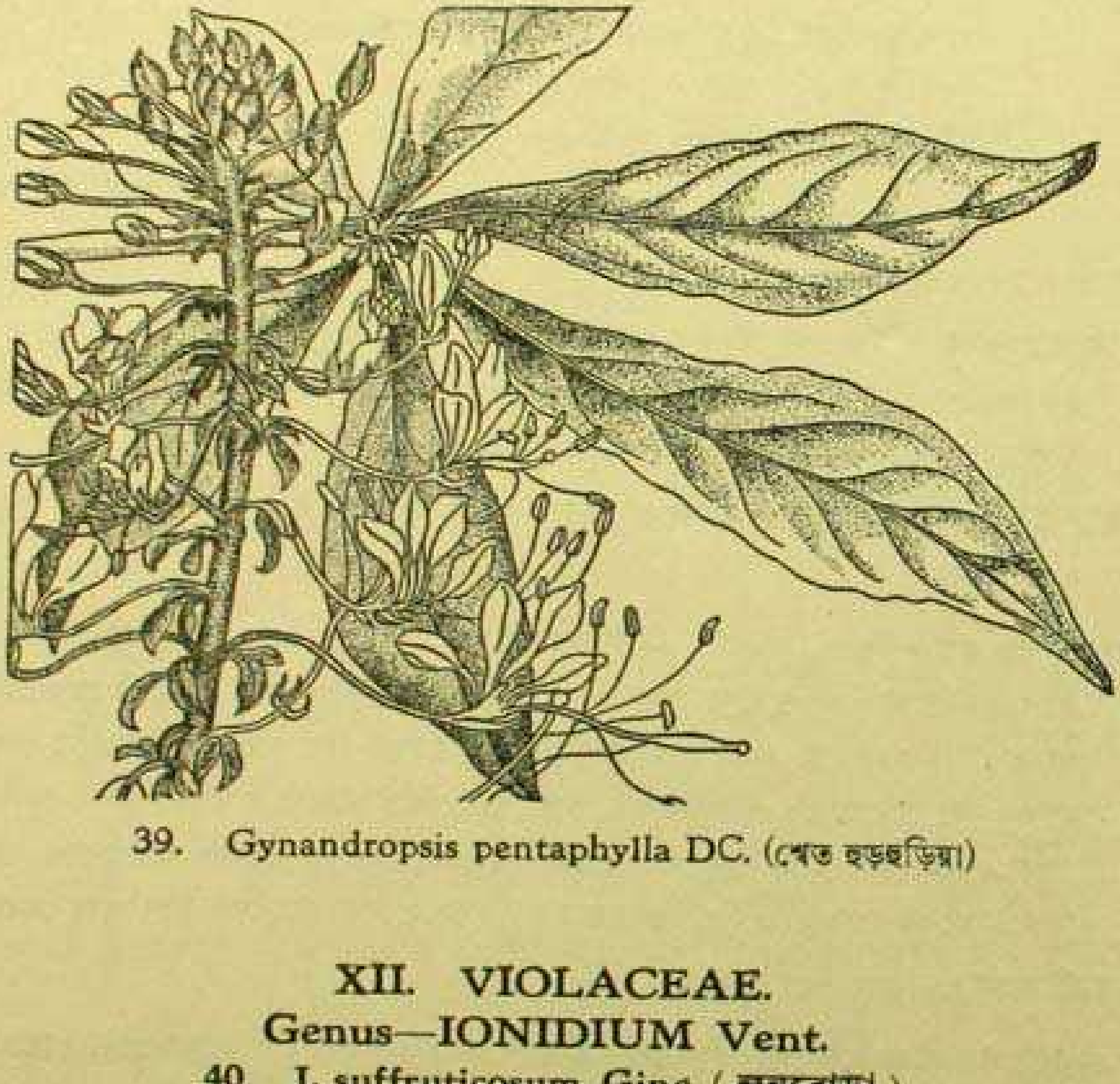

39. Gynandropsis pentaphylla DC. (শ্বেত হড়হড়িয়া)

XII. VIOLACEAE.

Genus—IONIDIUM Vent.

40. I. suffruticosum. Ging. (হুনবোড়া)

ভাষানুসারী নাম ঃ—চারাটী—সংস্কৃত ; হুনবোড়া—বাংলা ; রতন-পুরুষ—হিন্দি ; ওরিলাইট-টমরই, ওরিলায়া মারায়—তামিল ; পুরুষ-রত্নম্, নীল-কোবরি, সূর্য্যকান্তি—তেলেগু ; বীর-সূর্য্যমুখী—সাঁওতাল।

জন্মস্থান ঃ—ভারতের বুন্দেলখণ্ড ; বঙ্গদেশের সর্বত্র তৃণময় ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্। পত্র ডাঁটায় জোড়া জোড়া হয়, কখন কখন একটির পর আর একটি হয়। ফুল গোলাকার, লালবর্ণ কিংবা বেগুনে। ফুলের পাপড়ি ৫টি। গর্ভকেশর ঈষৎ বক্র। ফলে ৩টি ঘর বা পরদা আছে। বীজ বর্ত্তুলাকার।

ব্যবহার্য অংশঃ—শিকড়, পত্র ও কাণ্ড।

মূলপ্রান্তাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—বালকদিগের পাকযন্ত্রের পীড়ায় সাঁওতালেরা ইহার শিকড় ব্যবহার করে (Campbell)। ইহার ক্বাথ বায়ু, পিত্ত ও কফের শান্তিকর, মেহরোগ নিবারক এবং মূত্রযন্ত্রের দোষনাশক (Mooden Sheriff)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

গাছ—রসায়ন, প্রস্রাবকারক।

* পাতা ও কচি ডগা—স্নিগ্ধ কর।

মূল—বালকদিগের পেটের পীড়ায় উপকারী।

ফল—কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

মন্তব্যঃ—Anislie মহোদয়ের মতে ইহা দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত বনৌষধি—সংস্কৃত নাম 'চারাটি'।* শরীর স্নিগ্ধকারক ঔষধরূপে ইহার ব্যবহার বেশী। গণোরিয়া বা দূষিত-প্রমেহ রোগে ব্যবহৃত হয়। পত্র পিষিয়া তিলতৈল সহ মিশাইয়া মাথায় বাহ্য প্রলেপ (liniment) মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা আনে। মূলের ক্বাথ প্রমেহ রোগে দক্ষিণ ভারতের বেলগাঁও অঞ্চলে প্রচলিত।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind Med, Pl. t. 8; Wight. Ill. Ind. Bot. i t. 19; Wight, Pl. Ind, Orient. i t. 380;

Ref.—F.B.I. i. 185; B.P. i., 228; Prain, H. H., 174; H. S. 77.

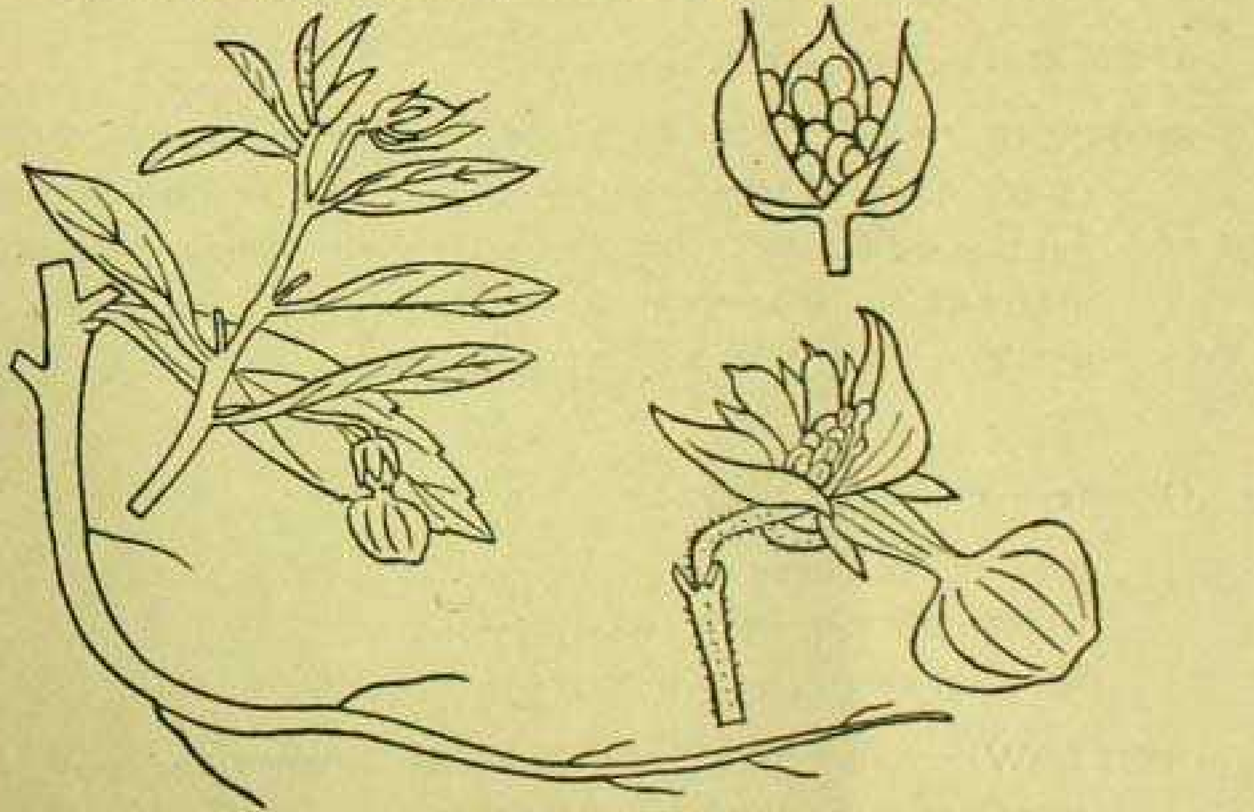

40. Ionidium suffruticosum Ging. (হুনবোড়া)

---

*বাগ্‌ভটের উত্তরতন্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ও ৩৬ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। চক্রদত্তের উন্মাদ রোগে মহাপৈশাচঘৃতে ইহার ব্যবহার বলা হইয়াছে।

XIII. BIXINEAE.

Genus—BIXA Linn.

41. B. orellana Linn. (লট্‌কন্‌)

ভাষানুসারী নাম ঃ—লট্‌কন্‌, লটথন্‌—বাংলা ; লট্‌কন্‌—হিন্দী ; কিস্‌রি, কেস্‌রি, কেশুরি—বোম্বাই ; জাফ্‌রা চেট্টু—তেলেগু ; জাফ্‌রন-নরম্‌—তামিল।

জন্মস্থান ঃ—আদিম বাসস্থান আমেরিকা। বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়, কখন কখন জঙ্গলে জন্মে।

বর্ণনা ঃ—ইহা আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ ; ব্রেজিলে বহু পরিমাণে জন্মে। পাতার শিরাগুলি বক্র। পাতার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তার কম, দেখিতে লম্বা পাতার ন্যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ ও লালবর্ণ। ফুলের পাপড়ি ৫টি, বহুসংখ্যক পুংকেশর আছে। গর্ভাশয় একপরদা বা ঘর বিশিষ্ট। গর্ভকেশর লম্বা ও বক্র। ফলের পর্দা দুটি ; বীজ অনেক আছে। ফল দেখিতে নাটা বা ঝিনুকের মত, ফলের গায়ে কাঁটা আছে। লট্‌কন গাছ দ্বিবিধ, একটির ফুল গাঢ় লালবর্ণ, অপরটি সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—শিকড়, বীজ ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার কাথ কামলারোগে হিতকর। ইহার বীজের গায়ে যে গুঁড়া থাকে, ইহা উত্তেজক ও ভেদক (Roxb)। লট্‌কনের বীজ ও শিকড় উত্তেজক ইহা রং-এর জন্য চাষ হয়। বীজ মেহরোগে হিতকর। শিকড়ের ছাল, অবিরাম জ্বর, সবিরাম জ্বর ও বীজ কম্পজ্বর নাশক। লট্‌কনে কাপড় রং করিয়া ব্যবহার করিলে মশক দংশন করে না বলিয়া কথিত আছে (Dymock).।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফল—কষায়রস, বিরেচক।
শিকড়ের ছাল—জ্বরঘ্ন ও অবিরাম জ্বরনাশক।
বীজ—হৃদ্য, কষায়রস, জ্বর ও প্রমেহনাশক।

মন্তব্য ঃ—Watt মহোদয় ইহার মৃদু বিরেচক গুণ এবং আমাশয় (Dysentery) এবং মূত্র যন্ত্রের পীড়ায় হিতকর বলিয়াছেন। ইহা কষায়রস ও জ্বরঘ্ন (Linlay)।

Fig.—Rumph. Herb. Amb. ii. 19 ; Bot. Mag. xxxv. t. 1456 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 83.

Ref.--F. B. I. i. 190 ; B. P. i. 230 ; Roxb. F. I. ii. 581 ; Watt. Pt. ii, 454.

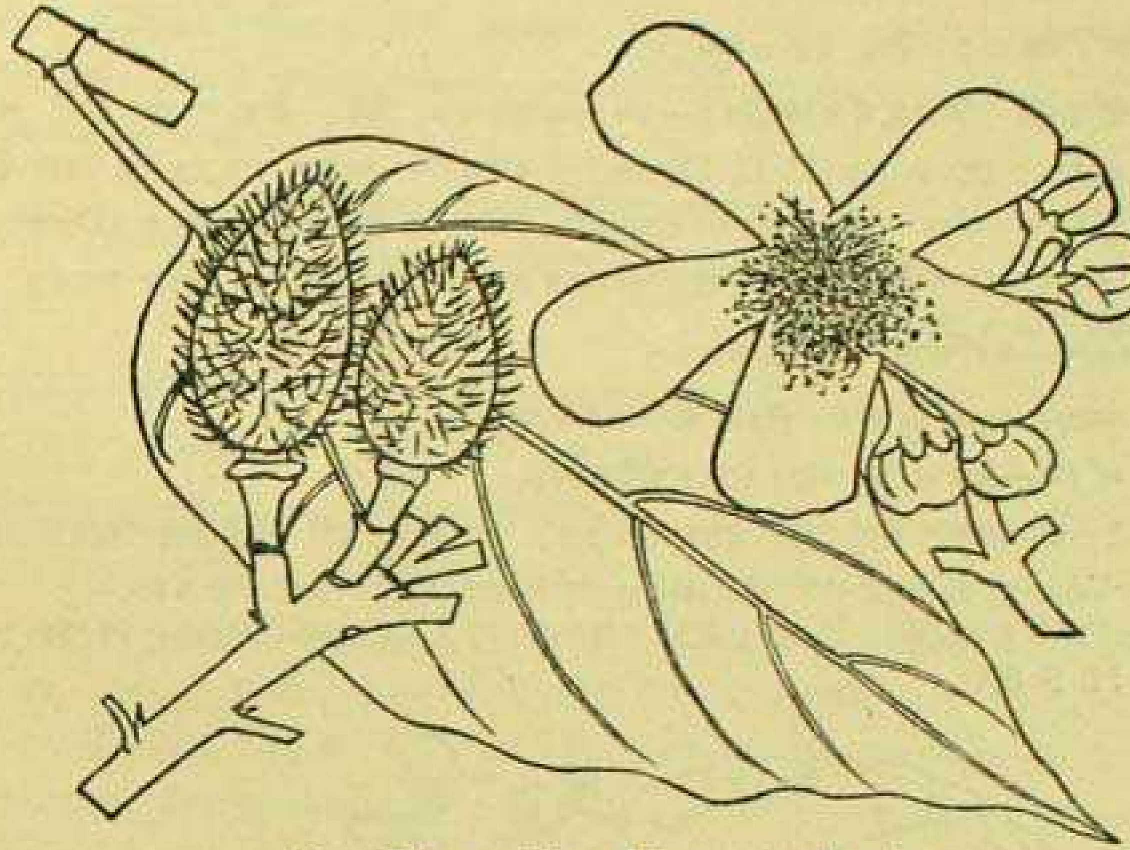

41. Bixa orellana Linn. (লটকন্)

Genus—FLACOURTIA Comm.

42. F. indica (Burn. f) Merr. (বৈঁচ)

ভাষানুসারী নাম ঃ—স্বাদুকণ্টক—সংস্কৃত ; বৈঁচ, বৈঁইচি—বাংলা ; কট্টার, কণ্ট্রি, বঞ্জ—হিন্দি ; বেঁচ, বঁইচিগাছ—গৌড় ; নক্ক-নবেগু, কন্রুবেগু, পম্ম-কনক্ক—তেলেগু ; ভেকল, পহর্, তম্বট্, কৈকুন—বোম্বাই ; হলমাইকা—কর্ণাট ; বগচ্কুড়ি—উৎকল ; কুকোয়া—পাঞ্জাব ; কণ্ঠাই—দাক্ষিণাত্য।

জন্মস্থান ঃ—বিহার, ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, হুগলী, হাওড়ার সাধারণ জঙ্গল।

বর্ণনা ঃ—ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পত্র নরম, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে পাতা পড়িয়া যায়। এপ্রিল ও মে মাসে নূতন পাতা জন্মে। মার্চ মাসে ফুল ও এপ্রিল মে মাসে ফল হয়। এই গাছ বনজঙ্গলে প্রচুর দেখা যায়। বল্কল ঈষৎ শ্বেত ও ধূসর বর্ণ। গাছে লম্বা ও ছোট কাঁটা জন্মে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় কিছু কম ; ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, শিরাগুলি ডাঁটা হইতে দুইদিকে বিস্তৃত, পাতার কিনারা করাতের দাঁতের

স্থায়, ফুল ছোট। ফল গোলাকার, ব্যাস ½ ইঞ্চি। ফল লাল কিম্বা পাংশুবর্ণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। বীজ ৪-৬টি থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল হজমিকারক, মিষ্ট। ইহা কামলারোগী ও প্লীহা রোগীকে দেওয়া যায় (U. C. Dutta.)। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রসবের পর ইহার বীজ ও হরিদ্রার গুঁড়া একত্র বাটিয়া বাতের কষ্ট নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার বল্কল বাটিয়া গায়ে মাখিলে অবিরাম জ্বর আরাম হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—কমলা ও বর্দ্ধিত প্লীহায় উপকারী।

শাঁস—অন্যান্য উপাদানে কলেরায় উপকারী।

মন্তব্য :—বাংলাদেশে ইহা 'বুঁজ' নামে পরিচিত। পাকিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খায়।

Fig.—Wight. I. C. t. 85 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. 84b.

Ref.—F. B. I. i. 193 ; B. P. i. 231 ; Roxb. F. I. iii, 835 ; Prain, H. H. 174 ; H. S. 83.

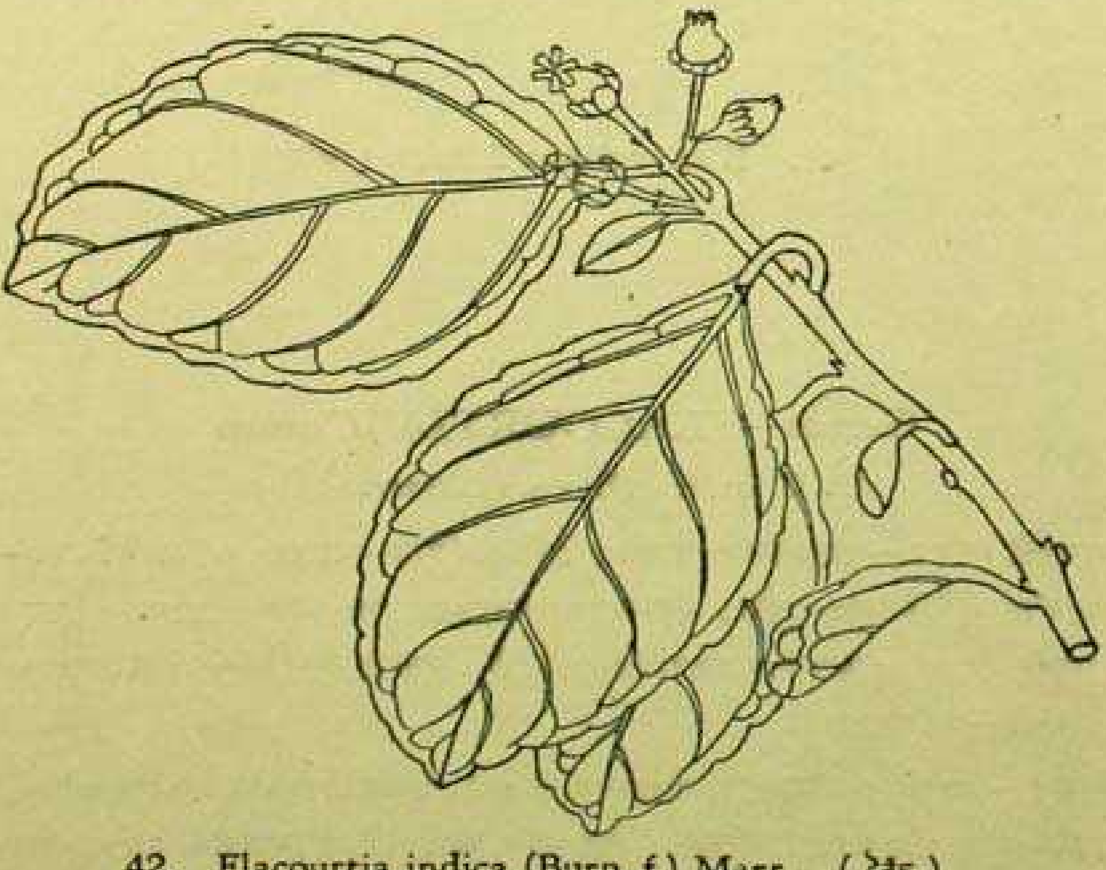

42. Flacourtia indica (Burn. f.) Merr. (বৈঁচ)

CENTRAL LIBRARY

43. F. jangomas (Lour) Raeusch. (পানিয়ালা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—তালিশ, প্রাচীনামলক—সংস্কৃত ; পানিয়ালা, তালিশপত্রী—বাংলা ; পানিআম্‌লক, তালিশপত্রী—হিন্দী ; তালিশপত্রী—তামিল ; তালিশপত্রী—তেলেগু ; জারনব—আরব।

প্রাচীনামলকং লোকেপানীয়ামলকং স্মৃতম্।
প্রাচীনামলকং দোষ-ত্রয়ঘ্নিরঘাতি চ॥

ভাবপ্রকাশঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—প্রাচীনামলককে লোকে পানিয়ামলক বলিয়া বর্ণনা করে।

গুণপর্যায় ঃ—প্রাচীনামলক—ত্রিদোষনাশক ও জ্বরঘ্ন।

জন্মস্থান ঃ—উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম।

বর্ণনা ঃ—মাঝারি উদ্ভিদ। বোটানিক গার্ডেনে যে গাছটি আছে উহা প্রায় ১৫-১৬ ফুট উচ্চ। কাণ্ডে অসংখ্য কাঁটা আছে। গাছের ছাল ধূসর বর্ণ, মসৃণ; গাছে বিস্তর ডালপালা হয়। গুঁড়ির নিকটস্থ ভাগে কাঁটা আছে। উপরের ভাগে প্রায় কাঁটা নাই। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃতি ১-১½ ইঞ্চি। বোঁটা ছোট ⅛-⅙ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। অগ্রভাগ লম্বা সরু, কিনারা করাতের ন্যায় ; সবুজবর্ণ। ফল কুলের ন্যায় বেগুনে ; বীজ ৮-১২টি দেখা যায়। ফল খাইতে মিষ্ট। ফুল জুলাই-আগষ্ট মাসে ও ফল অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, ডাল, ছাল ও ফল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ফল পিত্তদমনকারী ও ভেদ নিবারক (Dymock)। ইহার পত্র উদরাময় নিবারণে ব্যবহৃত হয় (Watt)। শুষ্কপত্র হাঁপানী, ক্ষয়রোগ ও সর্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার টাট্‌কা পত্রের রস এবং কচি শাখার অগ্রভাগ বালকদিগের জ্বরে বিশেষ হিতকর। (মাত্রা স্তনদুগ্ধের সহিত ৫-১০ ফোঁটা) বঙ্গদেশে প্রসবের পর বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ছালের রস স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর (Nadkarni)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

ফল—পিত্তবিকৃতি ও যকৃতের বেদনায় উপকারী।

পাতা—অতিসার নাশক, ঘর্মকারক।

ছালের কাথ—পিত্ত বিকৃতিতে উপকারী।

মন্তব্য ঃ—বাংলাদেশে আয়ুর্বেদে এই তালিশপত্র ব্যবহৃত হয় না। উহা এই পুস্তকের 564নং বনৌষধিতে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। তবে নিঘণ্টুকার ইহা অজীর্ণনাশক, বিষক্রিয়ানাশক, জীর্ণকারক এবং পিপাসানাশক বলিয়াছেন। ইহা ত্রিদোষনাশক হইলেও প্রধানতঃ বায়ুপিত্ত প্রশমন করে। ইউনানি মতে ইহার পত্র ও বৃক্ষত্বক ঈষৎ অম্লস্বাদ। অতিসারে, অর্শরোগে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্বলতায়,

দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাবে, দাঁতের যন্ত্রণায়, অজীর্ণ রোগে এবং অতিসার রোধের পক্ষে উপকারী। ইহার ছালের কাথ স্বরভেদে প্রয়োগ করা হয়। ইহার ফল পিত্তজবিকারে ফলদায়ক বলিয়া Dymock বর্ণনা করিয়াছেন (Watt)।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. pl. t. 84 a ; Rheede, Hort. Mal. v.t. 38.
Ref.—F. B. I. i. 193, B. P. i. 231 ; Roxb. F. I. iii, 834 ; Prain, H. H. 172

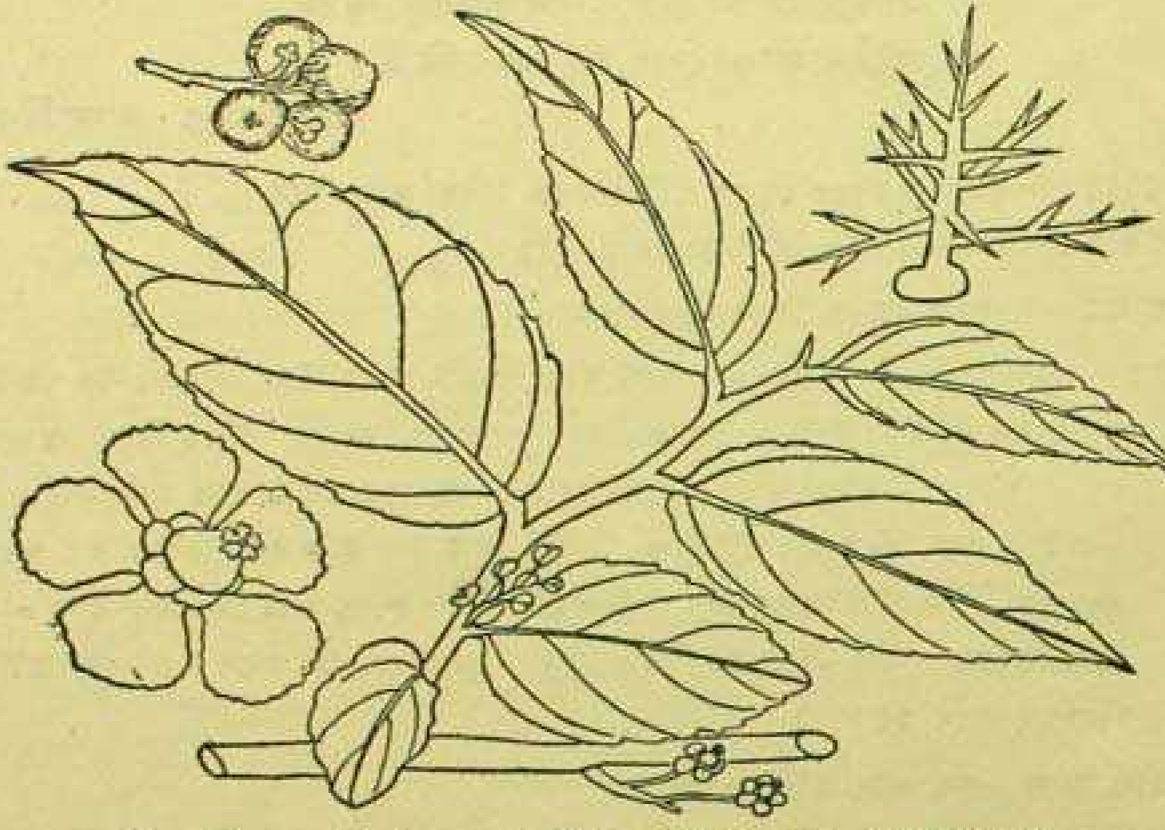

43. Flacourtia jangomas (Lour) Raeusch. (পানিয়ালা)

44. F. sepiaria Roxb. (বৈঁচ)

ভাষানুসারী নাম :—বিকঙ্কত—সংস্কৃত ; বৈঁচ—বাংলা ; কন্দাই—হিন্দি ; তম্বট্-এট্টানা—বোম্বাই ; কঞ্জম্, কান্‌রেগু—তেলেগু ; বৈঁচ—মধ্যপ্রদেশ ; খটাই, শেরওয়ানী—পাঞ্জাব।

বিকঙ্কতো ব্যাঘ্রপাদো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
কণ্ঠপাদো বহুফলো গোপঘোণ্টা স্রুবদ্রুমঃ॥
মৃদুফলো দন্তকাষ্ঠো যজ্ঞীয়ো ব্রহ্মপাদপঃ।
পিণ্ডরোহিণকঃ পুতঃ কিঙ্কিনী চ ত্রিপঞ্চধা॥
বিকঙ্কতোঽম্লমধুরঃ পাকেঽতিমধুরো লঘুঃ।
দীপনঃ কামলাস্রহরঃ পাচনঃ পিত্তনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বিকঙ্কত, ব্যাঘ্রপাদ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, কণ্ঠপাদ, বহুফল, গোপঘোণ্টা, স্রুবদ্রুম, মৃদুফল, দন্তকাষ্ঠ, যজ্ঞীয়, ব্রহ্মপাদপ, পিণ্ডরোহিণক, পূত এবং কিঙ্কিনী—এই পনেরোটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—বিকঙ্কত—অম্লমধুর রস, পাকিলে অতি মধুর রস, লঘুপাক, অগ্ন্যুদ্দীপক পাচক। কামলা নাশক এবং রক্তরোধক, পাচক ও পিত্তনাশক।

জন্মস্থান :—মধ্য ও পূর্ব বাংলায় সচরাচর জন্মে। সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে।

বর্ণনা :—ছোট কাঁটাযুক্ত গুল্ম। ছাল ঈষৎ পীতবর্ণ ও লাল। কাঠ ফিকে লাল ও শক্ত। কাণ্ড হইতে অনেক শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। ডালে লম্বা লম্বা ধারাল কাঁটা আছে। পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, বোঁটার দিকে সরু। পাতার কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল পীতাভ,খুব নরম, একত্র কিম্বা একটু পৃথক পৃথক থাকে। পুষ্পগুচ্ছ পাতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র; পুষ্পের বহির্ভাগ স্থূল। ফল মটরের ন্যায়, একটু লম্বাকৃতি গোল, ½ ইঞ্চি, মসৃণ, বেগুনে, পাকিলে অম্লমধুর। প্রায় কাঁটার গোড়া হইতে ফুল ও ফল হয়। গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা ও শিকড়ের কাঁচা রস সর্পবিষের প্রতিষেধক। ছাল তিল তৈল যোগে মালিশ করিলে বাত আরাম হয় (Wight & Rheede)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—পত্র ও মূলের স্বরস—সর্প বষে উপকারী।

ত্বক্—তিল তৈল সহ উত্তমরূপে মিশাইয়া বাতে প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য ঃ—এটিও বাংলাদেশে "বুঁজ" জাতীয় গাছ। বাংলায় বৈদ্যক বৃন্দের মধ্যে বৈঁচের বীজের প্রলেপের ব্যবহার দেখা যায়। গরম জল সহ বীজ বাটিয়া সাময়িক মুচ্‌কে যাওয়ার আঘাতে ব্যবহার করা হয়।

বৈঁচের পাতার সিদ্ধ জলে দাঁতের মাড়ির ফুলা কমায়; এবং দূষিত পুঁজ জমিতে থাকিলে ঐ জলের কুলকুচি করার জন্য প্রয়োগ করা হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal. V. t. 39; Talb. For Fl. Bombay. i, t. 78.
Ref :—F.B.I. i, 194; B. P. i. 231; Roxb. F.I. iii. 835.

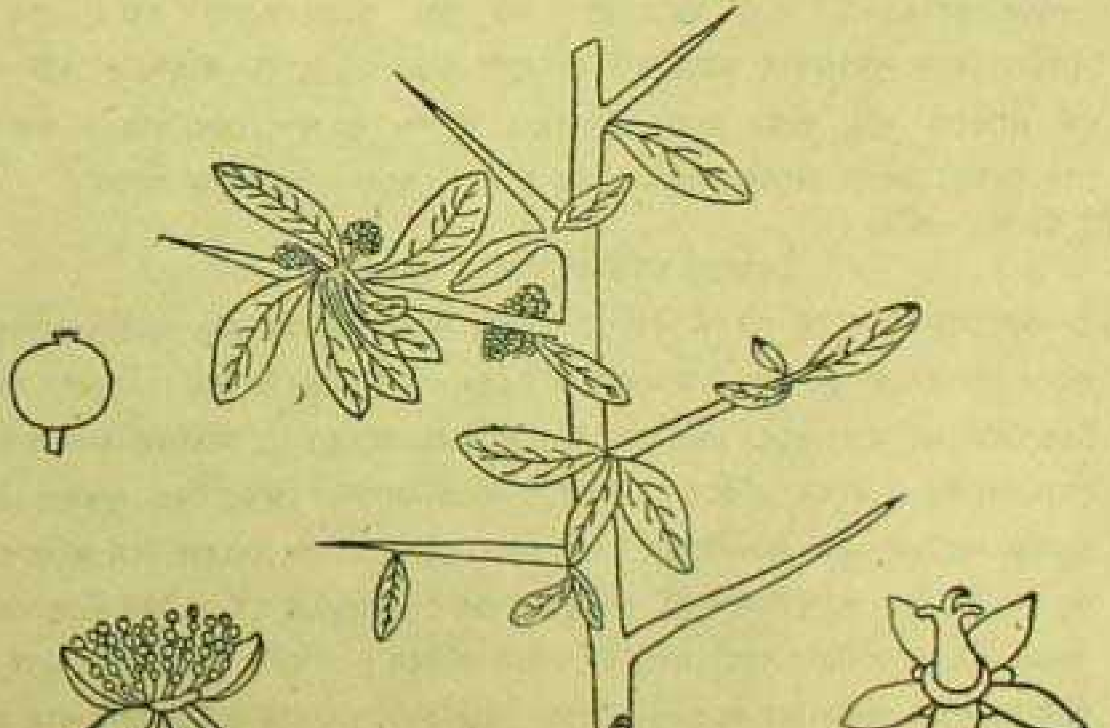

44. Flacourtia sepiaria Roxb. (বৈঁচ)

CENTRAL LIBRARY

Genus—TARACTOGENOS King.

45. T. Kurzii king. (চাউলমুগ্‌রা)

ভাষানুসারী নাম :—চাউলমুগরা—বাংলা ; চাউলমুগ্‌রা, কালাওবিন্—হিন্দি ; মেন্‌টম্—আসাম। টঙ্গ-পাঙ্গ—বর্মা।

তুবরকা যে তু পশ্চিমার্ণব-ভূমিষু।
বীচিতরঙ্গবিক্ষেপ মারুতোদ্ধূত-পল্লবাঃ।
তেষাং ফলানি গৃহ্ণীয়াৎ সুপক্কান্যম্বুদাগমে॥
মজ্জানং তেভ্যোঽপি সংহৃত্য শোষয়িত্বা বিচূর্ণ্য চ।
তিলবৎ পীড়য়েৎ দ্রাপ্যং স্রাবয়েদ্বা-কুসুম্ভবৎ॥
... ...
মহাবীর্য্যস্তুবরকঃ কুষ্ঠমেহাপহঃ পরঃ।

(সুশ্রুতঃ। চিকিৎসাস্থান—১৩ অঃ)।

বাংলা অনুবাদ :—পশ্চিম সমুদ্রের তটভূমিতে (মালাবার অঞ্চলে) তুবরক বৃক্ষের পল্লব সর্বদা বায়ুর দ্বারা দোদুল্যমান হয়। বর্ষাকালের অন্তে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রহ করিয়া তাহা শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া তিলের মত তৈল বাহির করিয়া ব্যবহার্য, কিম্বা কুসুম্ভ ফলের ন্যায় ব্যবহার্য। (প্রদীপের তৈলরূপেও ব্যবহৃত হয়।)

গুণপর্যায় :—ইহা বীর্যবান রসায়ন এবং কুষ্ঠ ও মেহরোগ বিনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

জন্মস্থান :—ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, লুসাইপাহাড়, বর্মা, মান্দালয়, পেগু, মারগুই, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, আসাম, পূর্ববঙ্গ।

বর্ণনা :—গাছ ৪০।৫০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র বড় বড়, পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্র ডালের বিপরীত দিকে সমান্তরাল ভাবে জন্মে। পুষ্প গুচ্ছবৎ, পুষ্পের বহির্দ্দলে ৫টি পাপড়ি, দুই সারিতে ৮টি, কখন কখন একগাছে স্ত্রী ও পুং পুষ্প দেখা যায়। ফল বড় ও গোলাকার। ফলের আবরণ শক্ত কাষ্ঠের ন্যায়। মধ্যে অনেক বীজ আছে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

বৈদ্যকে চাউলমুগ্‌রার ব্যবহার।

সুশ্রুত :—মধুমেহ ও কুষ্ঠে তুবরক তৈল :—সুপক্ক চাউলমুগ্‌রার ফল সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে তিলবৎ বা কুসুম্ভবৎ (মানকাড়না) তৈল নিষ্কাশিত করিবে। যাবৎ জলীয়াংশ নিঃশেষিত না হয় তাবৎ এই তৈল অগ্নিতে পাক করিবে। অতঃপর একপক্ষকাল শুষ্ক গোময়রাশিতে স্থাপন করিবে। পক্ষান্তে উত্তোলনপূর্বক স্নিগ্ধ, স্বিন্ন হৃতমল রোগীকে চতুর্থভক্তান্তরিত রূপে শুভ দিবসে এই তৈল যোগ্য মাত্রায় যথাবল পান করিতে দিবে। চতুর্থভক্তান্তরিত শব্দের অর্থ এই—পক্ষান্তে শুষ্ক গোময়রাশি হইতে তৈল উত্তোলন করিয়া প্রথম দিবসে প্রাতঃ সায়ং যথাবৎ ভোজন করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রাতে মাত্র ভোজন করিবে, সায়ং অভুক্ত থাকিবে কিম্বা সায়ং ভোজনকালে কলায় ও উষ্ণোদক পান করিবে। তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে লঘুকোষ্ঠে তৈল পান করিবে—ইহারই নাম চতুর্থভক্তান্তরিত। সায়ংকালে ঔষধস্নেহ ও লবণান্বিত শীতল যবাগূ পান করিবে। পাঁচ দিন এইরূপে তৈল

পান করিবে। এক পক্ষকাল মুগের যূষের সহিত অন্নভোজন করিবে এবং ক্রোধাদি পরিহার করিবে। যে কুষ্ঠরোগীর স্বরভঙ্গ, চক্ষু রক্তবর্ণ, অঙ্গ বিশীর্ণ ও ক্রিমিভক্ষিত, তাহাকে চাউলমুগ্‌রার তৈলের ত্রিগুণ খদির কাষ্ঠের ক্বাথযোগে চাউলমুগ্‌রার তৈল পাক করিয়া এই তৈল যোগ্যমাত্রায় এক মাস পান ও গাত্রে মর্দন করিবার ব্যবস্থা দিবে। কিম্বা চাউলমুগ্‌রার তৈল ঘৃত ও মধু যোগে খদির কাষ্ঠের ক্বাথের সহিত পান করিতে দিবে। তৈল সেবন কালে পক্ষিমাংস যূষপান করিতে দিবে। চাউলমুগ্‌রার তৈলের নস্য রসায়ন। চাউলমুগ্‌রার ফলমজ্জাও একই গুণবিশিষ্ট (চিঃ ১৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট—কুষ্ঠে চাউলমুগ্‌রার মজ্জা—রসায়নবিধিতে অর্থাৎ মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে চাউমুগ্‌রার ফলমজ্জা সেবনে কুষ্ঠ প্রশমিত হয় (চিঃ ১৯ অঃ)।

মূলপ্রাপ্তাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার বীজ হইতে তৈল বাহির হয়। এই তৈল পাঁচড়া ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহার তৈলকে প্রকৃত চাউলমুগ্‌রা তৈল বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। (American Journ. Pharmacy, pp. 473, 483, 1915)। ইহা উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহার্য। Dr. Jones ক্ষয়কাশ, গালগলাফুলা রোগে ৬ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে তিনবার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। কুষ্ঠ ও চর্মরোগে ইহা সংশোধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—৬ গ্রেণ—দিবসে তিনবার সেব্য। (Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.).।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—বীজ হইতে চাউলমুগ্‌রার তৈল প্রস্তুত হয়। উহা কুষ্ঠরোগে এবং বহুপ্রকার চর্মরোগে ব্যবহার্য।

Fig.—Agric. Ledger. xii, t, 73 : Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 88.
Ref.—B.P. i, 232 ; Agric. Ledger, xii, 73 ; Journ. Asiat. Soc, Bengal, Vol. lix. 121.

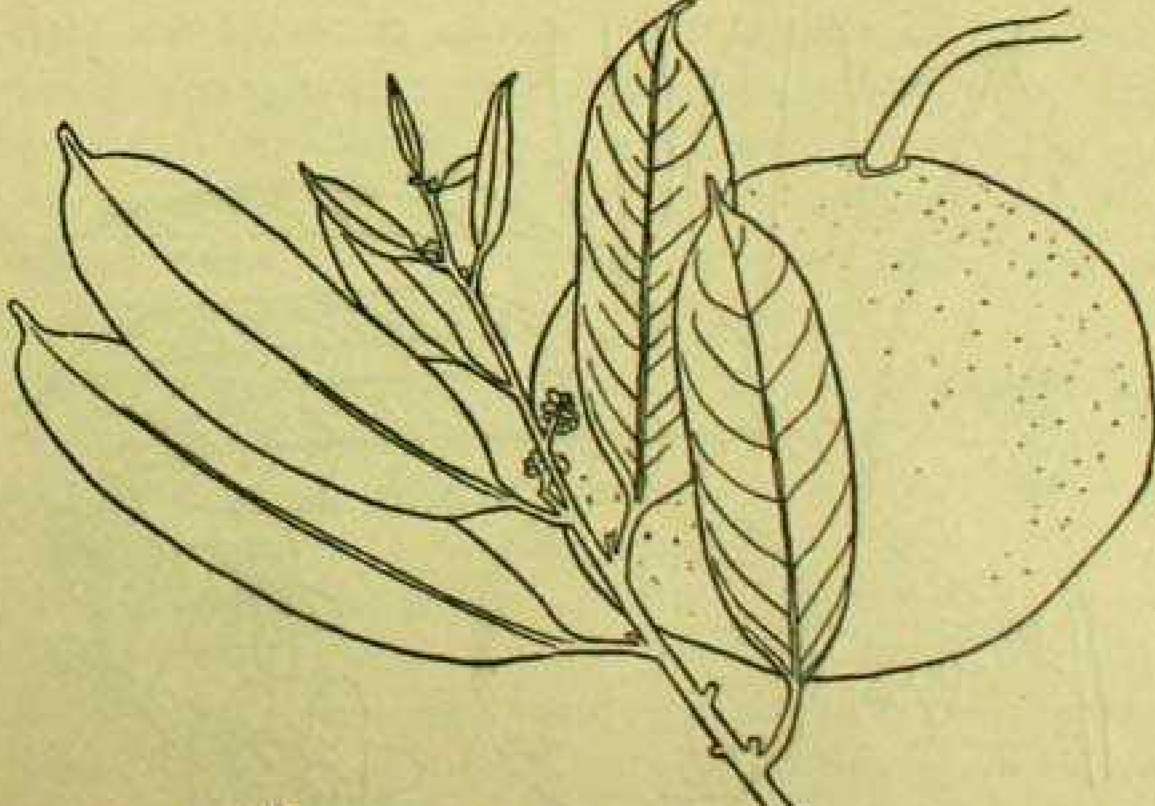

45. Taractogenos Kurzii King. (চাউলমুগ্‌রা)

Genus—GYNOCARDIA R. Br.

46. G. odorata R. Br. (চাউলমুগ্‌রা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—চাউলমুগ্‌রা—বাংলা ; চালমুগ্‌রা, ছলমুগ্‌রা— হিন্দি ; কাদু — নেপাল ; তুকুঙ্গ—লেপ্‌চা ; চাউলমুগ্‌রা—বোম্বে।

জন্মস্থান :—সিকিম, খাসিয়াপাহাড়, চট্টগ্রাম।

বর্ণনা :—মধ্যমাকার উদ্ভিদ্‌। ডাল ঈষৎ অবনত। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসর বর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত ও পীতবর্ণ। কাষ্ঠের মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ সরু অথবা কতকটা বর্শা ফলকের ন্যায়। বোঁটা ক্ষুদ্র ; বড় পাতা ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্পের মনোরম গন্ধ আছে, দেখিতে পীতবর্ণ, ফুল কখন কখন এক একটি অথবা একসঙ্গে অনেকগুলি ডালের গাত্র হইতে বাহির হয়, ব্যাস ½-২ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্প বড়, পুষ্পের বহিচ্ছদ বাটির ন্যায়, পাপড়ি ৫টি। ফলবড় ও মোটা মোটা ডালে জন্মে। গোলাকার, ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, শক্ত ও পুরু। বীজ ১ ইঞ্চি লম্বা।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—কুষ্ঠ, বাত ও পাঁচড়ায় ইহার তৈলের ব্যবহার হয়। ইউরোপে ইহার তৈল হইতে Gynocardic acid এবং তৈল প্রস্তুত করে। ইহা চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহা সর্দি নিঃসারক এবং ব্যবহারে সর্দি উঠিয়া যায় (Dr. W. Murrel)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজের তৈল—কুষ্ঠ এবং অন্যান্য চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

ফল—মৎস্যের পক্ষে বিষক্রিয়া জনক।

Fig.—Bentl & Trim ; Med. Pl. i t. 28 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 86 ; Watt, IV, Pt. I. 192.

Ref.—F. B. I. i. 195 ; E.D. Ca. 761 ; Pflanzenfam. iii. vi. A. 22 (1893).

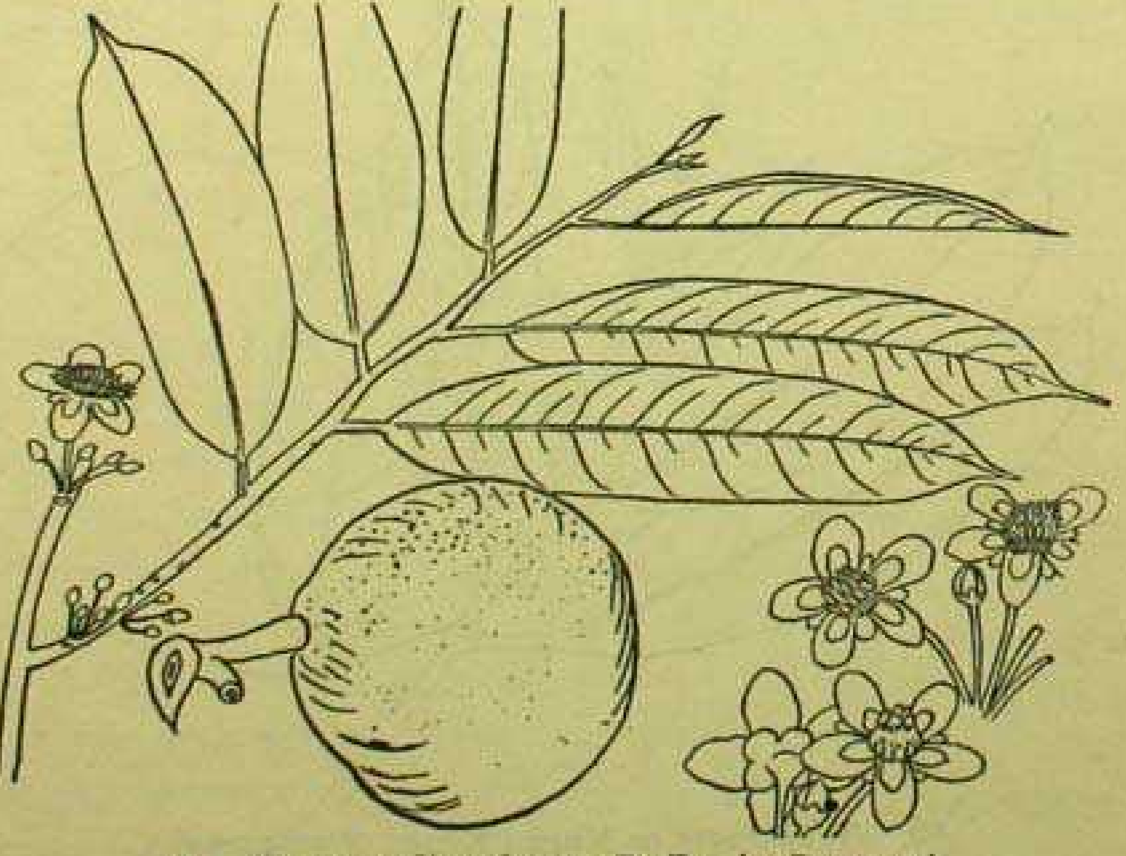

46. Gynocardia odorata R. Br. (চাউলমুগ্‌রা)

CENTRAL LIBRARY

Genus—HYDNOCARPUS Gaertn.

47. H. laurifolia (Dennst) Sleumco (চাউল মুগ্‌রা, প্রকৃত)

ভাষানুসারী নাম :—কুষ্ঠবৈরী—সংস্কৃত ; চাউলমুগ্‌রা—বাংলা ; চাউলমুগ্‌রা—হিন্দি ; নিরেদি—ভিট্‌লু—তেলেগু ; নিরাদিথুট্‌, মরুভেটি—তামিল ; মুরুল—সিংহল, কৌটি, কাভা, কেউটি—বোম্বাই ; কৌটি, কেস্তু কো—কেস্তট্‌—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ কঙ্কণ হইতে সমুদ্র তীরবর্তী পার্বতীয় প্রদেশ, সিংহল দ্বীপ।

বর্ণনা :—উচ্চবৃক্ষ, প্রশাখাগুলি পাংশুবর্ণ ও কোমল। পত্র ৪-৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি, বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, চামড়ার ন্যায় শক্ত। কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতবিশিষ্ট। বৃন্তের দিকে ঈষৎ গোলাকার বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প একক কিংবা একগুচ্ছে অধিক হয়, শ্বেতবর্ণ বহিশ্ছদ সবুজবর্ণ ও নরম। পুংকেশরের গোড়ার দিক ঘন ও লম্বা লোমাবৃত। ইহা পাপড়ির সমান লম্বা। গর্ভাশয় ঘন নরম লোমাবৃত। ফলের ব্যাস ২-৪ ইঞ্চি, ছোট কোমল লোমাবৃত, বক্রাকৃতি। পুষ্প দেখিতে অনেকটা আকন্দ (Calotropis gigantea) ফুলের মত। ইহার বীজ Gynocardia odorata এবং Taractogenos Kurzii অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ হইতে উৎপন্ন তৈল কুষ্ঠরোগের একটি বিশেষ মহৌষধ। ইহা G. odorata এবং T. Kurzii অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। মাত্রা ৫ ফোঁটা হইতে ক্রমশঃ বাড়াইয়া ৩০ ফোঁটা পর্যন্ত। কুষ্ঠরোগে ইহা পৈশিক ও শৈরিক ইন্‌জেকসনে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন কুষ্ঠ ও ক্ষতরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। কেহ কেহ ইহার বীজের গুঁড়া, নারিকেল, আদা ও গুড় সহযোগে পিষ্ট করিয়া ক্ষত ও কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। মাত্রা—ইহার তৈল ১০ ফোঁটা প্রাতে এবং পিষ্টক ২০ গ্রেণ পরিমাণ সন্ধ্যাকালে ব্যবহার্য।

ডাঃ সুধাময় ঘোষ বলেন যে Sodium salt of Hydrocarpic acid কুষ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Ind. Journ. Med. Research, Oct. 1920)। তিনি বলেন যে H. Wightianum-এর তৈল T. Kurzii এর অপেক্ষা অধিক সুলভ। অপরপক্ষে প্রথমোক্তটিতে শতকরা ১০ ভাগ এবং দ্বিতীয়টিতে ৫ ভাগ Hydrocarpic acid আছে। অতএব H. Wighitanum কুষ্ঠরোগে ব্যবহারের পক্ষে অতিশয় সুলভ। এই তৈলের সহিত চুনের জল মিশাইলে যে মালিশ হয় উহা কুষ্ঠরোগ, গেঁটেবাত ও মাথার ঘায়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার তৈল ক্ষয়রোগে শারীরিক উদ্বেগে ও চর্মরোগের মালিশ রূপে ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ ইহার বীজ ও বনভেরেণ্ডার (Jatropha Curcas) বীজের সহিত গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ½ ভাগ এবং লেবুর রস

১০ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজের টাট্‌কা রস গণোরিয়ার ইনজেক্‌সানরূপে ব্যবহৃত হয়। সুশ্রুত বলেন যে চাউলমুগ্‌রা তৈলের সহিত খদির মিশ্রিত করিলে উহার শক্তি বাড়িয়া যায়। আয়ুর্বেদীয় মতে চাউলমুগ্‌রা তৈল এবং গোমূত্র উভয় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এবং ক্ষতে লাগাইলে কুষ্ঠ ব্যাধি নিরাময় হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—বীজ ও তৈল-কুষ্ঠ এবং চর্মরোগে ব্যবহার্য ও মৎস্যবিষ।

মন্তব্য :—সুশ্রুতের যুগে প্রাচীনকালে মালাবার অঞ্চল হইতে ইহা আনীত হইয়া বনৌষধি রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। পরবর্তীকালে সমজাতীয় ফল বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে বা তাহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। নেপাল ও আসাম হইতে এই ফলের তৈল আমদানি হইতে দেখা যায়। মালাবার অঞ্চলে প্রদীপে পুড়াইবার তৈলরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Rheede, Hort, Mal. i. 65, t. 36 ; Wight III i. t. 16.

Ref.—Dalz & Gibs. Fl. Bombay II. ; Hook. F. B. I. i. 196 ; Watt. IV. Pt. I. 308.

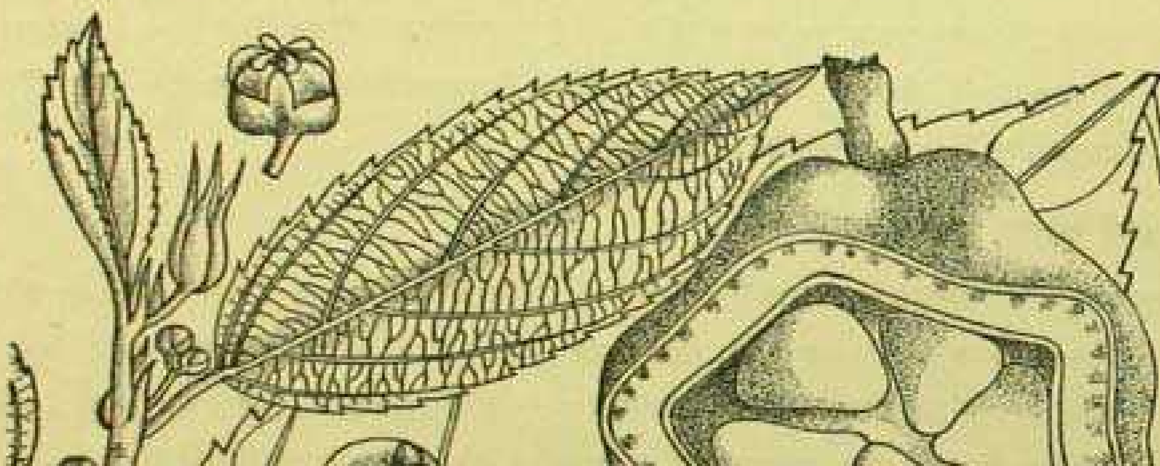

47. Hydnocarpus laurifolia (Dennst) Sleumco. (চাউলমুগ্‌রা)

XIV. POLYGALACEAE.

Genus—POLYGALA Linn.

48. P. chinensis Linn. (মেরাড়)

ভাষানুসারী নাম :—মেরাড়ু—বাংলা ; মেরাড়—হিন্দি ; নেগ্‌লি—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশে প্রায় সকল স্থানে রাস্তার কিনারায় ও তৃণক্ষেত্রে দেখা যায় ; পেগু, পাঞ্জাব, ছোটনাগপুর।

বর্ণনা :—নরম, বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র অসমান, ½—২ ইঞ্চি লম্বা, সরু, এলাচ পাতার ন্যায় ; অগ্রভাগ নিম্নে অবনত, লোমযুক্ত। প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে লাল ফুল হয়। পুষ্প দেখিতে মটর ফুলের ন্যায়, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফল সবুজবর্ণ, পশ্চাৎদিকে ক্রমশঃ সরু। ফুলের বোঁটা ছোট। বীজ লোমময়। বর্ষাকালে ফুল হয় ও আশ্বিন-কার্তিক মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় জ্বরে ও মাথাঘোরা রোগে ব্যবহার করে (Campbell)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—জ্বর এবং শিরোঘূর্ণন (মাথাঘোরা) রোগে উপকারী।

Fig.—Engler, Pflanzenfam. iii. IV. pp. 331. Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 91 ; Bose, Man. Ind. Bot. 186 (1920).

Ref :—F. B. I. i. 204 ; B. P. i. 235 ; Roxb. F. I. iii. 218 ; Prain, H.H. 174 ; H. S. 235.

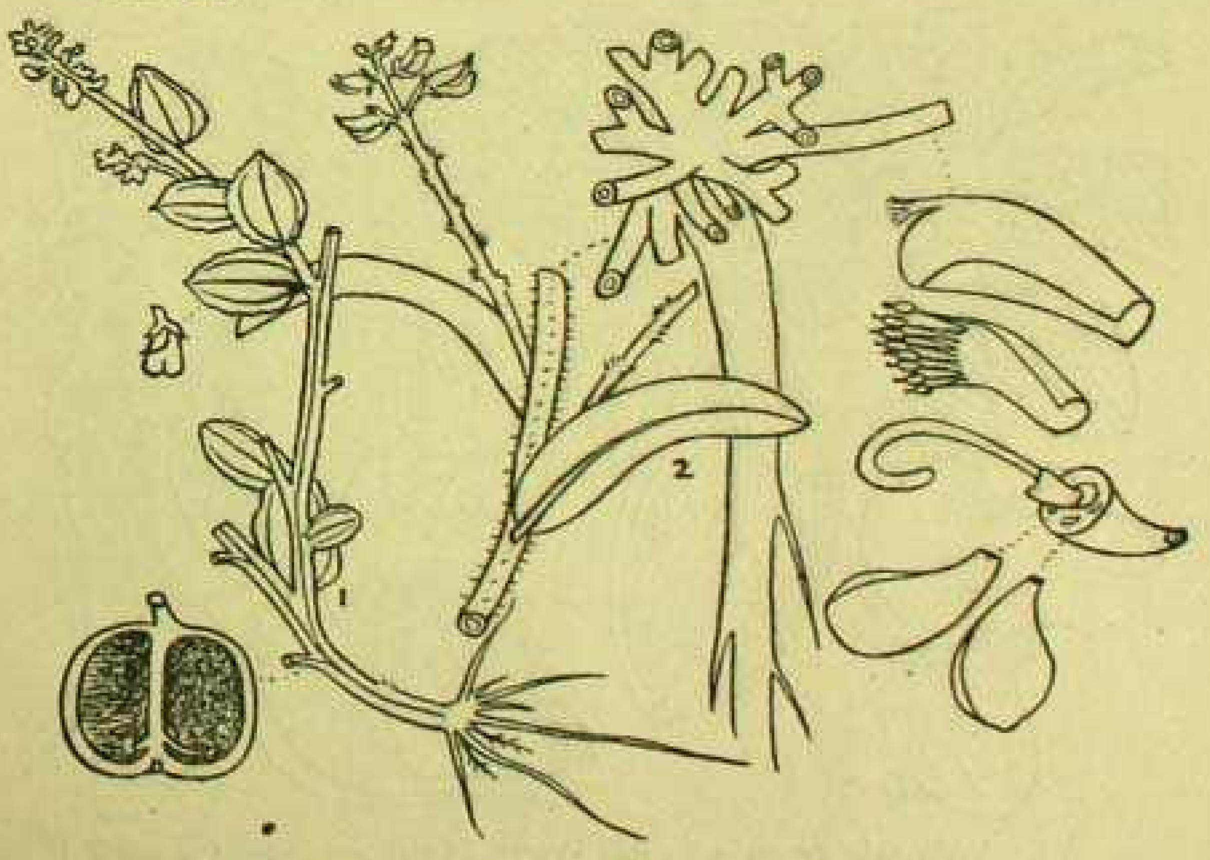

48. Polygala chinensis Linn. (মেরাড়)

49. P. crotalarioides Buch. Ham. en. Dc. (নীলকণ্ঠি)

ভাষানুসারী নাম :—নীলকণ্ঠি—বাংলা ; নীলকণ্ঠি—সাঁওতাল।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী গুল্ম, গাছের গায়ে ঘন ঘন লোম আছে। গাছের কাণ্ড পুরু, ছোট এবং নরম। শাখা লম্বা ও বিস্তৃত। পত্র ডিম্বাকৃতি, পাতার গায়ে লোম আছে। বোঁটা ১/২-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ছোট, বেগুনে। ফল হৃৎপিণ্ডের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। বীজ লোমযুক্ত, দুইভাগে বিভক্ত ও ডিম্বাকৃতি।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দেশীয় লোকে এই গাছ সর্দি নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। হিমালয় প্রদেশের লোকেরা সর্পবিষে ইহার আরোগ্যকর গুণ আছে বলিয়া বাটিয়া খায় (Royle)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—চিবাইয়া কিংবা গুঁড়া করিয়া জলের সহিত পান করিলে গলার শ্লেষ্মা বাহির করে। কাসি বৃদ্ধি করে। সর্প দংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 90 ; Rheede, Hort. Mal. t. 67 ; Royle. Ill. Bot. Himal, t. 19.

Ref.—F. B. I. i. 201 ; B. P. i. 234.

49. Polygala crotalarioides Buch. Ham. en. Dc. (নীলকণ্ঠি)

CENTRAL LIBRARY

XV. CARYOPHYLLACEAE.
Genus—SAPONARIA Linn.
50. S. Vaccaria Linn. (সাবুনী)

ভাষানুসারী নাম :—সাবুনী—বাংলা ; মুসনা—হিন্দি ; মুসনা—সাঁওতাল।

জন্মস্থান :—ভারতের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী জেলায় শীতঋতুতে মাঠে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ছোট বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১২-২৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ৳-½ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ সরু, শিরা লম্বা। পাতার বোঁটা ছোট, গোড়ার দিক্ গোলাকার কিম্বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুলের পাপড়ি ছোট ও লালবর্ণ। পুংকেশর ১০টি, গর্ভকেশর ২টি। বীজ বড় এবং কৃষ্ণবর্ণ। গাছের স্বাদ তিক্ত ও লবণযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—রস ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—প্লিনি বলেন যে, ইহার শিকড় কামলা, কফ, প্লীহা, যকৃত ও হাঁপানী রোগে হিতকর। ইহার গর্ভাশয়-সংশোধক গুণ আছে। ইহা ভেদক এবং সামান্য জ্বরে বলকারক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয় (S. Arjun)। ইহার কাথ ঘর্মনিবারক। বাতব্যাধিতে ইহা অতিশয় হিতকর। গাছের আঠা পাঁচড়ায় দিলে আরাম হয় (Murray)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—**গাছ**—পাঁচড়ায় উপকারী।

গাছের নির্যাস :—জ্বরঘ্ন এবং দীর্ঘদিনের পুরাতন স্বল্পজ্বরে বলকারক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl. t. 93 ; Bot. Mag. xlix. t 2290 (1922)
Ref.—F, B. I. i. 217 ; B. P. i. 237 ; Roxb. F. I. ii, 445.

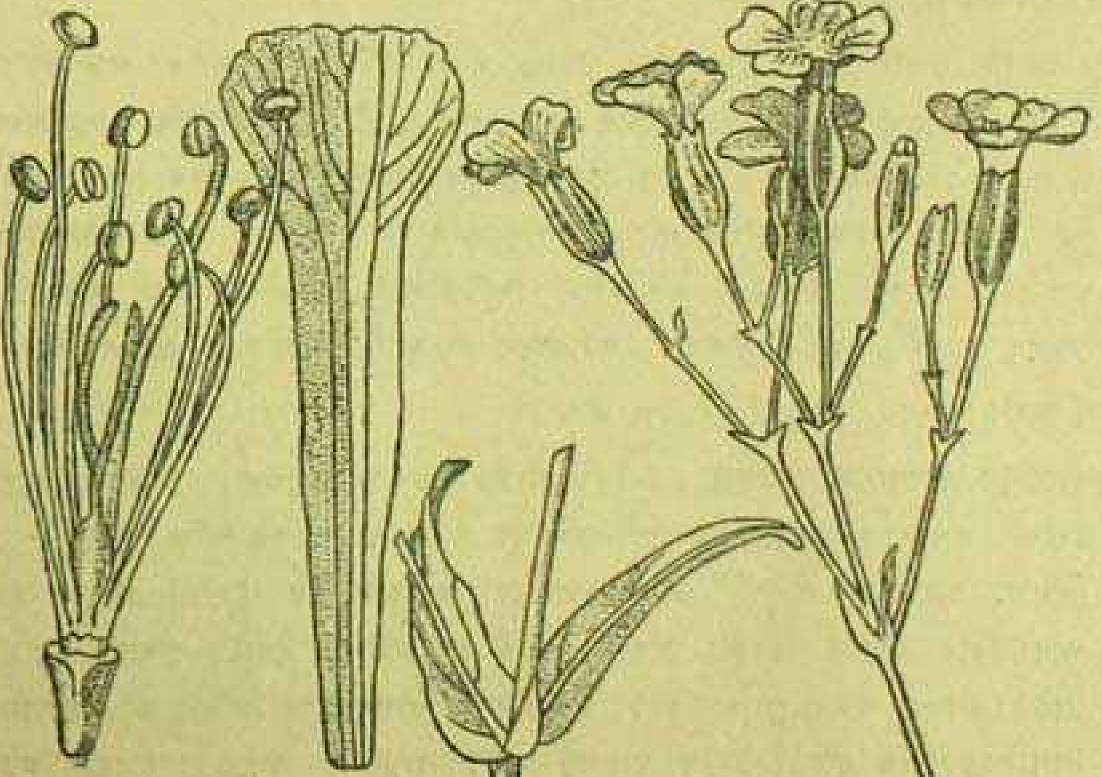

50. Saponaria Vaccaria Linn. (সাবুনী)

XVI. PORTULACACEAE.

Genus—PORTULACA Linn.

51. P. oleracea Linn. (বড়-নুনিয়া)

ভাষানুসারী নাম :—লোণিকা, লোণি, লোন-আম্লা ও লুনিয়া—সংস্কৃত; বড় নুনিয়া—বাংলা। পুরুনিশাক—উড়িয়া ; ভুইখলি—মহারাষ্ট্র ; লোনিয়া, মুনচা, লুনিয়া, কার্ফা, মুন্ত, খুরসা, খুরফা, কুল্‌ফা, নুনক—হিন্দি ; মোটা-উরিক্—সাঁওতাল ; লক্—সিন্ধু ; ঘোলু—মধ্যভারত ; কুরফা—বোম্বে ; পরুপু—তামিল ; পাভিলি-কুরু—তেলেগু ; চিরা, কৈবী—মালয়।

> বৃহল্লোণী তু ঘোটিকা
> ঘোটিকাম্লা সরা চোষ্ণা বাতকৃৎ কফপিত্তহৃৎ।
> বাগ্‌দোষব্রণগুল্মঘ্নী শ্বাসকাস-প্রমেহনুৎ
> শোথে লোচনরোগে চ হিতা তজ্‌জ্ঞৈরুদাহৃতা ॥
>
> ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বৃহল্লোণী, ঘোটিকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—বৃহল্লোণী—অম্লরস, সারক, উষ্ণবীর্য, বায়ুকারক, কফপিত্তনাশক। বাক্‌দোষ, ব্রণ ও গুল্ম নাশক, শ্বাস, কাস ও প্রমেহ নাশক। শোথ, চক্ষুরোগে হিতকর।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন।

বর্ণনা :—ছোট রসাল গুল্ম, বর্ষজীবী। কাণ্ড ৮-১২ ইঞ্চি ও রক্তবর্ণ। গাছ হইতে ছোট ছোট সরু, লাল্‌চে রসাল ডাল বাহির হয়। পত্র ডাঁটার বিপরীত দিকে সমান্তরালভাবে জন্মে, ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের মস্তক গোলাকার ; বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফুল ছোট, বৃন্তহীন, পাতায় লাগিয়া থাকে। পাপ্‌ড়ি ৪-৫টি। পীতবর্ণ, প্রায় বহির্বাসের সমান, ফুল নরম, শীঘ্র পড়িয়া যায়। প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত হয়। বীজকোষ বক্র, অগ্রভাগ সূচল, কোষে অনেক কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়। বর্ষাকালে ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, সমগ্র উদ্ভিদ্ এবং বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার টাটকা রস স্বাদে অম্ল। ইরিসেপেলাস্ রোগে টাটকা রস বাহ্য প্রয়োগে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। রসের মূত্রকর শক্তি আছে। মূত্রযন্ত্রের রোগে, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ও পিত্তপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। বড় নুনিয়া গণোরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। বীজ আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার টাট্‌কা পাতার রস ১ ড্রাম পরিমাণ ২ আউন্স পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়। টাট্‌কা রস যকৃৎ রোগে বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ বাটিয়া কপালে লাগাইলে মাথা ধরা আরাম হয়। থুথুর সহিত রক্ত উঠিলে ইহার

রস হিতকর। সমগ্র গাছ ও বীজ মূত্রযন্ত্রের পীড়া, গণোরিয়া এবং হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। বীজ স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর। ইহার রস দুগ্ধের ন্যায় বলিয়া ইহার Portu (to carry) and lac (milk) নাম হইয়াছে। বীজ উদরাময় নিবারক (Moodeen Sheriff)। যকৃৎ ও ক্ষয়রোগে প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। রস হস্তে পদে মাখিলে হাত পায়ের জ্বালা নিবারণ হয়। বীজ কৃমিনাশক।

• **Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—**

গাছ—স্নিগ্ধকর, রসায়ন। ক্ষয়রোগে (পুষ্টির অভাবজনিতরোগে) এবং যকৃৎরোগে ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কাণ্ডের রস হাত পায়ের জ্বালায় মাখিলে জ্বালা কমিয়া যায়।

মন্তব্য :—বাংলাদেশের বাজারে ছোটনুনিয়া বেশী পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে তান্ত্রিক বৈদ্যেরা ইহার ব্যবহার করিতেন। নিঘণ্টু গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। বাংলাদেশে গৃহস্থেরা ব্যঞ্জনে ইহার পাতা এবং শাক রূপে সমস্ত গাছ ব্যবহার করেন। গাছের রসের মাত্রা ১ চামচ হইতে ২ চামচ পর্যন্ত। দিনে ২ বার সেব্য। গরমকালে ইহা পাওয়া যায়। 'ভাবপ্রকাশে' ছোট ও বড় নুনিয়ার বর্ণনা করা হইয়াছে, এজন্য 'তু' এই অব্যয় শব্দ ব্যবহার করিয়া 'কিন্তু' কথা বুঝান হইয়াছে। বড় নুনিয়া ও ছোট নুনিয়ার মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x. t. 36 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 95.
Ref.—Dymock, i. 150 ; F. B. I. i, 246 ; B. P. i, 240 ; Prain, H.H., 175 ; H.S. 173.

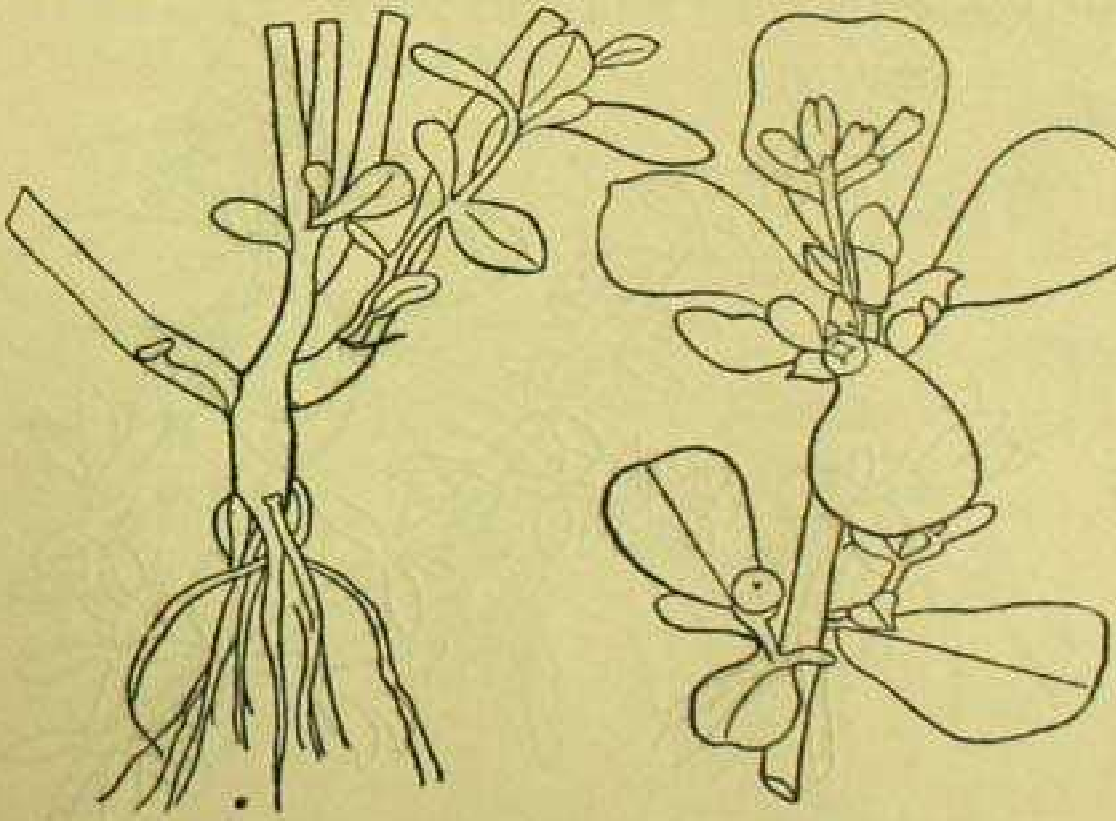

51. Portulaca oleracea Linn. (বড় নুনিয়া)

52. P. quadrifida Linn. (ছোট নুনিয়া)

ভাষানুসারী নাম :—উপাডাইকি, লঘুলোণিকা—সংস্কৃত ; ছোট নুনিয়া—বাংলা ; লোনিয়া, চৌন্‌লাইয়ি—হিন্দি ; ঘোলা—বোম্বে ; লুনি—গুজরাট ; পসোলি—কিরাই-তামিল ; সন্না-পাপু, সন্না-পাভিলি—তেলেগু।

> **লোণা লোণী চ কথিতা।**
> **লোণী রুক্ষা স্মৃতা গুর্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ।**
> **অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নিবিষনাশিনী।**

নামপর্যায় :—লোণা, লোণী। ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।

গুণপর্যায় :—লোণী—রুক্ষ, সারক, গুরুপাক, বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক, অর্শ নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, অম্লরস, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষ নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের রাস্তার কিনারায় এবং অকর্ষিত স্থানে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ছোট ঘন শাখাবিশিষ্ট লতানে বর্ষজীবী গুল্ম। ইহার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, বিপরীতমুখী, সমান্তরাল ; অগ্রভাগ বর্শাকৃতি। বোঁটা ছোট, ফুল এক একটি হয়। ফুলের বহিশ্চদ ৪টি, লোমময়। পাপড়ি ৪টি, পীতবর্ণ ; পুংকেশর ১২টি, বীজকোষ বক্র। বীজ ছোট ছোট, ঘনসন্নিবিষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ বড় নুনিয়ার ন্যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

টাটকা পাতা—থেঁতো করিয়া বিসর্পে বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

গাছের স্বরস—মূত্রকারক এবং মূত্রযন্ত্রের রোগে উপকারক।

Fig.—Rheede, Hort. Mal. x. t. 31 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 96
Ref.—F. B. I. i. 247 ; B. P. i. 240 ; Roxb. F. I. ii. 463.

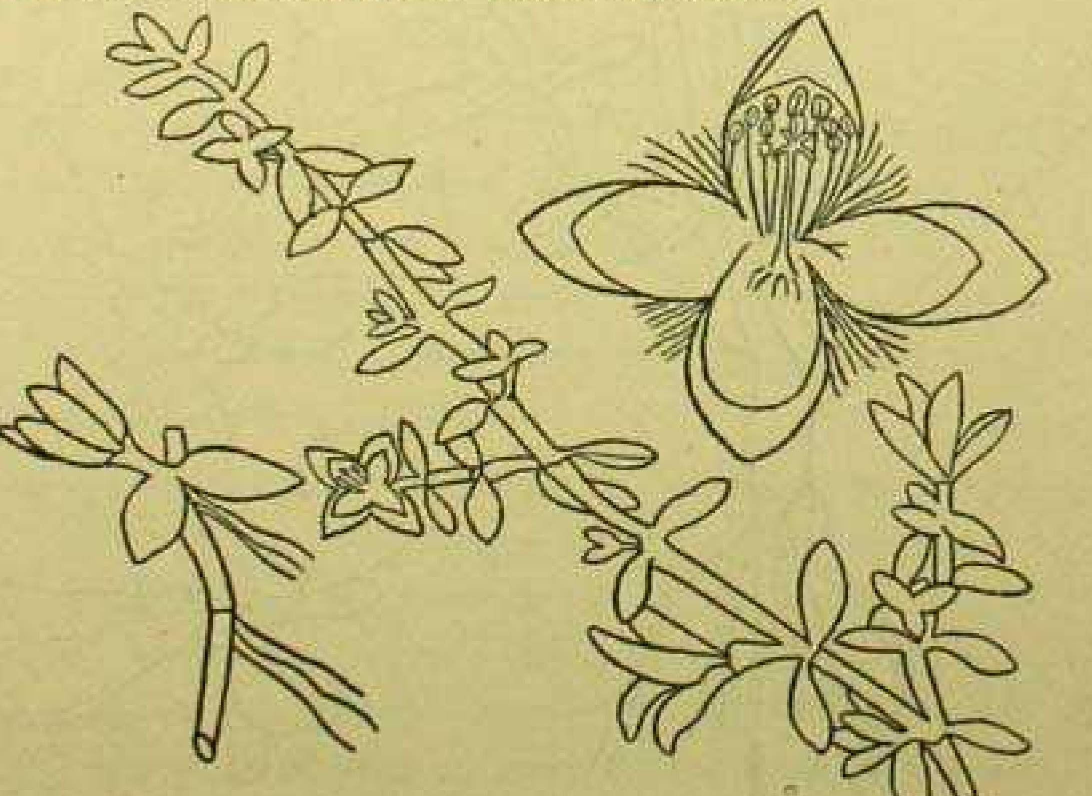

52. Portulaca quadrifida Linn. (ছোট নুনিয়া)

XVII. TAMARICACEAE

Genus—TAMARIX Linn.

53. T. gallica Linn. (ঝাউ, বনঝাউ)

ভাষানুসারী নাম :—সভক, ঝোবুক—সংস্কৃত ; ঝাউ, বনঝাউ—বাংলা ; ঝাউ—হিন্দী ; জবহ-ঝাগু—বোম্বে ; ঝাবু-ঝাবু—গুজরাট ; সিরু-সবুক্কু—তামিল ; ইবা-সারু, পকি—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের নদীর ধারে ও জলাভূমিতে দেখা যায়। ভারতের ত্রিহুত ও বিহার ; হুগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—গাছ ছোট অথবা গুল্ম। শাখা লাল আভাযুক্ত বাদামী, গায়ে ছোট সাদা দাগ আছে। পত্র সরু, অগ্রভাগ ছোট ও সরু। পুষ্প শ্বেতবর্ণ কিম্বা লালবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ হয়। গর্ভাশয় ক্ষুদ্র। গাছের Gall ত্রিকোণাকার এবং গ্রন্থিযুক্ত। বর্ষার শেষে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—Gall—গাছের স্রাবের মত পদার্থ, manna আঠা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আঠা মৃদুবিরেচক ও ধারক। খোরাসান দেশে জুলাই মাসে এই গাছ হইতে আঠা বাহির হয়। আঠা ঔষধের দোকানে পূর্বে আট আনা পাউণ্ড দরে বিক্রয় হইত। Gallগুলি ১২ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয় (Dymock)।

Fig.—Wight. Ill. Ind. Bot. i, t. 24 A ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 97.
Ref.—F. B. I. i, 248 ; B. P. i, 242 ; Roxb. F. ii, 100 ; Dymock, i, 159 ; Prain, H. H. 176 ; H. S. 179।

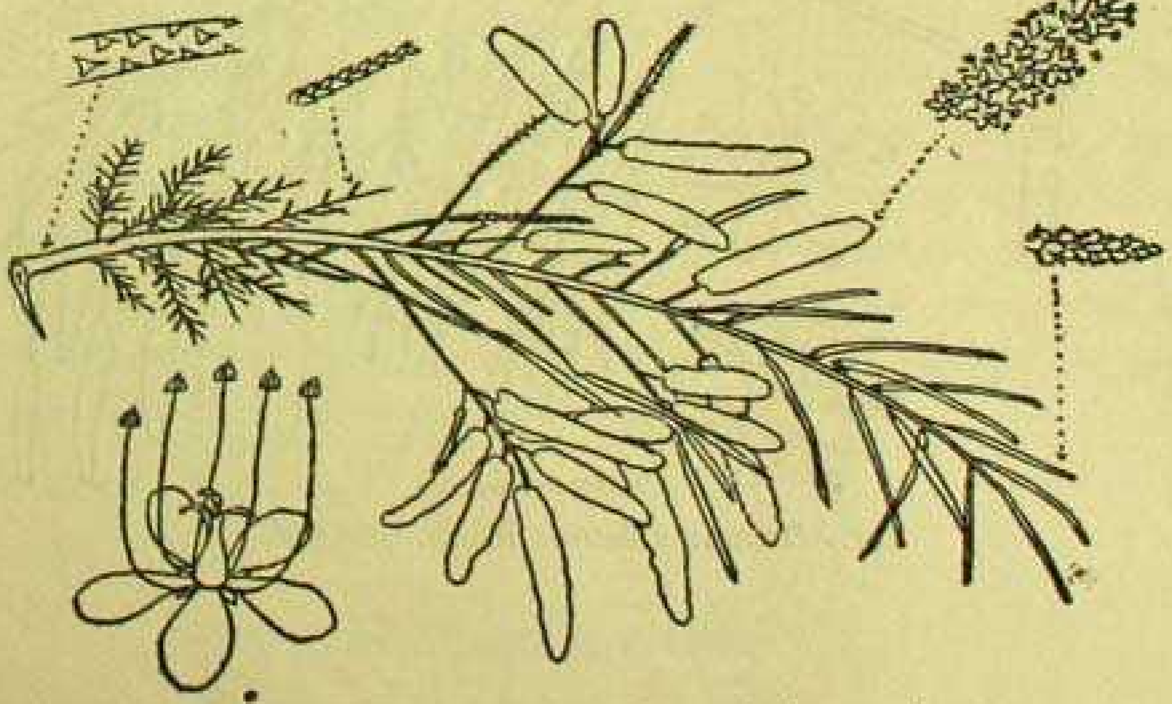

53. Tamarix gallica Linn. (ঝাউ, বনঝাউ)

54. T. dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

ভাষানুসারী নাম ঃ—পিচুলা—সংস্কৃত ; লাল ঝাউ—বাংলা ; ঝাউ—হিন্দী ; ঝাউ, লই, লেই, হারওয়ান্—পাঞ্জাব ।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের নদীর কিনারায় ; সুন্দরবনে, সিন্ধুপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ছোট গুল্ম, ছাল ফাটা ফাটা, ভিতরের ছাল লালবর্ণ। আঠা তিক্ত ও মিষ্ট (Gamble)। পত্র গোলাকার, অগ্রভাগ সরু, ঘেঁষা-ঘেঁষিভাবে আবদ্ধ, কিনারা শ্বেতবর্ণ। পুষ্প একলিঙ্গ বিশিষ্ট, বেগুনে কিম্বা ফিকে লালবর্ণ। পুংকেশর ৫টি, উপরিভাগ নরম ও সরু। স্ত্রীপুষ্পের কেশর ৫টি, সরু ও লম্বা। বীজকোষ ⅙ ইঞ্চি লম্বা।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—গাছের Gall এবং কেঁকড়ী।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার gall এবং কেঁকড়ীগুলি ধারক (Stewart)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

গাছের চট্‌লা ও ছোট ছোট ডাল—পেশী সংকোচক।

Fig.—Griff. Ic. Pl. Asiat. t. 577 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 98.
Ref.—F. B. I. i. 249 ; B.P. i. 242 ; Roxb. F. I. ii. 101 ; Prain, H. H. 176 ; H. S. 179.

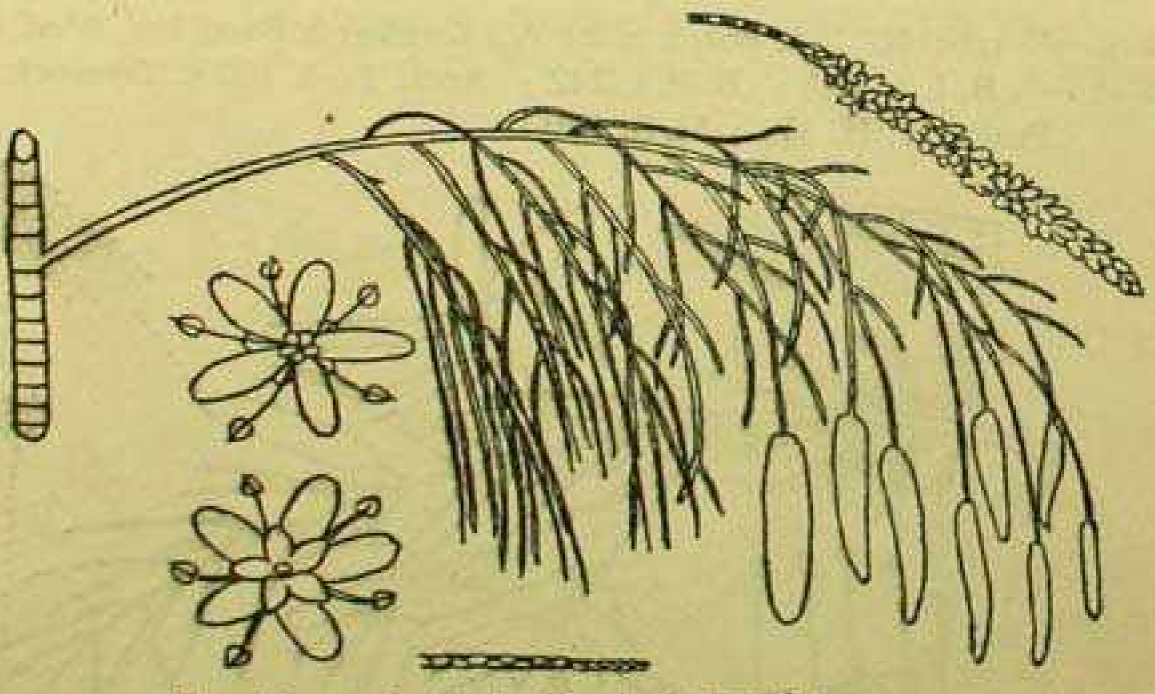

54. Tamarix dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

CENTRAL LIBRARY

XVIII. CUTTIFERAE

Genus—CALOPHYLLUM Linn.

55. C. inophyllum Linn. (পুন্নাগ)

ভাষানুসারী নাম ঃ—পুন্নাগ—সংস্কৃত ; পুন্নাগ—বাংলা ; সুলতান্—চম্পা, সুরপন্, সুপর্ণক—হিন্দি ; পোলাগ, পুন্নাগ—উড়িষ্যা ; উদি, উন্দি—বোম্বাই ; উন্ডগ, পুমান্—মহারাষ্ট্র ; পুন্নাগম্—তামিল ; পুন্নাবিতুলু, পুনা, পোনা-ভিট্টুলু—তেলেগু ; বেতাল—মালয়।

> **পুন্নাগঃ পুরুষস্তুঙ্গঃ পুন্নামা পাটলঃ পুমান্।**
> **রক্তপুষ্পো রক্তরেণুররুণোঽয়ং নবাহ্বয়ঃ ॥**
> **পুন্নাগো মধুরঃ শীতঃ সুগন্ধিঃ পিত্তনাশকৃৎ।**
> **ভূতবিদ্রাবণশ্চৈব দেবতানাং প্রসাদনঃ ॥**
>
> **রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।**

নামপর্যায় ঃ—পুন্নাগ, পুরুষ, তুঙ্গ, পুন্নামা, পাটল, পুমান্ রক্তপুষ্প, রক্তরেণু, অরুণ—এই নয়টি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—পুন্নাগ—মধুর রস, শীতবীর্য, সুগন্ধযুক্ত, পিত্তনাশক। ভূতগ্রহনাশক এবং দেবতার পূজার্থে ব্যবহৃত হয়।

জন্মস্থান ঃ—উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূল, সিংহল, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গদেশের অনেকে বাগানে রোপণ করিয়াছে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত সুন্দর বৃক্ষ, ২০।২৫ ফুট উচ্চ হয়। গাছের ছাল ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। পত্র ডিম্বাকৃতি, পত্রের শীর্ষভাগ গোল ও ঈষৎ বসা বা চাপা ; ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু, বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের উভয় দিক মসৃণ, উপরিভাগ গাঢ় সবুজ ও চক্‌চকে, শিরা অনেক আছে। ফুলের কুঁড়ি ছোট, উপরিভাগ খোলা, পুষ্প সৌগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ব্যাস ¾-১ ইঞ্চি। বহির্বাস ৪টি, পুংকেশর বহু, গর্ভদণ্ড পুংকেশর অপেক্ষা বড়। পাকা ফল পীতবর্ণ, গোলাকার ; ব্যাস ½-১ ইঞ্চি, মসৃণ। বীজ হইতে জ্বালানি তৈল হয়। শ্রাবণ মাসে ফুল হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—তৈল ও বীজ।

বৈদ্যকে পুন্নাগের ব্যবহার।

চক্রদত্ত ঃ—কুসুম নামক নেত্ররোগে পুন্নাগপত্র :—পিষ্ট পুন্নাগপত্র জলে ভিজাইয়া সেই জল

নেত্রে সেচন করিলে কুহুম ('ফুলিপড়া') রোগ বিনষ্ট হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। চক্রদত্তের টীকাকার **শিবদাস** এই পাঠের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "পুন্নাগস্তু নাগকেসরস্তু"—পুন্নাগ ও নাগকেসর পৃথক্ বৃক্ষ। কোন প্রামাণ্য নিঘণ্টু গ্রন্থে নাগকেশরার্থে পুন্নাগ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। অমরকোষের টীকাকার ভানুজি দীক্ষিত পুন্নাগ শব্দের অর্থান্তর নির্দেশের প্রস্তাবে লিখিয়াছেন—"পুন্নাগস্তু সিতোৎপলে। জাতীফলে নরশ্রেষ্ঠে পাণ্ডুনাগে দ্রুমান্তরে।"

চরক ঃ—'দশেমানি' তে বেদনাস্থাপনবর্গে পুন্নাগের প্রতিশব্দ হিসাবে 'তুঙ্গ' ব্যবহার* করিয়াছেন।

সুশ্রুত ঃ—এলাদিবর্গে পুন্নাগের ব্যবহার করিয়াছেন।

রাজনিঘণ্টুতে—পুন্নাগের পর্যায়ে, এমন কোনও শব্দ নাই, যদ্দ্বারা পুন্নাগের তৈলফলত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে—পুন্নাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার তৈল বাত ও দুরারোগ্য ক্ষতের মহৌষধ (Pharm. Indica)। গাছের আঠা, ছাল ও পত্র জলে সিদ্ধ করিলে যে তৈল ভাসিয়া থাকে উহা চক্ষুর ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। তৈল মেহ ও বাতে ব্যবহৃত হয়। বীজ থেঁতো করিয়া অগ্নির উত্তাপে গরম করিলে, যে আঠার মত পদার্থ হয় উহা গেঁটে বাতে লাগাইলে বাত সারিয়া যায়। সামান্য পরিমাণ তৈল মেহরোগী ও ধাতুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত রোগের উপশম হয় (Moodeen Sheriff)। আয়ুর্বেদ মতে ইহার ছাল ধারক ও আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবের বিশেষ শক্তিকর (U.C. Dutt)। ভারতীয়েরা ইহার তৈল বাতে মালিশ করে (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজের তৈল—চর্মরোগে বিশেষ উপকারী, বাতে মালিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গাছের ছাল—সঙ্কোচক, আভ্যন্তরীণ রক্তস্রাবে উপকারী।

গাছের আঠা—বমনকারক, বিরেচক।

গাছের রস—বিরেচক।

গাছের পাতা—মৎস্যবিষ।

মন্তব্য ঃ—পুন্নাগের তৈল পীতবর্ণ, তিক্ত ও সুগন্ধি। উড়িষ্যায় 'দেবায়তন' ও 'ভাগবৎঘর' আলোকিত করিবার জন্য 'পুন্নাগতৈল' ব্যবহৃত হয়। এই তৈল ক্ষত (ঘা) ড্রেসিং (dressing) করার জন্য ব্যবহৃত হয় (Watt)। এই গাছ বা ইহার ফল ছিন্ন করিলে যে রস বাহির হয় উহা বমনকারক ও বিরেচক গুণসম্পন্ন (Rheede)।

Fig.—Wight, III, i. 128 and Ic. t. 77 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t 106.

Ref.—F.B.I. i. 273 ; B.P. i, 246 ; Roxb. F.I. ii, 606 ; Prain, H.H. 176 ; H.S. 87.

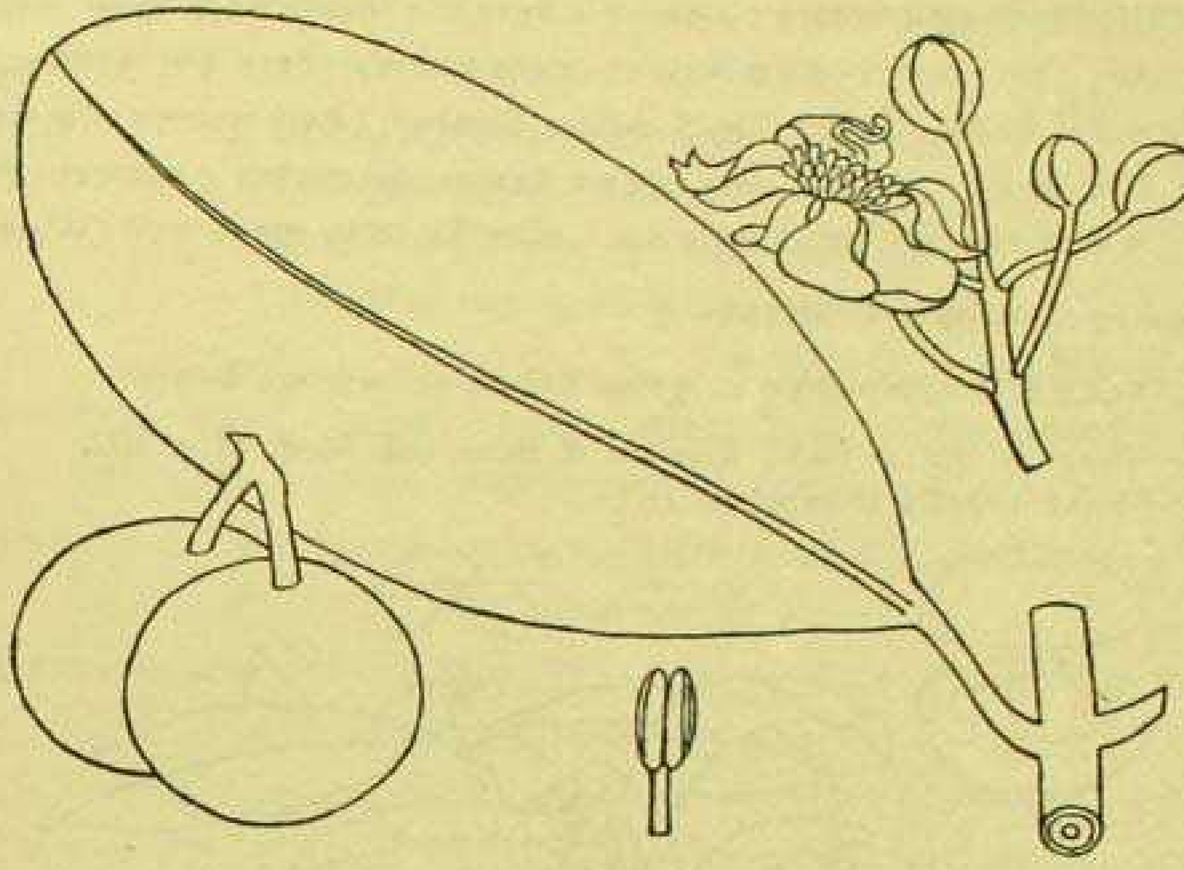

55. Calophyllum inophyllum Linn. (পুন্নাগ)

Genus—GARCINIA Linn.

56. G. mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন্)

ভাষানুসারী নাম ঃ—ম্যাঙ্গোষ্টিন্—বাংলা ; ম্যাঙ্গোষ্টিন্—হিন্দি ; ম্যাঙ্গুষ্টা—মালয়, মুলম্ভুলি—তামিল।

জন্মস্থান ঃ—মালয়, টেনেসেরিম, চীন, জাভা (যাবা), সিঙ্গাপুর। গরম জলবায়ুতে এবং শুষ্ক দেশে ইহার জন্ম।

বর্ণনা ঃ—গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ হয়। ছাল কয়লার মত কৃষ্ণবর্ণ, ভিতরের ছাল পীতাভ। কাষ্ঠ লালবর্ণ। পত্র পুরু, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। ২½-৪½ ইঞ্চি বিস্তৃত। এক গাছে দুই প্রকারের ফুল হয়। পুংকেশর অনেকগুলি, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয়ে ৪-৮টি ঘর (cell) আছে। পাকা ফল কমলালেবুর মত ঈষৎ লাল ও গোলাকার। বোঁটা ছোট ও মোটা। ফলের রং পীতবর্ণ। বীজ বড়, চেপ্টা ও শ্বেতবর্ণ। ফলের উপরে শাঁস বড়ই তৃপ্তিপ্রদ। পুষ্প নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে হয় ; মে ও জুন মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফলের ছাল, ফল, গাছের ছাল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শুষ্ক ফল ও ইহার ছাল সিঙ্গাপুর হইতে এদেশে আনীত হয়। উহা উদরাময় ও রক্ত আমাশয়-রোগের মহৌষধ। ইহার ছাল বালকদিগের পুরাতন উদরাময়ে হিতকর (Dr. S. Arjun, Bombay)। ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে (Dymock)। ম্যাকাসর দেশীয় লোকেরা উদরাময়, রক্ত আমাশয় ও জননযন্ত্রের রোগে ও মুখের ঘায়ে ধৌতীকরণে ব্যবহার করে। ম্যাঙ্গোষ্টিন্ বেলের ন্যায় উপকারী (Watt)।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়**—

ফলের ছাল—পেশীসঙ্কোচক। পুরাতন উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী।

Fig.—Bot. Cb. Vol. 9, 845 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 102.
Ref.—F.B.I. i, 247 ; Dymock, i. 167.

56 Garcinia mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন্)

CENTRAL LIBRARY

57. G. Xanthochymus Hook. (তমাল)

ভাষানুসারী নাম ঃ—তমাল—সংস্কৃত ; তমাল—বাংলা ; তমাল, দাম্-পেল—হিন্দী ; দাম্-পেল—বোম্বে ; চিতকম্‌বকু—তেলেগু ; মাতাউ—ব্রহ্মদেশ।

তমালো নীলতালঃ স্যাৎকালস্কন্ধস্তমালকঃ।
নীলধ্বজশ্চ তাপিঞ্ছঃ কালতালো মহাবলঃ॥
তমালো মধুরো বল্যো বৃষ্যশ্চ শিশিরো গুরুঃ।
কফপিত্ততৃষাদাহ শ্রমভ্রান্তিকরঃ পরঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভাদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—তমাল, নীলতাল, কালস্কন্ধ, তমালক, নীলধ্বজ, তাপিঞ্ছ (তাপ্তীনদীর তীরে জন্মায় বলিয়া), কালতাল (কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ বিশিষ্ট), মহাবল—এই কয়টি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—তমাল—মধুররস, বলকারক, বাজীকরণ, শীতবীর্য, এবং গুরুপাক। ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম এবং ভ্রম কারক।

জন্মস্থান ঃ—চট্টগ্রাম, সিকিম, খাসিয়াপাহাড়, বম্বে, বঙ্গদেশ, হুগলী ও হাওড়ার অনেক বাগানে দেখা যায়। আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

বর্ণনা ঃ—চির সবুজবর্ণ পত্রাচ্ছাদিত মধ্যমাকার বৃক্ষ, ত্বক ধূসরবর্ণ ½ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ শক্ত, গাছের মাইজ শ্বেত বর্ণ। গাছ হইতে পীতবর্ণ আঠা নির্গত হয় (Gamble)। পত্র গাঢ় সবুজবর্ণ ও উজ্জ্বল। পত্র নিম্নদিকে অবনত, ৮-১৪ ইঞ্চি লম্বা, পাতার বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, পাতার শিরা সমান্তরাল। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, পুরু ও থস্‌থসে। পত্রবৃন্ত ১ ইঞ্চি, পাপড়ি ⅓ ইঞ্চি, পুংকেশর ৫টি, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট। গর্ভাশয়ে ৫টি ঘর আছে। ফল গাঢ় পীতবর্ণ, গোলাকার, দেখিতে আপেলের মত। ফলের নিম্নদেশ একটু সূচল। বীজ ১-৪টি, লম্বাকৃতি, দেখিতে কাঁঠাল বীজের ন্যায়। ডালের অগ্রভাগ ৫টি পল বিশিষ্ট। বসন্তে ফুল হয় এবং গ্রীষ্মে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফল, বীজ ও ছাল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ফল অম্ল ও মিষ্ট। ইহা হইতে একপ্রকার আমশূল তৈয়ারী হয়। এক আউন্স আমশূল, সৈন্ধবলবণ, পিঁপুল, আদা ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পিত্ত প্রকোপ আরাম হয় (Dymock)। ইহার নরম ডাল জলে পেষণ করিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া আরাম হয় (Watt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—ফল—স্কাভি রোগে (পুষ্টির অভাবজনিত রোগে) উপকারী, স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, পিত্ত নিঃসারক, শৈত্যগুণ সম্পন্ন, বেদনা শান্তিকারক।

মন্তব্য ঃ—ইহার ফল হইতে একপ্রকার অম্ল পানীয় প্রস্তুত হয়। তাহা পিত্তবিকার জন্য রোগে শরীর স্নিগ্ধকারক পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল—সঙ্কোচক। ইহার কচিপাতা কলাপাতায় বাঁধিয়া মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া অগ্নিতে সেঁকিয়া নিংড়াইলে যে রস

বাহির হয় তাহা আমাশয় রোগে হিতকর। ইহার বীজ শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া জলে মন্থন করিলে 'মাখনের' মত একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে **"কোকমননী"** (Kokam butter) বলে—তাহার স্থানীয় নাম **'আমশূল'**। এই মাখন হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা দক্ষিণ ভারতীয়গণ 'পা-ফাটা'তে ব্যবহার করেন। 'কোকমননী' অল্প মাত্রায় ভাতের সহিত মিশাইয়া 'আমাশয়' রোগে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ কঙ্কণে তেঁতুলের পরিবর্তে ইহা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। বোম্বাইতে ইহা ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষের পাকাফল স্থানীয় লোকে সুস্বাদু বলিয়া ভক্ষণ করে। দক্ষিণ ভারতে তাপ্তী নদীর তীরে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলিয়া ইহার অন্যতম নাম—'তাপিঞ্ছ'। কাষ্ঠের কৃষ্ণবর্ণত্ব 'কালতাল' নামের সার্থকতা প্রকাশ করে।

Fig.—Roxb. Cor. Pl. ii. 51., t., 196 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl. t. 104.

Ref.—F. B. I. i, 269 ; B. P. i, 247 ; Roxb. F. I. ii, 633 ; Watt., iii. pl. ii. 478.

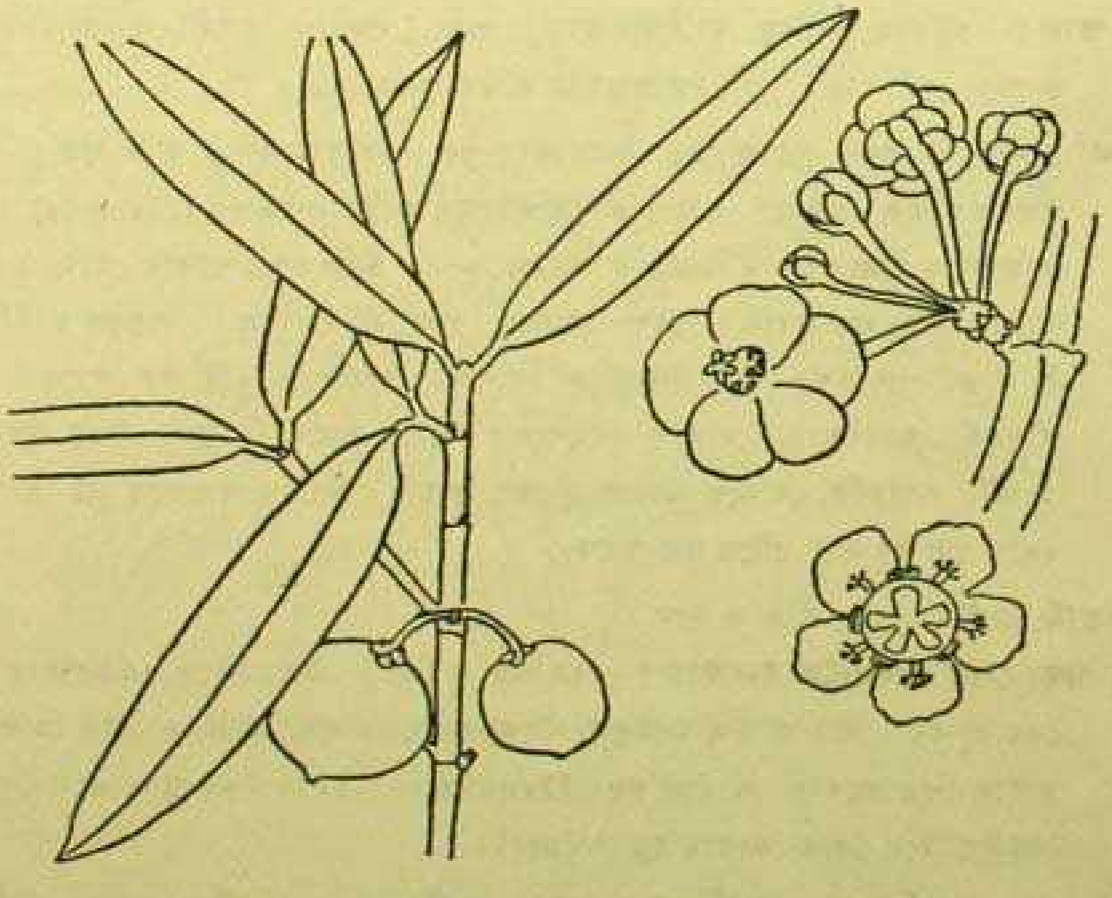

57. Garcinia Xanthochymus Hook (তমাল)

CENTRAL LIBRARY

Genus—MESUA Linn.

58. M. ferrea Linn. (নাগেশ্বর)

ভাষানুসারী নাম :—নাগকেশর, কেশর—সংস্কৃত ; নাগেশ্বর, নাগকেশর—বাংলা ; নাগেশ্বর —হিন্দি ; নাহোর—আসাম ; নাগেশ্বর—পাঞ্জাব ; নাগচম্পা, থোরলাচম্পা—বোম্বে ; নাগ-চম্পা, নাগ-চাঁপা—মহারাষ্ট্র ; নান্‌গল, মালেনান্‌গল, শিরা-নাগাম্‌—তামিল ; নাগ-কেশর, নাগ-কেশরম, গেজ্জা-পুষ্পম্‌—তেলেগু ; বেহেট্র-চম্পাগম্‌—মালয়।

কিঞ্জল্কং কনকাহ্বং চ কেশরং নাগকেশরম্।
চাম্পেয়ং নাগকিঞ্জল্কং নাগীয়ং কাঞ্চনং তথা।
সুবর্ণং হেমকিঞ্জল্কং রুক্যং হেমং চ পিঞ্জরম্।
ফণিপুন্নাগযোগাদি কেশরং পঞ্চভূহ্বয়ম্॥
নাগকেশরমল্পোষ্ণং লঘু তিক্তং কফাপহম্।
বস্তিবাতাময়ঘ্নং চ কণ্ঠশীর্ষরুজাপহম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কিঞ্জল্ক, কনক, কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক, নাগীয়, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেমকিঞ্জল্ক, রুক্য, হেম, পিঞ্জর—এইগুলি নাম। ইহার ফুল, ফল, ছাল, পাতা, ফুলের কুঁড়ি—পাঁচ প্রকারের অঙ্গ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

গুণপর্যায় :—**নাগেশ্বর**—মৃদু উষ্ণবীর্য, লঘুপাক, তিক্তরস, কফনাশক। বস্তি রোগ এবং বাতরোগ নাশক। কণ্ঠরোগ ও শিরোরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—উত্তরবঙ্গ, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, আসাম, ত্রিবাঙ্কুর, কঙ্কণ, কানাড়া ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—চির সবুজবর্ণ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। গাছের ডাল অতিশয় নরম। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু। লালের আভাযুক্ত বাদামী। গাছের পুরানো ছাল আপনা আপনি উঠিয়া খসিয়া পড়ে। গাছের ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ। গাছ হইতে পীতবর্ণ আঠা বাহির হইয়া লম্বালম্বি ভাবে থাকে, যেমন বাব্‌লার আঠা বাহির হয়। ছোট কৈক্‌ড়িগুলি উজ্জ্বল লালবর্ণ, উক্ত লালবর্ণ ক্রমশঃ সবুজবর্ণে পরিণত হয় (Brandis)। পত্র ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১½-১¾ ইঞ্চি বিস্তৃত। পত্র নিম্ন দিকে অবনত, বর্শাকৃতি, শিরা সরু। পত্রের বৃন্ত ⅛—⅙ ইঞ্চি। পুষ্প সুগন্ধ যুক্ত, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, ব্যাস ৩-৪ ইঞ্চি। ইহার দল বড় টগর ফুলের দলের মত। ফুলের বহিশ্ছদ ৪টি, দুই সারিতে বিভক্ত, পাপড়ি একেবারে শ্বেতবর্ণ, পুংকেশর বহু, সোনালী পীতবর্ণ, গর্ভাশয়ে ২টি গুহা আছে। গর্ভকেশরের মস্তক ঢালের ন্যায়। ফল ১-১½ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোচার ন্যায়। ফল ফুলের বহির্বাস দ্বারা আবদ্ধ। ফুল হইতে একপ্রকার আঠা বাহির হয়। বীজ ১-৪টি, শক্ত, ধূসরবর্ণ ও উজ্জ্বল। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল ধরে।

CENTRAL LIBRARY

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফুল, বীজ, ফল ও পত্র। মাত্রা ½-১ তোলা পুষ্প ও পরাগ।

বৈদ্যকে নাগকেশরের ব্যবহার।

চরক ঃ—রক্তার্শে নাগকেশর—নাগেশ্বর ফুলের পরাগ, শর্করা ও নবনীতের সহিত সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ ঃ—শ্বেতপ্রদরে নাগকেশর—নাগেশ্বরের পুষ্প তক্রের সহিত পেষণপূর্বক পান করিলে শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবন কালে তক্রোদন পথ্য করিতে হইবে (মঃ খঃ ৪ ভাগ)।

বঙ্গসেন :—রক্তাতিসারে নাগকেশর—চিনির সহিত নাগকেশরের ফুলচূর্ণ সেবন করিলে অতিসারের রক্তস্রাব রোধ করে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ফল ধারক। পাকযন্ত্রের পীড়া নিবারক। পিষ্টফুল পায়ের তলায় প্রলেপ দিলে অর্শের জ্বালা নিবারিত হয় (U. C. Dutt)। ফুল ও পাতা সর্প বিষের প্রতিষেধক (O' Shaughnessy)। ইহার ছাল ধারক ও সামান্য উগ্র (Dymock)। বীজের তৈল বাত-নিবারক (Ph. Ind. 32)। ইহার ফুল উত্তেজক এবং পেট ফাঁপা নিবারণ করে এবং অম্ল ও অর্শ রোগের শান্তিকর (Moodeen Sheriff)। গাছের শুষ্ক ফুল সুগন্ধযুক্ত বলিয়া কবিরাজেরা ইহা হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করেন। ইহার পত্র দুগ্ধ ও নারিকেল তৈল যোগে মাথায় পুলটিস্ দিলে মাথাধরা ও সর্দি আরাম হয় (Rheede)।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—ফুল—সঙ্কোচক, পরিপাকযন্ত্রের পীড়া নিবারক। স্থূল—কফ নিঃসারক। মাখন ও চিনিসহ মিশাইয়া প্রলেপে অর্শের রক্ত বন্ধ করে। পা-জ্বালা নিবারক।

ফুলের কুঁড়ি :—আমাশয় রোগে উপকারী।

অপক্ক ফল ঃ—সুগন্ধি, ঘর্মকারক।

ছাল ঃ—পেশী সঙ্কোচক, সুগন্ধি, আদার সহিত ব্যবহারে ঘর্মকারক।

পাতা ও ফুল :—সর্প বিষ এবং কাঁকড়াবিছের বিষে উপকারী।

অপক্ক ফুল :—কটু, উষ্ণ এবং বিরেচক।

ইহার তৈল সন্ধিগত বাতে অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করা হয়। ঔষধার্থে ব্যবহার পুষ্পের মাত্রা ॥• তোলা হইতে ১ তোলা।

Fig.—Rheede, Hort. Mal. iii. 53 ; Wight. Ill. t. 127 ; and Ic. t. 118 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 108.

Ref.—F.B.I. i. 277 ; B. P. i. 246 ; Roxb. F. I., ii. 605.

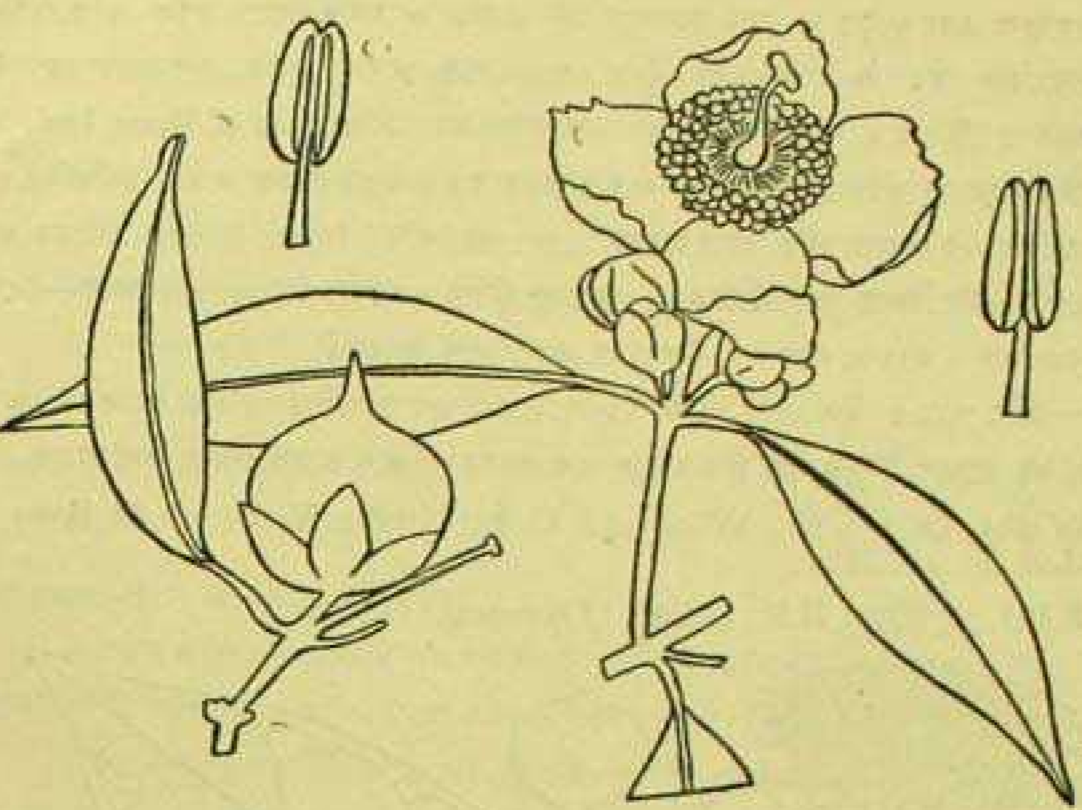

58. Mesua ferrea Linn. (নাগকেশর)

Genus—OCHROCARPUS Thouars.

59. O. longifolius, Benth & Hook. F. (নাগকেশর)

ভাষানুসারী নাম ঃ—নাগকেশর—সংস্কৃত ; নাগকেশর—বাংলা ; নাগ-কেশর-কি-ফুল—হিন্দি ; সুরিঙ্গি, তাম্র নাগকেশর—বোম্বে ; পুন্নাগ, সুরিঙ্গি, তামরা-নাগকেশর—মহারাষ্ট্র ; নাগাপ্পু, নাগেশরপু—তামিল ; সুরা-পুন্না—তেলেগু ; সুরুঙ্গি—কর্ণাট ; সুরাম্পুন্না—মালয়।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, খুরদা এবং চট্টগ্রাম, ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতের নিকট, কানাডা, কঙ্কণ।

বর্ণনা :—বড় গাছ। শাখাগুলি গোলাকার। ছাল ঈষৎ লাল ও ধূসর বর্ণ, ১/২ ইঞ্চি পুরু। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, ২-২১/২ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতা দেখিতে সবুজবর্ণ, বোঁটার দিক গোলাকার, মধ্যশিরা শক্ত। বোঁটা শক্ত, ১/২ ইঞ্চি। ফুলের কুঁড়ি গোলাকার ও সুগন্ধযুক্ত ; উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, ব্যাস ১/২ ইঞ্চি, পুষ্পবৃন্ত ১ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ি ৪টি, অগ্রভাগ সূচাল, ফুল দেখিতে পীতাভ লাল অথবা কমলালেবুর রঙের। বহু পুংকেশর আছে, গর্ভকেশরের মস্তক পেচকাকৃতি, মাথা চওড়া। ফল একটু লম্বাকৃতি, দেখিতে বকুল ফলের ন্যায়, নিম্নদিক্ শক্ত, ১ ইঞ্চি লম্বা। ফলে একটি বীজ থাকে। ফুল জানুয়ারী হইতে মার্চ মাসে হয় ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুলের কুঁড়ি।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি, উত্তেজক, সুগন্ধযুক্ত, উদরাময়

নিবারক এবং ধারক। শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি এলাচ ও লবঙ্গ-যোগে পান করিলে পিপাসা নিবারিত হয় ও পেট-বেদনা নিবারক। শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি পোকা-খাওয়া দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া দিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয় (Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.)। ফুলের কুঁড়ি রেশমে রং করায় ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারক ও উগ্রগুণবিশিষ্ট। বীজ কাটিলে একপ্রকার আঠা বাহির হয়। গুণ অনেকটা Mesua ferrea গাছের ন্যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ফুলের কুঁড়ি—সঙ্কোচক, সুগন্ধি। **ফল**—উত্তেজক, বায়ুনাশক (আধ্মান নাশক), উদরাময় এবং অর্শে উপকারী।

মন্তব্য :—এই গাছের ফল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুস্বাদু বলিয়া খাইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার শুষ্ক ফুল হইতে একপ্রকার বেগুণে রঙের সুগন্ধি প্রস্তুত হয়।

Fig.—Wight, III i. 130 ; Wight, I. C. t., 1999, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 105.

Ref.—F.B.I., i, 270 ; B.P., i, 245 ; Dymock, i. 172.

59. Ochrocarpus longifolius, Benth & Hook. F. (নাগকেশর)

XIX. TERNSTROEMIACEAE.

Genus—SCHIMA Reinw.

60. S. wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

ভাষানুসারী নাম :—মাকড়ীশাল—বাংলা ; চিলাউনি, মাকুশাল, মাক্রিয়া—হিন্দি ; মাকুশাল—আসাম ; চিলাউনি—নেপাল ; থেট্রা, অ-নন্-কো—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, পূর্ব-হিমালয়, ভুটান, আসাম, বর্মা।

বর্ণনা :—বড় গাছ, ৮০-১০০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ লালবর্ণ, শক্ত। পত্র ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতার অগ্রভাগ সরু, উপরের শিরা ঈষৎ লালবর্ণ। বোঁটা ½ ইঞ্চি, ডালের গায়ে বহুসংখ্যক আবের ন্যায় দাগ আছে। ফুলের বোঁটা ½ ইঞ্চি, ব্যাস ১½—২ ইঞ্চি, পাপড়ি শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত। পুষ্পের বহিশ্ছদ ½ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর পীতবর্ণ। ফলের ব্যাস ¾ ইঞ্চি, প্রথম অবস্থায় নরম। ফুল এপ্রিল মাসে হয়; নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছালের রস গায়ে লাগিলে চুলকাইয়া থাকে। ছালের রস ক্রিমিনাশক। মাত্রা ১-৩ গ্রেন, রেড়ির তেল খাইবার পর খাইতে হয়।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের ছাল :—ছালের রস গায়ে লাগিলে, চুলকায় এবং লাল হয়। ইহা ক্রিমিনাশক।

মন্তব্য :—উত্তরবঙ্গে এবং আসামে এই গাছের তক্তা বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। দার্জিলিং এর বহু Tea-factory এই গাছের তক্তায় প্রস্তুত। সেতু প্রস্তুতের জন্য এই কাঠের বহুল ব্যবহার আছে।

Fig.—Griffith, Notul. iv, 562, t. 600; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 109.

Ref.—F. B. I., i, 289; B. P., i. 249; Roxb., F. I., ii. 572.

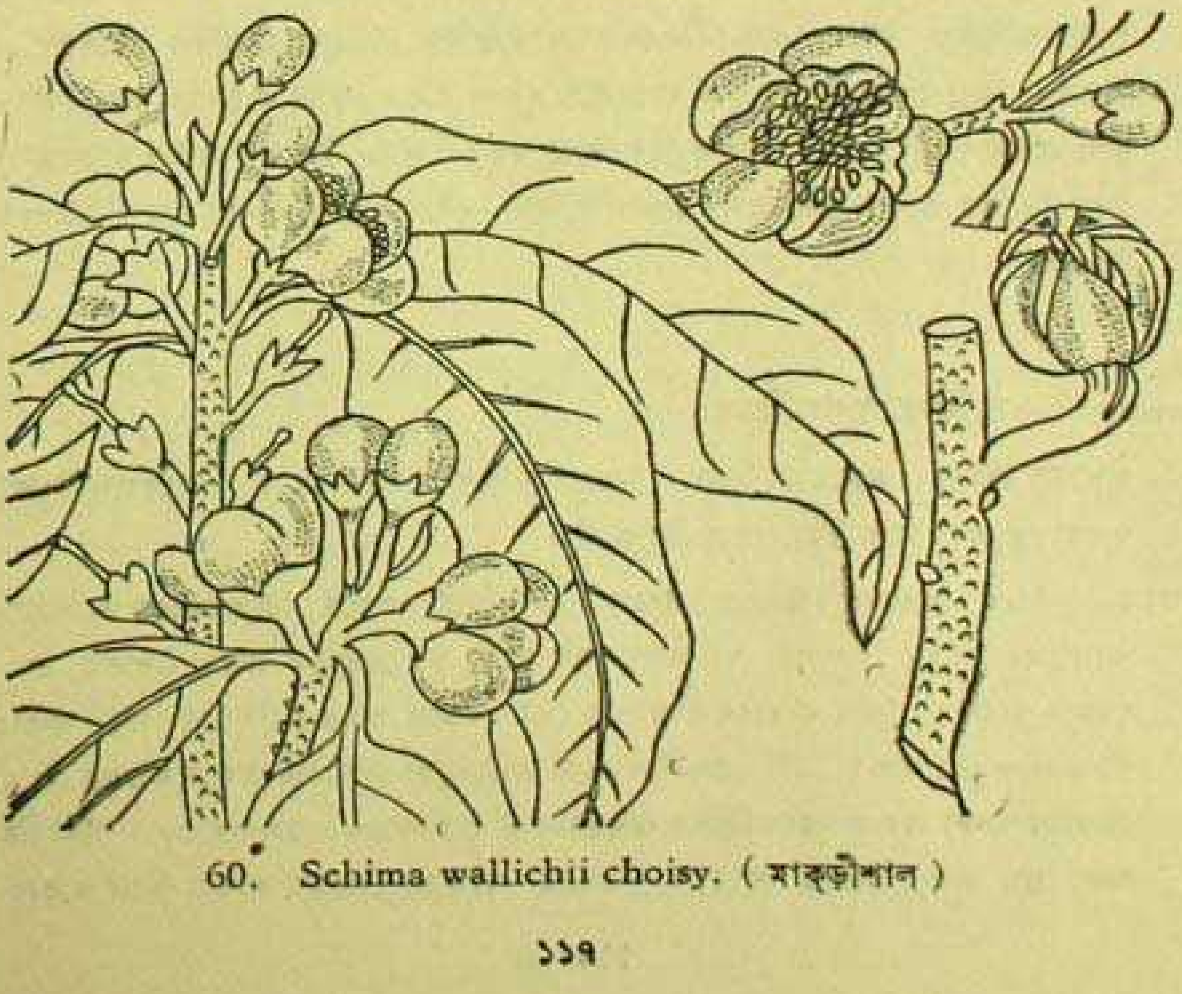

60. Schima wallichii choisy. (মাকড়ীশাল)

CENTRAL LIBRARY

XX. DIPTEROCARPEAE.

Genus—DIPTEROCARPUS Gaertn.

61. D. turbinatus Gaertn. (ধুলিয়া গর্জন)

ভাষানুসারী নাম ঃ—গর্জন—বাংলা ; গর্জন—গুজরাট ; পাকানুইন্—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান ঃ—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পূর্ববঙ্গ এবং ব্রহ্মদেশ।

বর্ণনা ঃ—উচ্চ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। কাষ্ঠ নরম, গাছের আঠা শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লাল এবং ধূসর বর্ণ ; পত্র ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ বর্শাকৃতি, পত্রের গোড়ার দিক্ গোলাকার, ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, প্রধান শিরাগুলি ১৪-১৮ জোড়া। বৃন্ত ১২-৩ ইঞ্চি। ফুলের ব্যাস ৩ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি লাল আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বীজ লম্বা, পক্ষবিশিষ্ট। ফুলের সময় ডিসেম্বর, ফলের সময় এপ্রিল।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—আঠা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠা ক্ষতরোগে ও বড় ক্রিমিতে (Tape-worm) ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহার আঠা মূত্রাশয়ের রোগে হিতকর, মূত্রকর ও গণোরিয়া রোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে (Ph. Ind. 32)। ইহা কুষ্ঠরোগনাশক (Dymock)। গণোরিয়া এবং মেহরোগে ইহার তৈল পরম হিতকর। কুষ্ঠরোগে ইহার তৈল অদ্বিতীয় ঔষধ। গর্জন তৈলের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রাথমিক কুষ্ঠরোগে বড়ই হিতকর, কিন্তু উহার উপকারিতা বাড়াইতে হইলে ৫-১০ ফোটা চাউলমুগ্‌রার তৈল, এক ড্রাম পরিমাণ এই তৈলের সহিত মিশাইতে হয়। গর্জন তৈলের সহিত চাউলমুগ্‌রার তৈল মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিলে বেশী উপকার পাওয়া যায় (Moodeen Sheriff)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের আঠা—ক্ষতরোগে এবং কেঁচো ক্রিমিতে ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে উপকারী। মূত্রকারক এবং গণোরিয়া রোগে উপকারী।

মন্তব্য :—Watt মহোদয় তাঁহার পুস্তকে এই গাছ সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিয়াছেন। আমাদের গর্জন তৈলের রং ঈষৎ ধূসর বর্ণের। রেঙ্গুনের গর্জন তৈলের রং অল্প বেগুনে রঙের। কিন্তু সাধারণ বাজারের তেল বেগুনে রঙের। ইহার গন্ধ—Balsam Copaiba এর মত। এই তৈল গণোরিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্ররোধ এবং মূত্রযন্ত্রের যে কোন বিকারে দক্ষিণ আমেরিকার বিশিষ্ট ঔষধের তুল্য গুণসম্পন্ন। ১০-৩০ ফোটা গঁদ ভিজান জল, দুগ্ধ এবং ভাতের আমানি—একত্রে পাত্‌লা লেহবৎ করিয়া দিনে ৩ বার এবং

প্রয়োজনে আরো বেশীবার ব্যবহার করা যায়। ইহা ব্যবহার করিলে প্রস্রাবে টারপিনের গন্ধ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে প্রস্রাবও বৃদ্ধি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে Copaiba দীর্ঘদিন ব্যবহারেও কোন উপকার পাওয়া যায় না—সেই সব ক্ষেত্রে এই তৈল ব্যবহারে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়াও, যন্ত্রণাবিহীন দুষ্টক্ষতে এই তৈল বাহ্য প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, 'গণোরিয়া' রোগে এই তৈল বিশেষ উপকারী। যখন রোগ বেশী মারাত্মক হয় এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতার জন্য মূত্ররোধ হয়—তখন এই তৈল ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। এইরূপ ক্ষেত্রে ইহার উপকার বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। শ্বেতপ্রদর এবং যোনি হইতে যে কোন প্রকার ক্ষরণে ইহা উপকারী। কুষ্ঠরোগে এই তৈল আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। 'কুষ্ঠরোগে' এই তৈল শুকনা মাটি, জল সহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপে উপকার হয়। এই তৈলের ঔষধগত বিশেষত্ব এই যে, ইহা গণোরিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, বহুদিনের দূষিত ক্ষত এবং কুষ্ঠরোগে বিশেষ উপকারী। গণোরিয়া এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগে Copaiba এর সমতুল্য। এই দুইটি ঔষধের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এই তৈল একটু বেশী পরিমাণে (দুই হইতে তিন ড্রাম) ব্যবহারে একই ফল পাওয়া যায়। যে হেতু গর্জন তৈল গঁদের সহিত মিশাইয়া emulsion হিসাবে ব্যবহার করা যায়—সে কারণে তৈলের পরিমাণ একটু বেশী হইলেও কোন অসুবিধা হয় না। 'দুষ্টক্ষতে এবং কুষ্ঠরোগে' এই তৈলের সমতুল্য অন্য কোন স্থানীয় উপকারী ঔষধ দেখা যায় না। প্রকৃত 'কুষ্ঠরোগে' এক ড্রাম গর্জন তৈলের সহিত ৫ হইতে ১০ ফোটা 'চাউলমুগ্‌রার' তৈল মিশাইয়া ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই তৈল জলে কিম্বা alchohal এ সম্পূর্ণ রূপে মিশিয়া যায়। গঁদের সহিত মিশ্রিত করিয়া 'গণোরিয়ায়' ব্যবহার্য। সমপরিমাণ তৈল এবং চূণের জল মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিয়া চার ডাম পর্যন্ত মাত্রায় দিনে ৩ বার 'কুষ্ঠরোগে' প্রযোজ্য। প্রকৃত 'কুষ্ঠরোগে' ইহা বিশেষ উপকারী। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে তৈল ১ ভাগ, চূণের জল ৩ ভাগ মিশ্রিত করিয়া যে কোন পুরাতন 'চর্মরোগে' এবং 'কুষ্ঠরোগে' উপকারী। গর্জন তৈল 'ক্ষয়ানুবন্ধি কুষ্ঠরোগে' (Tubercular Leprosy) বিশেষ উপকারী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সকলপ্রকার চর্মরোগে এই তৈল উপকারী।

এই গাছের কোন অংশ কাটিয়া গর্ত করিয়া পরে বিধিবদ্ধভাবে গাছে আগুন লাগাইলে সেই তাপে তৈল গর্তে জমা হয়। সেই তৈল ঔষধার্থ প্রযোজ্য। এই দেশীয় গাছটি হইতে তৈল সংগ্রহ করিয়া আয়ুর্বেদীয় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii. 10, t. 213 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 110A.

Ref.—F. B. I., i. 295 ; B. P., i. 252 ; Dymock, i, 172.

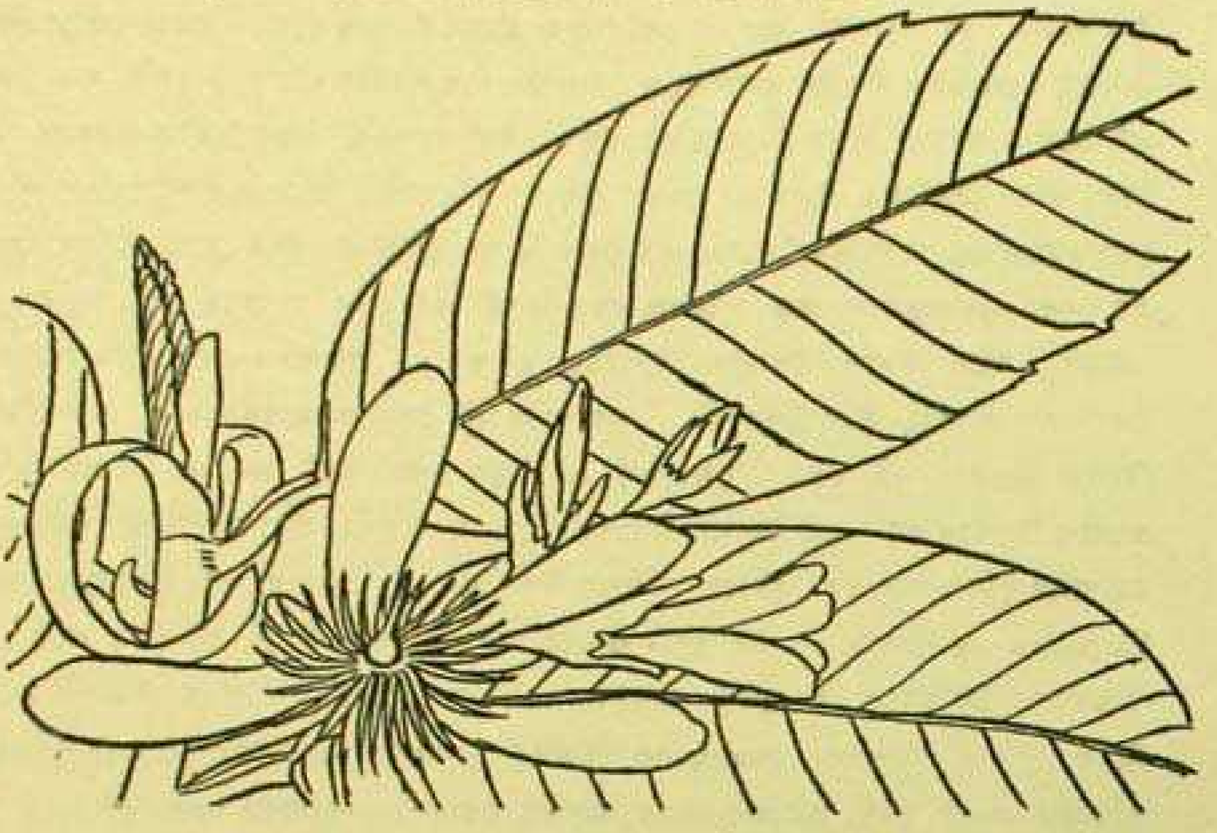

61. Dipterocarpus turbinatus Gaertn. (ধুলিয়া গৰ্জ্জন)

62. D. incanus Roxb. (গর্জ্জন)

ভাষানুসারী নাম :—গর্জন—বাংলা।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, পেগু।

বর্ণনা :—পত্র ডিম্বাকৃতি, পাতার গোড়ার দিক্ স্থূলকোণী এবং নরম। পত্র ৪½-৬ ইঞ্চি লম্বা, পাতার কিনারাগুলি কাটা কাটা, ডাল ও পাতার ডাঁটা লোমযুক্ত, বোঁটা ২ ইঞ্চি লম্বা। ফুলে বহুসংখ্যক পুংকেশর আছে। পাপড়ি ৫টি। নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে ফুল হয়। এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা (ধুনা)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ধুলিয়া গর্জনের ন্যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় : বাতব্যাধিতে এই তৈলের ব্যবহার আছে।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 112.

Ref.—F. B. I., i, 298 : B. P. i. 252 ; Roxb, F. I., ii, 614.

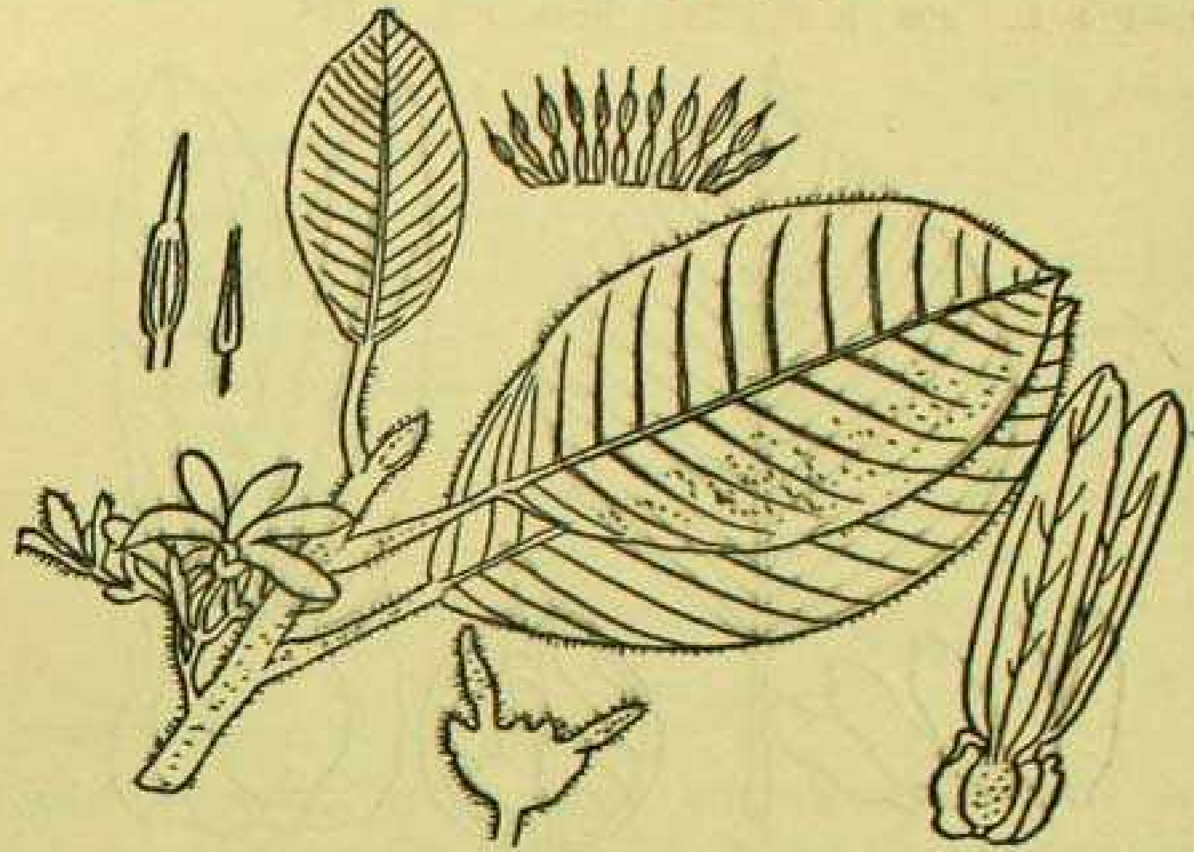

62. Dipterocarpus incanus Roxb. (গর্জন)

63. D. alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জন)

ভাষানুসারী নাম :—তেলিয়া গর্জন—বাংলা।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, টেনাসরিম্, মালয়।

বর্ণনা :—ধূসরবর্ণ ছালবিশিষ্ট গাছ। উপরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লাল আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও শক্ত (Gamble)। পাতার শিরা ১২-১৫ জোড়া, পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটায় নরম লোম আছে। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় ও এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা (Resin)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ অপরগুলির ন্যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের আঠা (গঁদ)—Copaiba এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। গণোরিয়ায় বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

তৈল—ক্লেদযুক্ত ক্ষতে উপকারী।

ছাল—রসায়ন, স্রোতপথ শুদ্ধিকারক। বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়।

/ . ১৬

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 110 B.

Ref.—F. B. I., i. 298 ; B. P., i. 292 ; Roxb., F. I., ii, 614.

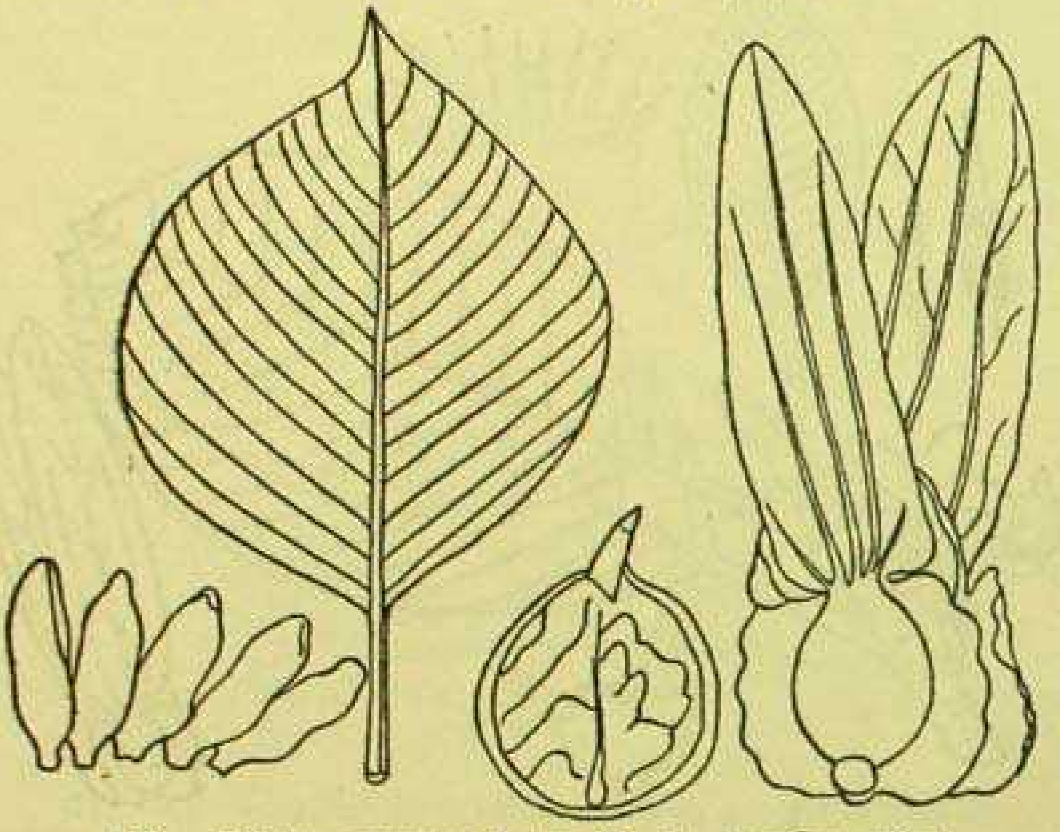

63. Dipterocarpus alatus Roxb. (তেলিয়া গর্জন)

Genus—SHOREA Roxb.

64. S. robusta Gaertn. (শাল)

ভাষানুসারী নাম ঃ—অশ্বকর্ণ, কৌশিক—সংস্কৃত ; শাল—বাংলা ; শালু, শাল, শাখু—হিন্দি ; শল্, রল্—বোম্বে ; রল্, গুগিলু—মহারাষ্ট্র ; রল্—গুজরাট ; কুঙিলিয়ম্—তামিল ; গুগ্গিলমু—তেলেগু ; কৈকর—আরব।

জরণদ্রুমো'হশ্বকর্ণস্তাক্ষ্যঃ প্রসবশ্চ শস্যসংবরণঃ।
ধন্যশ্চ দীর্ঘপর্ণঃ কুশিকতরুঃ কৌশিকশ্চাপি ॥
অশ্বকর্ণঃ কটুস্তিক্তঃ স্নিগ্ধঃ পিত্তাস্রনাশনঃ।
জ্বরবিস্ফোটকণ্ডুঘ্নঃ শিরোদোষার্ত্তিকৃন্তনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—অবণক্রম, অশ্বকর্ণ, তাক্ষ্য প্রসব, শস্যসংবরণ, ধন্ব, দীর্ঘপর্ণ, কৃশিকতরু ও কৌশিক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—অশ্বকর্ণ—কটুতিক্তরস, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত নাশক। জ্বর, বিস্ফোট, কণ্ডূ নাশক এবং শিরোরোগ শান্তিকর।

জন্মস্থান :—ত্রিহুত, উত্তরবঙ্গ, ছোটনাগপুর।

বর্ণনা :—অতি লম্বা সরলবৃক্ষ। গাছে ফাল্গুন মাস ব্যতীত প্রায় সবসময়েই পাতা থাকে। ছোট গাছের ছাল মসৃণ। বড় গাছের ছাল ১-২ ইঞ্চি পুরু। আবড়ো-খাবড়ো ফাটা ফাটা। পত্র উজ্জ্বল ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ৪-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, বোঁটা ১ ইঞ্চি, পত্রের গোড়ার দিক ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল শ্বেতবর্ণ, নরম ও লোমযুক্ত, পাপড়ি ফিকে পীতবর্ণ, ½ ইঞ্চি লম্বা ও সরু, বর্শাকৃতি ও লোমশ ডগাটি অর্দ্ধবৃত্তাকার ; ফল লম্বা ½ ইঞ্চি, সূক্ষ্মকোণী, শ্বেতবর্ণ ও নরম। কক্ষ ৫টি, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, গোড়ার দিক সরু, পাকিলে ধূসরবর্ণ, অসমান, ১০-১২টি সমান্তরাল শিরা আছে। মার্চ মাসে ফুল হয় এবং মে-জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র এবং আঠা (ধুনা)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠা ধারক এবং রক্তআমাশয় নিবারক। আঠা অগ্নিতে দিলে সুগন্ধ বাহির হয় (U. C. Dutt.)। শালের ধুনা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্তআমাশয় নিবারিত হয় (Sakharam Arjun)। দেশীয় ডাক্তারেরা ইহার আঠা অম্ল ও মেহরোগে ব্যবহার করে। দুর্ভিক্ষের সময় বন্য জাতিরা শালগাছের বীজ মহুয়া ফুলের পরিবর্তে খাইয়া থাকে। পাইন গাছের ধুনা ও প্রকৃত শাল গাছের ধুনা প্রায় সমান গুণসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। (Bengal Dispensatory)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের আঠা—সঙ্কোচক। স্রোতশুদ্ধিকারক এবং রক্ত আমাশয়ে উপকারী। ধূমগ্রহণ, এবং প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়। পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়ার উৎকর্ষসাধনে উপকারী। গণোরিয়া রোগে এবং বাজীকরণ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—বাজীকরণ ঔষধ হিসাবে ১০ রতি অতিসূক্ষ্ম ধুনা প্রত্যহ প্রাতে /॥০ সের দুগ্ধের সহিত পান করিতে হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 113 ; Roxb., Cor. Pl., iii.t. 212 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 4.

Ref.—F. B. I., i. 306 ; B.P., i. 154 ; Roxb., F.I., ii. 615 ; Watt, vi. pt. ii. 673.

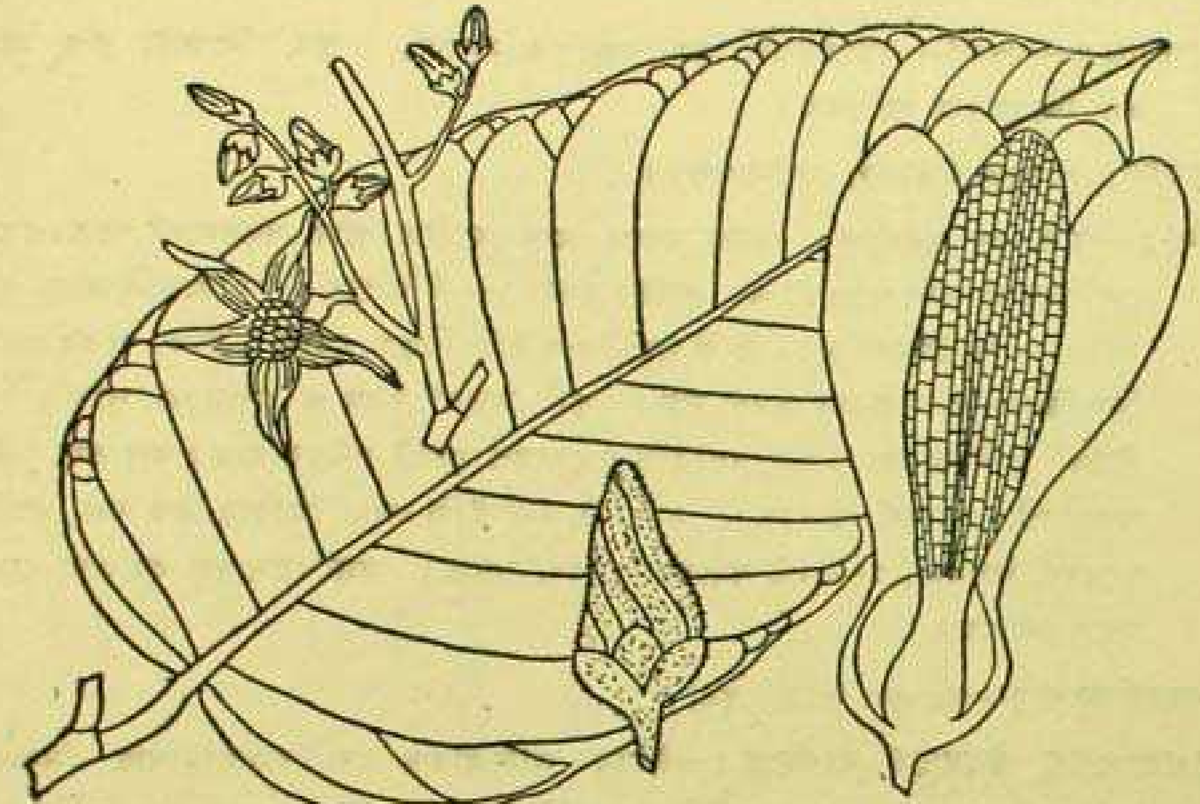

64. Shorea robusta Gaertn. (শাল)

XXI. MALVACEAE.

Genus—ABUTILON Gaertn.

65. A. indicum (Linn) Sweet emend. Hochr. (পেটারি)

ভাষানুসারী নাম :—অতিবলা—সংস্কৃত ; পেটারি—বাংলা ; কঙ্ঘলি, ঝামলি, কঙ্ঘী—হিন্দি ; মিরু-বহ—সাঁওতাল ; চক্র-ভেন্দ, কাঙ্গোরী, কাঙ্গোই—বোম্বে ; ভাবলি—গুজরাট ; টুট্টা, উরম্—মালয় ; পেরুন-টুট্টি—তামিল ; টুট্টুরা-বেন্দা, জুভু-বেন্দা, টুটিবি-চেট্টু—তেলেগু ; বোন্-খই, খা-মা-চোক্—ব্রহ্মদেশ।

বলিকাঽতিবলা বল্যা বিকঙ্কতা বাট্যপুষ্পিকা ঘণ্টা।
শীতা চ শীতপুষ্পা ভূরিবলা বৃষ্যগন্ধিকা দশধা॥
তিক্তা কটুশ্চাতিবলা বাতঘ্নী ক্রিমিনাশনী।
দাহতৃষ্ণাবিষচ্ছর্দি ক্লেদোপশমনী পরা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বলিকা, অতিবলা, বল্যা, বিকঙ্কতা, বাটাপুষ্পিকা, ঘণ্টা, শীতা, শীতপুষ্পা ভূরিবলা, বৃষ্যগন্ধিকা—এই দশটি নাম।

গুণপর্যায় :—অতিবলা—কটুতিক্তরস, বায়ুনাশক ও ক্রিমিনাশক। দাহ, তৃষ্ণা, বিষদোষ, বমি এবং ক্লেদনাশক।

জন্মস্থান :—পৃথিবীর সমগ্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে, সমগ্র ভারতবর্ষে, ব্রহ্মদেশে, হুগলী, হাবড়ায় সাধারণ আগাছা।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। শাখা সরু। পত্র ½-১ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি বা পানের ন্যায়, অগ্রভাগ সরু, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত, অতিশয় নরম। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ও ফুলের বোঁটা অবনত। ফুল হরিদ্রাবর্ণ বা কমলালেবুর রং, অপরাহ্নে ফুটিয়া থাকে, পুংকেশর বহু থাকে। ফুলের বহির্বাস ৫টি, পাপড়ি ৫টি। ফলের গাত্র কাটা কাটা, বীজকোষে বীজ ১৫-২০টি থাকে, পাকিলে আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। বীজ ছোট ছোট প্রত্যেক গহ্বরে একটি কিম্বা অধিক থাকে। ইহার বীজকে বাজারে 'বলা' বীজ বলে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, ছাল, পত্র, ফল এবং বীজ।

বৈদ্যকে পেটারির ব্যবহার।

সুশ্রুতঃ—রসায়নার্থ পেটারি :—'কুটি প্রবেশ' পূর্বক যোগ্য মাত্রায় পেটারি মূলত্বক্ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিবে এবং পেটারি সেবনকালে যে প্রকার আহারবিধি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে (চিঃ ২৭ অঃ)। রুদ্ধদ্বার গৃহে বাস পূর্বক বস্ত্রদ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত রাখিয়া যে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়, তাহাকে 'কুটিপ্রবেশ' বলে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃত যোগে অন্নভোজন করিবে।

চক্রদত্ত :—মূত্রকৃচ্ছ্রে, অতিবলা মূল :—অতিবলার মূলত্বকের কাথ পান করিলে সর্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় (মূত্রকৃচ্ছ্র চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ কামোদ্দীপক, পাতার কাথ দন্তরোগ ও গণোরিয়া নিবারক, ছাল মূত্রকর। বীজ সর্দি-নিবারক ও সূতিকাজ্বর-নাশক। ইহা জ্বর ও প্রস্রাব সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। পাতার রস ১ তোলা, ঘৃত ১ তোলা, প্রবল পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। দাঁতের বেদনা এবং মাড়ির বেদনায় ইহার কাথ ব্যবহৃত হয়। ইহার ডাঁটা গরম দুগ্ধে দিলে দুগ্ধ জমিয়া যায় এবং দুগ্ধের অবশিষ্ট জলীয় অংশ হাকিমেরা রক্তস্রাবের উপশমার্থ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন (Emerson)। প্রদর রোগে পেটারি মূলের ছাল, চিনি ও মধুর সহিত সেব্য।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—স্নিগ্ধতাকারক।

ছাল—পেশীসঙ্কোচক ; প্রস্রাবকারক।

মূলের রস—জ্বরে উপকারী।

বীজ—বাজীকরণ, বিরেচক এবং বেদনানাশক।

Fig.—Wight. I. C., t. 12 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 123.

Ref.—F. B I., i. 323 ; B. P., i. 260 ; Roxb., F, I., iii. 179 ; Prain, H. H., 177 ; H. S., 114.

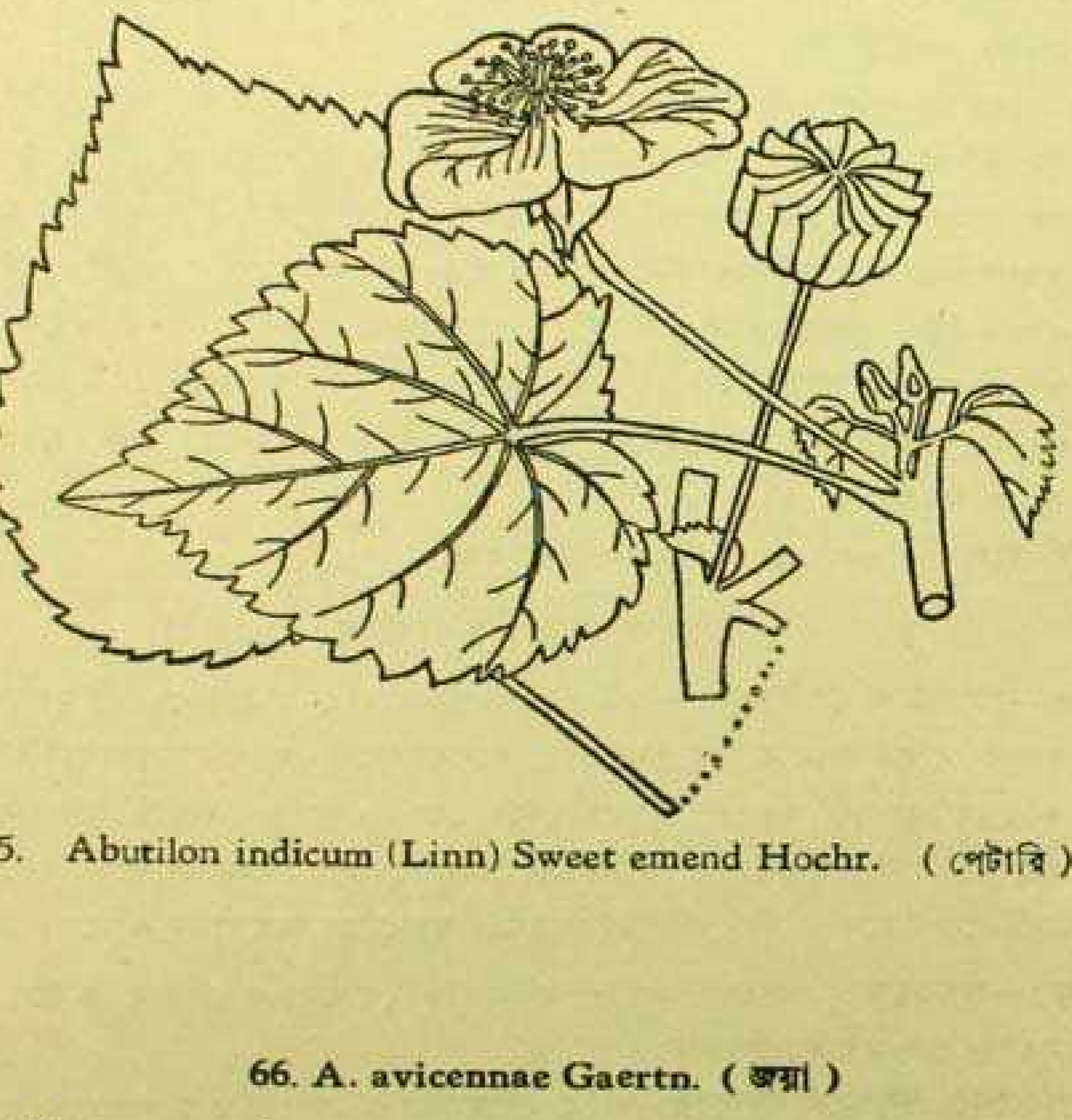

65. Abutilon indicum (Linn) Sweet emend Hochr. (পেটারি)

66. A. avicennae Gaertn. (জয়া)

ভাষানুসারী নাম :—জয়ন্তী—সংস্কৃত ; জয়া—বাংলা।

জন্মস্থান :—সমস্ত বঙ্গদেশ, ঢাকা, সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বর্ণনা :—সোজা বংশের গাছ, পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, সরু লোমযুক্ত। কিনারা করাতের ন্যায় কাটা কাটা। ফুল পীতবর্ণ, পুংকেশর দণ্ড ক্ষুদ্র। বীজাধার লম্বা, বিস্তৃত, সুগোল ও দুইটি শৃঙ্গবিশিষ্ট। মার্চ এপ্রিল মাসে ফুল ও জুলাই মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, বীজ, শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাতার রস জ্বরনাশক (Ainslie)। দন্তে বেদনা হইলে পাতার ক্বাথে কুলি করিলে বেদনা আরাম হয়। ক্বাথ গণোরিয়া ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর (Dymock)। ইহার শিকড়ের ক্বাথ জ্বরের ও বীজ সর্দির উপশম

CENTRAL LIBRARY

করে। বীজ গণোরিয়া ও মেহ দমন করে (Moodeen Sheriff)। ইহার রস ১ তোলা ও ঘৃত ১ তোলা, সর্দিতে ও পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—স্নিগ্ধতাকারক।

ছাল—সঙ্কোচক, প্রস্রাবকারক।

মূল—জ্বরে উপকারী।

বীজ—বিরেচক, স্নিগ্ধতাকারক।

মন্তব্য :—'জয়ার' সংস্কৃত নাম 'জয়ন্তী'—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। জয়ন্তীর family, Leguminoceae এবং Botanic নামে Sesbania aegytiaca Pers।

Fig.—Rumph., Amb. iv., 31.t. ii ; W.S. Dipt. Agric. Fibre. For. Report No. 6. t. 3.

Ref.—F. B. I., i. 327 ; B. P. i. 260 ; Roxb., F. I., iii. 178.

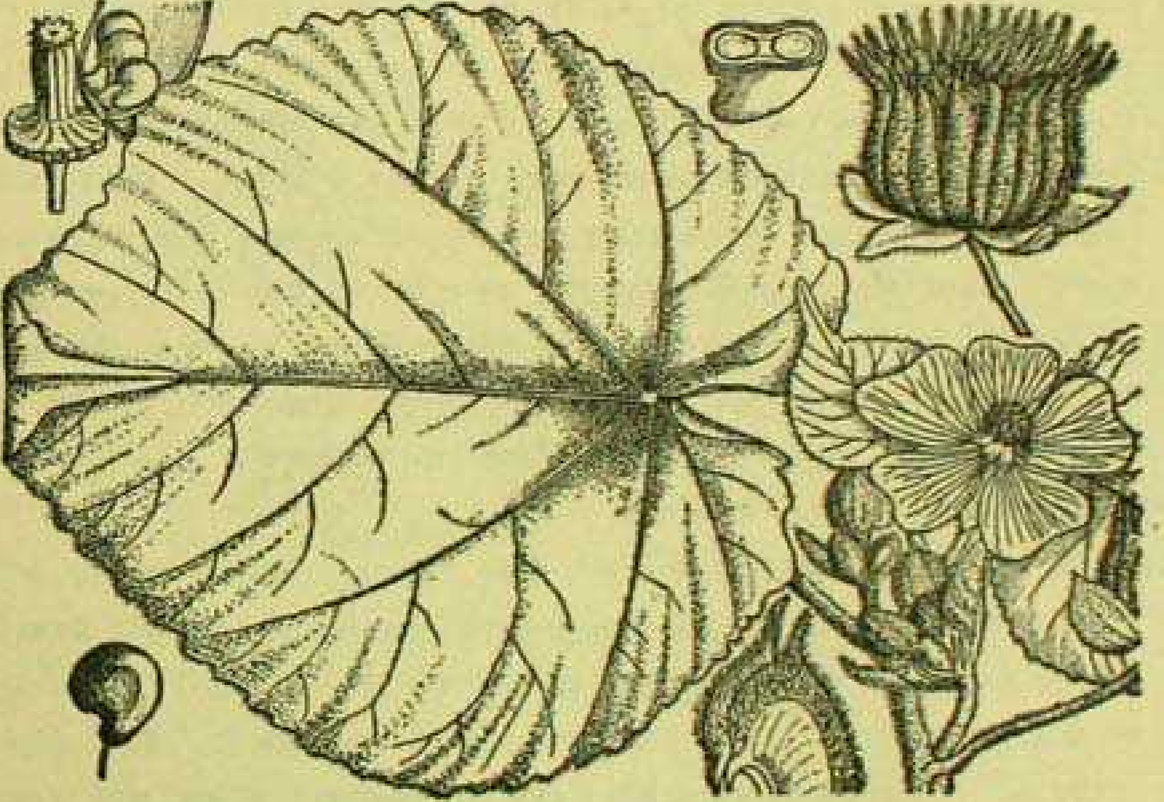

66. Abutilon avicennae Gaertn. (জয়া)

Genus--ERIODENDRON DC.

67. E. anfractuosum. DC. (শ্বেতশিমুল)

ভাষানুসারী নাম :—ধর্ব—সংস্কৃত ; শ্বেতশিমুল—বাংলা ; হাতিয়াল, কট্‌ন, শফেদ শিমুল—

CENTRAL LIBRARY

হিন্দি ; ইলাভাম্—তামিল ; বুরুগ-পুর, বুরুগ-সায়া—তেলেগু ; পন্ধারি, সন্তর—মহারাষ্ট্র ; থিন্-বাউলি—ব্রহ্মদেশ।

ধবো ঘটো নন্দিতরুঃ স্থিরো গৌরো ধুরন্ধরঃ।
ধবঃ শীতঃ প্রমেহার্শঃপাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ॥
মধুরস্তুবরস্তস্য ফলঞ্চ মধুরং মনাক্।

ভাবপ্রকাশঃ। বটাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—ধব, ঘট, নন্দিতরু, স্থির, গৌর ও ধুরন্ধর—এই ৬টি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—ধব—শীতবীর্য্য, মধুর কষায় রস, প্রমেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু, পিত্ত এবং কফনাশক। উহার ফল অল্প মধুর রস।

জন্মস্থান ঃ—ইহা পূর্ব-এশিয়ার গাছ। ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান জঙ্গলে বহুপরিমাণে দেখা যায়। (শিবপুর) বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাবড়া।

বর্ণনা ঃ—অতি বৃহদাকার কণ্টকাবৃত কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, শরৎকালে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। ছাল ধূসরবর্ণ, ছোট গাছের ছাল সবুজবর্ণ, কাণ্ড সরল, ডাল লম্বাভাবে চারিদিকে বাহির হয়। পত্র ঘনসন্নিবদ্ধ, ডাল হইতে চারিদিকে বাহির হয়। হস্তাঙ্গুলির ন্যায় বিভক্ত ও বিস্তৃত ; পত্র ৫-৬টি, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ; বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ১½-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, ডালের অগ্রভাগ হইতে বাহির হয়। ফুলের বহিশ্ছদ ½ ইঞ্চি, ঘন লোমযুক্ত, পাপড়ি ১ হইতে ৩টি। ফুলটি উহার বাটির মত বহির্বাসের উপর স্থাপিত, শ্বেতবর্ণ, অল্প গন্ধ আছে। ফল লম্বা ও কয়েকটি শিরাযুক্ত, কাঁচাকলার ন্যায়। বীজ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, চারিদিকে তুলার দ্বারা আবৃত। গাছের গাত্র হইতে উজ্জ্বল আঠা বাহির হয়। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল হয় ও মার্চ-এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফল, শিকড়, পাতা ও আঠা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—কাঁচা ফল ধারক, স্নিগ্ধকর। পত্ররস ব্যবহার করিলে গণোরিয়া আরাম হয় (Surg. Thomas)। ইহার শিকড় শিমূল গাছের ন্যায় উপকারী। শিমূলের আঠা বালকদিগের মূত্রহীনতায় ব্যবহার হয় (Sir Ratton)। ছোট শিমূলের সর্বাঙ্গীন শোথে উপকারী। ইহার আঠাকে হাতীয়ান গঁদ বলে। ইহা ধারক ও পেটের পীড়া নিবারক (Dymock)। শ্বেত শিমূলের তুলার বালিশ লাল শিমূলের তুলার বালিশ অপেক্ষা মূল্যবান।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

আঠা—বলকারক, রসায়ন, সঙ্কোচক, বিরেচক, পেটের পীড়ায় উপকারী।
কচিপাতা—স্নিগ্ধতাকারক।
মূল—প্রস্রাবকারক, কাঁকড়াবিছা দংশনে উপকারী।
অপক্ব ফল—পেশীসঙ্কোচক, বেদনানাশক।
মূলের রস—বহুমূত্রে উপকারী।

Fig :—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 143 ; Rheede, Hort. Mal, iii. t. 49-54 ; আধুনিক নাম-করণের নিয়মানুসারে—ইহার নাম—Ceiba pentandra (L) Gaervtn. বলা বিধেয়।

Ref :—F.B.I., i. 350 ; B. P., i. 271 ; Roxb. F.I., iii. 165 ; Prain, H.H. 190 ; H.S., 105.

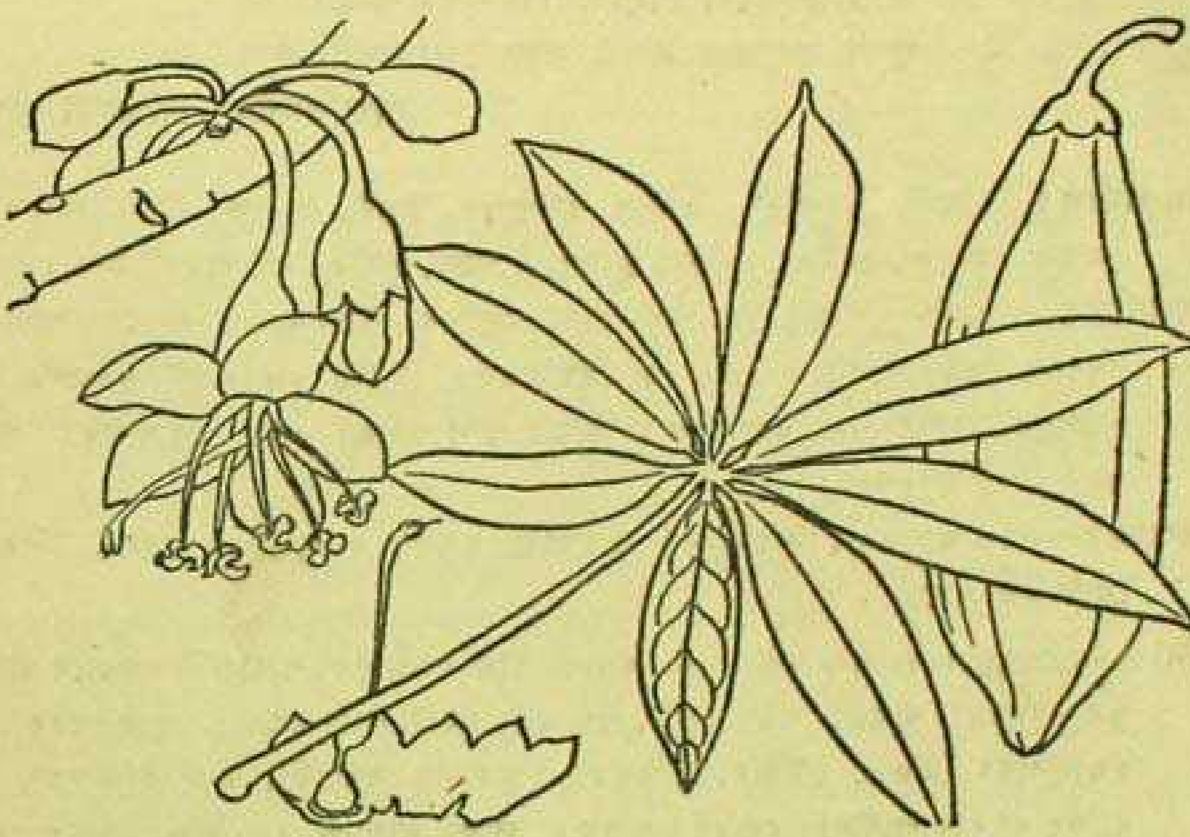

67. Eeriodendon anfvactum DC (শ্বেতশিমুল)

Genus—SALMALIA Linn.

68. S. malabarica (Dc.) Schott. & Endl. (রক্তশিমূল, লালশিমূল)

ভাষানুসারী নাম :—শাল্মলী, মোচা—সংস্কৃত ; রক্তশিমূল, লালশিমূল—বাংলা ; শিমুল, শেমুল, শেম্বল, শেমুর—হিন্দি ; শিমুরী—উড়িয়া ; শেমূল, শেম্বল, সাউর, সায়ের—বোম্বাই ; সাভর শিমূলো, শমর, শভর—মহারাষ্ট্র ; রতো, শিমলো, শিমলো, শিমুল—গুজরাট ; মুণ্ডলা, বুরাগা-চেট্টু—তেলেগু ; পুলা, মুলিলাকু—তামিল ; মুল্লিলা, বুলা—মালয় ; লেটপন্য দিফু—ব্রহ্মদেশ।

CENTRAL LIBRARY

শাল্মলিশ্চিরজীবী স্যাৎ পিচ্ছিলো রক্তপুষ্পকঃ।
কুক্কুটী তুলবৃক্ষশ্চ মোচাখ্যঃ কণ্টকদ্রুমঃ॥
রক্তফলো রম্যপুষ্পো বহুবীর্য্যো যমদ্রুমঃ।
দীর্ঘদ্রুমঃ স্থূলফলো দীর্ঘায়ুস্তিথিভির্মিতঃ॥
শাল্মলী পিচ্ছিলো বৃষ্যো বল্যো মধুরশীতলঃ।
কষায়শ্চ লঘুঃ স্নিগ্ধঃ শুক্রশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ॥
তদ্রসস্তদ্গুণো গ্রাহী কষায়ঃ কফনাশনঃ।
পুষ্পং তৎবৎচ নির্দিষ্টং ফলং তস্য তথাবিধম্।

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায় ঃ—শাল্মলী, চিরজীবী, পিচ্ছিল, রক্তপুষ্পক, কুক্কুটী, তুলবৃক্ষ, মোচ, কণ্টকদ্রুম, রক্তফল, রম্যপুষ্প, বহুবীর্য্য, যমদ্রুম, স্থূলফল, দীর্ঘদ্রুম, দীর্ঘায়ু, এই পনেরটি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—শাল্মলী—পিচ্ছিল, বৃষ্য, বলকারক, মধুররস, শীতবীর্য্য। বিপাকে কষায়রস, লঘুপাক, স্নিগ্ধতাকারক,। শুক্র ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। ইহার রস একই গুণসম্পন্ন, মল-সংগ্রাহক, কষায় রস, কফনাশক। ইহার পুষ্প—ঐরূপ একই গুণ সম্পন্ন। ইহার ফলও একই গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্মা ও সুমাত্রা, হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগণা, (শিবপুর) বোটানিক গার্ডেন।

বর্ণনা :—অতি বৃহদাকার শক্ত কণ্টকাবৃত বিশাল কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, শাখাগুলি লম্বভাবে থাকে। ত্বক্ ধূসরবর্ণ, গাছের গায়ে ছোট, শক্ত এবং মোটা কাঁটা থাকে। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ বিভক্ত, চারিদিকে বিস্তৃত। অগ্রভাগ বর্শাকৃতি, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্র বাহির হইবার পূর্বে লাল রক্তবর্ণ ফুল হয়। ফুলের পাপ্ড়ি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর অনেক ; গর্ভকেশর পুংকেশর অপেক্ষা লম্বা। পাপ্ড়ি বা ফল ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা শক্ত, ভিতরে ৫টি বিভাগ আছে। বীজ ফলের মধ্যস্থ তুলার মধ্যে থাকে। বীজ ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, একটি ফলে অনেক বীজ থাকে। শিমুলের বীজ হইতে তৈল বাহির হয়। শীতের শেষে ফল হয়, বসন্তে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা, শিকড়, বীজ ছাল ও ফুল।

বৈদ্যকে শাল্মলীর ব্যবহার।

চরক :—ব্রণ নির্বাপণে শাল্মলীত্বক্ :—শিমূল ছালের প্রলেপ দিলে ব্রণের দাহ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত :—পক্কাতিসারে শাল্মলী বৃন্ত :—যে প্রবাহিকা রোগী বিবদ্ধ বাতবিট্, শূল ও তৃষ্ণা সমন্বিত তাহাকে শাল্মলী বৃন্তের শীত কষায় পান করাইবে (উঃ ৪০ অঃ)।

হারীত :—তরুণ শাল্মলী বৃক্ষের মূল শুক্রবৃদ্ধিকর বস্তুর অন্যতম (চিঃ ১০ অঃ)।

CENTRAL LIBRARY

চক্রদত্ত :—(১) **রক্তপিত্তে শাল্মলী পুষ্প** :— রক্তপিত্তী শিমূলফুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে (রক্তপিত্ত চিঃ)।

অগ্নিদগ্ধ ব্রণে (২) শিমূল মূল :—জলনিম্নগত বালুকা ও শিমূল মূল একত্র পেষণপূর্বক অগ্নিদগ্ধ ব্রণে লেপ দিবে (ব্রণ শোথ চি :— (৩) **ব্যঙ্গে** শাল্মলীকণ্টক—কেবল গব্য দুগ্ধের সহিত পিষ্ট শাল্মলীকণ্টক মুখে তিনদিন লেপন করিলে মুখের ব্যঙ্গ (মেচেতা) নিবৃত্তি পাইয়া মুখ পদ্মোপম হয় (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **প্রদরে** শাল্মলী পুষ্প—শিমূল ফুল গব্যঘৃত ও সৈন্ধব সহ ভাজিয়া সেবনে দুঃসাধ্য প্রদরও প্রশমিত হয়। (২) **প্লীহায়** শাল্মলী পুষ্প :— পূর্বদিন রাত্রিতে শিমূলফুল জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ সর্ষপ তৈল সহ ভোজন করিলে প্লীহার বৃদ্ধি বিনাশ পায় (প্লীহা চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিমূলের শুষ্ক আঠাকে মোচরস বলে। ইহা কামোদ্দীপক। শিকড় উত্তেজক। ছোট গাছের শিকড় ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে কামোদ্রেক হয়। ইহা ধ্বজভঙ্গ রোগের মহৌষধ। আঠা আমশায় ও রক্ত-আমাশয়, আর্তব ব্যাধি বা অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি রোগে উপকারী। শিমূলের শুষ্ক ফুল, ছাগদুগ্ধ ও চিনির সহিত সিদ্ধ করিয়া ২ ড্রাম পরিমাণ দিবসে তিনবার সেবন করিলে রক্তস্রাব ও অর্শ আরাম হয় (Dr. Taylor)। ইহার আঠা ২০-৩০ গ্রেণ সমপরিমাণ চিনির সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয় (Sur. T. Anderson)। সরু শিকড় গণোরিয়া এবং রক্তআমাশয় নিবারণ করে। পাতা ছেঁচিয়া কিম্বা ঘষ্ড়াইয়া ফুলা গালে লাগাইলে বীচির ন্যায় স্ফীতি আরাম হয় (Watt) শিমূলের পাপড়ি মূত্রকর, কামোদ্দীপক, মূত্রযন্ত্রের পীড়া নিবারক। ছাল মূত্রকর, স্নিগ্ধকারক এবং ধারক, ছোট শুষ্কফল মূত্রযন্ত্রের ক্ষত আরাম করে। শিমূলের ফুল জননযন্ত্রের দুর্বলতায় ব্যবহৃত হয়। শিমূল গাছে পোকা ধরিলে মোচরস (আঠা) বাহির হয় কিন্তু কোন স্থান চিরিয়া দিলে উহা বাহির হয় না। শিমূল অপেক্ষা কোন ঔষধই কামোদ্রেকের পক্ষে অধিক গুণসম্পন্ন নয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—**ফুল**—উত্তেজক, রসায়ন। ইহার মূল হইতে এক প্রকার বাজীকরণ ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার নাম 'মুশলা শিমূল'। ইহা তাহার প্রধান উপাদান। ধ্বজভঙ্গ রোগে উপকারী।

মূল ও ছাল—বমনকারক।

আঠা :—কামোদ্দীপক, স্নিগ্ধতাকারক। রক্তস্রাব নিবারক সঙ্কোচক, বলকারক, রসায়ন, উদরাময় ও আমাশয় এবং প্রচুর রক্তস্রাবে উপকারক।

—সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Kirtikar Basu, Ind. Med. Pl., t. 142; Rheede, Hort. Mal. iii. t. 52; Wight Ill. Ind. Bot. i. t. 29A, 29B.

Ref.—F.B.I. i. 349 ; B.P.I. 270 ; Roxb, F. I. iii. 167 ; Watt, I. Pt. 2. 487.

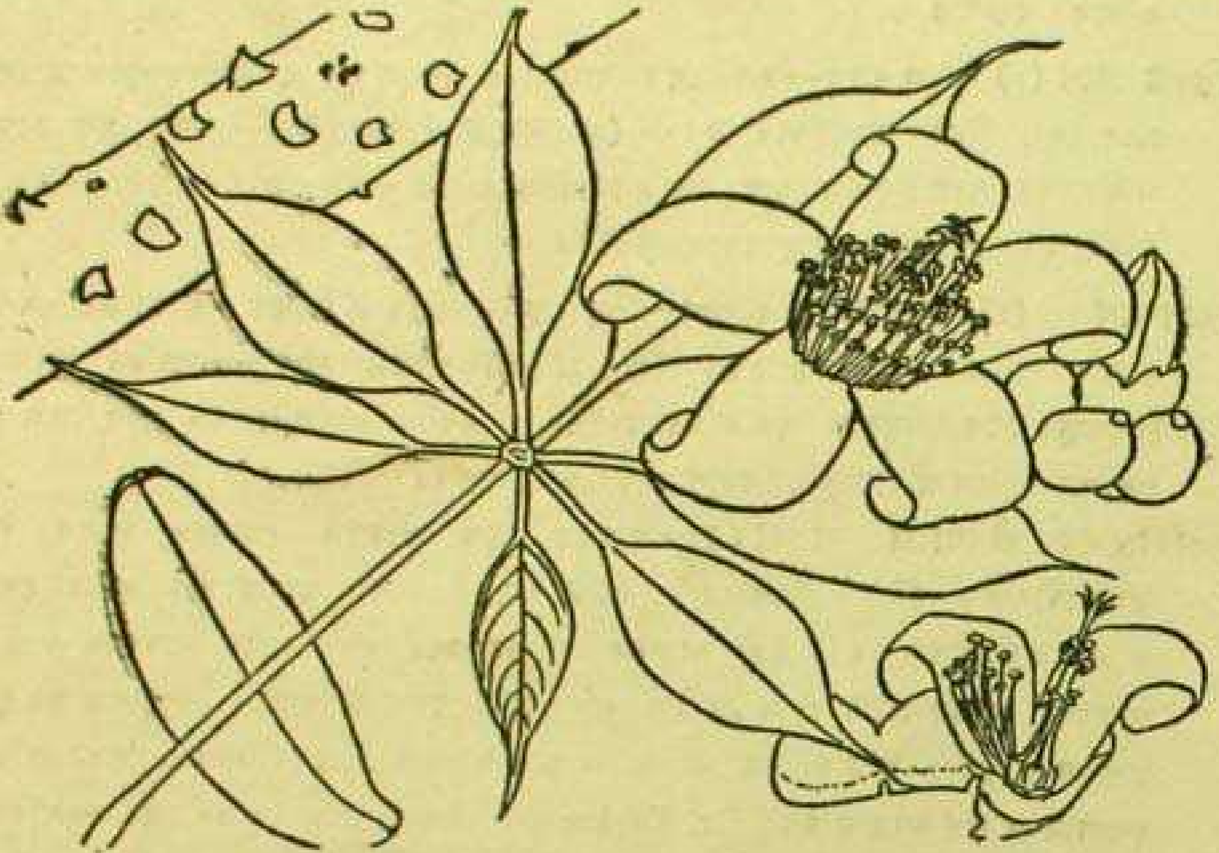

68. Salmalia malabarica, (Dc.) Schott. & Endl. (রক্তশিমূল, লালশিমূল)

Genus—GOSSYPIUM Linn.

69. G. herbaceum Linn. (কার্পাস)

ভাষানুসারী নাম :—কার্পাসী—সংস্কৃত ; কাবাস, তুলা—বাংলা ; কাপাস, রুই, বিনোলা—হিন্দি ; প্রাত্তি, পত্তি, এডুত্তি —তেলেগু ; পারুত্তি, ভান্-পারুত্তি—তামিল ; ওয়া—ব্রহ্মদেশ ; কুত্‌তম্ উত্থন—আরব ; পাম্বা—পারস্য।

কার্পাসী সারিণো চৈব চব্যা স্থূলা পিচুস্তথা।
বদরী বাদরশ্চৈব গুণ সূত্রতিকেরিকা।
মরুদ্ভবা সমুদ্রান্তা জ্ঞেয়া একাদশাভিধা॥
কার্পাসী মধুরা শীতা স্তন্যা পিত্তকফাপহা।
তৃষ্ণাদাহ শ্রম ভ্রান্তি মূর্চ্ছাহৃদ্‌বলকারিণী॥

রাজনিঘণ্টুঃ—শতাহ্বাদিবর্গঃ।

CENTRAL LIBRARY

নামপর্য্যায় :—কার্পাসী, সারিণ, চব্যা, স্থূলা, পিচু, বদরী, বাদর, গুণসূ, তুণ্ডিকেরিকা, মরুদ্ভবা সমুদ্রান্তা—এই এগারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কার্পাসী—মধুর রস, শীতবীর্য্য স্তন্যদুগ্ধবর্দ্ধক। পিত্ত ও কফ নাশক। তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম, ভ্রান্তি, ও মূর্চ্ছা নাশক এবং বলকারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশ, হুগ্‌লী, হাওড়া, বীরভূম।

বর্ণনা :—১০-১২ ফুট উচ্চ গাছ। কোমল ও ক্ষুদ্রলোমযুক্ত। পত্র হৃদ্‌পিণ্ডাকৃতি, ৩—৫ ভাগে বিভক্ত। অগ্রভাগ সরু ও দাঁতযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, মধ্যস্থল বেগুণে, কখন কখন শ্বেতবর্ণ ও বেগুনে, পুষ্পস্তবক লোমময়। ফুলের পাপড়ি বিস্তৃত ডিম্বাকৃতি। বীজকোষ গোল, লম্বাকৃতি। ভিতরের কোষের প্রত্যেক ভাগে ৫—৭টি বীজ থাকে, ঈষৎ পীতবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ। বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল দেখা যায়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল, বীজ, ফুল ও শিকড়ের ছাল।

বৈদ্যকে কার্পাসীর ব্যবহার।

চরক :—কুষ্ঠে কার্পাসী ত্বক ও পুষ্প—কাপাসের মূলত্বক ও পুষ্প পেষণ পূর্ব্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—কর্ণস্রাবে কার্পাসী ফল :—সর্জ্জকত্বকচূর্ণ ও মধু সংযুক্ত কাপাসের ফলের (ডহন মতে অথবা কার্পাসের ফলের) রস, কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণস্রাব (কান হইতে জল বা পুঁজ পড়া) প্রশমিত হয় (উঃ ২১ অঃ)

বৃন্দ:—কফজাতিসারে কার্পাসী মূলস্বরস—কাপাস মূলের রস মধুযোগে কফাতিসারী পান করিবে (অতিসার—চিঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **শ্বেতপ্রদরে** কার্পাস মূল—শ্বেতপ্রদরগ্রস্তা নারী কাপাসের মূল (মূল কাষ্ঠগত হইলে মূলত্বক) তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (অসৃগ্দর—চিঃ) (২) **স্তন্যবর্দ্ধনার্থ** অথবা কার্পাসী মূল—বনকাপাস ও ইক্ষুর মূল, কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, প্রসূতির স্তন্যস্রাব বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ—চি :)

বঙ্গসেন :—অপচিতে অথবা কার্পাস মূল—অথবা কাপাসের মূলত্বক উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক, তণ্ডুলযোগে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে, অপচী বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালাদি—চিঃ)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—তূলা ক্ষত বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পোড়া তূলা ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত সারিয়া যায়। তূলা-বীজ গুঁড়া করিয়া আদা এবং জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অণ্ডকোষ-প্রদাহ নিবারিত হয়। ইহার বীজ মূত্রবিরেচক ও কামোত্তেজক। পাতার রস আমাশয় আরাম করে। ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক। তূলার শিকড় মূত্রকর ও পিপাসা নিবারক। ইহার সিদ্ধ পাতা জ্বর ও উদরাময়ের মহৌষধ (Atkinson)। তূলার বীজ গর্ভস্রাব-কারক ও কফনাশক। কার্পাস গাছের কাথ ৪ আউন্স, ২ পাইন্ট জলে জ্বালদিয়া ১ পাইন্ট থাকিতে নামাইয়া ২ আউন্স পরিমাণ ২০-৩০ মিনিট অন্তর ব্যবহৃত হয়। প্রসব কার্য্যে ইহা আর্গট অপেক্ষা অল্প তেজস্কর (Ind. Mel. Gaz. 1884)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—স্নিগ্ধতাকারক, বিরেচক, কফনিঃসারক, শুক্রদুগ্ধবর্দ্ধক, বাজীকরণ, গর্ভস্রাবকারক, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নাশক, রসায়ন, মাথা ব্যথার ঔষধ।

মূল ও ছাল—ঋতুস্রাব কারক। শুক্রদুগ্ধবর্দ্ধক।

পাতার রস—কাঁকড়াবিছা দংশনে এবং সর্পবিষে উপকারী।

Fig. Kirtikar Basu, Ind. Med. Pl. t. 137.
Ref. F. B. I., i. 340 ; B. P., i. 269 ; Prain, H. H., 179 ; H. S., 121.

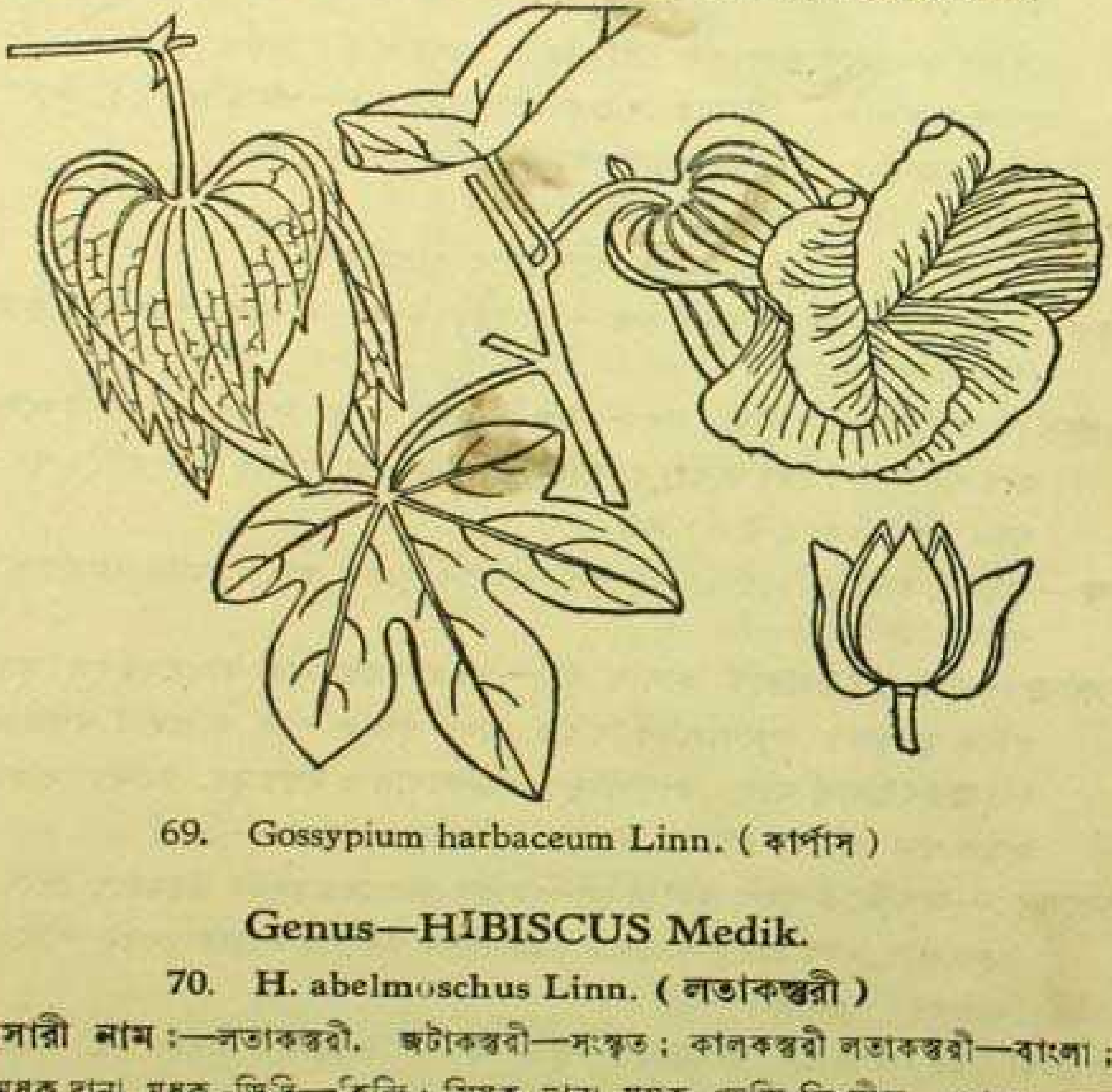

69. Gossypium harbaceum Linn. (কার্পাস)

Genus—HIBISCUS Medik.

70. H. abelmoschus Linn. (লতাকস্তুরী)

ভাষানুসারী নাম :—লতাকস্তুরী, জটাকস্তুরী—সংস্কৃত ; কালকস্তুরী লতাকস্তুরী—বাংলা ; মুসক্‌দানা, মুসক্‌-ভিন্দি—হিন্দি ; মিসক্‌-দানা, মুসক্‌-ভেন্দি-কি-বীজ—বোম্বে ; মুসক্ দানা —গুজরাট ; কটুক্-কস্তুরী—তামিল ; কস্তুরী-বেণ্ডা ভিট্টুলু—তেলেগু।

লতাকস্তুরিকা তিক্তা স্বাদী বৃষ্যা হিমা লঘুঃ।
চক্ষুষ্যাছেদিনী শ্লেষ্মতৃষ্ণাবস্ত্যাস্যরোগহৃৎ ॥

ভাবপ্রকাশঃ কর্পূরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—লতাকস্তুরিকা।

গুণপর্য্যায় :—লতাকস্তুরিকা—তিক্তমধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য, লঘুপাক, চক্ষুর হিতকর, ছেদক, শ্লেষ্মঘ্ন, তৃষ্ণানাশক, এবং বস্তিগত রোগ ও মুখরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—উত্তর নেপাল, চট্টগ্রাম, হুগলী। হাবড়ার জঙ্গলের ধারে কখন কখন দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। ২।৩ ফুট উচ্চ হয়। ডাঁটা শক্ত ও পশমময়, বৃন্ত পত্র অপেক্ষা লম্বা। পত্র হৃদ্‌পিণ্ডাকৃতি ও ৩-৫ অংশে বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কাটা কাটা, পত্রের উভয় পৃষ্ঠ লোমাবৃত। ফুল-৩-৪ ইঞ্চি, ডালের অগ্রভাগে জন্মে, উজ্জ্বল পীতবর্ণ, মধ্যস্থল বেগুনে, বোঁটা শক্ত ও বক্র। ফুলের বহির্দ্দেশ সবগুলি সমান ও বলের মত। ফল ২½-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সূচাল ও লোমময়। বীজ বক্র, মূত্রাশয়াকৃতি, ইহার গায়ে কতকগুলি সমান্তরাল রেখা আছে। গন্ধ মৃগনাভির গন্ধের ন্যায়। জুন হইতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ পেট-ফাঁপা নিবারক। মূল ও পাতার রস গণোরিয়া নিবারক। বোম্বাই অঞ্চলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পাঁচড়ায় দেয় (Dymock)। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপের লোকে ইহার বীজ খাওয়াইয়া অথবা গুঁড়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিয়া সর্পবিষের চিকিৎসা করে (Watt)। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ইহার বীজ সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য ফরাসী দেশে বহুল পরিমাণে রপ্তানী হয়। ইহার গুণ মৃগনাভির তুল্য।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—উত্তেজক, বিষদোষ নাশক। অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধতাকারক, রসায়ন, উদরাধ্মান-নাশক, বাজীকরণ, দুধের সহিত ফেনাইয়া প্রলেপে 'দাদ্' সারিয়া যায়। সর্পবিষে উপকারী।

Fig—Wight, I.C, t-399 ; Kirtikar Basu, Ind Med. Pl, t. 131.
Ref—F. B. I., t. 343 ; B. P. i, 265 ; Roxb., F. I., iii. 202 ; Watt, Vi, 229.

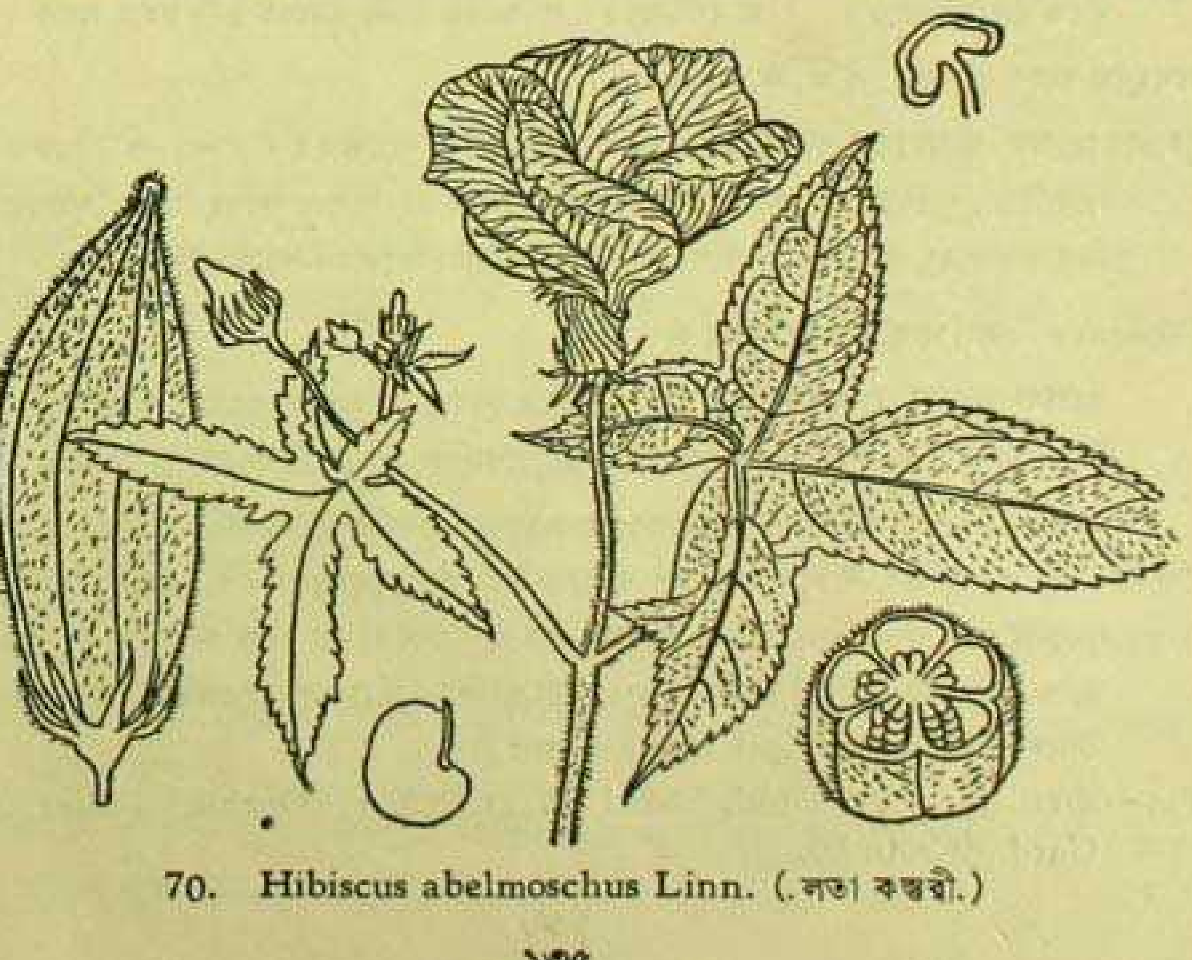

70. Hibiscus abelmoschus Linn. (লতা কস্তুরী.)

CENTRAL LIBRARY

71. H. esculentus Linn. (ঢেঁড়স)

ভাষানুসারী নাম :—ভিণ্ডিশ, গন্ধমূলা—সংস্কৃত ; ঢেঁড়স, রাম-টোরভি—বাংলা ভিন্দি ; বণ্‌তুরি, রাম-টুরুভি—হিন্দি ; ভেন্দা, চেন্‌ভি—বোম্বে ; ভেণ্ডা—মহারাষ্ট্র ; ভিণ্ডু—গুজরাট ; ভেণ্ডি—তামিল ; ভেণ্ড-কায়—তেলেগু ; ভেন্টক-কয়—মালয়।

ডিণ্ডিশো রোমশফলো মুনিনির্মিত ইত্যপি।
ডিণ্ডিশো রুচিকৃৎভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ।
সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ।

নামপর্যায় :—ডিণ্ডিশ, রোমশফল ও মুনিনির্মিত—এই গুলি নাম।

গুণপর্যায় :—ডিণ্ডিশফল—রুচিকারক, ভেদক, পিত্তঘ্ন, কফনাশক শীতবীর্য, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, মূত্রবর্দ্ধক এবং অশ্মরীরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতের গরম দেশে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বৎসরজীবী গাছ গায়ে লোম আছে। পত্রের বোঁটা ৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্র খসখসে দাঁতযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, মধ্যদেশ রক্তবর্ণ। ফল ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। ½-১ ইঞ্চি চওড়া। ফলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফলে কয়েকটি শিরা আছে, ফল—৫-৬টি বীজপূর্ণ। বীজে লোম আছে। বীজ ধূসরবর্ণ। বৎসরের সকল সময়েই চাষ হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ, ফলের খোসা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ঢেঁড়স কফের শান্তিকর। ফল ও বীজের শাঁস, গণোরিয়া, মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের রোগনিবারক। অপক ফলের ক্বাথ, মূত্রকর, সর্দ্দি নিবারক এবং গণোরিয়া রোগের শান্তিকর বলিয়া আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্তগুণ পরিচয় :—

অপক ফলের ক্বাথ—বেদনানাশক, শৈত্যকারক, মূত্রকৃচ্ছ রোগে মূত্রকারক, মূত্রের উগ্রগন্ধনাশক, মূত্রাশয়ের পীড়ানাশক এবং গণোরিয়া রোগে উপকারী।

ফল ও বীজের শাঁস—স্নিগ্ধতাকারক এবং গণোরিয়াতে উপকারী।

মন্তব্য :—ঢ্যাড়শ স্নিগ্ধ, শীত, মূত্রকর ও বৃষ্য। ইহা গলা 'খুসখুস' করা কাসে, শ্লৈষ্মিক মেহ, মূত্রকৃচ্ছ এবং গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। (ক্ষেত্রি ২য় খণ্ড ৯১ পৃঃ)। রক্সবার্গের মতে ঢ্যাড়শ উৎকাসির উত্তম ঔষধ। উৎকাসিতে ঢ্যাড়শের লয়েল্‌স্‌ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন (Bengal Dispansatory)।

Fig—Kirtikar Basu. Ind. Med Pl. t. 132; Duthie, Fuller, Field Gard. 8Crop. 1.6.

Ref—F. B. I., i. 343; B. P., i. 265; Roxb. F. I, iii. 210; Watt, Vi. 237; Prain, H. H. 178; H. So, 118.

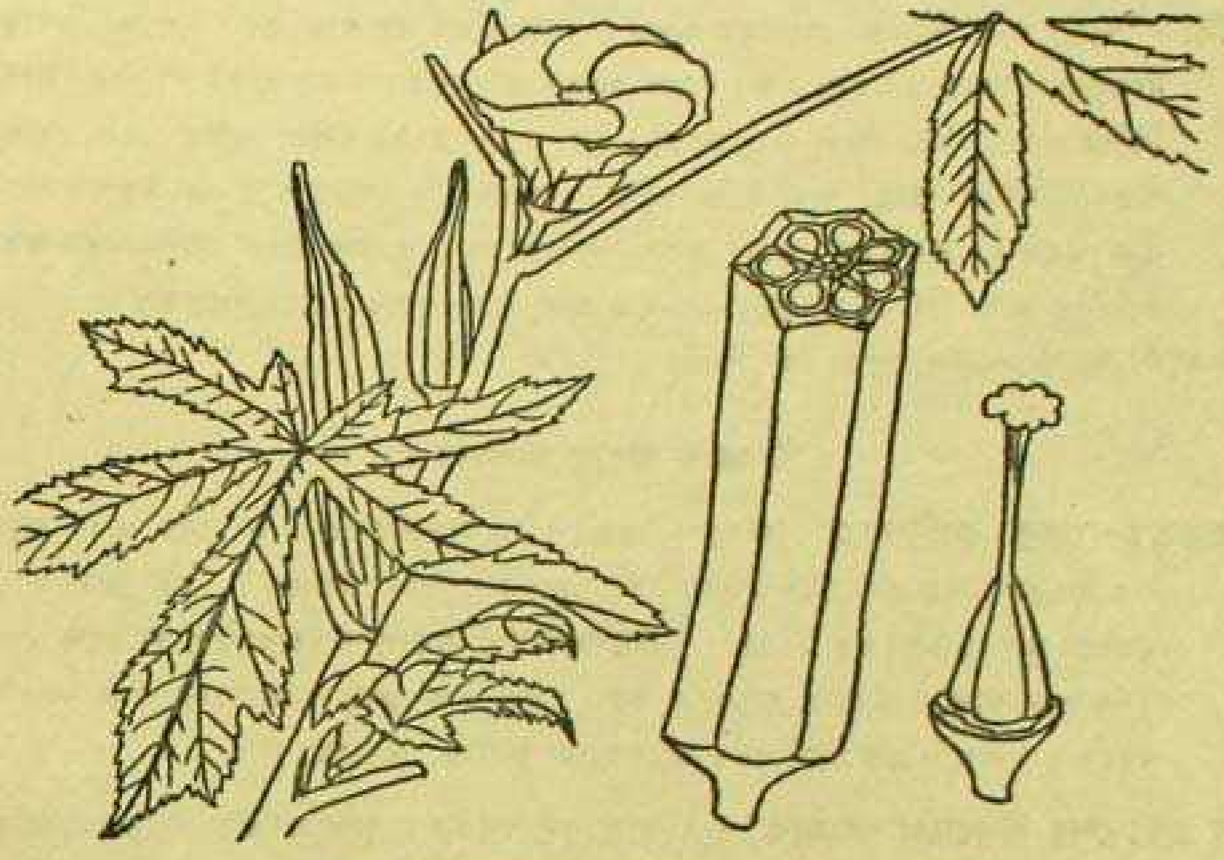

71. Hibscus esculentus Linn. (ঢ্যাঁড়স)

72. H. rosa sinensis Linn. (জবা)

ভাষানুসারীনাম :—জপা, জবাপুষ্পম—সংস্কৃত ; জবা—বাংলা ; যোড়হুল, জাস্থম্—হিন্দি; জাস্‌ভাণ্ড—বোম্বে ; জাস্‌বিন্দ, দসিন্দ-চা-ফুল—মহারাষ্ট্র ; জসুন্ড—গুজরাট; দাসনল—কর্ণাট ; সপ্পট্-টুপ্পু—তামিল ; ডাসানা—তেলেগু ; অম্বরা-হিন্দি—আরব ; অদারা-হিন্দি—পারস্য।

জপাখ্যা চৌড্রকাখ্যা চ রক্তপুষ্পী জবা চ সা।
অর্কপ্রিয়া রক্তপুষ্পী প্রাতিকা হরবল্লভা ॥
জপা তু কটুরুষ্ণা স্যাদিন্দ্রলুপ্তকনাশকৃৎ।
বিষ্ফদিজন্তুজননী সূর্য্যারাধনসাধনী ॥

রাজনিঘণ্টু :। করবীরাদিবর্গঃ ॥

নামপর্যায় :—জপা, ওড্রকা, রক্তপুষ্পী, জবা, অর্কপ্রিয়া, রক্তপুষ্পী, প্রাতিকা, ও হরবল্লভা এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—জপা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মাথার টাক্ নাশক। বিষদোষ সন্দিদোষ, ক্রিমিরোগ কারক, এবং সূর্য্য পূজার উপাদান।

৭৮

CENTRAL LIBRARY

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে বাগানে চাষ হয়। বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বর্ণনা :—জবা গাছ অনেক প্রকারের আছে। গাছগুলির বহু শাখা হয়। পাতা ডিম্বাকৃতি দাঁতযুক্ত, পাতার অগ্রভাগ সরু। ফুল অনেক প্রকারের। এক ও দুই বা বহু পাপড়ি বিশিষ্ট লাল, নীল, পীত ও শ্বেতবর্ণ; ফুল সারা বৎসর ধরিয়া ফুটিয়া থাকে, দেখিতে কতকটা ঘণ্টার ন্যায়, ২-৪ ইঞ্চি চওড়া। বীজকোষ গোলাকার এবং ইহাতে অনেক বীজ থাকে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়। কখন কখন জবার পাপড়ির রসে চিনিতে রং করে এবং ফুল জুতা কাল করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফুল, পাতা এবং শিকড়।

বৈদ্যকে জবার ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—কেশ কৃষ্ণীকরণে জবাপুষ্প—দুগ্ধ ও জবাফুলের রস ৮ সের এবং যষ্টিমধু কল্ক ৮ তোলা সহ এক সের তিল তৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মাথায় মাখিলে চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। (২) **আর্ত্তবলাভার্থ** জবাপুষ্প—জবাপুষ্প কাঁজিতে পেষণ পূর্বক পান করিলে নারীর ঋতুলাভ হয়। ইহা রজঃ কৃচ্ছ্র, রজোরোধ এবং বিলম্বিত ঋতুতে (অর্থাৎ অধিক বয়স পর্যন্ত ঋতুদর্শন না হইলে) প্রযোজ্য।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাতার রস স্নিগ্ধকর। ফুল ভাজিয়া খাইলে অতিরিক্ত ঋতুস্রাব নিবারিত হয়। কুঁড়ি ধাতুদৌর্বল্য রোগে ব্যবহৃত হয়। শিকড়, সর্দ্দির পক্ষে হিতকর। জবার শিকড়ের গুঁড়া, পদ্মের শিকড় এবং শ্বেতশিমূলের ছাল প্রত্যেকটি সমপরিমাণে সেবন করিলে অনিয়মিত ঋতুস্রাব নিবারিত হয়। মাত্রা ৩ মাষা পরিমাণ (Dymock)। টাটকা পাতার রসে সমপরিমাণ জলপাইয়ের (olive) তৈল মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া তৈলাবশেষ নামাইয়া সেই তৈল মাখিলে মাথার কেশ বর্দ্ধিত হয় (Moodeen Sheriff)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—কাসিতে উপকারী।

পাতা—স্নিগ্ধতাকারক।

ফুল—স্নিগ্ধতাকারক।

ফুলের কুঁড়ির রস—জ্বরে বেদনানাশক ও জ্বরনাশক।

মন্তব্য :—জবাফুল—স্নিগ্ধ, শীত ও পিচ্ছিল। ইহার কাথ জ্বর, কাস এবং মূত্রকৃচ্ছ্রে স্নিগ্ধ-পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ, চিনি ও জীরার সহিত 'গণোরিয়া' রোগে সেব্য পদ্মকন্দ ও শিমুল মূলের সহিত সেবন করিলে প্রচুর আর্ত্তবস্রাবে হিতকারী হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবের পর এই বৃক্ষটির পরিচয় ভারতে দেখা যায়। সংহিতা যুগে এবং তারও পূর্ব যুগের বৈদ্যকে এ বৃক্ষের পরিচয় সূত্র পাওয়া যায় না।

Fig—Rheede. Hort Mal, ii. t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 134A.

Ref—B. I., i. 344 ; B. P. i. 268 ; Roxb. F. I. iii. 194 ; Watt IV pt. I. 242.

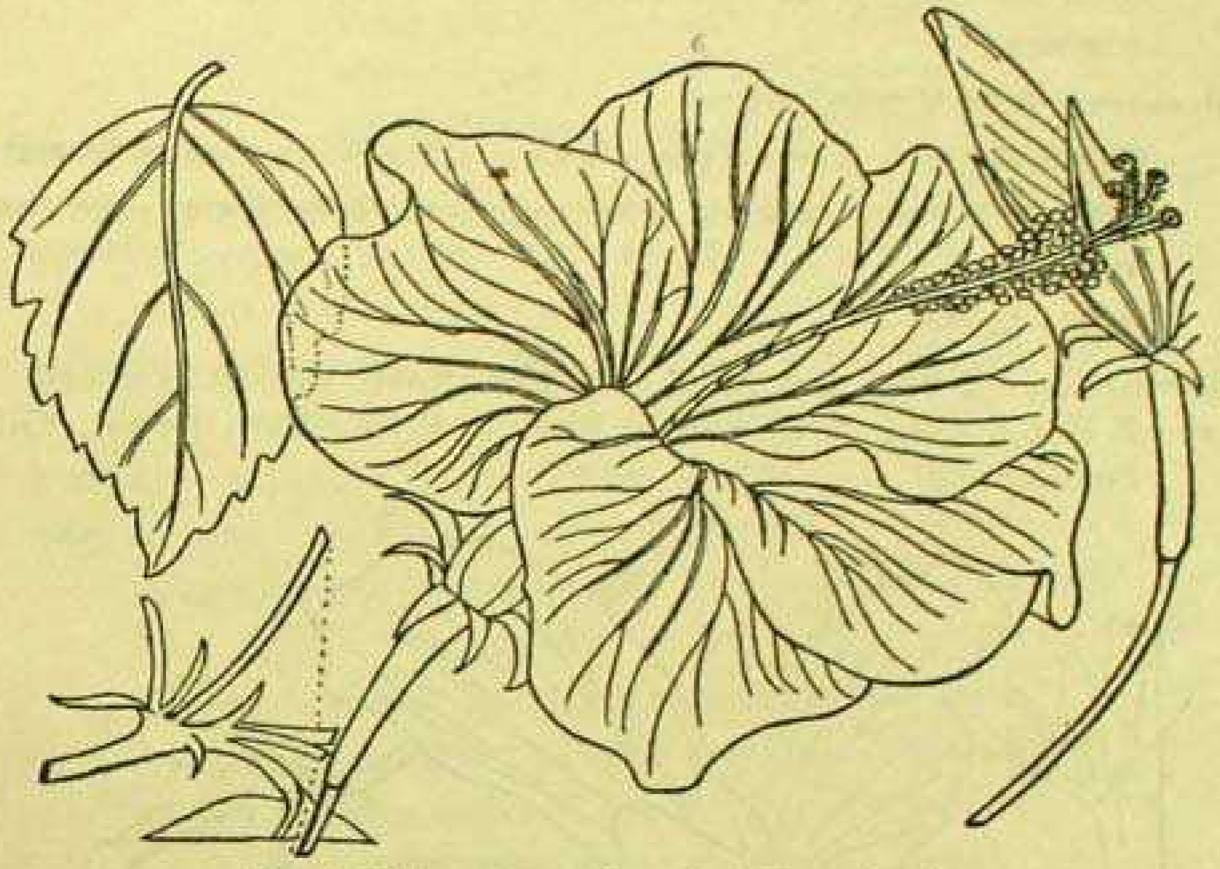

72. Hibiscus rosa-sinensiss Linn. (জবা)

73. H. cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)

ভাষানুসারীনাম :—নালী—সংস্কৃত ; মেস্তাপাট—বাংলা ; অম্বারি, পাট্সান্—হিন্দি ; কণুরিয়া—উড়িয়া ; অম্বারি—বোম্বে ; অম্বদ—মহারাষ্ট্র ; পুলিমুক্তি, পুলিচি—তামিল, গোন্‌কুর—তেলেগু।

জন্মস্থান :—শ্রিহট্ট, বিহার, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা।

বর্ণনা :—বর্ষজীবীগাছ। প্রতিবৎসর চাষ হয়। ডাঁটায় মসৃণ লোম আছে। গাছের নীচের পাতা অবিভক্ত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, করাঙ্গুলিবৎ, পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। ডাঁটায় কাঁটা আছে। পুষ্পস্তবক বিস্তৃত ও বড়, পাপড়ি পীতবর্ণ, মধ্যস্থল লালবর্ণ। ফল লোমযুক্ত, ডগাটি কাঁটার ন্যায় সরু। বীজ মসৃণ, লোমযুক্ত। শরৎ ও শীতে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পাতা ও রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ কামোদ্দীপক। কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে ইহার বীজ বাহ্যপ্রয়োগরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুলের রস ১ তোলা পরিমাণ চিনি ও গোলমরিচের সহিত পান করিলে পুরাতন পৈত্তিক অম্লরোগ আরোগ্য হয়। ইহার পাতা জোলাপের কাজ করে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফুলের রস—চিনি ও গোলমরিচের সহিত পান করিলে পৈত্তিক অম্লরোগে উপকারী।

বীজ—কামোদ্দীপক, কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে বেদনা নিবারণার্থ বাহ্য প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পাতা—বিরেচক।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 130 ; Roxb. Cor. Pl., i. t. 190.

Ref—F. B. I. i. 339 ; B. P., i. 267 ; Roxb. F. I., iii, 208 ; Daltz ; Gibso Bomb, Fl. 20.

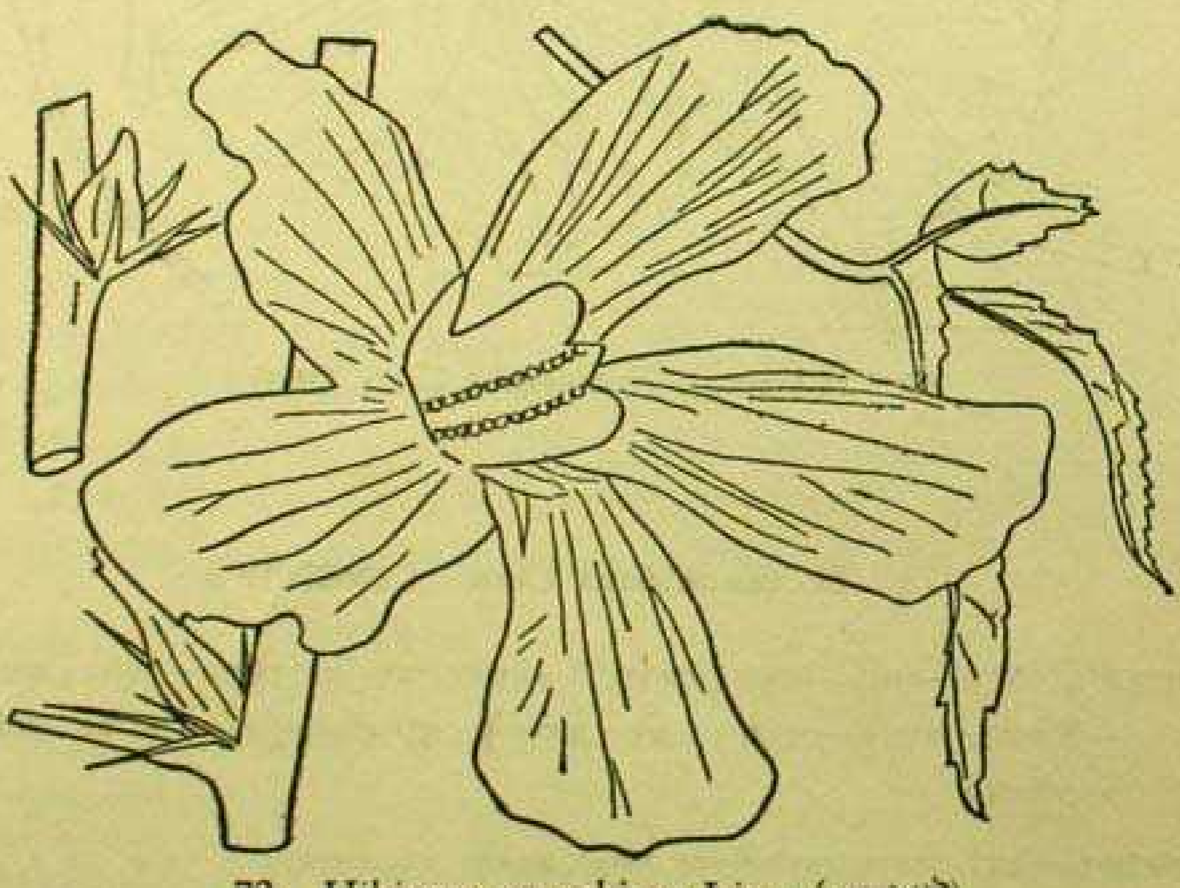

73. Hibiscus cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)

Genus—PAVONIA Willd.

74. P. odorata Willd. (বালা)

ভাষানুসারীনাম :—বালক, হ্রীবের—সংস্কৃত ; বালা—বাংলা ; সুগন্ধবালা, বালা—হিন্দি।

CENTRAL LIBRARY

বালা—বোম্বে ; কালা-ভালা—মহারাষ্ট্র ; পরমুটি, মুড্ডি, পুলাগম্—তামিল ; এরা-কুটি—তেলেগু ; বাল-রাকসী-গিজ্ঞ—কাণপুর।

বালকং বলিপর্য্যায়ৈরুক্তং হ্রীবেরকং তথা।
কেশ্যং বজ্রমুদীচ্যঞ্চ পিঙ্গঞ্চ ললনাপ্রিয়ম্।
বালঞ্চ কুন্তলোশীরং কচামোদং শশীন্দুধা॥
বালকং শীতলং তিক্তং পিত্তবান্তিতৃষাপহম্।
জ্বরকুষ্ঠাতিসারঘ্নং কেশ্যং শ্বিত্রব্রণাপনুৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—বালক, হ্রীবেরক, কেশ্য, বজ্র, উদীচ্য, পিঙ্গ, ললনাপ্রিয়, বাল, কুন্তল, উশীর, কচামোদ—এই এগারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—বালক—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, পিত্ত, বমন ও তৃষ্ণা নিবারক। জ্বর, কুষ্ঠ ও অতিসার নাশক। কেশ বৃদ্ধিকারক। শ্বিত্র ও ব্রণ নিবারক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, সিন্ধুদেশ।

বর্ণনা :—শিকড় ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা, বক্র ½ ইঞ্চি। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত পীতবর্ণ। শিকড়ের গন্ধ মৃগনাভির গন্ধের ন্যায়। ইহার কন্দ হইতে সরু সরু কৃষ্ণবর্ণ শিকড় বাহির হয়। উহা অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। গায়ে আঠাযুক্ত কোমল পশম আছে। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫টি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত, পত্র দেখিতে অনেকটা কার্পাস পত্রের ন্যায়, পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা লম্বা। প্রত্যেক পাতার গোড়া হইতে একটি একটি ফুল হয়। ফুলের বহিশ্ছদ ১০-১২, লম্বাকৃতি, ফুলের পাপড়ি ৫টি। পুষ্পের অন্তর্বাস লালবর্ণ বা গোলাপী। পুংকেশর বহু, গোলাকারভাবে থাকে। ফুলের বোঁটা পাতার বোঁটার অর্দ্ধেক। ফলের ভিতর ২টি বিভাগ আছে। প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া বীজ থাকে। বীজ ছোট মটরের ন্যায়, ধূসরবর্ণ, বীজে তৈল আছে। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল ; মাত্রা ½—২½ আনা।

বৈদ্যকে বালার ব্যবহার।

চরক :—(১) **রক্তপিত্তে** বালা :—রক্তচন্দন সহ বালার কল্ক, ফান্ট, শীতকষায় বা কাথ সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অতিসারে** বালা :—বালা ও শুঁঠের কাথ অতিসার হইলে পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **বিসর্পে** বালা—বালা পেষণ পূর্বক কিঞ্চিৎ ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **মদাত্যয়ের পিপাসায়** বালা—মদাত্যয় রোগীর পিপাসা থাকিলে, তাহাকে ষড়ঙ্গ পরিভাষানুসারে প্রস্তুত বালার পানীয় পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৫) **বমনে** বালা—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট বালা বমনের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—**শ্বিত্রে** বালা—বালা অন্তর্ধূমদগ্ধ করিয়া বহেড়ার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শ্বিত্রে লেপন করিলে তদগ্ধ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ২০ অঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **পিত্তার্শে** বালা :—বালা ও শুঁঠের কাথ পিত্তার্শ নাশক। (২) **শিশুর অতিসারে** বালা—বালা, চিনি ও মধু, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে শিশুর অতিসার নিবৃত্তি পায় (বালরোগ—চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিকড় সুগন্ধযুক্ত, উগ্র, ইহা জ্বর ও প্রদাহে ব্যবহৃত হয় (U.C. Dutt)। দাহ শান্তির জন্য বালা, আমলকী, রক্তচন্দন ও পদ্ম কাষ্ঠের গুঁড়া এক বাল্‌তি জলে মিশ্রিত করিয়া স্নান করাইলে দাহের শান্তি হয়। বালা যোগে ষড়ঙ্গ (Shadanga Paing) পানীয় প্রস্তুত হয়। ১ ড্রাম পরিমাণ আমলকী, মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া গাছের শিকড় ও শুষ্ক আদা ২ সের জলে দিয়া ১সের থাকিতে নামাইলে এই ঔষধ দ্বারা দাহের শান্তি হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—সঙ্কোচক, রসায়ন, আমাশয়ে উপকারী। স্নিগ্ধতাকারক, উদারাধ্মাননাশক এবং জ্বরঘ্ন।

মন্তব্য :—বালা উষ্ণ বেদনাহর, স্নিগ্ধিকারক, আক্ষেপ নিবারক, ঘর্মোৎপাদক এবং বৃষ্য। পূর্ণ মাত্রায় সেবিত হইলে ইহা হৃদয়ের গতিবৃদ্ধি ও শারীরোষ্মার মাত্রাধিক্য জন্মায় এবং স্ফূর্তি বর্দ্ধিত করে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে মনোবিকার উপস্থিত হয়। অত্যধিক মাত্রায় ভক্ষিত হইলে, মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং আমাশায় ও অন্ত্রের উত্তেজনা ঘটাইয়া বিবমিষা (গা বমি বমি করা), বমন, অতিসার, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা এবং মূত্রসহ অশ্মরী পতিত হইয়া থাকে।

বালক শব্দের অর্থপ্রকাশক সংজ্ঞা বালার বিভিন্ন নাম পর্যায়।

Fig :—Kirtikar & Basu. Ind. Med. pl, t, 128 ; Wall, Cat. 1886.
Ref :—F.C.I. t, 331 ; B.P., i. 261 ; Roxb., F.I., iii. 214.

74. Pavonia odorata Willd. (বালা)

Genus—URENA Linn.

75. U. lobata Linn. (বন ওক্‌ড়া)

ভাষানুসারী নাম :—বন্ধ্যাকর্কোটকী—সংস্কৃত ; বন ওক্‌ড়া—বাংলা ; ব্যাকিটি—হিন্দী ; বন-ভেণ্ড—মহারাষ্ট্র ; ভিদিজনেলেট—সাঁওতালী ; পট্টপ্রিলি—সিংভূম ; কট্‌-সেই নাই—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের বহুস্থানে ; জঙ্গলের ধারে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বর্ণনা :—ঘন-শাখা সম্বলিত গুল্ম, গাছের গায়ে ছোট ছোট লোম হয়। পত্র ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত ; ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, গোলাকার এবং কর্ত্তিত। পত্র ৫-৭ ভাগে বিভক্ত, শিরা ৫-৭টি আছে, বোঁটা ছোট। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ, মধ্যদেশ কৃষ্ণবর্ণ, গুচ্ছ-বদ্ধভাবে হয়। ফলে সরু সরু কাঁটা আছে। গাছের ফল ছাগল, গরু ও অন্যান্য লোমশ জন্তুর গায়ে বা কাপড়ে লাগিলে ফলগুলি তাহাতে আট্‌কাইয়া যায়। ইহার ফুল বর্ষাকালে ও শীতকালে জন্মে। বীজে কোন আস্বাদ নাই।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় ছোটনাগপুর প্রদেশে বাতের বেদনায় ব্যবহৃত হয় (Campbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়

মূল—প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক, বাতে বাহ্য প্রলেপনার্থ ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Rhumph. Amb.vi.t. 25 Fig 2 ; Kritikar & Basu, Ind. Med Pl., t.125.
Ref :—F. B. I., i. 329 ; B. P. i. 261 ; Roxb, F I. iii. 182 ; Prain, H. H. 178 ; H. S. 112.

75. Urena lobata Linn. (বনওক্‌ড়া)

Genus—THESPESIA Corr.

76. T. populnea Corr. পরাশপিপুল

ভাষানুসারীনাম ঃ—পারিশা—সংস্কৃত ; পরাশ পিপুল, পরাশ—বাংলা ; পরাশ পিপাল, পোরুষ-ভেণ্ডি, পর্‌ছিপু-পিপুল—হিন্দি ; পারশ-পিপুল—বোম্বে ; বোণ্ডি। ভোণ্ডি, রান্ ভেণ্ডি—মহারাষ্ট্র ; বেণ্ডি, ভেণ্ডি—গুজরাট ; পরসাং, পেবিস্, পর্‌সা—তামিল ; গঙ্গারেনু গঙ্গারাভি, পুর্‌সা, পুর্‌সাম্—তেলেগু।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে এবং সুন্দরবনে বহু পরিমাণ জন্মে। অপরাপর স্থানে বিশেষতঃ হুগলী ও হাওড়া জেলার বাগানে বা রাস্তার ধারে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বর্ণনা ঃ—বড় গাছ, গাছের ভিতরের কাষ্ঠ ঈষৎ বেগুনে নীল, সুগন্ধযুক্ত। পত্র দেখিতে অশ্বত্থ পত্রের ন্যায়, ৩-৫ ইঞ্চি বিস্তৃত। হৃৎপিণ্ডাকৃতি, মসৃণ, তলায় ধূসর আঁশ যুক্ত। ডাঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, শাখা প্রশাখা ক্ষুদ্র। ফুল বড় ও দেখিতে সুন্দর ; বহির্বাস ছোট, ৫টি দাঁতযুক্ত। পাপ্‌ড়ি ৫টি, লম্বাকৃতি ; পুংকেশর অনেক আছে, একটি নলের মধ্যে আবদ্ধ। বীজাধার সরু আচ্ছাদনে আবৃত, ৪-৫টা বীজ থাকে। বীজ পশমময়, দেখিতে মটরের ন্যায়। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে। গাছের কাষ্ঠ শক্ত বলিয়া গরুর গাড়ী নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বল্কল, শিকড় এবং ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার ফল হইতে পীতবর্ণ রস নির্গত হয়, ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-ভারতে ইহার ছালের ক্বাথে পাঁচড়া ধৌত করে (Watt), কোন স্থানে পোকায় কামড়াইলে ইহার পত্র বোঁটা হইতে পীতবর্ণ আঠা বাহির করিয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা নষ্ট হয়। কঙ্কন দেশে ইহার ফুল পাঁচড়ার ঔষধে ব্যবহার করে। শরীরের কোনস্থানের গ্রন্থি ফুলিলে ইহার পাতা বাটিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে ফুলা আরাম হয় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ফুল, পাতা ও মূল ঃ—চুলকানি, দূষিত চর্মরোগ (psorisia) এবং চর্মরোগে বাহ্য প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়।

মূল—রসায়ন।

ছাল—সঙ্কোচক, আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে রসায়নের কাজ করে।

Fig :—Wigt. I. C. t. 8 ; Bedd., Sylv. t. 63 ; Kirkitar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 136 ;

Ref :—F. B.I., i. 345 ; B.P., i, 270 ; Roxb., F.I. iii, 191 ; Prain, H.H., 179 ; H.S., 120.

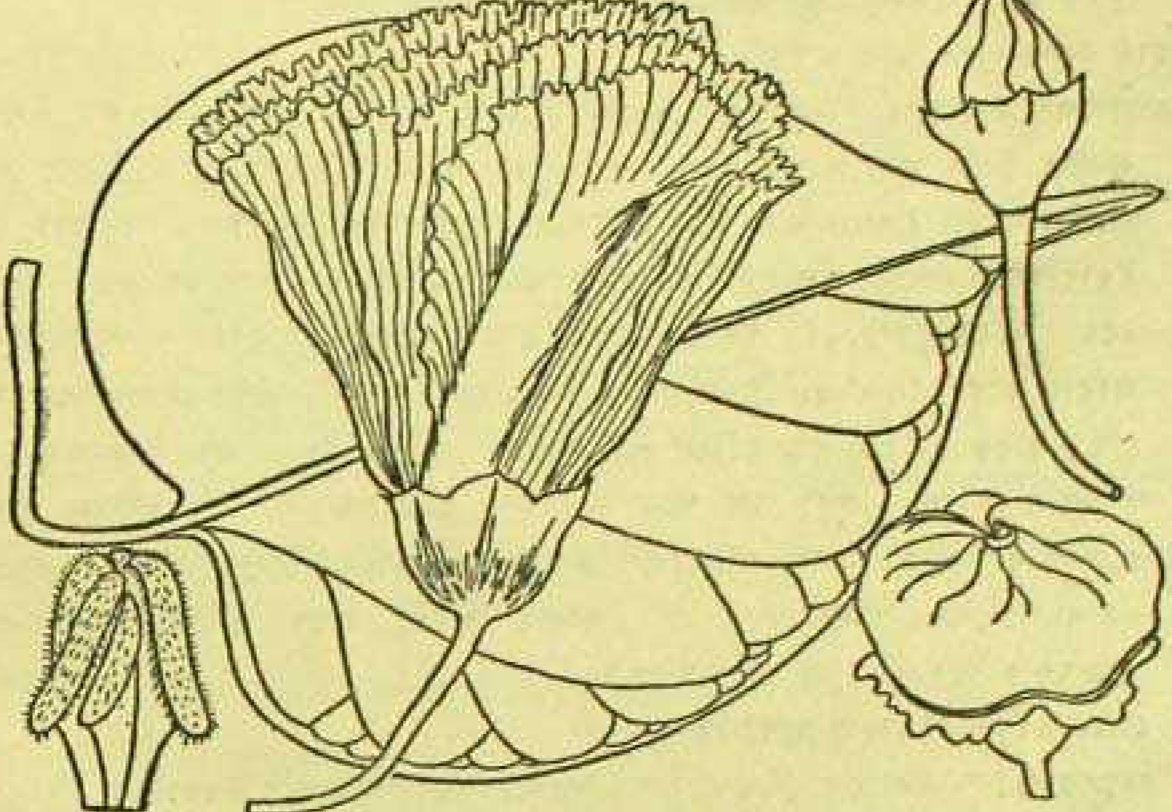

76. Thespesia populnea Corr. (পরাশ-পিপুল)

Genus—ADANSONIA Linn

77. A digitata Linn. (গোরক্ষ আমলি)

ভাষানুসারী নাম—গোরক্ষ—আম্‌লি, গোরক্ষ চাকুলে—বাংলা ; গান্ধেক্ষী—সংস্কৃত ; নাগবলা, কল্পবৃক্ষ ; গোরক্ আম্‌লি, গোরক্ষ-আমলি ; গোর-আম্‌লি—চোর—হিন্দি ; গোরক্ষ-চিন্‌চ্, কোয়ারি—চিন্‌চ—বোম্বে ; গোরক্ষ—আম্‌লি—গুজরাট ; অনাই-পুলি, পাপ্‌রা-পুলি—তামিল।

জন্মস্থান—ভারতের সকল স্থানে বাগানে রোপণ করা হয়। বিশেষতঃ মুসলমান ফকিরদের গোরস্থানে ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বর্ণনা—কাণ্ড স্থূল, বৃহৎ বৃক্ষ, বৃক্ষ ৬০-৭০ ফুট লম্বা হয়। নীচের দিকে অতিশয় স্ফীত। পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ এবং ক্ষুদ্র লোমদ্বারা আচ্ছাদিত। ৬-৭টি ভাগে বিভক্ত, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু। শীতে পাতা পড়িয়া যায় ও মে-জুনে ফুলের সঙ্গে নূতন পাতা জন্মে। ফুল শ্বেতবর্ণ, এক একটি প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি অবনত। গর্ভাশয় ৫-১০ টি গহ্বরযুক্ত। ফল ঝুলিয়া থাকে ; ঈষৎ সবুজবর্ণ, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত, খোলা শক্ত, পাতলা, উপরিভাগ পালকের ন্যায় পদার্থে আচ্ছাদিত।

ফল অম্লশাঁসে পরিপূর্ণ, এই শাঁস শুকাইলে শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ দেখায়। বীজ এক একটি ফলে শক্ত খোলায় আচ্ছাদিত। বীজ প্রায় ৩০টী হয়। মূত্রযন্ত্রের ন্যায় আকৃতি, ধূসর বর্ণ। মে-জুনে ফুল হয় এবং শীতে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, ছাল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—গোরক্ষ আম্‌লি আমাশয়-রোগ নিবারক। পাতার পুল্‌টিস্ দিলে ফুলা আরাম হয়। পাতা শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া আফ্রিকার লোকে উহাকে লালো (Lalo) বলে, ইহা ঘর্মনিবারণে ব্যবহৃত হয় (Royle)। বোম্বাই দেশে ইহার শাঁস মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া উদরাময় এবং রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করে (বনৌষধি দর্পণ)। ইহার ছালের ক্বাথ দুরারোগ্য সবিরাম ও অবিরাম জ্বর আরাম করে (Moodeen Sheriff)। ইহার মূলের ত্বকচূর্ণ গব্যঘৃত যোগে ক্রমে মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া একমাস পান করিলে দারুণ ক্ষয়রোগ আরাম হয়। ঔষধ সেবনকালে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবে (রাজবল্লভ)। ইহা রসায়ন, বৃষ্য ও অতিশয় বলকারক। ইহা ক্ষয়-রোগে হিতকর। ইহার মূলত্বকচূর্ণ গব্যঘৃত ও মধুযোগে এক বৎসর সেবন করিলে লোক ১০ বৎসর জীবিত থাকে এবং জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না (শার্ঙ্গধর)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

ফলের শাঁস—বিরেচক, স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, সঙ্কোচক এবং আমাশয়ে উপকারী।

পত্র—ঘর্মকারক এবং আফ্রিকা দেশে জ্বরের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig—Bot. Mag. Iv. t. 2791-92 (1828).

Ref—F. B. I. i, 348 ; B. P. i. 270 ; Roxb., F. I. iii. 165.

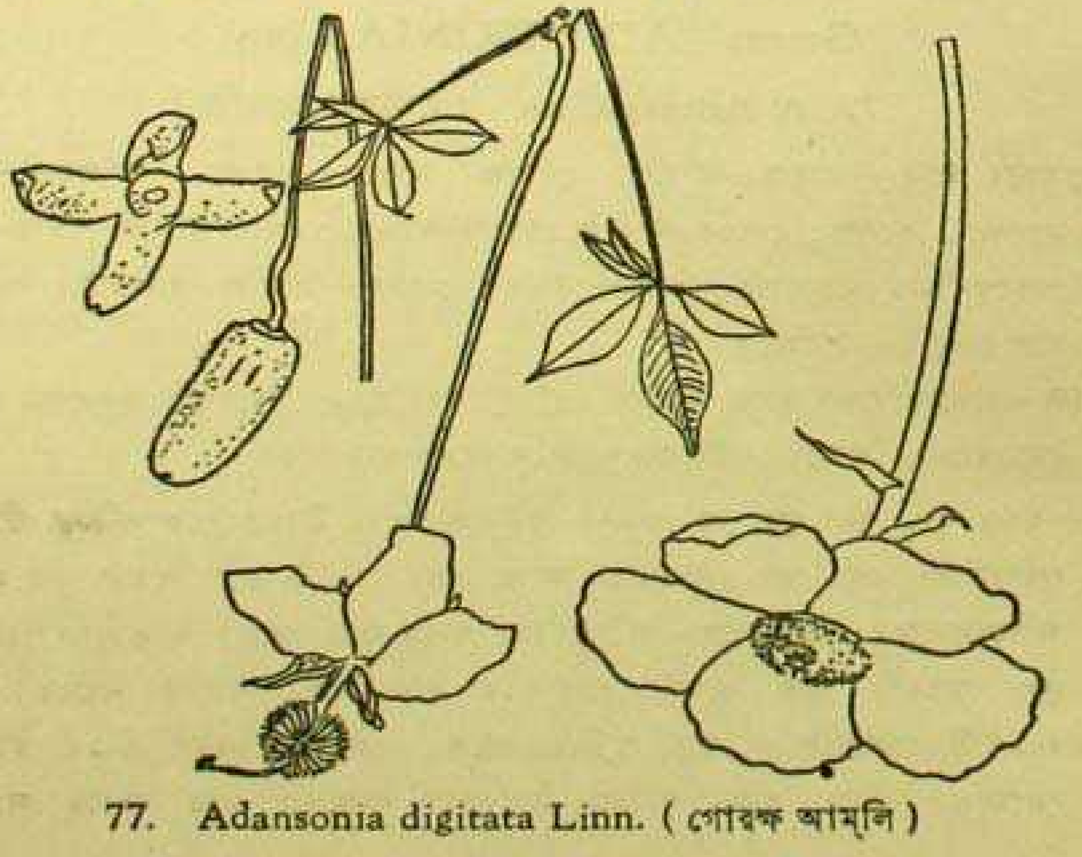

77. Adansonia digitata Linn. (গোরক্ষ আম্‌লি)

CENTRAL LIBRARY

Genus—SIDA Linn.

78. S. cordifolia Linn. (বেড়েলা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—বাট্যালক, বলা—সংস্কৃত ; বেড়েলা—বাংলা ; খারেতি, কুভাই—হিন্দি ; চিকান—মহারাষ্ট্র ; তেলা-আন্টিস্, চিরি—বেণ্ডা—তেলেগু ; সিমাক—পাঞ্জাব ; বেড়েলা—গৌড় ।

> **বলা সমঙ্গোদকিকা চ ভদ্রা, ভদ্রোদনী স্যাৎ ক্ষরকাষ্ঠিকা চ ।**
> **কল্যাণিনী ভদ্রবলা চ মোটা, বাটী বলাঢ্যেতি চ রুদ্রসংজ্ঞা ।**
> **বলাঽতিতিক্তা মধুরা পিত্তাতীসারনাশনী ।**
> **বলবীর্যপ্রদা পুষ্টি কফরোগবিশোধনী ॥**

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ঃ—বলা, সমঙ্গা, উদকিকা, ভদ্রা, ভদ্রোদনী, ক্ষরকাষ্ঠিকা, কল্যাণিনী, ভদ্রবলা, মোটা, বাটী, বলাঢ্যা,—এই এগারটি নাম ।

গুণপর্যায় ঃ—বলা—অতিতিক্ত, মধুর রস, পিত্ত এবং অতিসারনাশক, বল ও বীর্য বর্ধক, পুষ্টিকর, এবং কফরোগ নাশক ।

জন্মস্থান ঃ—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাওড়া ও গো-ঘাটের পতিত জমিতে প্রচুর জন্মে । শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহু পরিমাণে দেখা যায় ।

বর্ণনা ঃ—ছোট ছোট গুল্ম । পত্র ১$\frac{১}{২}$-২ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{১}{২}$-১ ইঞ্চি বিস্তৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উভয় দিকে লোম আছে । পাতার ডাঁটা পাতার সমান লম্বা । ফুলের বহিশ্ছদ লম্বা ও লোমাচ্ছাদিত । ফল ছোট । বর্ষাকালে অথবা শীতে ফুল হয়, পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—শিকড়, বীজ ও পত্র ।

বৈদ্যকে বেড়েলার ব্যবহার ।

চরক ঃ—(১) **রক্তপিত্তে** বেড়েলা মূল—ক্ষীরপরিভাষানুসারে বেড়েলা মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া রক্তপিত্তরোগীকে পান করাইবে (চিঃ ৪ অঃ) । (২) **রক্তার্শোরোগে** বেড়েলা মূল—বেড়েলামূল ও পৃশ্নিপর্ণীর ক্বাথ দ্বারা সাধিত খৈয়ের পেয়া, যে অর্শোরোগীর রক্তস্রাব হইতেছে তাহাকে পান করাইলে, রক্তস্রাব নিবৃত্তি পাইতে পারে (চিঃ ৯ অঃ) । (৩) **কফজবিসর্পে** বেড়েলা মূল—কফজবিসর্পে বেড়েলামূল পেষণপূর্বক প্রলেপ দিবে । (চিঃ ১১ অঃ) । (৪) **মদাত্যয়ের** পিপাসায় বেড়েলা মূল—তৃষিত মদাত্যয় রোগীকে বেড়েলা মূল দ্বারা কৃথিত জল পান করিতে দিবে (চিঃ ১২ অঃ) (৫) **ব্রণ শোধনার্থ** বেড়েলামূল—বেড়েলামূলের ক্বাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে, ক্ষতের কদর্যস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া

ক্ষতশুদ্ধি হয় (চিঃ ১৩ আঃ)। (৬) **বাতরক্তে** বেড়েলা মূল—বেড়েলার ক্বাথ, কল্ক, তৈল ও সম দুগ্ধ সহ তিলতৈল যথাবিধি শত বা সহস্রবার পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত বা বাতব্যাধি নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৯ আঃ)।

সুশ্রুতঃ—স্বরভঙ্গে বেড়েলা মূল—যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে তাহাকে বেড়েলা মূলত্বকচূর্ণ মধুগব্যঘৃত দ্বারা আপ্লুত করিয়া পান করাইবে। (উঃ ৫৩ আঃ)।

বাগ্‌ভটঃ—(১) **জীর্ণজ্বরে** বেড়েলা মূল : বেড়েলার কল্ক ও ক্বাথদ্বারা পক্বগব্যঘৃত যোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় (চিঃ ১০ আঃ)। (২) **রাজযক্ষ্মায়** বেড়েলা মূল—বেড়েলা কল্ক এবং ঘৃতের দশগুণ গব্যদুগ্ধ দ্বারা পক্ব ঘৃত, যক্ষ্মারোগীর পক্ষে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্তঃ—(১) **অববাহুকে** বেড়েলা মূল :—অববাহুক নামক বাতব্যাধিতে বেড়েলা মূলের স্বরস বা ক্বাথ নাসিকাদ্বারা,অসমর্থপক্ষে মুখদ্বারা পান করিবে। (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) **অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে** বেড়েলা মূল—ক্ষীর পরিভাষানুসারে বেড়েলা মূলত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপপূর্বক ঈষৎ উষ্ণাবস্থায় পান করিবে। ইহা সেবনে অচিরে উৎপন্ন অন্ত্রবৃদ্ধি জয় করা যায় (বৃদ্ধিরোগ চিঃ) (৩) **প্রদরে** বেড়লামূল—বেড়েলা মূলত্বক দুগ্ধে পেষণপূর্বক মধুযোগে দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে। ইহা প্রদরে হিতকর।

ভাবপ্রকাশঃ—অর্দ্দিতবাতব্যাধিতে বেড়েলা মূল—ক্ষীরপরিভাষা অনুসারে প্রস্তুত বেড়েলা ক্বাথ বাতাত্মক অর্দ্দিতে হিতকর (বাতব্যাধি চিঃ)।

বঙ্গসেনঃ—(১) **সর্ববাতবিকারে** বেড়েলা—বেড়েলার ক্বাথ, কল্ক ও তৈলসম গব্যদুগ্ধ যোগে যথাবিধি পক্ব তিলতৈলের অভ্যঙ্গ, সর্ববাতবিকারে হিতকর (বাতব্যাধি চি :) (২) **উরোগ্রহে** বেড়েলা মূল স্বরস : উরোগ্রহগ্রস্ত রোগী বেড়েলা মূলের রস হিঙ্গুসহ পান করিবে (উরোগ্রহ চিঃ)। (৩) **আগন্তুব্রণে** বেড়েলা মূল—বেড়েলা মূল এবং অপামার্গ মূলের কল্কসহ যথাবিধি পক্ব তিলতৈল আগন্তুব্রণে (অর্থাৎ অগ্নিশস্ত্রাদিকৃত ক্ষতে) হিতকর (আগন্তুব্রণ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—অবিরাম জ্বরে বেড়েলার শিকড়ের ক্বাথ আদার সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর আরাম হয়। বেড়েলা কম্পজ্বর নাশক। সমস্ত গাছের পিষ্ট রস এক পোয়া পরিমাণ পাইলে বিকৃত শুক্র সাম্যাবস্থায় পরিণত হয় (Dymock)।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূলের ক্বাথ—আদার সহিত ব্যবহারে জ্বরনাশক।

মূলের ছাল—তিলতৈল এবং দুগ্ধসহ পক্ব তৈল মুখের পক্ষাঘাত ও গৃধ্রসী রোগে উপকারী। দুগ্ধ এবং চিনির সহিত ইহার গুড় ব্যবহারে অল্প অল্প প্রস্রাবের যন্ত্রণায় এবং শ্বেতপ্রদরে বিশেষ উপকারী।

CENTRAL LIBRARY

গাছের স্বরস—জলের সহিত মিশাইয়া খাইলে বিকৃত শুক্র সাম্যাবস্থায় পরিণত হয়।

মূলের রস—ক্ষত উপকারী।

বীজ—কামোদ্দীপক, গণোরিয়া রোগে উপকারী। শূলবেদনা এবং পেটের মধ্যে আক্ষেপে (পেট কামড়ানিতে) উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 121 ; Rheede, Hort, Mal. X. t. 54.

Ref.—F. B. I. i. 324 ; B. P. i. 258; Roxb. F. I. iii. 177 ; Dalz. & Gibbs. Bomb. Fl. 17 ; H. S. 113.

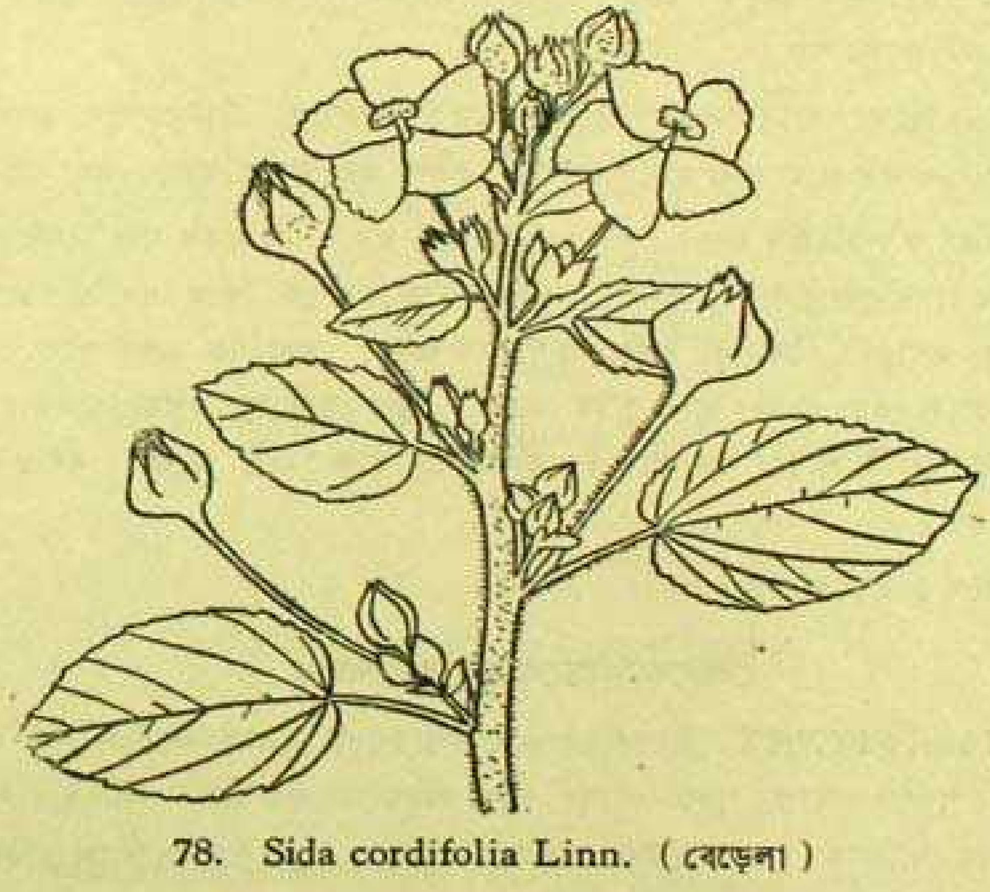

78. Sida cordifolia Linn. (বেড়েলা)

79. S. rhombifolia Linn emerd Mast. (পীতবেড়েলা)

ভাষানুসারী নামঃ—অতিবলা—সংস্কৃত, পীতবেড়েলা—বাংলা ; কগাহিয়া-খিরিহিটীবা—হিন্দি ; অতিবুলা, চেট্টু—তামিল ; গুবটন্—তেলেগু ; চিক্কণভেন্তু—মহারাষ্ট্র ; খিরিহিটিবা—কর্ণাট।

মহাসমঙ্গোদনিকা বলাহ্বয়া, বৃক্ষারুহা বৃদ্ধিবলাঽক্ষতণ্ডুলা।
ভুজঙ্গজিহ্বাঽপি চ শীতপাকিনী, শীতা বলা শীতবরা বলোত্তরা ॥
খিরিহিট্টি চ বল্যা চ ললজিহ্বা ত্রিপঞ্চধা ॥
মহাসমঙ্গা মধুরা অম্লা চৈব ত্রিদোষহা।
যুক্তা বুধৈঃ প্রয়োক্তব্যা জ্বরদাহবিনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—মহাসমঙ্গ, উদনিকা, বলাহ্বয়া, বৃক্ষারুহা, বৃদ্ধিবলা, অক্ষতণ্ডুলা, ভুজঙ্গজিহ্বা, শীতপাকিনী, শীতা, বলা, শীতবরা, বলোত্তরা, খিরিহিট্টী, বল্যা, ললজিহ্বা—এই পনেরোটি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—মহাসমঙ্গ—মধুর অম্লরস, ত্রিদোষ নাশক। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত যুক্ত হইলে জ্বর এবং দাহনাশক।

জন্মস্থানঃ—ভারতের প্রায় সকল স্থানেই জন্মে। বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, হুগলী, বাঁকুড়া জেলার পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে ইহার গাছ বহু পরিমাণে দেখা যায়।

বর্ণনাঃ—ছোট ঝাঁপীবিস্তৃত গুল্ম। গাছ ৩-৬ ফুট লম্বা হয়। যে সকল গাছ বেশী তেজস্কর নয় উহার পাতা তুলসীপাতার ন্যায়। পত্র ছোট ডালের দুই দিকে একটির পর আর একটি জন্মে, বর্শাকৃতি, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল এক একটি জন্মে, পীতবর্ণ। শীতকালে বেলা ১২টার সময় ফুটিয়া থাকে। ফুল ছোট, পুংকেশর অনেক। ফল ক্ষুদ্র, দুইদিকে দুইটি শিংয়ের মত থাকে। বীজকোষে বীজ ১-২টি জন্মে। বর্ষায় ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—সমগ্র গুল্ম।

বৈদ্যকে পীতবেড়েলার ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশঃ—ফিরঙ্গরোগে পীতবেড়েলা পত্র—পীতপুষ্প বলার পত্ররস ও অর্দ্ধ তোলা পারদ পাণিতলে স্থাপন পূর্বক, পারদ যাবৎ অদৃশ্য না হয় তাবৎ পাণিদ্বয়ে পরস্পর ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। সপ্তাহকাল এইরূপ করিবে। অম্ল ও লবণ ত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে। ইহা ফিরঙ্গরোগ (Physifilis) নাশক (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—বলার মূল ও ত্বক্ দুগ্ধে পেষণ করিয়া মধুযোগে পান করিলে প্রদর আরাম হয়। বলার ক্বাথ দ্বারা পক্ব গব্যঘৃত পান করিলে জীর্ণজ্বর আরাম হয় (Dutt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—পাতা বাটিয়া ফুলায় ব্যবহার্য। গাছের কাণ্ড কাটিলে আঠার মত হয়। উহা স্নিগ্ধ গুণসম্পন্ন এবং শৈত্য গুণসম্পন্ন। আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

মূল—বাতে উপকারী।

গাছ—ফুসফুসের ক্ষতে উপকারী। ইউরোপে বাতরোগে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 122.

Ref.—F. B. I. i. 323; B. P. i. 259; Prain, H. H. 177; H. S. 113.

79. Sida rhombifolia Linn emerd Mast. (পীতবেড়েলা)

80. S. rhomboidea Roxb. (শ্বেতবেড়েলা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—মহাবলা—সংস্কৃত ; শ্বেতবেড়েলা—বাংলা ; সফেদ বেড়িয়ালা—হিন্দী ; সহদেবী—কর্ণাট ; পেটারী—মহারাষ্ট্র।

মহাবলা জ্যেষ্ঠবলা কটম্ভরা কেশারুহা কেসরিকা মৃগাদনী।
স্যাৰ্বৰ্ষপুষ্পাঽপি চ কেশবৰ্দ্ধনী পুরাসনী দেবসহা চ সারিত্রী॥
সহদেবী পীতপুষ্পী দেবার্হা গন্ধবল্লরী।
মৃগা মৃগরসা চেতি জ্ঞেয়া সপ্তদশাহ্বয়া॥
মহাবলাতু হৃদ্রোগ-বাতার্শঃ শোফনাশনী।
শুক্রবৃদ্ধিকরী বল্যা বিষমজ্বরহারিণী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—মহাবলা, জ্যেষ্ঠবলা, কটম্ভরা, কেশারুহা, কেসরিকা, মৃগাদনী বর্ষপুষ্পা, কেশবৰ্দ্ধনী,

CENTRAL LIBRARY

পুরাসনী, দেবসহা, সাবিত্রী, সহদেবী, পীতপুষ্পী, দেবার্হা, গন্ধবল্লরী, মুগর, মুগরসা এই সতেরোটি নাম।

গুণপর্যায় :—মহাবলা—হৃদ্রোগ, বাত, অর্শ এবং শোথনাশক। শুক্রবৃদ্ধিকারক, বলকারক এবং বিষমজ্বরনাশক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও ২৪পরগণা।

বর্ণনা :—মহাবলার ফুল শ্বেতবর্ণ, অথবা কখন কখন ফিকে পীতবর্ণ। পত্র, ফল, ফুল ইত্যাদির আকৃতি পীত বেড়েলার ন্যায়। পীত বেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলায় বিশেষ পার্থক্য নাই।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

বৈদ্যকে শ্বেত বেড়েলার ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ :—**বিষমজ্বরে** মহাবলা মূল—মহাবলার মূলত্বক্ ও শুণ্ঠীর ক্বাথ দুই তিন দিন সেবন করিলেই শীতকম্প পরিদাহ যুক্ত বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায় (জঃ চিঃ)।

বঙ্গসেন :—**শ্লীপদে** মহাবলা মূল—মহাবলার আর্দ্র মূলত্বক এবং হরিতাল কিঞ্চিৎ জলসহ একত্র উত্তমরূপে পেষণপূর্বক লেপন করিলে, চিরকালজ অসাধ্য শ্লীপদও (গোদ) প্রশমিত হইয়া থাকে (শ্লীপদ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গুণ পীত বেড়েলার ন্যায়।

Fig.—Fyson. Fl. Nilgiri & Pulney Hill-tops. iii. 291.
Ref.—F. B. I. i. 323 ; B. P. i. 259 ; Roxb., F. I. iii. 176.

80. Sida rhombifolia Linn Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)

81. S. veronicaefolia Lamk. (জোঁকা)

ভাষানুসারী নাম—ভূমিবলা নাগবলা—সংস্কৃত ; জোঁকা—বাংলা ; ভয়বল, ভিউন্‌লি—হিন্দি; বেভিলা, পালাম্‌পাসি—তামিল ; গয়াপুবক্—তেলেগু ; জোঁকা-সাকাম—সাঁওতাল।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের অনাবাদী জমিতে, হুগলী, হাওড়া জেলার জঙ্গলের ধারে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় লতানে উদ্ভিদ্। ডালগুলি বিস্তৃত, প্রত্যেক গাঁইটে শিকড় হয়, পশমময়। পত্র ½-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা কোমল, ১ ইঞ্চি লম্বা, খাড়া ভাবে থাকে। পুষ্পের বহিঃশ্ছদ ৫টি, মস্তক সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ফুল ফুটিলে পাপ্‌ড়ি বহিঃশ্ছদ অপেক্ষা লম্বা হয়। বর্ষার পর অথবা সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কোন স্থান কাটিয়া অথবা মোচ্‌ড়াইয়া যাইলে সাঁওতালেরা ইহার পাতা থেঁতো করিয়া আক্রান্তস্থানে লাগায়। ইহার রস উদরাময়ে হিতকর (Campbell)। ইহার ফুল ও কাঁচা ফল চিনির সহিত খাইলে প্রস্রাবের জ্বালা নিবারিত হয় (Joykrishna Indroji)।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 119 B

Ref.—F. B. I., i. 322 ; B. P., i. 258 ; Roxb., F. I., iii, 171 ; Prain, H. H., 177 ; H. S., 113.

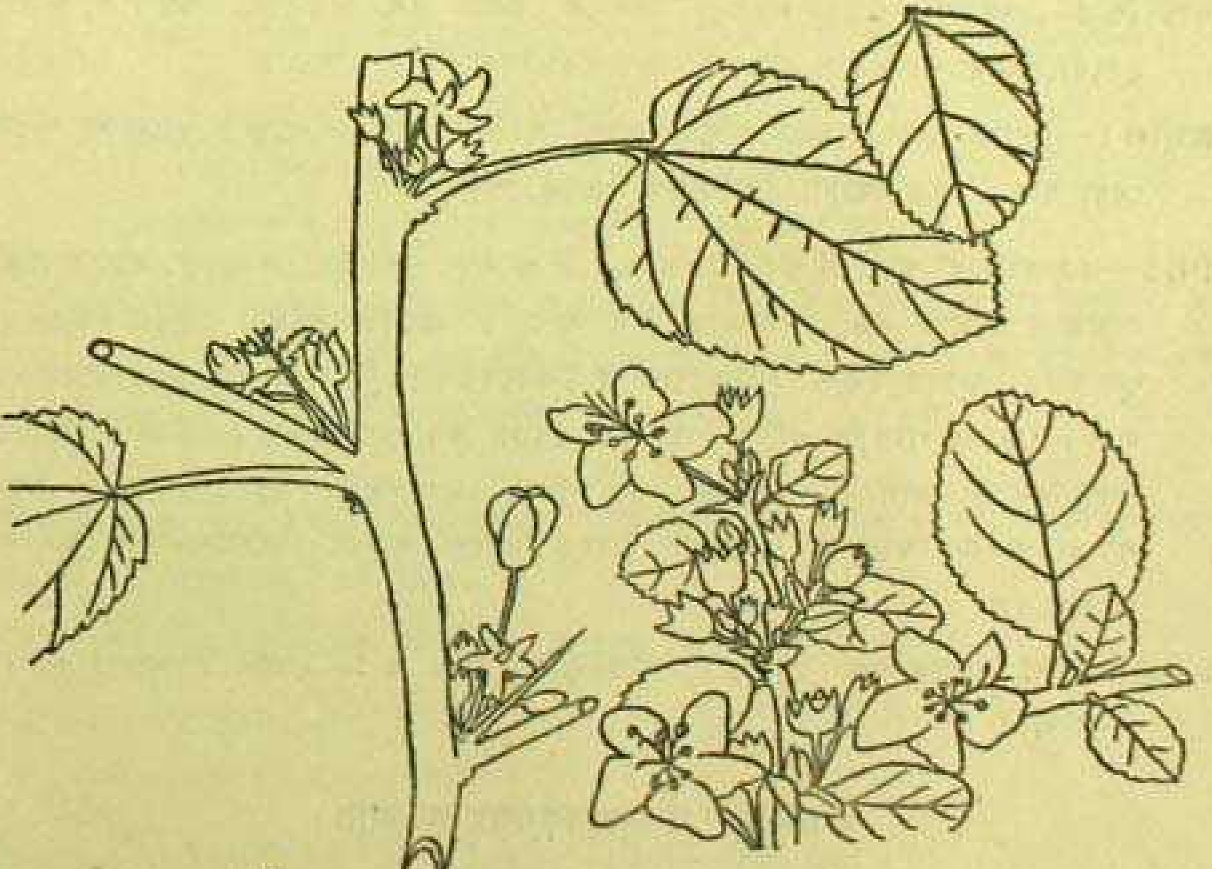

81. Sida veronicaefolia Lamk. (জোঁকা)

82. S. spinosa Linn. (গোরক্ষচাকুলে)

ভাষানুসারী নাম ঃ—নাগবলা—সংস্কৃত ; গোরক্ষ-চাকুলে, বনমেথি—বাংলা ; গুলশকরী, গোরক্-আম্‌লি, গোরক্ষ-আম্‌লি, গোর-আম্‌লি-চোর—হিন্দি ; গোরক্ষ-চিন্‌চ, কোয়ারী-চিন্‌চ্—বোম্বে ; গোরক্ষ-আম্‌লি—গুজরাট ; অনাই-পুলি, পাপ্‌রা-পুলি—তামিল ; নাগবলা—কর্ণাট ; গোরক্ষ চাকুলিয়া—গৌড় ; তুপ্পটী—মহারাষ্ট্র।

ভদ্রোদনী নাগবলা খরগন্ধা চতুষ্ফলা।
মহোদয়া মহাশাখা মহাপত্রা মহাফলা ॥
বিশ্বদেবা তথাঽরিষ্টা খর্বা হ্রস্বা গবেধুকা।
দেবদণ্ডা মহাদণ্ডা ঘাটেত্যাহ্বাস্তু ষোড়শ ॥
মধুরাম্লা নাগবলা কষায়োষ্ণা গুরুঃ স্মৃতা।
কণ্ডূতিকুষ্ঠবাতঘ্নী ব্রণপিত্তবিকারজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ভদ্রোদনী, নাগবলা, খরগন্ধা, চতুষ্ফলা, মহোদয়া, মহাশাখা, মহাপত্রা, মহাফলা, বিশ্বদেবা, অরিষ্টা, খর্বা, হ্রস্বা, গবেধুকা, দেবদণ্ডা, মহাদণ্ডা, ঘাটা—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—নাগবলা—মধুর অম্লরস, বিপাকে কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, চুলকানি, কুষ্ঠরোগে এবং বাতরোগ নাশক। ব্রণ এবং পিত্তবিকার নাশক।

জন্মস্থান ঃ—বেহার, কঙ্কণ, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে দেখা যায়। ২৪ পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—বহু বর্ষজীবী স্থায়ী উদ্ভিদ্। পত্র ২-- ইঞ্চি লম্বা, কোমল, লোমযুক্ত, সরু, লম্বাকৃতি। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, কিনারায় দাঁত আছে। প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে ২।৩টি ফুল হয়। ফুলের বহিশ্ছদ ত্রিকোণাকার, ভিতরের পাপ্‌ড়ি পীতবর্ণ, বহিশ্ছদের দ্বিগুণ লম্বা। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি। ফল বড় খোলা দিয়া আচ্ছাদিত। বীজ ৫-৯টি থাকে। আয়ুর্বেদমতে নাগবলা খরগন্ধা, মহাশাখা, মহাপত্রা, মহাফলা এবং চতুষ্ফলা বলিয়া কথিত আছে। সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর পর্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্র এবং শিকড়। মাত্রা-মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোলা ; মূলের ছাল চূর্ণ ২-৮ আনা।

বৈদ্যকে গোরক্ষচাকুলের ব্যবহার।

চরক ঃ—(১) **রসায়নার্থ** গোরক্ষচাকুলে—গোরক্ষচাকুলের মূলস্বকচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত

কিম্বা মধু ঘৃত যোগে সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে শালি, ষষ্টিক ধান্যের অন্ন দুগ্ধ ঘৃত সহ ভোজন করিবে। সংযত হইয়া একবৎসর কথিত পথ্য সেবনপূর্বক ঔষধ ব্যবহার করিলে জরাগ্রস্ত না হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় (চিঃ ১ অঃ)।

(২) **উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগে** গোরক্ষচাকুলের মূল—দেশকালপাত্রানুসারে ক্রম মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া গোরক্ষচাকুলের মূলত্বকচূর্ণ গবাদুগ্ধ যোগে একমাস সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালে অন্ন পরিত্যাগ পূর্বক কেবল দুগ্ধ পান করিবে। এই রসায়ন, পুষ্টি, বল ও আরোগ্য দান করে (চিঃ ১৬ অঃ)। (৩) **বাতব্যাধিতে** গোরক্ষচাকুলের মূল—গোরক্ষচাকুলের ক্বাথ, কল্ক এবং গবাদুগ্ধ সহ বিধিপূর্বক পক্ব তিল তৈলের অভ্যঙ্গ, বাতব্যাধির পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৮ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—হৃদ্রোগে গোরক্ষচাকুলের মূল :—গোরক্ষ চাকুলের মূলত্বকচূর্ণ ঈষদুষ্ণ গবাদুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহা কাসশ্বাসান্বিত হৃদ্রোগে হিতকর (হৃদ্রোগ চিঃ)।

শার্ঙ্গধর ঃ—সদ্যোব্রণে গোরক্ষচাকুলে স্বরস—খড়্গাদি দ্বারা কোন অঙ্গ ছিন্ন হইবামাত্র গোরক্ষচাকুলের মূলস্বরস সেচন করিলে, বেদনা জন্মিতে পারে না (২য় খঃ ১ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—কঙ্কণ দেশে ইহার শিকড় পায়রা-বিষ্ঠার সহিত বাটিয়া ফোড়া ফাটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা অতিশয় জ্বরঘ্ন। পর্তুগীজেরা ইহাকে বাতের ঔষধ রূপে ব্যবহার করে। গোরক্ষচাকুলে গণোরিয়া নাশক। মুসলমান হেকিমেরা ইহাকে কামোত্তেজক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock)।

বঙ্গদেশে ইহার পাতার রস ক্রিমিরোগে ব্যবহার করে (O' Shaughnessy)। শিকড় জ্বরনাশক ও অম্লরোগে হিতকর (Moodeen Sheriff)। ইহার শিকড় ধাতুপুষ্টিকর। জরাক্রান্ত এবং দুর্বল রোগীকে খাওয়াইলে বল সঞ্চার হয়।

গোরক্ষ চাকুলের মূলের ছাল ও শুণ্ঠির ক্বাথ ২।৩ দিন সেবন করিলে দাহযুক্ত বিষমজ্বর আরাম হয়। ইহার মূলের ছাল মধু ও ঘৃতসহ পান করিলে স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়। প্রদর রোগে উহা অতিশয় হিতকর।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—ফলের শাঁস—বিরেচক, স্নিগ্ধতাকারক, সঙ্কোচক এবং আমাশয়ে উপকারী।

পত্র—ঘর্মকারক এবং আফ্রিকা দেশে জ্বরের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য ঃ—শাস্ত্রোক্ত 'নাগবলা' কি তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ওষধি নাগবলা রূপে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 120

Ref.—F. B. I., i. 323 ; B. P., i. 258 ; Roxb., F. I., iii. 174.

CENTRAL LIBRARY

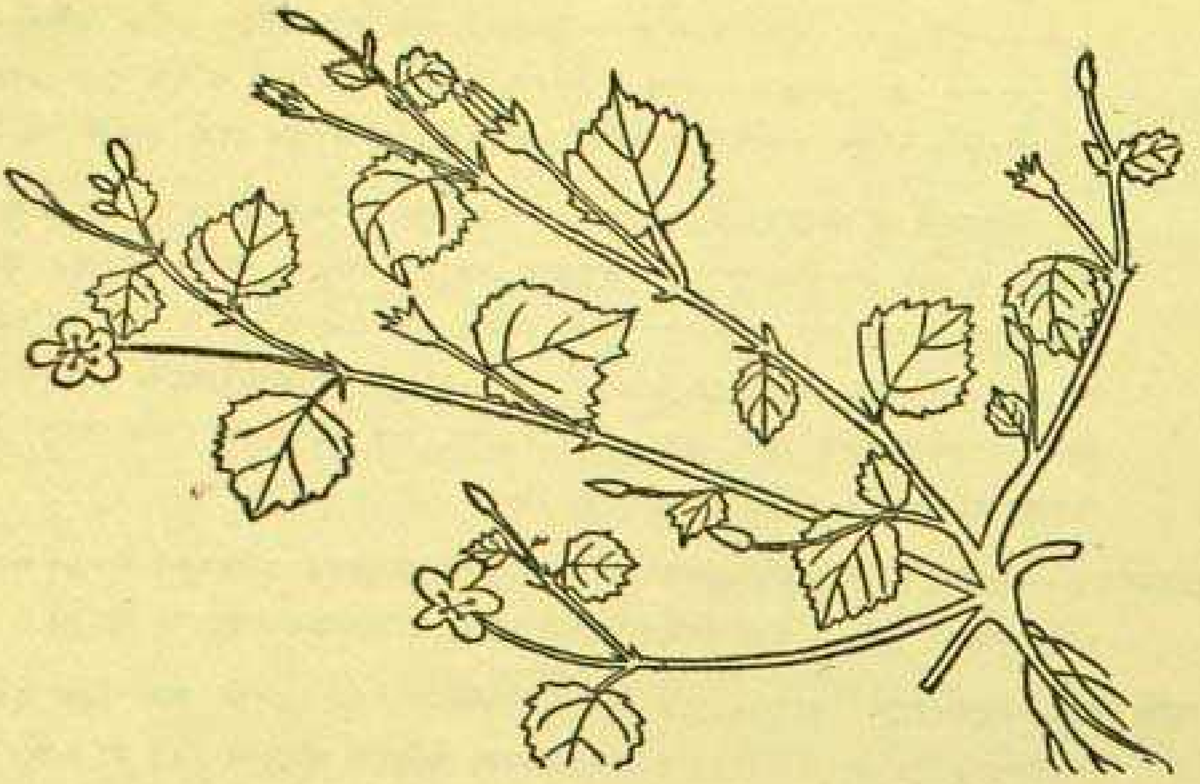

82. Sida spinosa Linn. (গোরক্ষচাকুলে)

XXII. STERCULIACEAE.
Genus—ABROMA Jacq.
83. A. augusta Linn. (ওলটকম্বল)

ভাষানুসারী নাম ঃ—ওলটকম্বল—বাংলা ; ওলটকম্বল—হিন্দি।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশ, ভারতের উষ্ণপ্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়, সিকিম, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—৮।১০ ফুট লম্বা গাছ। বনে-জঙ্গলে জন্মে অথবা বাগানে রোপণ করে। ছাল হইতে রেশমের ন্যায় আঁশ বাহির হয়। আঁশের জন্য চাষ করিলে বেশ লাভ হয়। কাষ্ঠ নরম ও ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৪-৫ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতার গোড়া হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি, ক্রমশঃ সরু। পাতার বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্পগুচ্ছ নরম, বেগুনে, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট। ফুলের বহিস্তদ ৫টি। পাপ্‌ড়ি ৫টি, বীজাধার ১½ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। গর্ভাশয়ে ৫টি বিভাগ আছে। ফল পঞ্চকোণবিশিষ্ট। বীজ অনেক হয়। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—শিকড়, ছাল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—৩০ গ্রেণ পরিমাণ ইহার শিকড়ের রস খাইলে ঋতুরোগ ও বাধক আরাম হয় (Ind. Med, Gazettee, 1872)। এক ড্রাম পরিমাণ

শিকড়ের রস, ঋতুর ১ সপ্তাহ পূর্ব হইতে ঋতুকাল পর্যন্ত গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে বাধক আরাম হয় (R. Macleod)। ওলটকম্বল ঋতুর সাম্যাবস্থা আনয়ন করে। গর্ভাশয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে।

Dr. Evens বলেন যে, তিনি কয়েকটি রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন, কোনটিতে বিফল হন নাই (Dymock, i. 233)। অরিষ্ট, বটিকা ও গুঁড়া অপেক্ষা টাট্‌কা রস বিশেষ উপকারী। পাতার টাট্‌কা রস, কাণ্ডের ছেঁচা রস, স্নিগ্ধকর ও গণোরিয়া রোগে বিশেষ উপকারী (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—মূলের ছাল—ঋতুর সাম্যাবস্থাকারক। গর্ভাশয়ের রসায়ন এবং কষ্টরজঃতে (বাধক বেদনায়) উপকারী।

মন্তব্য :—প্রাচীন বা নবীন কোন নিঘণ্টুতে ওলটকম্বলের গুণের উল্লেখ দেখা যায় না। ১৮৭২ সালে Indian Medical Gazettee-এ শ্রীভুবনমোহন সরকার মহোদয় ওলটকম্বলের সদ্য নিষ্কাসিত মূলরসের রজঃপ্রবর্ত্তিনী শক্তি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জনসাধারণের গোচর করিয়াছেন। Watt মহোদয়ও তাঁর গ্রন্থে ওলটকম্বলের গুণের কথা প্রসঙ্গে ১৩ জন চিকিৎসকের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ১৩ জনের মধ্যে ৮ জন অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। Dr. Thornton বলেন—"ওলটকম্বলের কীণমূল ১২ ড্রাম, গোলমরিচের সহিত পিষিয়া পান করিলে রজঃস্রাব পরিমিত হয় এবং গর্ভাশয়ের বল প্রদান করে"। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে এই গাছ সেরূপ দৃষ্ট হয় না এবং ইহার গুণ সম্বন্ধেও তাহারা সেরূপ পরিচিত নয়।

Fig.—Lamk., Ill. t. 636, 637 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 153.
Ref.—F. B. I., i. 375 ; B. P., i. 278 ; Roxb. F. I., iii. 156 ; Prain, H. H., 181 ; H. S., 108.

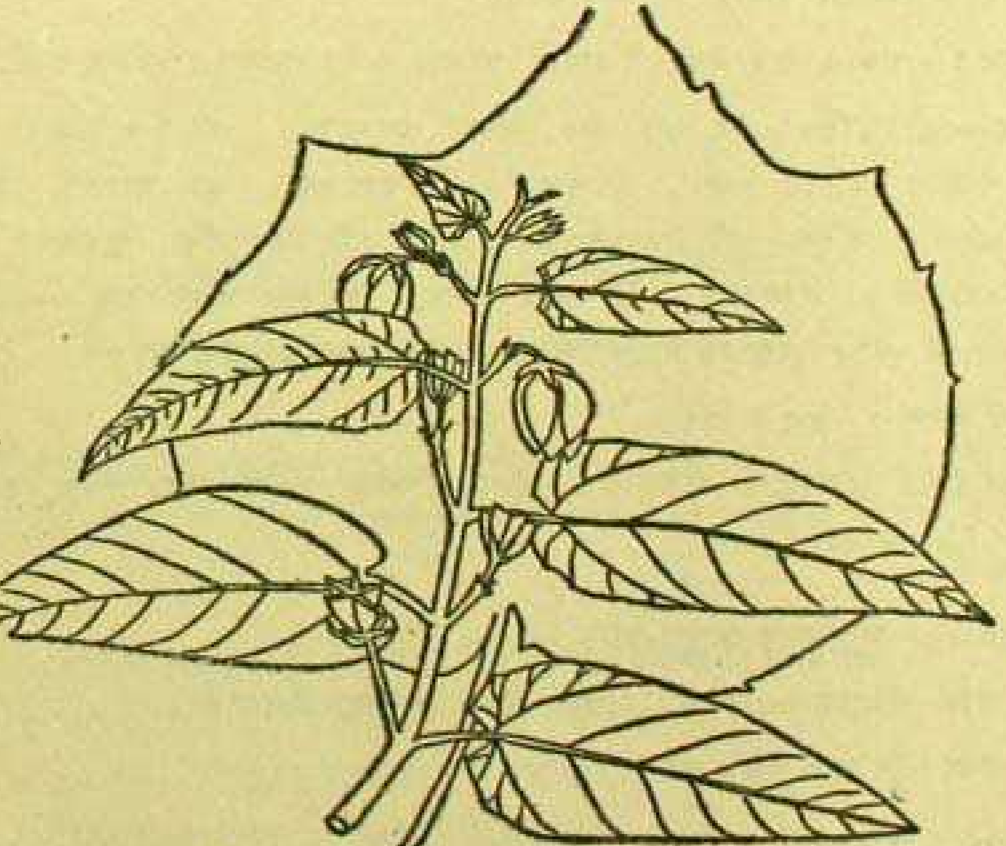

83. Abroma augusta Linn. (ওলটকম্বল)

Genus—PENTAPETES Linn.

84. P. phoenicea Linn. (দুপুরেমণি, দোপাটি)

ভাষানুসারী নাম :—বন্ধুজীব, বন্ধূক—সংস্কৃত ; দুপুরে মণি, কাঠলতা—বাংলা ; বন্ধূক, দোপহরিয়া, গেজুলিয়া—হিন্দি ; তাম্বী-দুপারি, বন্ধুজা—মহারাষ্ট্র ; নাগাপ্পূ—তামিল ; বাঁধুলি ফুল—গৌড় ।

> বন্ধূকো বন্ধুজীবঃ স্যাদোষ্ঠপুষ্পোঽর্কবল্লভঃ ।
> মধ্যন্দিনো রক্তপুষ্পো রাগপুষ্পো হরিপ্রিয়ঃ ॥
> অসিতসিতপীতলোহিত পুষ্পবিশেষাচ্চতুর্বিধো বন্ধূকঃ ।
> জ্বরহারী বিবিধগ্রহপিশাচশমনঃ প্রসাদনঃ সবিতুঃ স্যাৎ ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বন্ধূক, বন্ধুজীব, ওষ্ঠপুষ্প, অর্কবল্লভ, মধ্যন্দিন, রক্তপুষ্প, রাগপুষ্প, হরিপ্রিয়—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—পুষ্পের রং ভেদে বন্ধূক চারি প্রকার—অসিত, সিত, পীত ও লোহিত রং-এর । ইহা জ্বরনাশক, বিবিধ গ্রহ ও পিশাচদোষনাশক, বর্ণের উৎকর্ষসাধক—অর্থাৎ ইহা ব্যবহারে গাত্রবর্ণ পরিষ্কার হয় ।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, বম্বে, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা ; পতিত জমিতে ।

বর্ণনা :—ছোট উদ্ভিদ, ২-৫ ফুট উচ্চ, নরম, লোমযুক্ত । পত্র ৩-৫ ইঞ্চি । ফুলের বোঁটা, পাতার বোঁটার সমান, একসঙ্গে ১-২টি ফুল হয় ; ফুল লালবর্ণ, দ্বিপ্রহরে ফুটিয়া থাকে । বহিশ্চদ ৫টি, লোমযুক্ত । পাপড়ি ৫টি, ডিম্বাকৃতি । পুংকেশর ২০টি, গর্ভাশয় খর্বাকৃতি । বীজাধারে ৫টি গহ্বর আছে ; প্রত্যেক বীজকোষে ৮-১২টি বীজ হয় । আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাসে ফুল ও নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল ও শিকড় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় সাঁওতালেরা ঔষধে ব্যবহার করে । (Campbell) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—স্নিগ্ধতাগুণসম্পন্ন । বেদনানাশক, সর্পবিষে উপকারী ।

ফল—পিচ্ছিল গুণবিশিষ্ট ।

Fig.—Rheede, Hort., Mal., x. t. 56. ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 152.

Ref.—F. B. I., i. 371 ; B. P., i. 277 ; Roxb. F.I., iii. 157 ; Prain, H.H., 181 ; Voigt, H.S., 107.

84. Pentapetes phoenicea Linn. (দুপুরেমণি, দোপাটি)

Genus—HELICTERES Linn.

85. H. isora Linn. (আঁতমোরা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—আবর্ত্তকী—সংস্কৃত ; আঁতমোরা—বাংলা ; ভেন্দু, মারোর-ফালি—হিন্দি ; ভলুম্বারি—তামিল ; গুবাধারা—তেলেগু ; সোণমুখী—গৌড়।

আবর্ত্তকী তিন্দুকিনী বিভাণ্ডী বিষাণিকা রঙ্গলতা মনোজ্ঞা ;
সা রক্তপুষ্পী মহদাদিজালী সা পীতকীলাঽপি চর্ম্মরঙ্গা ॥
বামাবর্ত্তা চ সংযুক্তা ভূসংখ্যা শশিসংযুতা।
আবর্ত্তকী কাষায়াম্লা শীতলা পিত্তহারিণী ।

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—আবর্ত্তকী, তিন্দুকিনী, বিভাণ্ডী, বিরাণিকা, রঙ্গলতা, মনোজ্ঞা, রক্তপুষ্পী, মহরাদিষ্কালী, পীতকীলা, চর্মরঙ্গা, বামাবর্ত্তা, সংযুক্তা—এই এগারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—আবর্ত্তকী—কষায় অম্লরস, শীতবীর্য, পিত্তনাশক।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের সর্বত্র, বিহার, দাক্ষিণাত্য, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, শিবপুর, বোটানিক গার্ডেন।

বর্ণনা ঃ—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, কোমল লোমযুক্ত। দেখিতে পিপুলের মত। ফুলের বহিশ্ছদ ৫টি, কোনটি ছোট, কোনটি বড়। ফুলের পাপ্ড়ি বিস্তৃত, লালবর্ণ। ফুল ফুটিয়া যাইবার পর বিবর্ণ হয়। পাপ্ড়ি অবনত, ছোট ও বড়, পুংকেশর ১০টি, ৫ ভাগে বিভক্ত। গর্ভাশয় উপরিভাগে থাকে; ৫টি গুহাবিশিষ্ট। বর্ষাকালে ফুল হয়, পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফুল, শিকড়, ছাল। মাত্রা—চূর্ণ ½-১ আনা। ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—প্রাচীন হিন্দুগণ দুরারোগ্য পুরাতন ঘায়ে ইহা ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিতেন। ইহা বালকদিগের পেটকামড়ানি ও পেটফাঁপা নিবারক (Ainslie)। সূতিকাগারে শিশুর গা-ভাঙ্গা নিবারণের জন্য এদেশে আঁত্মোরার ফল সরিষার তৈলে ভিজাইয়া সর্বাঙ্গে মাখাইয়া থাকে (বনৌষধি দর্পণ)। কঙ্কণদেশে আঁত্মোরার শিকড়ের ছাল মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার করে। গাছের সকল অংশই ধারক। প্রস্রাবের রোগে এবং সর্পবিষে ইহা ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ছালের গুঁড়া রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়। আঁত্মোরা কৃমিনাশক, বলকারক ও শোথনাশক।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ**

ফল—স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, সঙ্কোচক, বালকদিগের পেট কামড়ানি, পেটমোচড়ানি ও অন্ত্র যন্ত্রণায় উপকারী।

গাছের ছাল—আমাশয়ে এবং উদরাময়ে উপকারী।

মূলের রস—বহুমূত্র, পকাশয়ের প্রদাহে উপকারী। সর্পবিষে ব্যবহৃত হয়।

মূল ও ছাল—প্রস্রাবকারক, বেদনানাশক, পেটের পেশী সঙ্কোচক, স্তন্যদুগ্ধনাশক; পেটের মোচড়ানি যন্ত্রণা লাঘব করে। চুলকানিতে উপকারী।

মন্তব্য :—কেহ কেহ এই দ্রব্যটিকে 'মেষশৃঙ্গী' বলেন।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi.t. 30; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 148; Wight. I. C., t. 180.

Ref.—F. B. I., i. 365 ; B. P., i. 275 ; Watt. iv. Pt. I. 212 ; Roxb. F. I., iii. 143 ; Prain. H. H. 180 ; Voigt. H. S., 102.

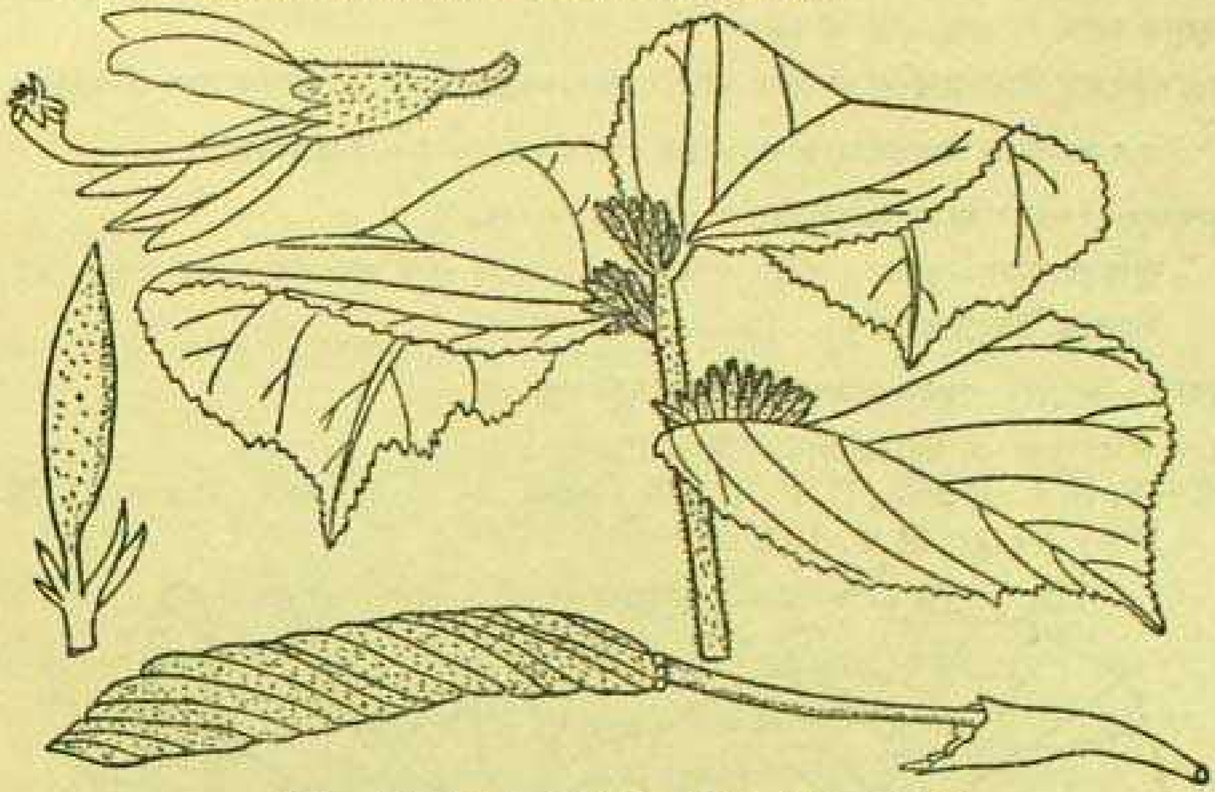

85. Helicteres isora Linn. (আঁতমোরা)

Genus—PTEROSPERMUM Schreb.

86. P. acerifolium Willd. (কনকচাঁপা)

ভাষানুসারী নামঃ—কর্ণিকার—সংস্কৃত ; কনকচাঁপা—বাংলা ; কনকচাঁপা, কানিয়ার, কথাচাম্পা —হিন্দি ; কর্ণিকরা, কনকচাঁপা—বোম্বে ; কিক্সগকে, মত্তাকাণ্ড্—তেলেগু ; লঘুবাহব্যা—মহারাষ্ট্র ; ছোট সোণালুগাছ—গৌড় ।

জন্মস্থানঃ—চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ, কুমায়ুন, উত্তরপশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা । সচরাচর রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করা হয় ।

বর্ণনাঃ—৪০।৫০ ফুট উচ্চ বৃহদাকার বৃক্ষ । শাখাগুলি চতুর্দিকে বিস্তৃত, ছাল মসৃণ, কাষ্ঠ লালবর্ণ, গুঁড়ি গোলাকার । পত্র ২-৪ ইঞ্চি, লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি ও লম্বা । পাতায় অনেকগুলি খাঁজ আছে, পত্রের নিম্নদিক্ শ্বেতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ, লোমযুক্ত । ফুল হরিদ্রাভ, শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধময় । একস্থানে কখনও কখনও ২।৩টি ফুল হয় । ফুলের বহিঃস্তবক ৪-৫টি ও লম্বা । পাপ্ড়ি আরও লম্বা । বীজাধার ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ব্যাস

২১

CENTRAL LIBRARY

$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। বীজ পক্ষযুক্ত এবং অনেক থাকে। ফুল মার্চ হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত হয়। ফল ৮-৯ মাস গাছে থাকে, পরবৎসরে ফুল ফুটিবার আগে ফাটিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ছাল ও ফুল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা ক্ষতস্থানের রক্তনিবারণ করে (Gamble)। ফুল বলকারক ঔষধের কাজ করে এবং শ্বেতপ্রদর নিবারক (Nadkarni)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ফল—রসায়ন।

ফুল ও ছাল—কমলার সহিত বাটিয়া 'বসন্তরোগে' পূঁজ জন্মাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পাতার উপরের শুঁয়া—রক্তরোধক।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদ শব্দকল্পদ্রুমের মতে এটি 'কর্ণিকার' নয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1?0.

Ref.—F. B. I., i. 368 ; B. P., i. 276 ; Roxb, F. I., iii. 158 ; Prain, H. H. ; 181 ; Voigt. H.S., 107.

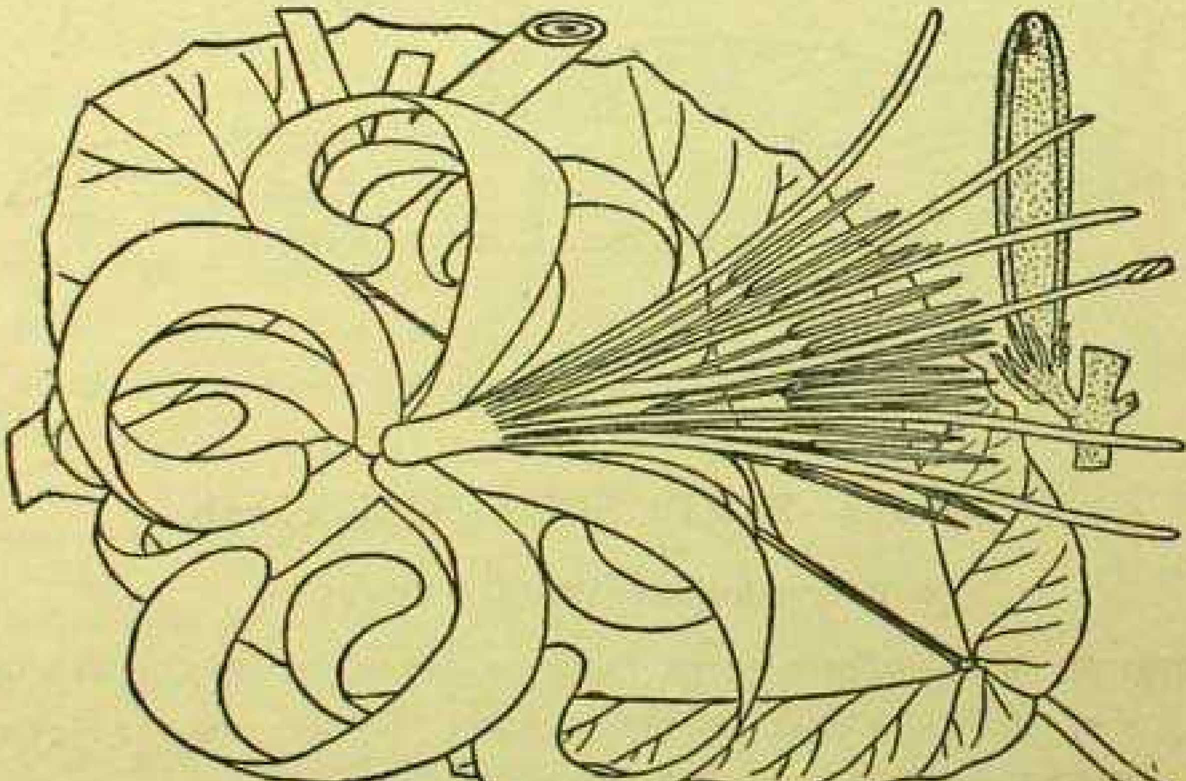

86. Pterospermum acerfolium Willd. (কনকচাঁপা)

87. P. suberifolium Lamk. (মুচকুন্দ চাঁপা)

ভাষানুসারী নাম :—মুচকুন্দ—সংস্কৃত ; মুচকুন্দ-চাঁপা—বাংলা ; মেচ্‌কন্দ—হিন্দি ; মুচ্‌কুন্দ—কঙ্কণ ; লোলগু—তেলেগু ; টডেডা—তামিল ; মাত্রী—মহারাষ্ট্র ; বদলো—উৎপল ; মুচ্‌কুন্দফুল, কনকচাঁপা ফুল—গৌড়।

CENTRAL LIBRARY

মুচকুন্দো বহুপত্রঃ সুদলো হরিবল্লভঃ সুপুষ্পশ্চ।
অর্ঘ্যার্হো লক্ষ্মণকো রক্তপ্রসবশ্চ বসুনামা॥
মুচকুন্দঃ কটুতিক্তঃ কফকাসবিনাশনশ্চ কণ্ঠদোষহরঃ।
ত্বগ্দোষ শোফশমনো ব্রণপামাবিনাশনশ্চৈব॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মুচকুন্দ, বহুপত্র, সুদল, হরিবল্লভ, সুপুষ্প, অর্ঘ্যার্হ, লক্ষ্মণক, রক্তপ্রসব—এই আটটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—**মুচ্কুন্দ**—কটুতিক্তরস, কফ ও কাশ নাশক এবং কণ্ঠদোষ নাশক। ত্বগ্দোষ এবং শোথ নাশক। ব্রণ ও পামা নিবারক।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যাদেশের জঙ্গলে, উত্তর সরকার, কর্ণাট, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—মাঝারী গাছ, ছাল লম্বালম্বী ফাটে, কাঠ লাল বর্ণ। শাখাপ্রশাখা খুব ঘন ঘন। পাতা ২-৪ ইঞ্চি, গোড়ার দিক্ গোলাকার, ডগার দিক্ লম্বা, ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোম আছে। নীচের দিক্ শ্বেতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ। ফুল শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত, পীত রঙে মিশান, উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট। বহির্বাস লম্বা, পুরু, লোমাবৃত, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১/২-১/২ ইঞ্চি বিস্তৃত; পাপ্ড়ি আরও লম্বা, পুরু এবং শ্বেতবর্ণ। বীজকোষ ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ব্যাস ১/২ ইঞ্চি, বীজ পক্ষযুক্ত, কোষ অনেক থাকে। ডিসেম্বর মাসে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফুল, মাত্রা ১/২-২ আনা।

বৈদ্যকে মুচ্কুন্দের ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—**শিরোরোগে** মুচ্কুন্দপুষ্প :—মুচ্কুন্দ পুষ্প কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া সত্বর প্রশমিত হয় (শিরোরোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফুল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয় (Hindu. Mat. Medica)। কঙ্কণ দেশে ইহার ফুল ও ছাল কনকচাঁপা ফুলের সহিত মিশাইয়া বসন্তরোগে প্রলেপরূপে ব্যবহার করে (Dymock)। বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্ত্রীলোকেরা ইহার পাপ্ড়ি মাথায় দিয়া কেশে সুগন্ধ বৃদ্ধি করে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফুল—চাউলধোয়া জলের (চেলুনি) সহিত মিশাইয়া প্রলেপে অর্দ্ধাবভেদকে (আধ-কপালে মাথা ব্যথা) উপকারক।

ফল ও ছাল—পিল্লিয়া কমলার সহিত ব্যবহারে 'বসন্ত রোগে,' পুঁজ জন্মাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Lamarck, Ill. t. 576 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 149.
Ref.—F. B. I., i 367 ; Roxb, F. I., iii. 158.

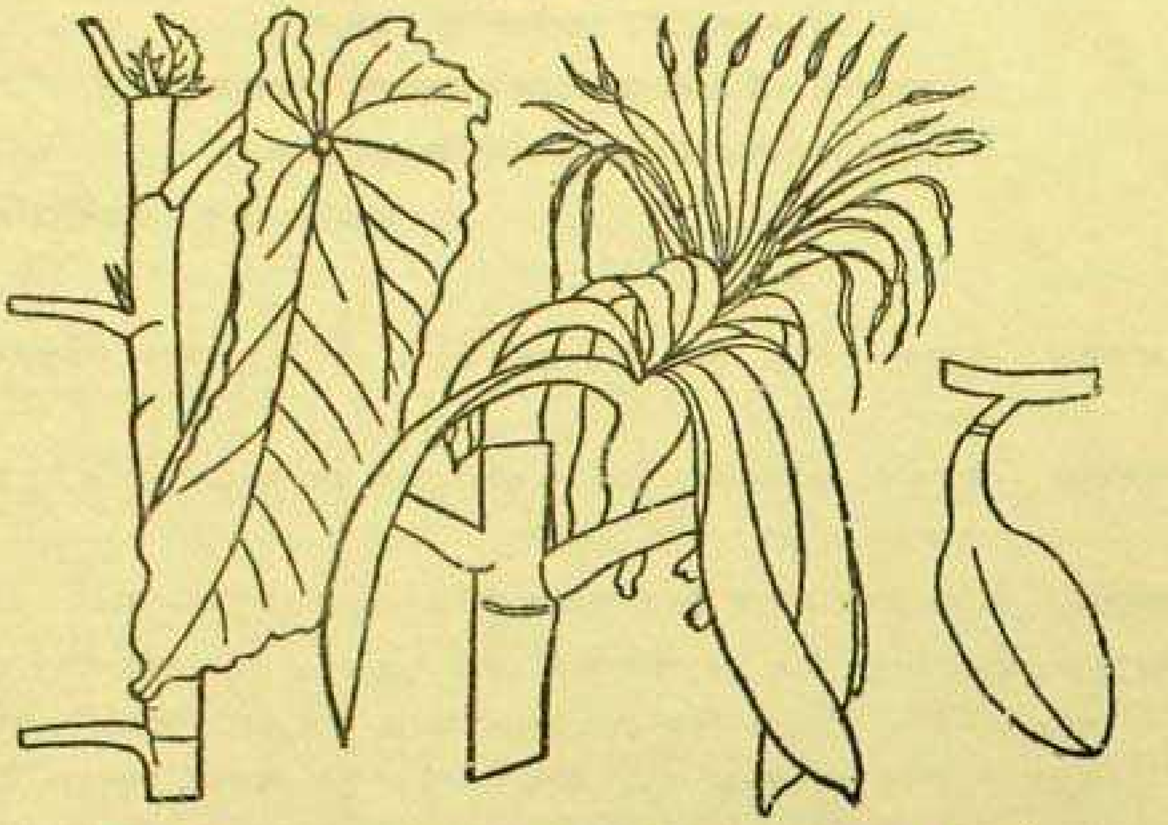

87. Pterospermum suberifolium Lamk. (মুচ্‌কুন্দ চাঁপা)

Genus—STERCULIA Linn.

88. S. foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

ভাষানুসারী নাম :—জঙ্গলী-বাদাম—বাংলা ; জঙ্গলী-বাদাম—হিন্দি ; জুঙ্গ্‌লী-বাদাম, পুন—বোম্বে ; গোলদাম, জাঙ্গল-কুদা—মহারাষ্ট্র ; পানারী-মারাম, কুদরাই-পুড্ডকি—তামিল ; গুড়াপু-বাদাম—তেলেগু ; ভাতাল-পেনারী—কঙ্কণ ; গুটালা—কাণপুর ; লেট্-খোক্—ব্রহ্মদেশ ; কড্ডিটেলি, তেলেগু—সিংভূম।

জন্মস্থান :—আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও মন্দিরের নিকট যত্নে রোপিত হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতবর্ষ, বর্মা ও সিংহল দ্বীপ।

বর্ণনা :—বড় গাছ, শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। ত্বক পাতলা, শ্বেতবর্ণ ও নরম। শাখা ও প্রশাখা গোলাকারভাবে চারিদিকে অবনত। পত্র হস্তাঙ্গুলিবৎ, শাখার অগ্রভাগে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে থাকে। পত্রিকা ৭-৯টি থাকে, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি বিস্তৃত; নূতন পাতা কোমল লোমাবৃত। পত্র বৃন্ত ৩ ইঞ্চি। মোটামুটি পাতাগুলি দেখিতে শিমুল (Bombax malabaricum) গাছের পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড সোজাভাবে জন্মে। একসঙ্গে অনেক ফুল হয়। ফুল

উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট ; লাল, পীত কিম্বা ফিকে বেগুনে। বহির্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, ব্যাস ই-ই ইঞ্চি, কমলালেবুর রঙের ন্যায়। পুংকেশর বক্র। ফল লালবর্ণ, শুষ্ক ফল কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, গোলাকার ; মধ্যস্থলে একটি রেখাদ্বারা বিভক্ত ; ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র। একসঙ্গে ৩-৫টি ফল হয়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, ফলের মধ্যে ১০।১৫টি থাকে। ফলের খোলা পুরু ও মাংসল। পাকা ফলে দুর্গন্ধ হয়। বীজগুলি ভাজিয়া খায়। ফুল মার্চ মাসে হয়, নভেম্বরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পাতা, বীজ ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্র মৃদু বিরেচক। ইহার বীজ তৈলময়। হঠাৎ অসাবধানতার সহিত ভক্ষণ করিলে বমন ও মস্তকঘূর্ণন আনয়ন করে। ফল অতিশয় উষ্ণ (Ainslie)। বীজ ভাজিয়া খাইলে কোন অপকার হয় না। গাছের ছাল ও পাতা মৃদু বিরেচক, মূত্রকর এবং ঘর্মকর। ইহার তৈল কীটনাশক এবং পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগে মলমরূপে ব্যবহার করিলে উহা সারিয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

বীজের তৈল :—বিরেচক, উদরাধ্মান (পেটফাঁপা) নাশক। **পত্র**—বিরেচক।

ফুলের কাথ্—পিচ্ছিলগুণবিশিষ্ট, সঙ্কোচক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 144 ; Lamarck, Ill. iv. t. 736 ; Talbot, For. Fl. Bomb., i. 136.

Ref:—F. B I., i. 354 ; Roxb., F. I. iii. 145 ; B. P. I., i. 274 ; Prain, H. H., 180.

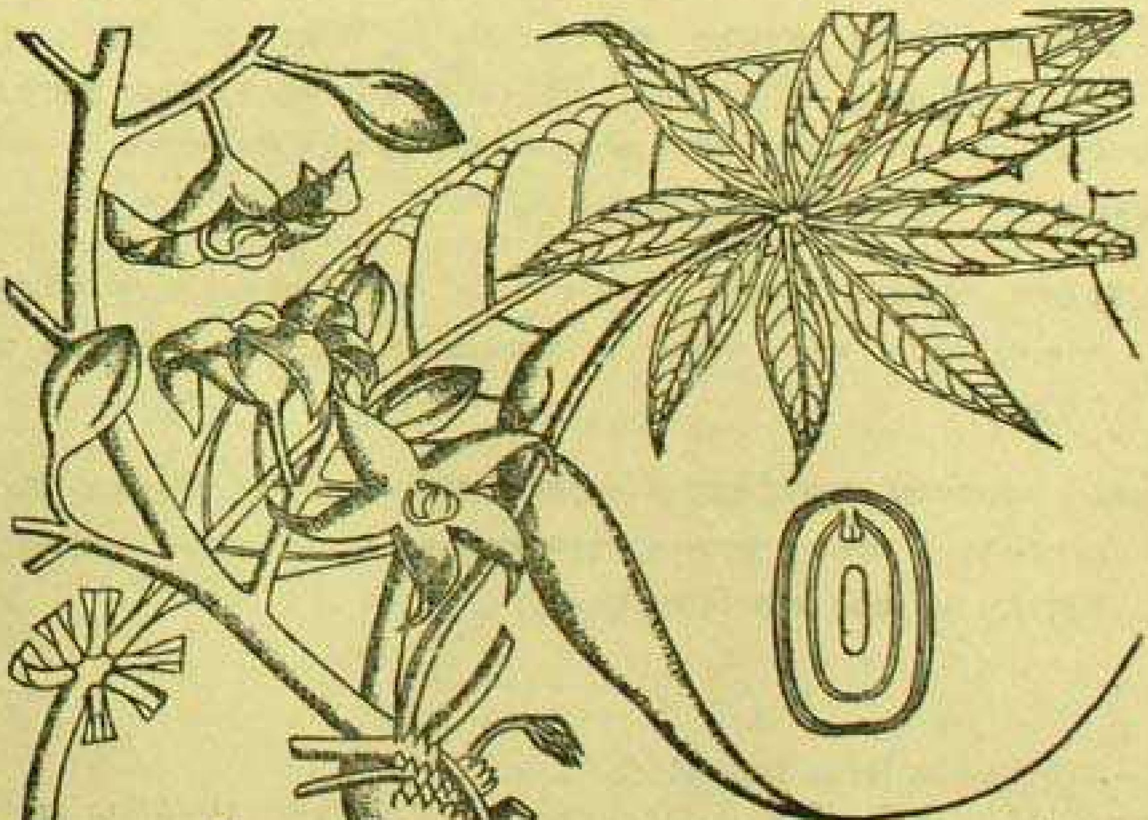

88. Sterculia foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

CENTRAL LIBRARY

XXIII. TILIACEAE.

Genus—CORCHORUS Linn.

89. C. capsularis Linn. (পাট, ঘি নাল্‌তে-পাট)

ভাষানুসারী নাম ঃ—পাট—সংস্কৃত ; পাট, ঘি-নাল্‌তে-পাট—বাংলা ; তিতাপাট—হিন্দি ; টিটামারা—আসাম।

পট্টশাকস্তু নাড়ীকো নাড়ীশাকশ্চ স স্মৃতঃ।
নাড়ীকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ।

ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—পট্টশাক, নাড়ীক, নাড়ীশাক— এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—নাল্‌তে শাক—রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী এবং বাতপ্রকোপক।

জন্মস্থান :—বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষ হয়। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে।

বর্ণনা ঃ—বর্ষজীবী গাছ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ; ¾ ইঞ্চি বিস্তৃত, দেখিতে লম্বাকৃতি। সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কিনারা করাতের ন্যায়। বোঁটা ১½ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ, ব্যাস ½ ইঞ্চি অপেক্ষা কম। ফল গোলাকার, ৫টি শিরাবিশিষ্ট। ফলের প্রত্যেক গহ্বরে অনেক বীজ আছে। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল হয় ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্র, শুক্‌না শিকড়, অপক্ব ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শুক্‌না পাতা ভাতের সহিত খাইলে রক্ত-আমাশয় আরাম হয়। পাতার রস রক্তআমাশয় জ্বর, এবং অম্লরোগের মহৌষধ (Watt)।

Glossary—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—পত্রের স্বরস**—অগ্ন্যুদ্দীপক, বিরেচক, উদরাধ্মান (পেটফাঁপা) নাশক, উত্তেজক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, উৎকৃষ্ট রসায়ন, আমাশয়, জ্বর, অম্লরোগে এবং যকৃৎ দোষে বিশেষ উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 160
Ref.—F.B.I., i. 397 ; B.P., i. 286 ; Roxb., F.I., ii. 581 ; Prain, H.H., 182 ; Voigt. H.S., 127.

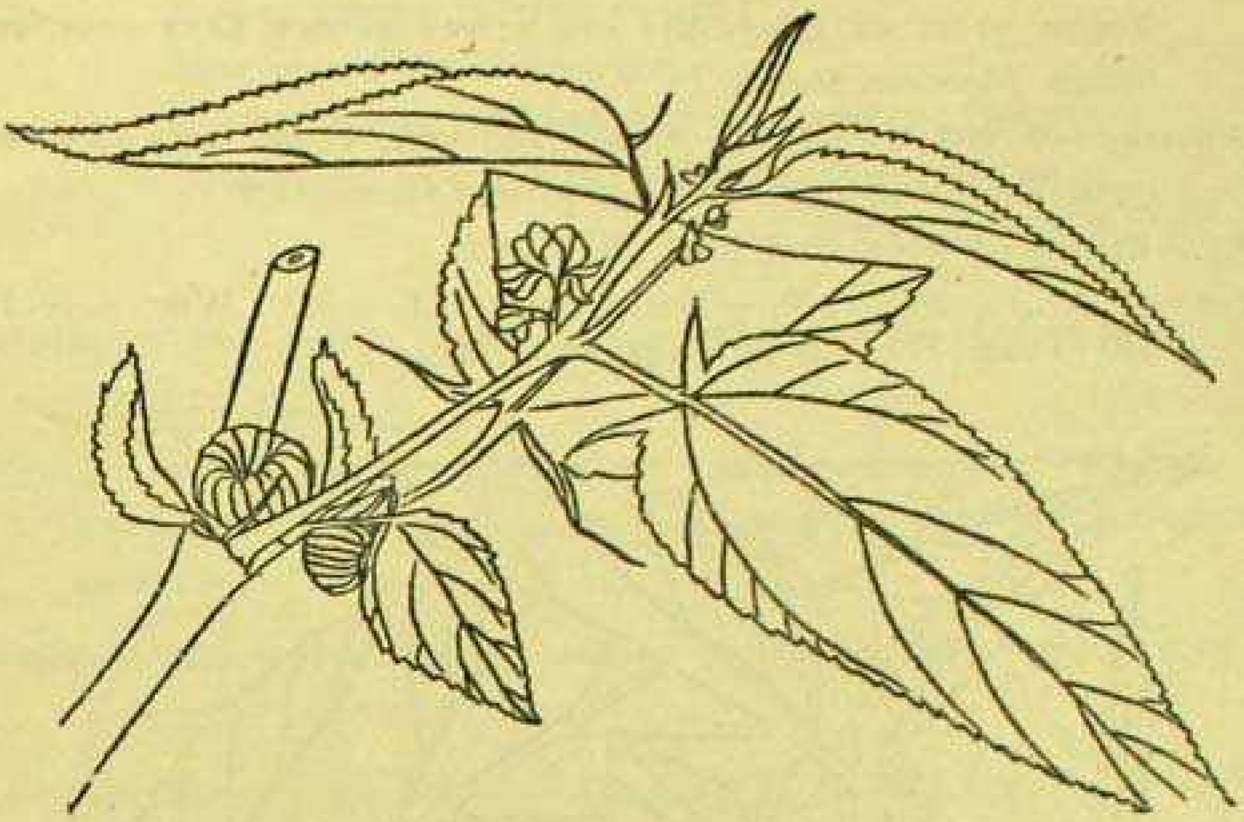

89. Corchorus capsularis Linn. (পাট, খি-নালতে-পাট)

90. C. olitorius Linn. (পাট)

ভাষানুসারী নাম :—সিং-গিকা, নাদিকা, পাট—সংস্কৃত ; মিঠা-পাট—বাংলা ; কোষ্টা—হিন্দি ; পেরাট্টি—তামিল ; পারিস্তাকুরা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বাকৃতি, কিনারা করাতের ন্যায়, পাতার অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি। একস্থানে ২।৩টি ফুল হয়। ফুলের বোঁটা ছোট, পাপ্‌ড়ি পীতবর্ণ। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত ও ১০টি শিরা আছে। জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল হয়। সেপ্টেম্বরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা ভাজিয়া খায়। শুক্‌না পাতাকে নাল্‌তে পাতা বলে। পত্রের কাথ জ্বরনাশক। পাটের ছাই মধুর সহিত খাইলে পেট-বেদনা আরাম হয়। শুষ্ক পাতা ভিজান জল আমাশয় নিবারক, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও শরীরে বল বৃদ্ধি করে। শুষ্ক পাতা চূর্ণ ৬ গ্রেণ ও হরিদ্রার গুঁড়া ৬ গ্রেণ ব্যবহার করিলে বিষম রক্তামাশয় আরাম হয় (K. L. De)। বীজের গুঁড়া মধু ও আদার সহিত খাইলে

CENTRAL LIBRARY

উদরাময় আরাম হয় (J. Indroji)। পাতা শান্তিকর, বলকারক, মূত্রকর ও গণোরিয়া-নিবারক (Moodeen Sheriff)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—পাতা—স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, রসায়ন, প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক। পুরাতন মূত্রাশয়ের প্রদাহে, গণোরিয়া এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 161.

Ref :—F.B.I., i. 397 ; B.P. i. 286 ; Roxb, F.I, ii 581 ; Watt, ii, pt. II, 540 ; Prain, H.H., 182 ; Voigt., H.S., 286.

90. Corchorus olitorius Linn. (পাট)

Genus—GREWIA Linn.

91. G. asiatica Linn. (ফল্‌সা)

ভাষানুসারী নামঃ—পরুষ—সংস্কৃত ; ফল্‌সা—বাংলা ; শুকরি ফল্‌সা, ফারসা—হিন্দি ; জঙ্গোলাত্—সাঁওতাল ; ফল্‌সাই—বোম্বে ; পর্পকা, ফল্‌সি—মহারাষ্ট্র ; ফল্‌সা—গুজরাট ; বেট্টহা—কর্ণাট ; দোগলি, ব্যাদাচি—তামিল ; পুটিকী, ফুটিকী—তেলেগু ; ফাল্‌সি—পারস্য। ফল্‌সা—গৌড়।

CENTRAL LIBRARY

পরুষকং তিলপর্ণং গিরিপীলু পরাবরম্।
নীলমণ্ডলমল্লাস্থি পরুষঞ্চ পরস্তথা ॥
পরুষমম্লং কটুকং কফার্ত্তিজিদ্ বাতাপহং তৎফলমেব পিত্তদম্।
সোষ্ণঞ্চ পকং মধুরং রুচিপ্রদং পিত্তাপহং শোফহরঞ্চ পীতম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—পরুষক (পরুষক), তিলপর্ণ, গিরিপীলু, পরাবর, নীলমণ্ডল, অল্লাস্থি, পরুষ, পরু—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—পরুষ—অম্লরস, বিপাকে কটুরস, কফ ও সর্দিনাশক, বায়ুনাশক। পরুষের ফল—পিত্তকারক। পকফল—উষ্ণবীর্য্য, মধুর রস, রুচিকারক, পিত্তনাশক, শোথনাশক এবং পীতবর্ণ।

জন্মস্থান :—ত্রিহুট, উত্তরবঙ্গ, বিহার, বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—গাছ ২০।২৫ ফুট উচ্চ হয়। ছাল ধূসরবর্ণ। পত্র ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, সামান্য বক্র, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। কিনারাগুলি সামান্য দাঁতযুক্ত। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুলের বহির্বাস অল্প লোমযুক্ত ও পীতবর্ণ। পাপ্ড়ি হল্দে ও ছোট। ফল গোলাকার, বড় মটরের মত, ধূসরবর্ণ। পাকিলে বড় ঘোর নীলপ্রায় কাল বর্ণ হয়। ইহার ছাল হইতে সাদা আঁশ বাহির হয়। ফুল মার্চ-এপ্রিল মাসে হয় এবং কখনও কখনও জুলাই-আগষ্ট মাসেও ফুল পাওয়া যায়। ফুলের একমাস পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, পত্র, ছাল ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল ধারক ও শান্তিকর। ফল্সা হইতে একপ্রকার সরবৎ প্রস্তুত হয়। শিকড়ের কাথ শান্তিকর (Stewart)। সাঁওতালেরা ইহার শিকড়ের ছাল বাতরোগে প্রয়োগ করে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফল—পেশীসঙ্কোচক, স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, অগ্ন্যুদ্দীপক।
ছালের রস—স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন।
মূলের ছাল—বাতে উপকারী।
পাতা—ঘায়ে প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 156.

Ref.—F.B.I., i. 386 ; B. P., i. 283 ; Roxb. F. I. ii. 586 ; Watt, iv. Pt. I, 177 ; Prain, H.H., 181 ; Voigt, H.S., 128.

২২

CENTRAL LIBRARY

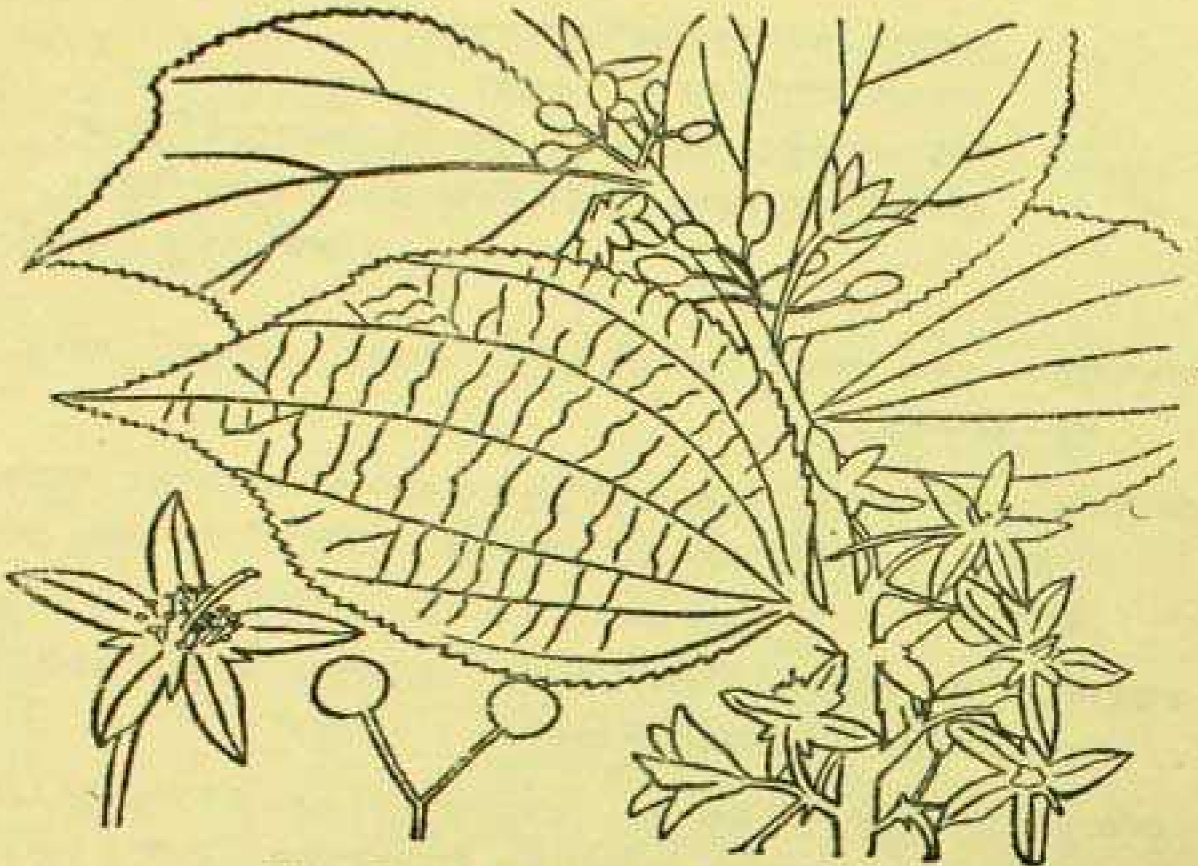

91. Grewia asiatica Linn. (ফল্‌সা)

Genus—TRIUMFETTA Linn.

92. T. bartramia Linn. (বনওকড়া)

ভাষানুসারী নাম :—ঝিঞ্ঝিরীটা—সংস্কৃত ; বন-ওকড়া—বাংলা ; পুরামুট্টি—তামিল ; চিরুসিট্রিকা—তেলেগু ; ঝিঞ্ঝিরিডা—মহারাষ্ট্র।

ঝিঞ্ঝিরীটা কণ্টফলী পীতপুষ্পাঽপি ঝিঞ্ঝিরা।
হুড়রোমাশ্রয়ফলা বৃত্তা চৈব ষড়াহ্বয়া ॥
ঝিঞ্ঝিরীটা কটুঃ শীতা কষায়া চাতিসারজিৎ।
বৃষ্যা সন্তর্পণী বল্যা মহিষীক্ষীরবর্দ্ধিনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ঝিঞ্ঝিরীটা, কণ্টফলী, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্ঝিরা, হুড়রোমাশ্রয়ফলা, বৃত্তা—এই ছয়টি নাম।

গুণপর্যায় :—ঝিঞ্ঝিরীটা—কটুরস, শীতবীর্য্য, বিপাকে কষায় রস, অতিসারনাশক, রসায়ন, সন্তর্পণী, বলকারক এবং এই গাছ খাইলে মহিষীর দুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়।

জন্মস্থান :—সমস্ত বঙ্গদেশের জঙ্গলে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—বর্ষজীবী গাছ, ১½-৩ ফুট উচ্চ হয়। শাখাপ্রশাখা অতি অল্প পরিমাণে জন্মে। শাখায় নরম লোম আছে। পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, নানা আকৃতি বিশিষ্ট, মস্তক ত্রিভুজাকার, নিম্নদিক গোলাকার, কিনারায় দাঁত আছে। গাছের গোড়ার পাতার বোঁটা লম্বা, উহাতে ছোট ছোট ফুল হয়। ফুলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। এক এক স্থানে একসঙ্গে ৩।৪টি ফুল হয়। ফলের গায়ে খুব ছোট ছোট কাঁটা থাকে। ফলগুলিতে কাপড় লাগিলে উহা কাপড়ে আবদ্ধ হইয়া যায়। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর-জানুয়ারী পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়। **এই নামীয় গাছ Malvaceae family-তে আছে। কিন্তু এই গাছ তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।**

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফুল, ফল ও পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ছাল ও টাটকা পাতা উদরাময় নিবারক। ফুল চিনি ও জলের সহিত মিশাইয়া পেষণ করিয়া পান করিলে মেহ আরাম হয় (J. Indraji)। ইহার ফল সেবন করাইলে প্রসূতির প্রসববেদনা বাড়াইয়া দেয়। বনওকড়া রক্তাতিসার নাশক ও রসায়ন।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

পাতা, ফল ও ফুল—পিচ্ছিলগুণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, সঙ্কোচক, এবং গণোরিয়ায় উপকারী।

মূল—তিক্তরস, প্রস্রাববৃদ্ধিকারক, ইহার গরম কাথ পানে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীলোককে সুখ প্রসব করায়—অথবা যেক্ষেত্রে প্রসবের পরে পান্‌মুচি ভাঙ্গিতে দেরী হয়—সেক্ষেত্রে ব্যবহারে শীঘ্র পান্‌মুচি ভাঙ্গাইয়া দেয়।

ছাল ও টাট্‌কা পাতা—অতিসার ও আমাশয়ে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., **t.** 159

Ref.—F.B.I., i. 395 ; B.P., i. 285 ; Prain, H.H., 182 ; Voigt., H.S., 127 ; Roxb. F.I., ii. 463.

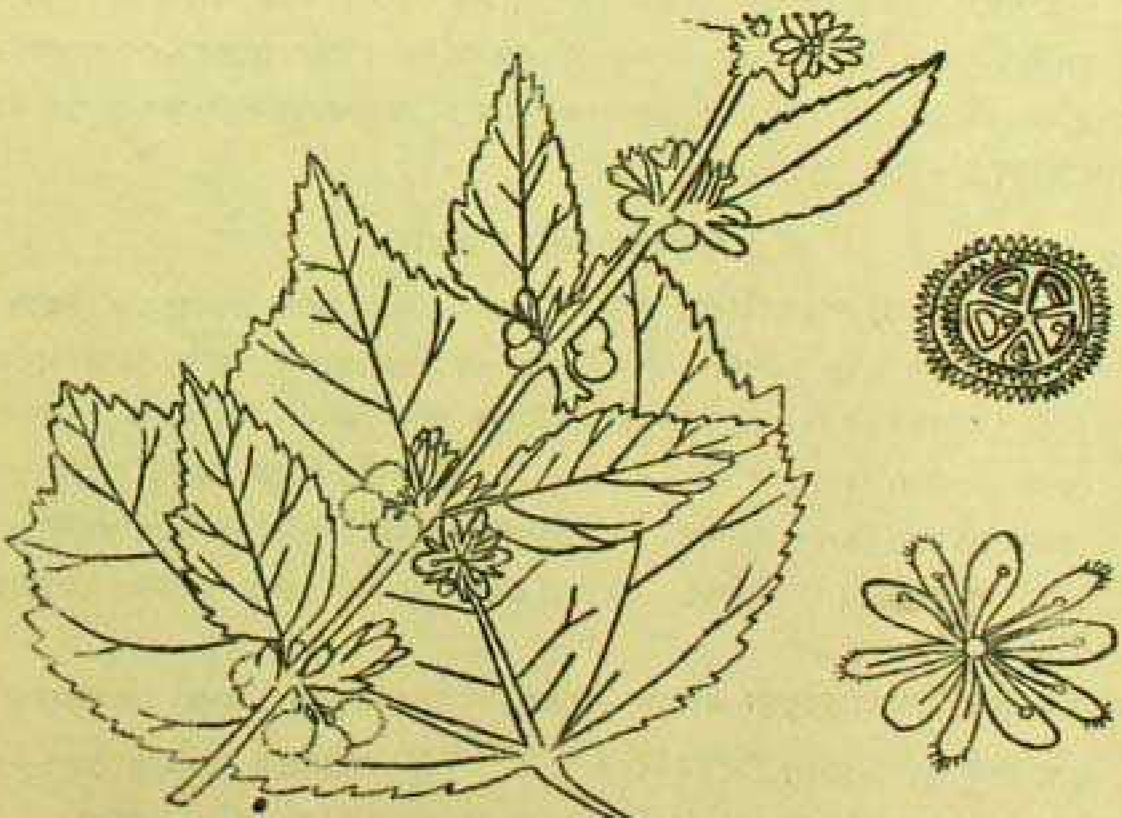

92. Triumfetta bartramia Linn. (বনওকড়া)

CENTRAL LIBRARY

XXIV. LINACEAE.

Genus—LINUM Linn.

93. L. usitatissimum Linn. (মসিনা, তিসি)

ভাষানুসারী নাম ঃ—অতসী, মসৃণা—সংস্কৃত ; মসিনা, তিসি—বাংলা ; তিসি, অল্‌সী—হিন্দি ; অল্‌সীভিরাই—তামিল ; অতসী, উল্লুসু—তেলেগু ; কত্তান্—আরব।

অতসী পিচ্ছিলা দেবী মদগন্ধা মদোৎকটা।
উমা ক্ষুমা হৈমবতী সুনীলা নীলপুষ্পিকা॥
অতসী মদগন্ধা স্যাম্মধুরা বলকারিকা।
কফবাতকরী চেষৎ পিত্তঘ্নং কুষ্ঠবাতনুৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—অতসী, পিচ্ছিলা, দেবী, মদগন্ধা, মদোৎকটা, উমা, ক্ষুমা, হৈমবতী, সুনীলা, নীলপুষ্পিকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—অতসী—মদগন্ধা (মৃগনাভির গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট), মধুর রস, বলকারক, কফ ও বায়ু বৃদ্ধিকারক। ঈষৎ পিত্তনাশক এবং কুষ্ঠরোগ ও বায়ুরোগ নাশক।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়। শীত ঋতুর ফসল।

বর্ণনা ঃ—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতা সরু ও লম্বা। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফুলের বহিশ্ছদ ৫টি। পাপ্‌ড়ি ৫টি, নীলবর্ণ, পুংকেশর ৫টি। বীজ চেপ্টা। বীজকোষ ৬-৮ ভাগে বিভক্ত। এক একটি কোষে এক একটি বীজ থাকে। শ্বেত, লাল ও ধূসরবর্ণ ভেদে, মসিনা তিন প্রকার। বিশুদ্ধ মসিনার তৈল জলের ন্যায় পাতলা। ১ মণ মসিনা হইতে প্রায় ১২ সের তৈল পাওয়া যায়। জানুয়ারী মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ, তৈল, ফুল ও পত্র।

বৈদ্যকে অতসীর ব্যবহার।

চরক ঃ—(১) **ফোড়া পাকাইবার জন্য** মসিনা—মসিনা জলে পেষণপূর্বক উহার সহিত কিঞ্চিৎ যবের ছাতু মিশাইয়া অম্লদধিসহ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **ফোড়া ফাটাইবার জন্য** মসিনা—মসিনার প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) **বাতপ্রধান ব্রণে** মসিনা—দাহ ও বেদনান্বিত ব্রণে তিল ও মসিনা কাঠখোলায় ভাজিয়া গরম থাকিতে থাকিতে গোদুগ্ধে নির্বাপিত করিবে। শীতল হইলে সেই দুগ্ধেই পেষণ করিয়া ফোড়ায় দিবে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত ঃ—**বাতাধিকবাতরক্তে** মসিনা—বাতাধিক বাতরক্তের বেদনা প্রশমনার্থ মসিনা দুগ্ধে পেষণপূর্বক প্রলেপ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **প্রমেহে** মসিনার তৈল—মসিনার তৈল প্রমেহ রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৩১ অঃ)। মাত্রা ½-১ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফুল হৃদ্রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজ কামোদ্দীপক। বাতরোগে মসিনার পুল্‌টিস হিতকর। মসিনার ভাজা বীজ ধারক (Dymock)। মসিনার বীজ গণোরিয়া নিবারক ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারণ করে। মসিনার তৈল বার্নিশ ও ছাপাখানার কালি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্ক পক্ক ফল—স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন। পুল্‌টিস্ রূপে বাতের বেদনায় উপকারক। গণোরিয়াতে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ করা হয়। মূত্রাশয়ের প্রদাহে উপকারী।

ছাল ও পত্র—গণোরিয়াতে উপকারী।

ফুল—বায়ু ও হৃদ্রোগে রসায়ন।

তৈল—পোড়া ঘায়ে চুনের জলে মিশাইয়া ব্যবহারে বিশেষ উপকারী।

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 39; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 164.

Ref.—F. B. I., i. 410; B. P., i, 289; Roxb., F. I., ii, 110; Prain., H. H. 183; Voigt, H.S. 100.

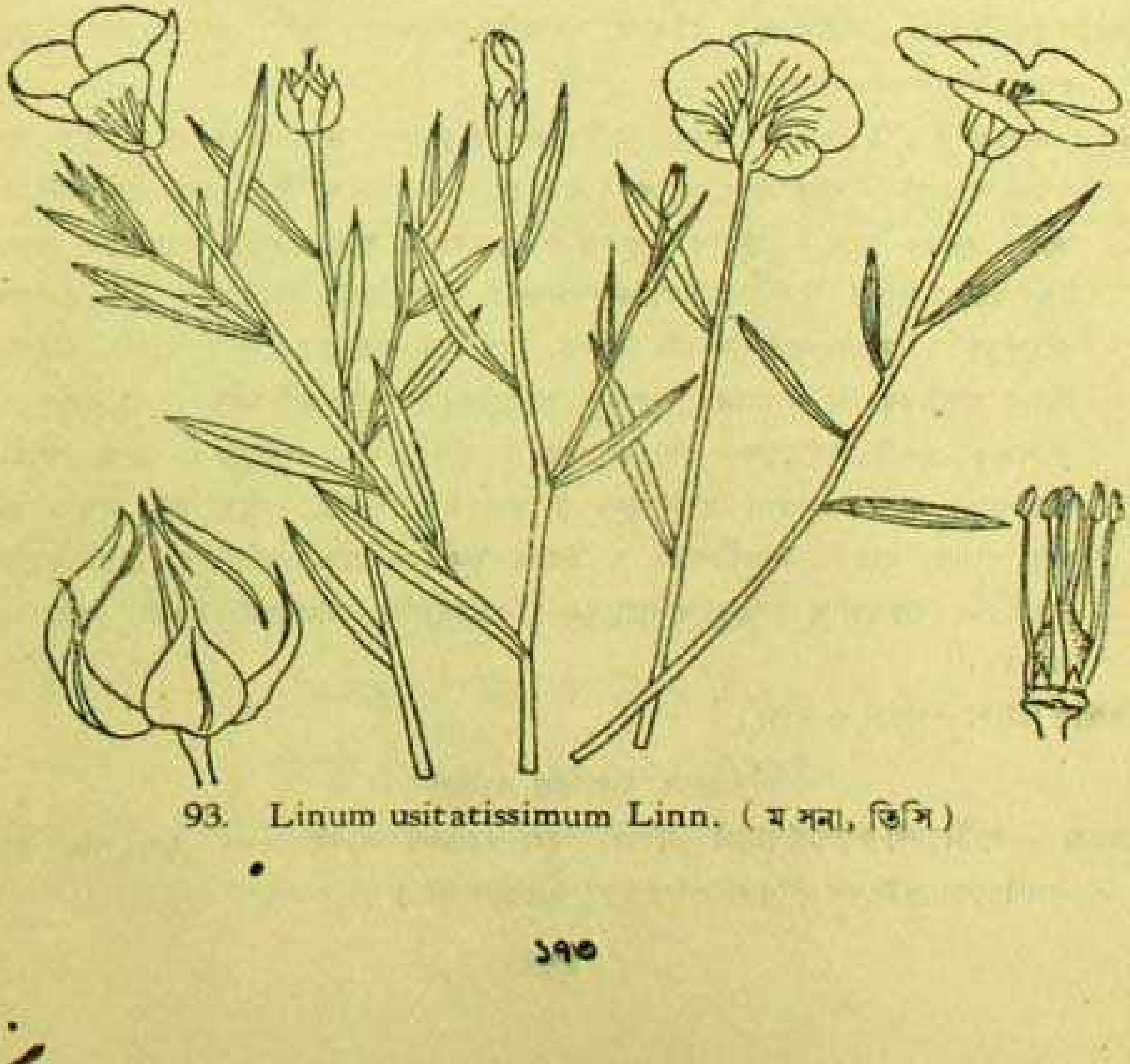

93. Linum usitatissimum Linn. (মসিনা, তিসি)

CENTRAL LIBRARY

XXV. MALPIGHIACEAE.

Genus—HIPTAGE Gaertn.

94. H. madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

ভাষানুসারী নাম :—মাধবিকা, সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসবা—সংস্কৃত ; মাধবীলতা—বাংলা ; মাধবী—হিন্দি ; পীতবেল—মহারাষ্ট্র ; মাধবতোগে, পঞ্ঞলগুরিবিন্দ্—তেলেগু ; অভিগম, ভসন্তী—তামিল ; মাধবীলতার ফুল—গৌড় ; পুল্লুল গুরিবিন্দ্—দাক্ষিণাত্য।

মাধবী চন্দ্রবল্লী চ সুগন্ধা ভ্রমরোৎসবা।
ভৃঙ্গপ্রিয়া ভদ্রলতা ভূমিমণ্ডপভূষণী ॥
মাধবী কটুকা তিক্তা কাষায়া মদগন্ধিকা।
পিত্তকাসব্রণান্ হন্তি দাহশোষবিনাশিনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—মাধবী, চন্দ্রবল্লী, সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসবা, ভৃঙ্গপ্রিয়া, ভদ্রলতা, ভূমিমণ্ডপভূষণী—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—মাধবী—কটুতিক্ত কষায় রস, মদগন্ধবিশিষ্ট (মৃগনাভির গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট) পিত্তদোষ কাস ও ব্রণরোগ নাশক। দাহ এবং শোথ বিনাশক।

জন্মস্থান ঃ—বিহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশের বহুস্থান ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগণা।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, গুঁড়ি শক্ত, মোটা, লম্বা ও সরল। ডাল ছোট ছোট, ছাল ধূসরবর্ণ ও পাতলা। কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ ও শক্ত। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে চাঁপাফুলের পত্রের ন্যায়। ফুলের মুকুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ ও সূক্ষ্মলোমযুক্ত—দেখিতে অনেকটা তিল ফুলের ন্যায়। বোঁটার উপরিভাগ মসৃণ। ফুলের ব্যাস ½-১ ইঞ্চি, তীক্ষ্ণ, সৌগন্ধময় ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের বহিশ্ছদ ৫টি, বিস্তৃত, নিম্নদিকে অবনত। পাপ্ড়ি ৫টি, বহিশ্ছদের দ্বিগুণ, পশমময় ও অসমান। পঞ্চম পাপ্ড়ির গোড়াটি পীতবর্ণ। পুংকেশর ১০টি ও সরু ; একটি সর্বাপেক্ষা লম্বা ও বক্র। ফল ২।৩টি, পক্ষযুক্ত। বীজ পশমময়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়, সময়ে সময়ে বর্ষা অবধি ফুল ও ফল পাওয়া যায়। মাধবীলতা ও ইহার ফুল দেখিতে অতি সুন্দর। কালিদাস মদনক্লিষ্টা শকুন্তলার বর্ণনে বলিয়াছেন "পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী।"

ব্যবহার্য অংশ—পাতা ও ছাল।

বৈদ্যকে মাধবীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—কটীদেশতনুকরণার্থে মাধবী মূল—তক্রের সহিত মাধবী মূল পান করিলে রমণীগণের কটীদেশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

CENTRAL LIBRARY

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্র চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ছাল সৌগন্ধময় ও তিক্ত। পাতার রসে পোকা মরিয়া যায় এবং পাঁচড়ায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Moodeen Sheriff)। পাতা পুরাতন বাত ও হাঁপানীর শান্তিকারক (Watt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—**পাতা**—পুরাতন বাতে উপকারী। চর্মরোগ এবং শ্বাস কষ্টে উপকারী। **পাতার রস**—বিষদোষনাশক এবং চুলকানিতে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 167 ; Rheede, Hort, Mal., vi. t. 59 ; Wight, III., Ind. Bot., i. t. 50.

Ref.—F. B. I., i, 418 ; B.P. i. 290 ; Roxb. F. I., ii. 368 ; Watt., IV. Pt., i. 252 ; Prain, H. H., 183 ; Voigt., H.S. 170.

94. Hiptage madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

XXVI. ZYGOPHYLLACEAE.

Genus—TRIBULUS Linn.

95. T. terrestris Linn. (গোক্ষুর)

ভাষানুসারী নাম :—ত্রিকন্টক, কন্টফল, ক্ষুরক, ইক্ষুগন্ধা—সংস্কৃত ; গোক্ষুর—বাংলা ; গোক্ষুরু, গোখ্‌রু, ছোটগোখ্‌রু, গোরমূল—হিন্দি ; গোক্ষুরা—উড়িয়া ; লহনা-গোক্ষুরু, গোখ্‌রু—

CENTRAL LIBRARY

বোম্বে ; লহনা-গোখারু—মহারাষ্ট্র ; গোখ্রু—গুজরাট ; নেরুঞ্জি, নেরুঞ্জি-কিরাই—তামিল ; পান্নেরু-মুলু, চিরু-পলেরু—তেলেগু ; নেরিঞ্জিল্—মালয় ; চারেট্টি—ব্রহ্মদেশ ; গোক্ষুরী—গৌড়।

স্যাদ্গোক্ষুরো গোক্ষুরকঃ ক্ষুরাঙ্গঃ শ্বদংষ্ট্রকঃ কণ্টক-ভদ্রকণ্টকৌ।
স্যাদ্ ব্যালদংষ্ট্রঃ ক্ষুরকো মহাঙ্গো দুশ্চক্রমশ্চ ক্রমশো দশাহ্বঃ॥
ক্ষুদ্রোঽপরো গোক্ষুরকস্ত্রিকণ্টকঃ কণ্টো ষড়ঙ্গো বহুকণ্টকঃ ক্ষুরঃ।
গোকণ্টকঃ কণ্টফলঃ ফলঙ্গমঃ ক্ষুদ্রক্ষুরো ভক্ষটকশ্চণক্রমঃ॥
স্থলশৃঙ্গাটকশ্চৈব বনশৃঙ্গাটকস্তথা ইক্ষুগন্ধঃ স্বাদুকণ্টঃ পর্য্যায়াঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥
স্যাতামুভৌ গোক্ষুরকৌ সুশীতলৌ বলপ্রদৌ তৌ মধুরৌ চ বৃংহণৌ।
কৃচ্ছ্রাশ্মরীমেহবিদাহনাশনৌ রসায়নৌ তত্র বৃহদ্গুণোত্তরঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—গোক্ষুর, গোক্ষুরক, ক্ষুরাঙ্গ, শ্বদংষ্ট্রক, কণ্টক, ভদ্রকণ্টক, ব্যালদংষ্ট্র, ক্ষুরক, মহাঙ্গ, দুশ্চক্রম—এই দশটি গোক্ষুরের নাম। অন্য একপ্রকার ক্ষুদ্র গোক্ষুরের নাম—ত্রিকণ্টক, কণ্ট, ষড়ঙ্গো, বহুকণ্টক, ক্ষুর, গোকণ্টক, কণ্টফল, ফলঙ্গম, ক্ষুদ্রক্ষুর, ভক্ষটক, চণক্রম, স্থলশৃঙ্গাটক, বনশৃঙ্গাটক, ইক্ষুগন্ধ, স্বাদুকণ্ট—এই ষোলটি পর্যায়।

গুণপর্যায় :—উভয় গোক্ষুরই—সুশীতল, বলকারক, মধুর রস ও বৃংহণী (ধাতুবল বৃদ্ধিকারক) মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী (পাথুরী), মেহরোগ এবং বিদাহনাশক ও রসায়ন এবং বৃহৎগোক্ষুর অধিক গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান :—ত্রিহুত, বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ্, শিকড় নরম ও শাঁসাল, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ফিকে ধূসরবর্ণ। গন্ধ ঈষৎ উগ্র, স্বাদ মিষ্ট। ইহার মূলদেশ হইতে ৪-৫টি শাখা বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া লতাইয়া যায়। শাখা পশমময়, ২½ ফুট লম্বা হয়। পত্র পক্ষাকার। উপপত্র ৫-৬ জোড়া, অগ্রভাগ গোলাকার, একটু লম্বা। ফুল ছোট ছোট বোঁটায় থাকে, দেখিতে উচ্ছে ফুলের ন্যায়, পীতবর্ণ। ফুল হইতে ঈষৎ গোলাকার ৫টি কোণ বিশিষ্ট ফল হয়। ফল কাঁটাদ্বারা আচ্ছাদিত, কাঁটাগুলি শক্ত ও তীক্ষ্ণ। ফুলের সময়ে হলুদে ফুল দেখিয়া এই স্থানে গোক্ষুর গাছ আছে বলিয়া মনে হয়। আবার যখন ফুল থাকে না তখন গোক্ষুর কাঁটাগুলি পায়ে ফুটিলেই তথায় গোক্ষুর আছে বলিয়া জানা যায়। বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। ফল পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ দেখায়। বীজে তৈল আছে। বীজের খোলা অতিশয় শক্ত, তৈল সৌগন্ধময়ী ফলের কাঁটা ২ সারিতে

থাকে, এক থাকে ১০টি, নীচে ৭-৯টি। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল হয়, পরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও শিকড়।

বৈদ্যকে গোক্ষুরের ব্যবহার।

চরক :—(১) **অগ্র্যপ্রস্থে** গোক্ষুর—মূত্রকৃচ্ছ্রহর ও বায়ুনাশক দ্রব্যের মধ্যে গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ (সূঃ ১৫ অঃ)। (২) **সরুক্ মূত্রনির্গমে** গোক্ষুর—মূত্রত্যাগ কালে বেদনা বোধ হইলে গোক্ষুরের কাথ পান করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) **অশ্মরীতে** গোক্ষুর—গোক্ষুরের স্বরস (অভাবে কাথ) এবং ঘৃতের অষ্টগুণ গব্যদুগ্ধ সহ যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সঞ্চিত অশ্মরী নির্গত হইয়া থাকে (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত :—**অশ্মরীভেদনার্থ** গোক্ষুর—গোক্ষুরচূর্ণে মধু মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে সঞ্চিত বৃহৎ অশ্মরী চূর্ণ হইয়া নির্গত হইয়া যায় (চিঃ ৭ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **শকৃজ্জ মূত্রকৃচ্ছ্রে** গোক্ষুর—গোক্ষুরের কাথ যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে নিরন্তর মলবেগ ধারণ জন্য যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহা নিবৃত্তি পায় (মূত্রকৃচ্ছ্র :—চিঃ)। (২) **আমবাতে** গোক্ষুর :—শুণ্ঠী ও গোক্ষুরের কাথ প্রাতে সেবন করিলে আমবাতাশ্রিত কটীশূল প্রণষ্ট হয় (আমবাত চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গোক্ষুরের ফল ও শিকড় স্নিগ্ধ, বলকারক। ইহার তৈল গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। গোক্ষুর দশমূল পাচনের একটি প্রধান মশলা। ইহার ডাঁটার রস গণোরিয়া নিবারক (Stewart)। গুজরাটে ইহা মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্দিনিবারক ও হৃদ্রোগে হিতকর। দক্ষিণ-ইউরোপে ইহা মূত্রকর বলিয়া খ্যাত আছে (o' Shaughnessy)। ইহার ফল দক্ষিণভারতে মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। গোক্ষুরের ফল ও পাতা মূত্রকর ও মেহরোগে উপকারী (Moodeen Sheriff)। গোক্ষুরের ফলের রস বাত, মূত্রাশয়ের পীড়া ও পাথরী রোগে উপকারী। পাঞ্জাবে ইহা কামোত্তেজক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Watt)। গোক্ষুর শ্বাস, কাস, অর্শ ও ব্রণ নাশক (ভাবপ্রকাশ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, প্রস্রাবকারক, রসায়ন, কামোদ্দীপক, যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব, উদরী, পাথুরী রোগ, ধাতুক্ষরণ এবং ক্লীবতা রোগে উপকারী। রস করিয়া ব্যবহারে প্রস্রাবকারক। বাতে, মূত্রাশয়ের রোগে এবং পাথুরীতে উপকারী।

Fig.—Wight. Ic., t. 98 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 168.

Ref.—F.B.I., i. 423 ; B.P., i. 292 ; Roxb. F.I., ii. 401 ; Prain, H.H., 183 ; Voigt, H.S., 184.

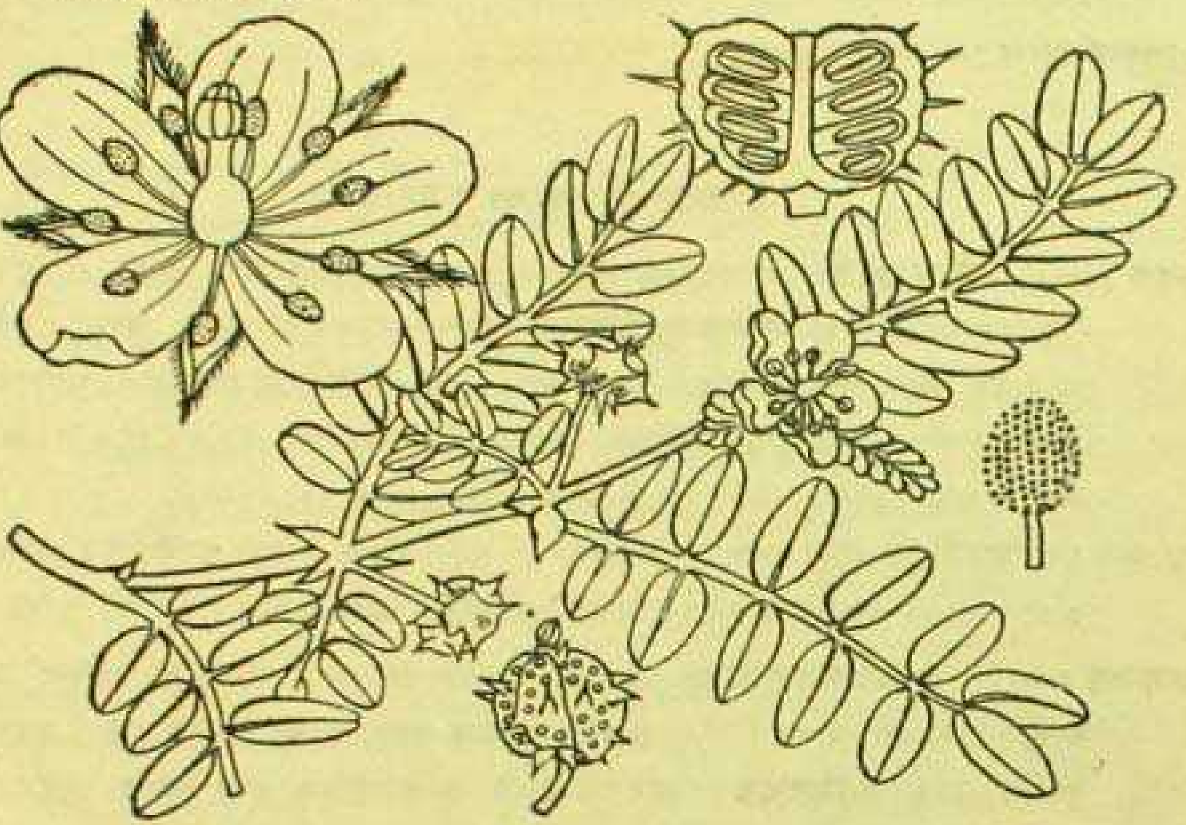

95. Tribulus terrestris Linn. (গোক্ষুর)

XXVII. GERANIACEAE.

Genus—AVERRHOA Linn.

96. A. bilimbi Linn. (বিলিম্বি)

ভাষানুসারী নাম :—বিলিম্বি—সংস্কৃত ; বিলিম্বি—বাংলা ; বেলাম্বু, বিলিম্বি—হিন্দি ; বিলম্বি—মহারাষ্ট্র ; ব্রিম্বু—গুজরাট ; পুলিচ্-চাকি—তামিল ; পুলুও-কায়লু—তেলেগু; ভিলান্বিক—মালয়।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র দেখা যায় ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর, হুগলী, হাওড়া, ও ২৪ পরগণা ; আদিম বাসস্থান—মালয় উপদ্বীপ।

বর্ণনা :—ছোট গাছ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম। পত্র ডাঁটা হইতে দুই দিকে সমান্তরালভাবে বাহির হয়, ৫-১৭ জোড়া, নীচেকার পাতা ছোট, অসমান, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, নরম লোমাবৃত। পাতার দৈর্ঘ্য ২-২॰ ইঞ্চি, বিস্তার ১-১৫ ইঞ্চি। বোঁটা ছোট, ফুল গাঢ় বেগুনে, এবং গাঢ় লালবর্ণ। ফুল পুরাতন ডালের গোড়া হইতে বাহির হয়।

বহির্বাস লোমময়। পাপ্‌ড়ি লম্বা। ফল লম্বাকৃতি, দেখিতে অনেকটা কুলিবেগুনের মত, ২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজবর্ণ, পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ। ফলে ৫টি উঁচু শিরা আছে। ফুলের সময়—মার্চ হইতে মে মাস, ফল পরে পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কথিত আছে বিলিম্বির আদি বাসস্থান মালয় উপদ্বীপ। পোর্তুগীজেরা তথা হইতে ইহাকে ভারতে আনিয়াছে। বিলিম্বির সরবৎ পিপাসা-নিবারক এবং পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হয়। বিলিম্বির সিরাপ অতি উৎকৃষ্ট। পাকা ফলের ১০ আউন্স পরিমাণ রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহার সহিত চিনি ৩০ আউন্স, জল ১০ আউন্স। এইগুলি একত্র মিশাইয়া অল্প অগ্নিতে জ্বাল দিলে চিনি গলিয়া যায় এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা অতি উৎকৃষ্ট সরবৎ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে (Moodeen Sheriff)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—পেশী সঙ্কোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক। জ্বরের উত্তাপ প্রশমক। ইহা দ্বারা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারে অর্শ এবং স্কার্ভি (পুষ্টির অভাবে যে সমস্ত রোগ হয়) রোগে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 45 ; Beddome, Fl. Syl., t. **117** ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 179.

Ref.—F.B.I., i. 439 ; B.P., i. 296 ; Roxb. F.I., ii, 451.

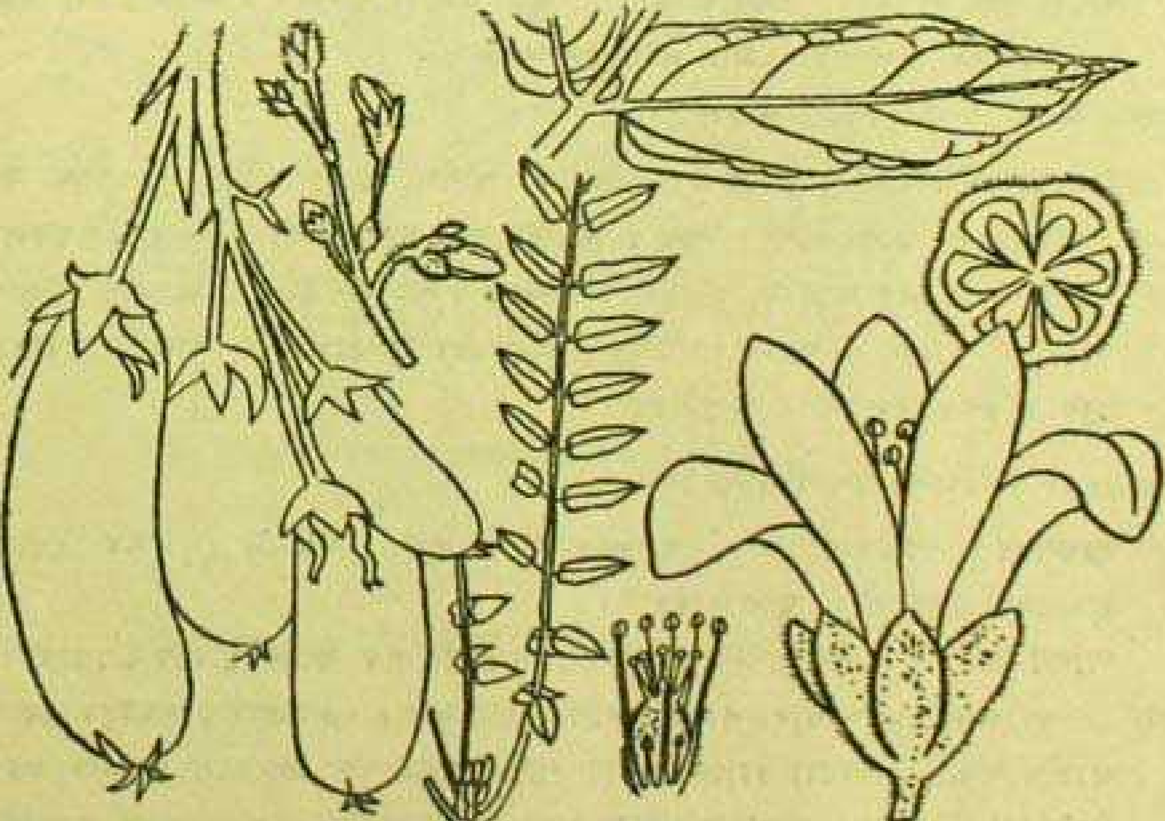

96. Averrhoa bilimbi Linn. (বিলিম্বি)

CENTRAL LIBRARY

97. A. carambola Linn. (কামরাঙ্গা)

ভাষানুসারী নাম :—কর্মরঙ্গ—সংস্কৃত ; কামরাঙ্গা—বাংলা ; কম্‌রখ্‌, কর্মাল—হিন্দি ; কমারক্—গুজরাট ; তামরেতমোরাম্ তামার্ত্তা—তামিল ; তমারটাকয়া—তেলেগু ; কামরাখা—উর্দু ; কর্মরে—মহারাষ্ট্র।

কর্ম্মরঙ্গং শিরালঞ্চ বৃহদম্লং রুজাকরম্।
কর্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতজিৎ।

ভাবপ্রকাশঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ল, রুজাকর—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—কর্ম্মরঙ্গ—শীতবীর্য, মলসংগ্রাহক, স্বাদু, অম্লরস এবং কফ ও বায়ুনাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এমনকি উত্তরে লাহোর পর্যন্ত ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান এবং ২৪ পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ছোট গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। ঘন শাখা বিশিষ্ট। পত্র ১১/২-৩ ইঞ্চি, বোঁটা শক্ত, লোমযুক্ত। পত্র গায়ের কোন স্থানে লাগিলে চুলকায়। ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ঈষৎ রক্তাভ। ফুলের বহিশ্ছদ উহার পাপ্‌ড়ির অর্দ্ধেক। পুংকেশর ১০টি, ইহার মধ্যে ৫টি ছোট, গর্ভাশয় কোমল লোমযুক্ত। ফল ৩ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ। ৪-৫টি শিরাবিশিষ্ট। কামরাঙ্গা দুই জাতীয় আছে। একপ্রকার মিষ্ট, অপরটি অম্ল। প্রথমটি রন্ধন করিয়া অথবা পক্ক বা কাঁচা অবস্থায় খায়। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফুল হয় এবং সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র শিকড় ও ফল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কামরাঙ্গা শীতল, ধারক, মিষ্ট, এবং ঘর্ম, কফ ও ও বাতনাশক (ভাবপ্রকাশ)। শুষ্ক ও অম্ল ফল জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Watt)। পক্কফল রক্ত-অর্শের ভিতর বলি আরাম করিতে এক অমোঘ মহৌষধ (B. D. Basu)। ইহার ফল পিপাসা নিবারক ও জ্বরের শান্তিকর (Moodeen Sheriff)। পাকা কামরাঙ্গা অম্ল-মধুর, রুচিকর, বলবৃদ্ধিকর ও পুষ্টিকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্কফল :—স্নিগ্ধতাকারক। ক্ষাভিরোগে (পুষ্টির অভাবে যে সব রোগ হয় তাহাতে) উপকারী। জ্বরে ব্যবহার্য।

পাকা ফল :—অর্শের রক্তে উপকারী। পিপাসায় এবং জ্বরের জ্বালায় উপকারী।

মন্তব্য :—দুই জাতীয় কামরাঙ্গা বাংলা দেশে পাওয়া যায়। একজাতীয় অম্লমধুর এবং অপর জাতীয় অত্যম্ল। কম্বোডিয়াতে ইহার পাতা জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার মূল বিষনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইন্দোচীনে ইহার পাতা চুলকনা এবং ক্রিমিনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। মরিশস্ দ্বীপে এবং ফরাসী-গিয়ানাতে ইহার ফলের

রস আমাশয় রোগে এবং যকৃচ্ছূলে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাথ পিত্তশূলে এবং অতিসারে প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন 'চরক' ও 'সুশ্রুতাদি' গ্রন্থে ইহার ব্যবহার ছিল, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। দেশ ব্যবহারে ইহার ভেষজরূপে ব্যবহারের উপযোগিতা বহুপূর্ব হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। লোহার কলঙ্ক ও দাগ উঠাইবার জন্য কামরাঙ্গা ফলের রস ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা সোরেলের (Sorrel) প্রতিনিধি স্বরূপ প্রযুক্ত হয়। রাজনিঘণ্টুকারও ইহার গুণের উল্লেখ করিয়াছেন।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii., t. 43-44 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 178.

Ref.—F.B.I., i. 439 ; B.P., i 296 ; Roxb., F.I., 450 ; Prain. H.H., 184. ; Voigt. H.S., 191.

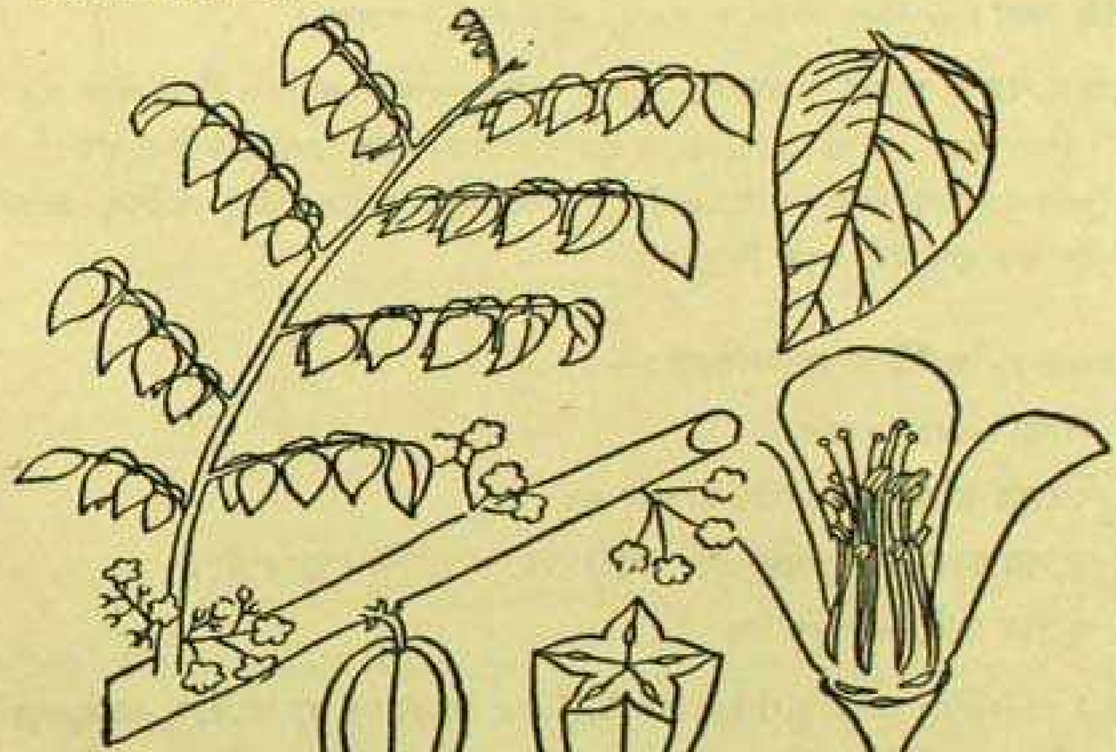

97. Averrhoa carambola Linn. (কামরাঙ্গা)

Genus—BIOPHYTUM. DC.

98. B. sensitivum DC. (বন-নারাঙ্গা)

ভাষানুসারী নাম :—ঝিল্লিপুষ্প—সংস্কৃত ; বন-নারাঙ্গা—বাংলা ; লক্‌সনা, লজ্জণা, লজ্জালু—হিন্দি ; ঝরেরা—গুজরাট ; ঝরেরা—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের রাস্তার কিনারায় ও ঘাস-জমিতে ইহা দেখা যায়। ভারতের সমস্ত উষ্ণপ্রধান দেশে এমন কি হিমালয় প্রদেশের ৬,০০০ ফুট উচ্চ স্থানেও দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা, বোটানিক-গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ইহার কাণ্ড লম্বা, কোমল সূক্ষ্ম লোমাবৃত। পত্রদণ্ড ১½-৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্রদণ্ডের দুইদিকে তেঁতুল পাতার ন্যায় পাতা বাহির হয়, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, পত্র নিম্নদিকে বক্র। কখনও কখনও সোজা থাকে। পাতার বোঁটা ১ ইঞ্চি। ফুলের মস্তক বিস্তৃত। প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগে ৭-৮টি পৃথক্ পৃথক্ ফুল ধরে। পুষ্পের বহিশ্ছদ পাপ্‌ড়ির অর্ধেক। ফুলের পাপ্‌ড়ি কোমল ও পীতবর্ণ। শিরাগুলি লালবর্ণ। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই হয়। বীজকোষে অনেক ছোট ছোট বীজ থাকে। বীজ লালবর্ণ ও উজ্জ্বল।

ব্যবহার্য অংশ :— বীজ, শিকড় ও পত্র। মাত্রা—½-¾ তোলা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়। বীজ মাখনের সহিত ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। শিকড়ের কাথ গণোরিয়া নিবারক (Rheede)। পত্র জলের সহিত বাটিয়া খাইলে প্রস্রাব হয়। পৈত্তিক জ্বরে ইহা বড়ই হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—প্রস্রাবকারক।

বীজের গুঁড়া—বেদনাতে ব্যবহৃত হয়।

মূলের কাথ—গণোরিয়া এবং অশ্মরী রোগে (পাথুরী) উপকারী।

মূলের ছাই—অগ্নিদীপক।

মন্তব্য :—Gelonium multiflorum A. Juss. গাছকেও বাংলাদেশে বন-নারাঙ্গা বলে। এই গাছ Euphorbiaceae বর্গভুক্ত। হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের ধারে এই গাছ সচরাচর দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহল দ্বীপে এই গাছের আদি জন্মস্থান, তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে। ইহার ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইলে ফলটি ফাটিয়া যায়, যেমন লাল ভেরেণ্ডা গাছের হয়। ইহার পত্র লম্বাকৃতি, পত্রের শাখা মোটা। ফল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া থাকে। ইহার ফলের তৈল প্রস্তুত করিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া সারিয়া যায়।

Fig. :—Rheede, Hort, Mal., xix, t. 19 ; Kitikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 177 ; Bot. Reg., xxxi, t. 68.

Ref. :—F.B.I., t. 436 ; B.P., i. 295 ; Roxb. F.I., ii. 457 ; Prain. H.H., 183 ; Voigt. H.S., 191.

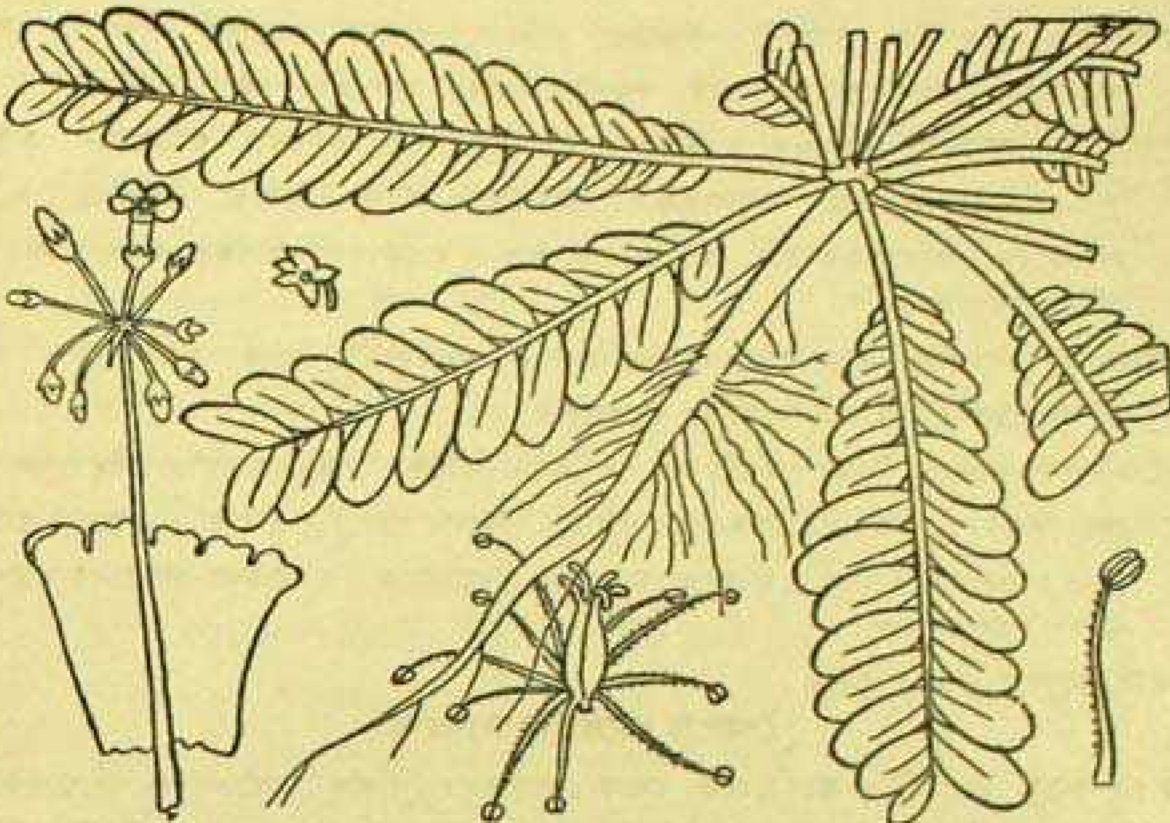

98. Biophytum sensitivum, DC. (বন-নারাঙ্গা)

Genus—OXALIS Linn.

99. O. corniculata Linn (আমরুল)

ভাষানুসারী নাম ঃ—চুক্রিকা, অম্বষ্ঠা, অম্ল লোণিকা—সংস্কৃত ; আমরুল—বাংলা ; আমরুল, অমবোটি—হিন্দি ; চেংরী, টেঙ্গা—আসাম ; পালিয়া-কিরি—তামিল ; পুলিচিন্তা—তেলেগু ; বেমেম্লাঞং—আরব ; তান্দিটাটং আরক—সাঁওতাল ; আম্বতী—মহারাষ্ট্র।

ক্ষুদ্রাম্লিকা তু চাঙ্গেরী চক্রাহ্বা চুক্রিকা চ সা।
লোণাম্লা চ চতুষ্পর্ণী লোণা লোড়াহ্ম্লপত্রিকা॥
অম্বষ্ঠাহ্ম্লবতী চৈব অম্লা দন্তশঠা মতা।
শস্ত্রাঙ্গা চাম্লপত্রী চ জ্ঞেয়া পঞ্চদশাহ্বয়া॥
ক্ষুদ্রাম্লী চ রসে সাম্লা সোষ্ণা সা বহ্নিবর্দ্ধনী॥
রুচিকৃদ্ গ্রহণীদোষ দুর্নামঘ্নী কফাপহা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

চাঙ্গেরীশাকমত্যুষ্ণং কটু রোচন পাচনম্।
দীপনং কফবাতার্শঃ সংগ্রহণ্যতিসারজিৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কুদ্রাম্লিকা, চাঙ্গেরী, চক্রাহ্বা, চুক্রিকা, লোণাম্লা, চতুষ্পর্ণী, লোণা, লোড়া, অম্লপত্রিকা, অম্বষ্ঠা, অম্লবতী, অম্লা, দন্তশঠা, শস্তাঙ্গা, অম্লপত্রী—এই পনেরটি নাম।

গুণপর্যায় :—কুদ্রাম্লী (চাঙ্গেরী) অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, রুচিকারক, গ্রহণী ও অর্শ-রোগনাশক, এবং কফনাশক। **আমরুল শাক**—অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, রুচিকারক, পরিপাককারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, কফ ও বায়ুনাশক, অর্শহর, মলসংগ্রাহক এবং অতিসারনাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র, চাষজমিতে ও ভাঙ্গাবাড়ীর গায়ে দেখা যায়। হুগলী ও ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—সরু লতানে উদ্ভিদ, ডাঁটা লম্বা ও ত্রিপত্র-বিশিষ্ট। ডাঁটার গোড়া হইতে মূল হয়। ফুল অবনত, কখন বা উপর দিকে থাকে। ফুলের পাপ্‌ড়ি পীতবর্ণ। ফুলের ব্যাস ½ ইঞ্চি। ফল সরু ও লম্বা। বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্‌।

বৈদ্যকে চাঙ্গেরীর ব্যবহার।

চরক :—অর্শে চাঙ্গেরী—অর্শোরোগী, যমকে (সমভাগে মিশ্রিত তিলতৈল ও গব্যঘৃতের নাম যমক) ভাজা ভাজা আমরুল বা চিত্রক শাক দধির সর সহ ভোজন করিবে (চিঃ ৯ আঃ)।

চক্রদত্ত :—চাতুর্থক জ্বরে চাঙ্গেরী :—উত্তমরূপে শিলাপিষ্ট একহাজার আমরুলের পাতা ওজনে যত হইবে, তাহার পঞ্চ দশগুণ জলের সহিত মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তিনদিন সেবন করিলে দুইদিন ছাড়া জ্বর প্রশমিত হয় (জ্বর-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—টাট্‌কা পাতার রস ধুত্‌রার মাদকতা নিবারণ করে এবং রক্ত-আমাশয় রোগে হিতকর (Dutta)। আমরুলের রস জ্বরনাশক। শাক রন্ধন করিয়া খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। ইহা হজমী কারক। অম্লরোগীর পক্ষে হিতকর। কোন্‌ স্থানে ফোড়া হইয়া যন্ত্রণা হইলে আমরুল পাতা বাটিয়া দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। পাতা গরম জলে বাটিয়া ফোড়ায় পুলটিস্‌ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে আমরুল পাতার রস যন্ত্রণার লাঘব করে (Moodeen Sheriff)। কঙ্কণদেশীয় লোকেরা আমরুল পাতা ছেঁচিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া রসুন-রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় লাগাইয়া দারুণ পিত্তজনিত মাথাধরা আরাম করে (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, জ্বরের উত্তাপনাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক। ক্ষাত্তি রোগে (পুষ্টির অভাব জনিত রোগে) উপকারী।

মন্তব্য আমরুল :—জ্বর চিকিৎসায়, আমাশয়ে এবং স্কার্ভিরোগে ব্যবহৃত ঔষধের অন্যতম ভেষজ-রূপে আদৃত হইয়া থাকে (Watt)। অজীর্ণরোগে আক্রান্ত রোগীর অগ্নিবল ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য ইহার পাতার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। পাতা হাতে রগ্‌ড়াইয়া প্রলেপের মত বেদনার স্থানে প্রয়োগে যন্ত্রণা ও প্রদাহের শান্তি হয় (Moodeen

Sheriff)। Beden Powel এবং Atkinson মহোদয় উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে তিল বা ছোট অর্ব্বুদ অপসারিত করিবার জন্য ইহার পাতার রসের বাহ্যপ্রয়োগ করা হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চক্ষুতারকার চতুষ্পার্শে প্রতিবিম্ব ঠিকভাবে প্রতিফলিত না হইলে ইহার রস প্রয়োগ করা হয়। পুরাতন আমাশয় রোগে মাখনতোলা দুগ্ধের সহিত আমরুল পাতা সিদ্ধ করিয়া দিনে ২।৩ বার প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে (Kirtikar & Basu)। কোনপ্রকার আভ্যন্তর প্রদাহে গলা রুদ্ধ হইয়া থাকিলে ইহা পুলটিসরূপে বাহ্যপ্রয়োগে এবং ইহার কাথ কুলকুচি (কুল্লা) করিবার জন্য ব্যবহার করা হয় (Kirtikar & Basu)। দক্ষিণ-আফ্রিকার সুটো নামক অধিবাসীগণ সর্পদষ্ট স্থান ধৌত করিবার জন্য ইহার পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। মুখের দুর্গন্ধনাশে, আমাশয়ে এবং দন্ত শোধনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার রস অল্প চিনির সহিত মিশাইয়া সরবতের মত ব্যবহারে আমাশয় রোগজনিত পিপাসার শান্তি হয় (Civil Surgeon S. M. Shirase)

শিবদাস সেন মহাশয়—রক্তার্শ চিকিৎসায় চুক্রিকা অর্থে চাঙ্গেরী ব্যবহার করিয়াছেন এবং চাঙ্গেরীর নামপর্য্যায়ে চুক্রিকা শব্দ ব্যবহার চরকানুমোদিতও বটে। সুতরাং চিকিৎসকগণ বিচারপূর্বক চুক্রিকা ও চাঙ্গেরীর পার্থক্য নির্ণয়ে অবহিত হইবেন। চুক্রিকা অর্থে চুকাপালঙ্ এর কথা অম্লবেতসের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।

Fig.—Wight, Ic. t. 18 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 176 B.

Ref.—F.B.I., i. 436 ; B.P., i. 294 ; Roxb., F.I., ii. 457.

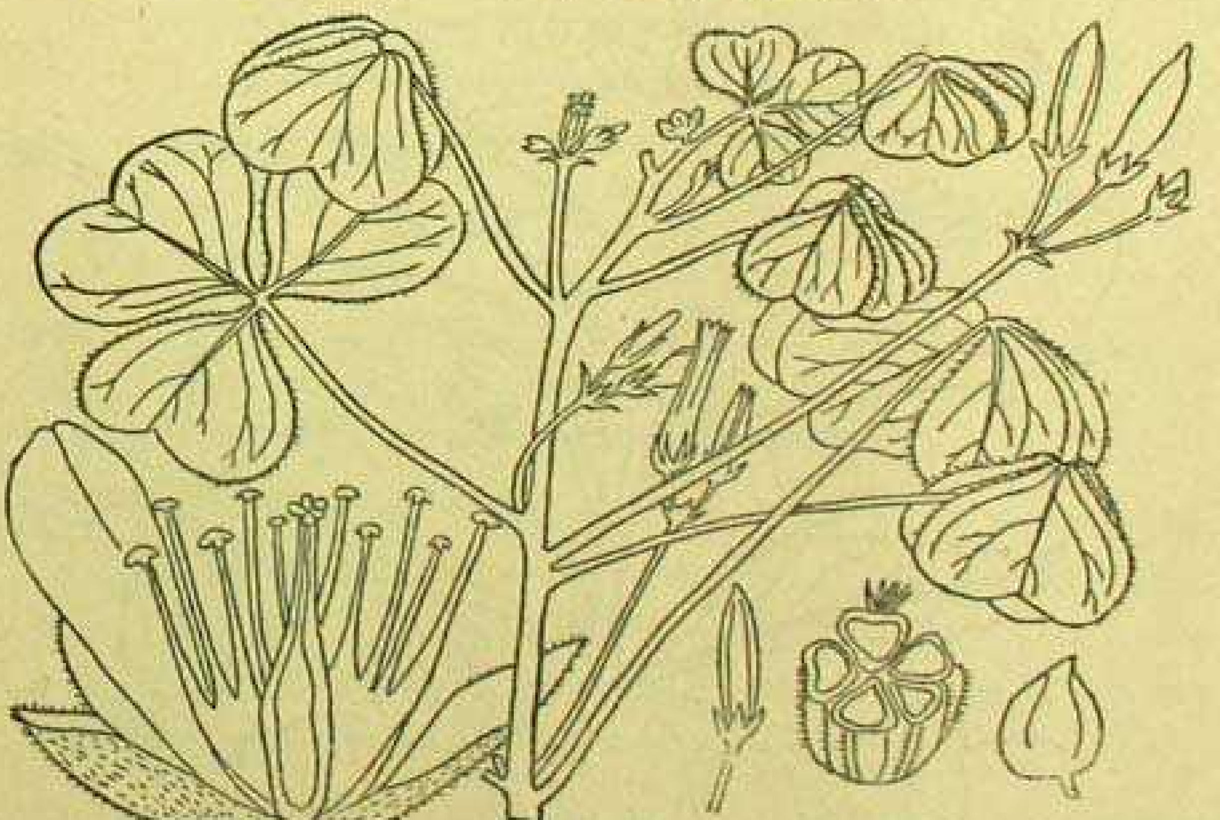

99. Oxalis corniculata Linn. (আমরুল)

Genus—IMPATIENS Linn.

100. I. balsamina Linn. (দোপাটী)

ভাষানুসারী নাম ঃ—দোপাটী – বাংলা ; গুল্‌মেন্দি—হিন্দি ; বোন্‌টিল্—পারস্য।

জন্মস্থান ঃ—ছোটনাগপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বাগানে রোপণ করে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, ১-৩ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড কোমল লোমযুক্ত, শাখা প্রশাখা অল্প হয়। কাণ্ডের চতুর্দিকে একটির পর আর একটি পত্র হয়। পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, নিম্নের পাতা বড়, উপরের পাতা ছোট। পাতার অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিকেও সরু হইয়া বোঁটায় লাগিয়া থাকে। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ কিম্বা শ্বেতবর্ণ, বোঁটা ছোট, ফুলের বহির্বাস লম্বাকৃতি লোমযুক্ত, ফল ½ ইঞ্চি, ডগা সরু, কোমল, লোম আছে, গোলাকার। ফুল ও ফল বর্ষাকালে হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছ মূত্রকর, গেঁটেবাতে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, রসায়ন, পোড়া ঘায়ে, গরম জলে কিম্বা বাষ্পে পুড়িয়া গেলে, এবং নরম মাংস-পেশীর সংযোজনায় উপকারী।

গাছ—সন্ধিবেদনায় উপকারী। আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে বমনকারক, বিরেচক, এবং প্রস্রাবকারক।

Fig. :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 180.
Ref. :—F.B.I., i, 453 ; B.P., i. 296 ; Roxb. F.I., i. 651 ; Prain. H.H., 184 ; Voigt. H. S., 189.

100. Impatiens balsamina Linn. (দোপাটী)

XXVIII. RUTACEAE.

Genus—AEGLE Corr.

101. A. marmelos Corr. (বেল)

ভাষানুসারী নাম :—বিল্ব—সংস্কৃত ; বেল—বাংলা ; বেল, শ্রীফল—হিন্দি ; বেল—আসাম ; বেল্—মহারাষ্ট্র ; বিল্, বেল—বোম্বে ; বিল্—গুজরাট, মারডু, মলু-রাম্, পাটির—তেলেগু ; বিল্ব, ভিল্ভ-পত্তম্—তামিল ; বেল্লবন—কর্ণাট ; বেল—গৌড়। উসিট্টবেল—ব্রহ্মদেশ।

বিল্বঃ শল্যো হৃদ্যগন্ধঃ শলাটুঃ শাণ্ডিল্যঃ স্যাৎ শ্রীফলঃ কর্কটাহ্বঃ ।
শৈলূষঃ স্যাৎ শৈবপত্রঃ শিবেষ্টঃ পত্রশ্রেষ্ঠো গন্ধপত্রস্ত্রিপত্রঃ ॥
লক্ষ্মীফলো গন্ধফলো দুরারুহস্ত্রিশাকপত্রস্ত্রিশিখঃ শিবদ্রুমঃ ।
সদাফলঃ সৎফলদঃ স্বভূতিকঃ সমীরসারঃ শিখিনেত্র সংজ্ঞিতঃ ॥
বিল্বস্তু মধুরো হৃদ্যঃ কষায়ঃ পিত্তজিৎ গুরুঃ ।
কফজ্বরাতিসারঘ্নো রুচিকৃদ্দীপনঃ পরঃ ॥
বিল্বমূলং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং লঘু বাতনুৎ ।
ফলং তু কোমলং স্নিগ্ধং গুরু সংগ্রাহি দীপনম্ ॥
তদেব পক্বং বিজ্ঞেয়ং মধুরং সরসং গুরু ।
কটুতিক্তকষায়োষ্ণং সংগ্রাহি চ ত্রিদোষজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বিল্ব, শল্য, হৃদ্যগন্ধ, শলাটু, শাণ্ডিল্য, শ্রীফল, কর্কটাহ্ব, শৈলূষ, শৈবপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ, গন্ধপত্র, ত্রিপত্র, লক্ষ্মীফল, গন্ধফল, দুরারুহ, ত্রিশাকপত্র, ত্রিশিখ, শিবদ্রুম, সদাফল, সৎফলদ, স্বভূতিক, সমীরসার—এই ২৩টি নাম।

গুণপর্যায় :—**বিল্ব**—মধুররস, হৃদ্য, বিপাকে কষায় রস, পিত্তনাশক এবং গুরুপাক। কফ, জ্বর এবং অতিসার নাশক, রুচিকারক, বিশেষ অগ্ন্যুদ্দীপক। **বিল্বমূল**—ত্রিদোষ নাশক, মধুর রস, লঘুপাক ও বায়ুনাশক। **বিল্বফল**—কোমল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলসংগ্রাহক ও অগ্ন্যুদ্দীপক। **পক্ব বিল্বফল**—মধুর রস, সরস ও গুরুপাক। বিপাকে কটুতিক্ত কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মল সংগ্রাহক এবং ত্রিদোষ নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে জন্মিয়া থাকে। বাংলা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

CENTRAL LIBRARY

বর্ণনা :—বড় বৃক্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ, ত্রিপত্রযুক্ত। পত্র গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যায়। ফুল ঈষৎ সবুজ শ্বেতবর্ণ, ছোট বোঁটায় অবস্থিত, ফুলের বহির্বাস ৪-৫টি দাঁতযুক্ত। শীঘ্র খসিয়া পড়ে। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৪-৫টি, বিস্তৃত। পুংকেশর অনেকগুলি। গর্ভাশয় বিস্তৃত ও মধ্যস্থলে খোলা। কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত। ফল বড়, গোলাকার। ইহার ভিতর ৮-১৫টি বিভাগ আছে। বীজ অনেক। কির্‌কিরে, শ্বেতবর্ণ। আঠার ভিতরে বীজ থাকে। ফুল মে মাসে হয়, ফল পর বৎসরের মার্চ-এপ্রিল মাসে পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, শিকড়ের ছাল, ফুল, পত্র, ফলের শাঁস।

বৈদ্যকে বিল্বের ব্যবহার।

চরক :—**জ্বরে** বিল্বশলাটু :—(১) জ্বর রোগীর মলদ্বারে যদি কর্তনবৎ পীড়া থাকে তবে তাহাকে ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ব, বেলশুঁঠের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **অর্শে** বিল্বমূলত্বক্ :—অর্শোরোগী বলির শূলে কাতর হইলে তাহাকে ঈষদুষ্ণ বিল্বমূলের ক্বাথে উপবেশন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **প্রবাহিকায়** বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ ও তিল সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে। ইহাতে দধির সর, দাড়িমের রস এবং তিল তৈল যোগ করিয়া তক্র দ্বারা তরল করিয়া খড়যূষ পাক করিবে। শীতল হইলে প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)।

সুশ্রুত :—**(১) স্কন্দগ্রহ প্রতিষেধার্থ** বিল্বকণ্টক—স্কন্দগ্রহাক্রান্ত শিশুকে বিল্ব কণ্টকের মালা ধারণ করাইবে (উঃ ২৮ অঃ)। (২) **পিত্তরক্তোত্থিত অতিসারে** বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্বক চিনি ও মধু যোগে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে পিত্তরক্তোত্থিত অতিসার প্রশমিত হয় (উঃ ৪০ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **গাত্রদৌর্গন্ধ্যে বিল্বপত্র** :—বিল্বপত্ররস গাত্রে মর্দন করিলে স্থূলব্যক্তির অতিস্বেদ জন্য গাত্রদৌর্গন্ধ প্রশমিত হয় (স্থৌল্য চিঃ)। (২) **গ্রহণীতে** বিল্বশলাটু :—বেলশুঁঠ চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুণ্ঠিচূর্ণ যোগে পুরাণো ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবনপূর্বক তক্র পান করিবে। ইহা দ্বারা অত্যুগ্র গ্রহণী প্রশমিত হয় (গ্রহণী চিঃ)। (৩) **বমনে** বিল্বমূলত্বক :—বিল্বমূলত্বকের ক্বাথ, শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি চিঃ)। (৪) **রক্তার্শে** বিল্বশলাটু—রক্তার্শোরোগীকে বেলশুঁঠের কল্ক সেবন করাইবে (অর্শ চিঃ)। (৫) **শোথে** বিল্বপত্র—ত্রিদোষজাত শোথে বিল্বপত্রের রস মরিচচূর্ণ যোগে পান করিবে (শোথ চিঃ)। (৬) **বাধির্য্যে** বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ গোমূত্রে পেষণপূর্বক তৎকল্ক এবং ছাগীদুগ্ধ যোগে যথাবিধি তিল তৈল পাক করিবে। ঐ তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে বধিরতা প্রশমিত হয় (কর্ণরোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—**আমশূলে** বালবিল্ব—কাঁচা বেল (পোড়াইয়া) গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে আমাতিসার প্রশমিত হয়। অপিচ ইহা বিবন্ধনাশক।

CENTRAL LIBRARY

বঙ্গসেন :—শিশুর বমন ও অতিসারে বিল্বমূলত্বক্—বিল্বমূলত্বকের কাথ প্রস্তুত করিবে, ইহার সহিত খৈচূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা সেবন করাইলে শিশুর বমন ও অতিসার নিবৃত্তি পায় (শিশুরোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাঁচা বেলের শাঁস চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বেলশুঁঠ প্রস্তুত হয়। ইহা পরিপাক যন্ত্রের পীড়া, রক্তআমাশয় ও উদরাময় নিবারক। পাকযন্ত্রের পীড়ায় ইহার তুল্য আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। পক্বফল সৌগন্ধযুক্ত ও স্নিগ্ধকর। প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে ইহার শাঁস ভক্ষণ করিলে অম্ল ও উদরাময় আরাম হয়। পক্ব শুষ্ক ফল ধারক ও রক্তআমাশয় নিবারক।

শিকড়ের ছালের কাথ অবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করা হয়। চক্ষে পাতার প্রলেপ দিলে চোখউঠা আরাম হয়। টাট্‌কা পাতার টাট্‌কা রস মূত্র বিরেচক ও জ্বরনাশক এবং কফ নিবারক। পাকা ফলের শাঁস রঙের কার্যে ও চামড়া পরিষ্কার কার্যে ব্যবহৃত হয়। পাতার কাথ হাঁপানী নিবারক বলিয়া মালাবার দেশে ব্যবহৃত হয়। শিকড়ের কাথ চিনি ও দধির সহিত সেবন করিলে বালকদিগের উদরাময় আরাম হয়। ছালের ২ তোলা রস, দুগ্ধ ও জীরার সহিত সেবন করিলে শুক্র-নাশ রোগ আরাম হয় (Dymock)।

বেলের কাঁচা শাঁস এক সপ্তাহ তিল তৈলে ভিজাইয়া উক্ত তৈল স্নান করিবার পূর্বে মাখিলে পায়ের তলার জ্বালা নিবারিত হয়। টাট্‌কা ফলের শাঁস দুগ্ধ ও কাবাব চিনির (cubeb) গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া পান করিলে পুরাতন গণোরিয়া আরাম হয়।

বেলের শিকড় সর্পবিষের প্রতিষেধক (Watt)। অপক্ব বেল ৬ ঘণ্টা ধরিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া খাইলে অম্লরোগ নিবারিত হয়। শিকড়ের ছাল বুকধড়ফড়ানি রোগে হিতকর। Rhumphius বলেন যে, চীনেরা কচি বেল ও পাকা বেল হইতে extract বাহির করিয়া আফিংএর সহিত মিশ্রিত করে।

কাঁচা বেল ও বকুলের ফল প্রত্যেক ২ ভাগ ; লবঙ্গ, জাফ্‌রান্, নাগকেশর, জায়ফল প্রত্যেক ১ ভাগ—এইগুলি মিশাইয়া উদরাময় রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়। মাত্রা বালকের পক্ষে ১ বটিকা, পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ৩ বটিকা।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাকা ফলের শাঁস—সুগন্ধযুক্ত, স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, বিরেচক।

অপক্ব কিম্বা অর্দ্ধপক্ব ফল—সঙ্কোচক, হজমীকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং অতিসারে উপকারী।

মূলের ছাল—অবিরাম জ্বরে উপকারী, মৎস্যবিষ।

Fig.—Roxb. Cor. Pl., t. 143 ; Wight. Ic. t. 16 ; Rheede. Hort. Mal., iii,t. 35 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 201.

Ref.—F.B.I., i. 516 ; B.P., i. 305 ; Roxb., F.I., ii. 579 ; Watt, I. Pt.i. 117 ; Prain, H.H., 185 ; Voigt. H.S., 141.

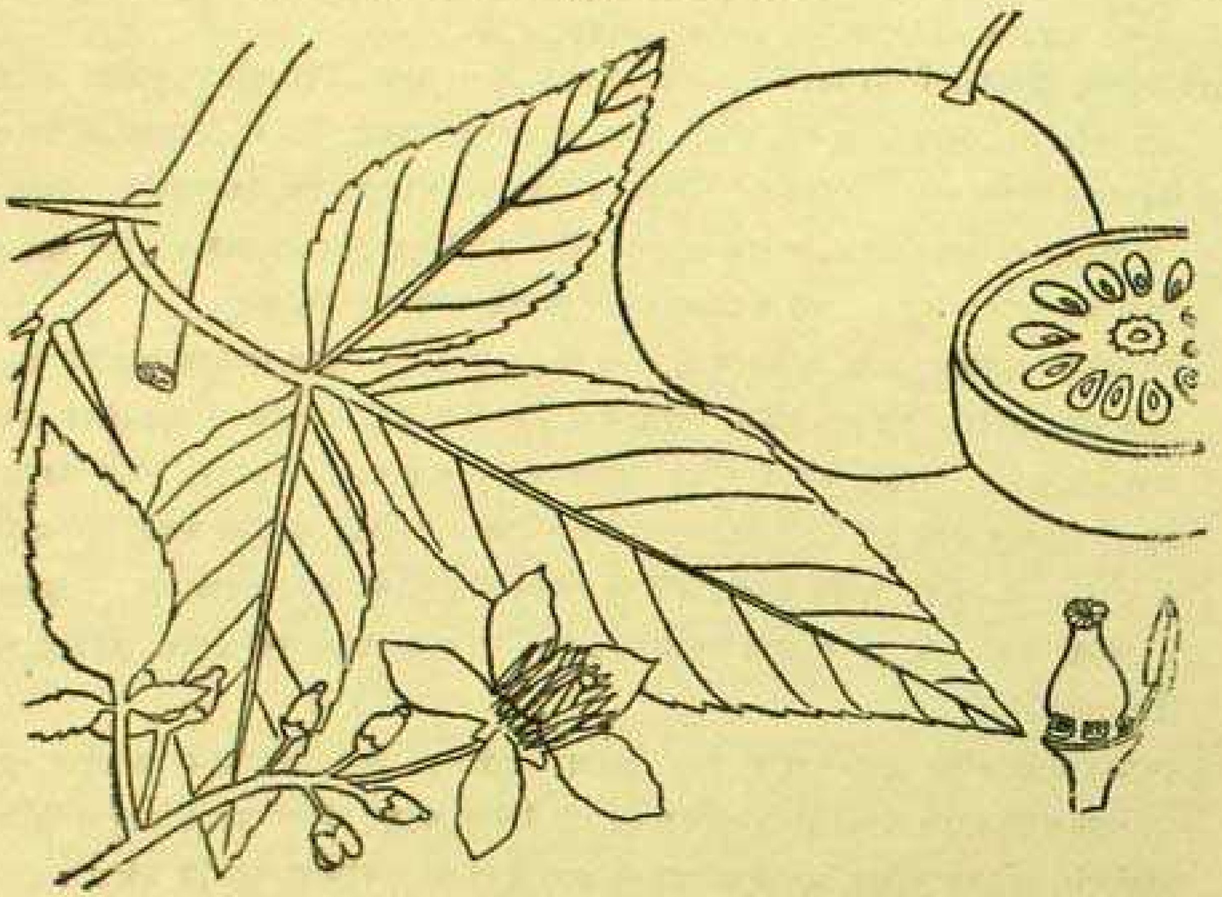

101. Aegle marmelos Corr. (বেল)

Genus—ATLANTIA Corr

102. A. monophllya Corr. (আতবী জাম্বীর)

ভাষানুসারী নাম :—আতবী জাম্বীর—সংস্কৃত ; আতবী জাম্বীর—বাংলা ; মাকড়্-লিম্বু—মহারাষ্ট্র ; নারগুনি—উড়িষ্যা ; কাণনিম্বু—কাণপুর ; মল্-নারোগা—মালয় ; অদ্ভি-নিম্ব—তেলেগু ; কাট্টালু—তামিল ; জঙ্গলী-নিম্বু—ডান্‌কান্ ।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, শ্রীহট্ট ।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, চতুর্দিকে অনেক শাখাপ্রশাখা হয়। পত্র ১-৩ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা ও দুইভাগে বিভক্ত, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ। বোঁটায় ছোট ছোট ফুল হয়। ফুল ছোট, ব্যাস ঠ-ই ইঞ্চি, দেখিতে কাগজীলেবুর ন্যায়। ফুলের বহিঃচ্ছদ ছোট, লোমযুক্ত। পাপ্‌ড়ি লম্বা, মাথা মোটা, শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর ৮টি, গর্ভাশয় ছোট, পুষ্পাধারে অবস্থিত। ফলের ভিতর ৪টি বিভাগ আছে। প্রত্যেক

বিভাগে একটি বীজ থাকে। ফুল অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হয় এবং ফল ফেব্রুয়ারী মাসে হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ফল ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজের তৈল সরিষার তৈলের সহিত মিশাইলে গাঢ় সবুজবর্ণ দেখায়; এবং গন্ধ বেশ মনোরম হয়, গায়ে মাখিলে চর্ম উত্তপ্ত হয়। তৈল পুরাতন বাত রোগে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। কঙ্কণ দেশে ইহার পাতার রস মুখের একদিকের পক্ষাঘাতরোগে ব্যবহার করে (Dymock);

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

লেবুর তৈল :—বাহ্যপ্রয়োগে পুরাতন বাত ও প্যারালিসিস্ রোগে উপকারী।

মূল—বিষদোষনাশক, উগ্র গুণসম্পন্ন।

Fig.—Wight, Ic, t. 1611 ; Rheede, Hort, Mal. iv. t. 12 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 197.

Ref.—F. B. I., i. 511 ; B.P., i. 304 ; Watt., I. Pt. ii. 348 ; Roxb., F. I. ii 378.

102. Atlantia monophylla Corr. (আত্তী জাম্বীর)

CENTRAL LIBRARY

Genus—CITRUS Linn.

103. C. medica Linn.

var. typica (বেগপুরা)

ভাষানুসারী নাম :—মাতুলঙ্গ—সংস্কৃত ; ছোলঙ্গনেবু বেগপুরা, টাবালেবু—বাংলা ; বীজৌরা-নিবু, ছোঙ্গনেবু, বেগপুরা—হিন্দি ; মহালুঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; বীজৌক-লিম্বু—গুজরাট ; দবাকায়া, মাদোফল-পুচেট্টু—তেলেগু ; কলম্বা—উৎকল ; তুরঞ্জ—ফরাসী ; উত্‌রঞ্জ—আরবী।

> বীজপুরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপুরকঃ।
> বীজপুরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু॥
> রক্তপিত্তহরং কণ্ঠজিহ্বাহৃদয় শোধনম্।
> শ্বাসকাসারুচি হরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্॥
>
> ভাবপ্রকাশঃ আম্রাদিফলবর্গ।

নামপর্যায় ঃ—বীজপুর, মাতুলুঙ্গ, রুচক, ফলপূরক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—**বীজপুরফল**—সুস্বাদু, অম্লরস, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং লঘুপাক, রক্তপিত্ত নাশক, কণ্ঠরোগ, জিহ্বারোগ এবং হৃদ্রোগ নিবারক। শ্বাস, কাস ও অরুচি নাশক, বলকারক এবং তৃষ্ণানিবারক।

জন্মস্থান ঃ—ঘারওয়াল হইতে সিকিম ও আসাম, খাসিয়া পাহাড়, গারো পাহাড় ; চট্টগ্রাম, পশ্চিমঘাট ও সাতপুরা পাহাড় ; আদিম বাসস্থান পূর্ব এসিয়া।

বর্ণনা :—বহু শাখাপ্রশাখা যুক্ত ছোট গাছ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, একটু বক্র ও ডিম্বাকৃতি। ফুল ৫-১০টি, একস্থানে গুচ্ছবদ্ধ ভাবে হয়, গাঢ় রক্তবর্ণ ; পুংকেশর ২০-৪০টি, একই ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে। এই লেবু সচরাচর বনজঙ্গলে দেখা যায়। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুনমাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, ফলের শাঁস, বীজ ও পত্র।

বৈদ্যকে মাতুলুঙ্গের ব্যবহার।

চরক ঃ—(১) গুল্ম ও আনাহে মাতুলঙ্গ মূল ঃ—মাতুলুঙ্গের মূলত্বকচূর্ণ করিয়া মাতুলুঙ্গের রসেই ভাবনাদিয়া বর্ত্তি ও গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মলমূত্র প্রবৃত্তি রোধ ও তজ্জন্য অন্যান্য উপসর্গের নাম আনাহ। আনাহরোগীর মলদ্বারে এই বর্ত্তি প্রবেশ করাইবে, এবং গুল্মরোগীকে এই গুড়িকা সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **পিত্তের স্বমার্গানয়নার্থ** মাতুলুঙ্গ রস—ত্রিকটুচূর্ণযোগে মাতুলুঙ্গরস পান করিলে, আশয়চ্যুত পিত্ত স্বমার্গে প্রতিনিবৃত্ত হয় (চিঃ ২১ অঃ)। কামলাদি পীড়ায় পিত্ত রক্তসহ মিশ্রিত হইয়া সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়। মাতুলুঙ্গরস এই মার্গভ্রষ্ট পিত্তকে যথামার্গে আনয়ন করে অর্থাৎ সুস্থলোকের পিত্ত যেমন মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে সেই-রূপ নির্গত করায়।

CENTRAL LIBRARY

সুশ্রুত :—(১) **জ্বরকৃত মুখবিরসতায়** মাতুলুঙ্গকেশর—জ্বর রোগীর মুখ বিস্বাদ হইলে মাতুলুঙ্গপুষ্পের কেশর মধু ও সৈন্ধবলবণ সহ পেষণপূর্ব্বক মুখে রাখিলে, মুখবৈরস্য থাকে না (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** মাতুলুঙ্গ পুষ্প ও মূল—রক্তপিত্তী মাতুলুঙ্গের মূলত্বক ও পুষ্প তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—কর্ণশূলে মাতুলুঙ্গরস—মাতুলুঙ্গ ফলের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে পাতিত করিলে কানের বেদনা প্রশমিত হয় (উঃ ১৮ অঃ)।

হারীত :—(১) **পিত্তজ্বরীর পিপাসায়** মাতুলুঙ্গকেশর :—মধু ও সৈন্ধব লবণ যোগে পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেশর দ্বারা তালু প্রলিপ্ত করিলে (টাক্‌রায় লাগাইয়া রাখিলে) পিত্তজতৃষ্ণা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২ অঃ)। (২) **তালুশোষে** মাতুলুঙ্গকেশর—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেশর তপ্ত করিয়া পশ্চাৎ মধু যোগে তালুতে প্রলেপ দিলে তালুশোষ অন্তর্হিত হয় (চি : ১৪ অঃ)। (৩) **শর্করারোগে** মাতুলুঙ্গ মূল :—বাসি জলের সহিত মাতুলুঙ্গমূলত্বক পেষণপূর্ব্বক পান করিলে, শর্করা (এই রোগে মূত্রের সহিত বালির মত বস্তু নির্গত হয়) প্রশমিত হয় (চিঃ ২৯ অঃ)। (৪) **বাতবিসর্পে** মাতুলুঙ্গ রস—বাতজ বিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ মাতুলুঙ্গকেশর ও ফলরসে ধৌত করিবে (চিঃ ৩৩ অঃ)। (৫) **পিত্তজ-শিরোরোগে** মাতুলুঙ্গকেশর :—পিত্তজ শিরোরোগে আর্দ্র মাতুলুঙ্গকেশর পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৯ অঃ)। (৬) **গর্ভিণীর অরুচিতে** মাতুলুঙ্গকেশর—ত্রিকটু কিংবা ইহার একতমের সহিত পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেশর জিহ্বা দন্ত মার্জন, কিংবা জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার কবল করিলে গর্ভিণীর অরুচি বিনাশ হয় (চিঃ ৫০ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **জ্বররোগীর অরুচিতে** মাতুলুঙ্গকেশর-জ্বররোগী, ঘৃত ও সৈন্ধবলবণসহ পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেশর মুখে ধারণ করিলে অরুচি প্রশমিত হয় (জ্বর চিঃ) (২) **পার্শ্ব-হৃদ্বস্তিশূলে** মাতুলুঙ্গ রস—যবক্ষার ও মধুসহ মাতুলুঙ্গরস পান করিলে পার্শ্ব হৃদয় এবং বস্তিদেশের শূল প্রশমিত হয় (শূল চিঃ)। (৩) **মসূরিকাপাচনার্থ** মাতুলুঙ্গকেশর—বসন্তরোগীর গাত্রে কাঞ্জিপিষ্ট মাতুলুঙ্গকেশরের প্রলেপ দিলে, বসন্তের গুটি পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবৃত্তি পায় (মসূরিকা চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—হিক্কারোগে মাতুলুঙ্গরস—হিক্কারোগী মধু ও সৌবর্চ্চল লবণ যোগে মাতুলুঙ্গ-ফলের রস পান করিবে (হিক্কা চিঃ)।

বঙ্গসেন :—ছর্দ্দিতে মাতুলুঙ্গরস—গৈরিচূর্ণ, মধু, ও চিনি মাতুলুঙ্গরসের সহিত তরল করিয়া, কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণসহ পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফুল বলকারক। শাঁস স্নিগ্ধকর, এবং রস ধারক। ফলের খোলা গলাফুলা ও রক্তআমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

CENTRAL LIBRARY

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—ক্রিমিনিঃসারক। কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী ; বমনকারক, মূত্রাশয়, অশ্মরী (পাথুরী) রোগে উপকারী।

ফুল ও কুঁড়ি—উত্তেজক ও সঙ্কোচক।

পাকা ফল :—উত্তেজক, রসায়ন।

ফলের রস :—জ্বরের উত্তাপনাশক, সঙ্কোচক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 198

Ref.—F.B.I. i. 514 ; B.P. i. 306 ; Roxb. F.I. iii. 392 ; Prain, H.H., 185 Voigt, H.S., 142.

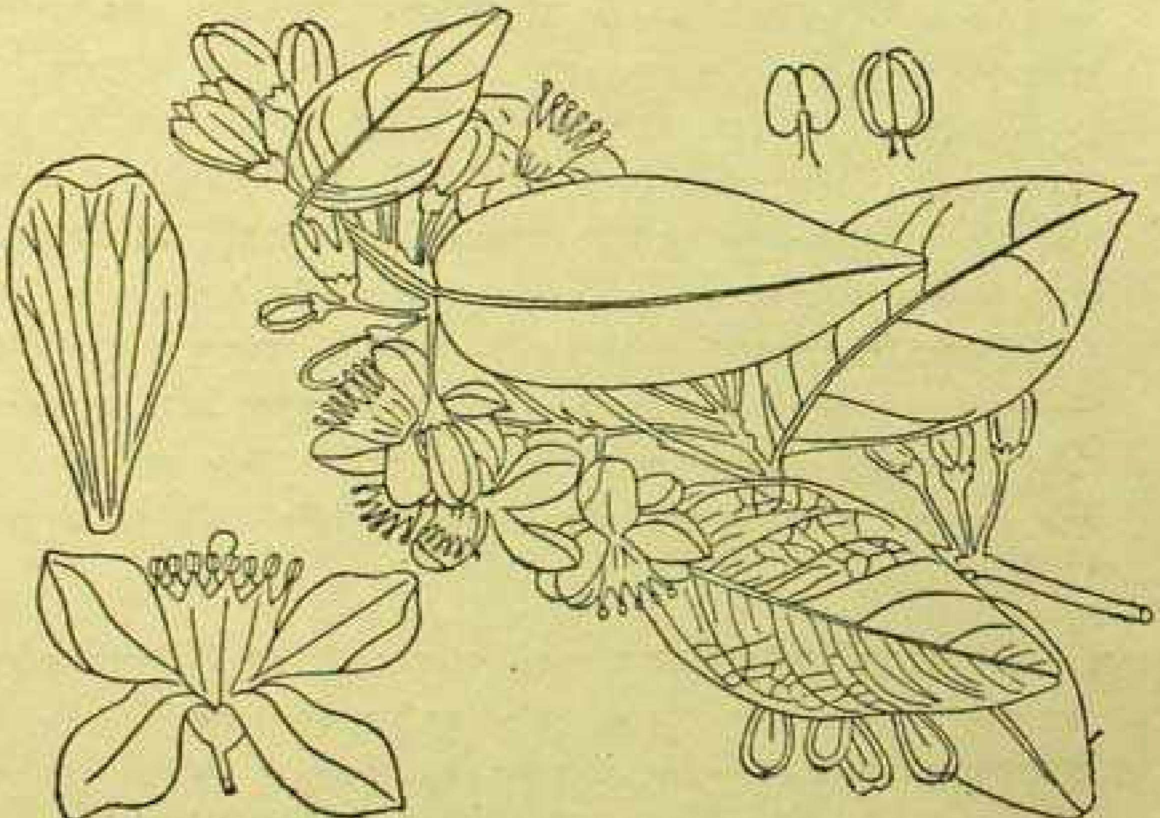

103. Citrus medica Linn. var. typica. (বেগপুরা)

104. C. medica Linn. var. limonum. (কর্ণলেবু)

ভাষানুসারী নাম :—জম্বীর, করুণা, দন্তশঠ—সংস্কৃত ; কর্ণলেবু, গোঁড়ালেবু—বাংলা, পাহাড়ী-কাগ্‌জী, পাহাড়ীলেবু—হিন্দি ; মোটুলিম্ব—গুজরাট ; পোরিয়া-এলুমিচ্-চাম্পাক্কাম্—তামিল ; পেড্ডানিম্ম-পাণ্ডু—তেলেগু ; কলম্বাক—আরব ; গোঁড়ালেবু—গৌড়।

CENTRAL LIBRARY

জম্বীরো দন্তশঠো জম্ভো জম্ভীরজম্ভলৌ চৈব।
রোচনকো মুখশোধী জাড্যারির্জন্তুজিন্নবধা॥
জম্বীরস্য ফলং রসেঽম্লমধুরং বাতাপহং পিত্তকৃৎ।
পথ্যং পাচনরোচনং বলকরং বহ্নের্বিবৃদ্ধিপ্রদম্॥
পক্বঞ্চেন্মধুরং কফার্ত্তিশমনং পিত্তাস্রদোষাপহৃৎ।
বর্ণ্যং বীর্যবিবর্দ্ধনঞ্চ রুচিকৃৎপুষ্টিপ্রদং তর্পণম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—জম্বীর দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর, জম্ভল, রোচনক, মুখশোধী, (মুখের বিকৃতস্বাদ শোধনকারক) জাড্যারি (জড়তা নাশক), জন্তুজিৎ (ক্রিমিনাশক)—এই নয়টি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—**জম্বীর ফল**—অম্লমধুর রস, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, সুপথ্য, হজমীকারক, রুচিকর, বলবৃদ্ধিকর, জঠরাগ্নিবৃদ্ধিকারক। **পক্বজম্বীর**—মধুররস কফ ও বমননিবারক। পিত্তদোষ এবং রক্তদোষ নিবারক। গাত্রবর্ণপরিষ্কারক, বীর্যবর্দ্ধক, রুচিকারক, রসায়ন এবং তৃপ্তিকারক।

জন্মস্থানঃ—বাংলার স্থানে স্থানে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান পূর্ব এশিয়া।

বর্ণনাঃ—পত্র ডিম্বাকৃতি। পাতার বোঁটার দিকে পক্ষযুক্ত। ফল মাঝারি, পীতবর্ণ, খোলা পাত্‌লা এবং অতিশয় অল্প। শাঁস প্রচুর আছে। ভারতীয় লেবু, এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—ছাল, ফল, পত্র ও ফলের শাঁস।

বৈদ্যকে জম্বীরের ব্যবহার।

চক্রদত্তঃ—**অম্লপিত্তে** জম্বীর রস—সায়ংকালে জম্বীররস পান করিলে অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়।

ভাবপ্রকাশঃ—**ঘৃতের পরিপাকজন্য** জম্বীর রস— ঘৃতের পরিপাক জন্য জম্বীর রস পান করিবে (অজীর্ণ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—লেবুর খোলা পেটফাঁপা নিবারক, ও পাকযন্ত্রের পীড়ায় হিতকর। ছালের তৈল পেটফাঁপা নিবারক (Watt)। মাত্রা—২-৪ ফোঁটা। বাত, উদরাময় এবং নূতন আমাশয় রোগে ইহার রস হিতকর। ইহার রস ও বারুদ একসঙ্গে মিশাইয়া পাঁচড়ায় দিলে উপকার হয় (Pharm. Ind)।

Glossaryঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

পক্ব ফলের ত্বক—অগ্নুদ্দীপক। পেটের বায়ুর অনুলোমকারক।

পক্ব ফলের রসঃ—সঙ্কোচক, জ্বরের উত্তাপনাশক। স্কার্ভিরোগ, বাত, আমাশয় এবং উদরাময়ে উপকারী।

CENTRAL LIBRARY

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 199 B.
Ref.,—F. B. I., i. 515 ; B.P., i. 306 ; Roxb., F.I. iii. 392 ; Prain, H.H., 185., Voigt, H. S., 142

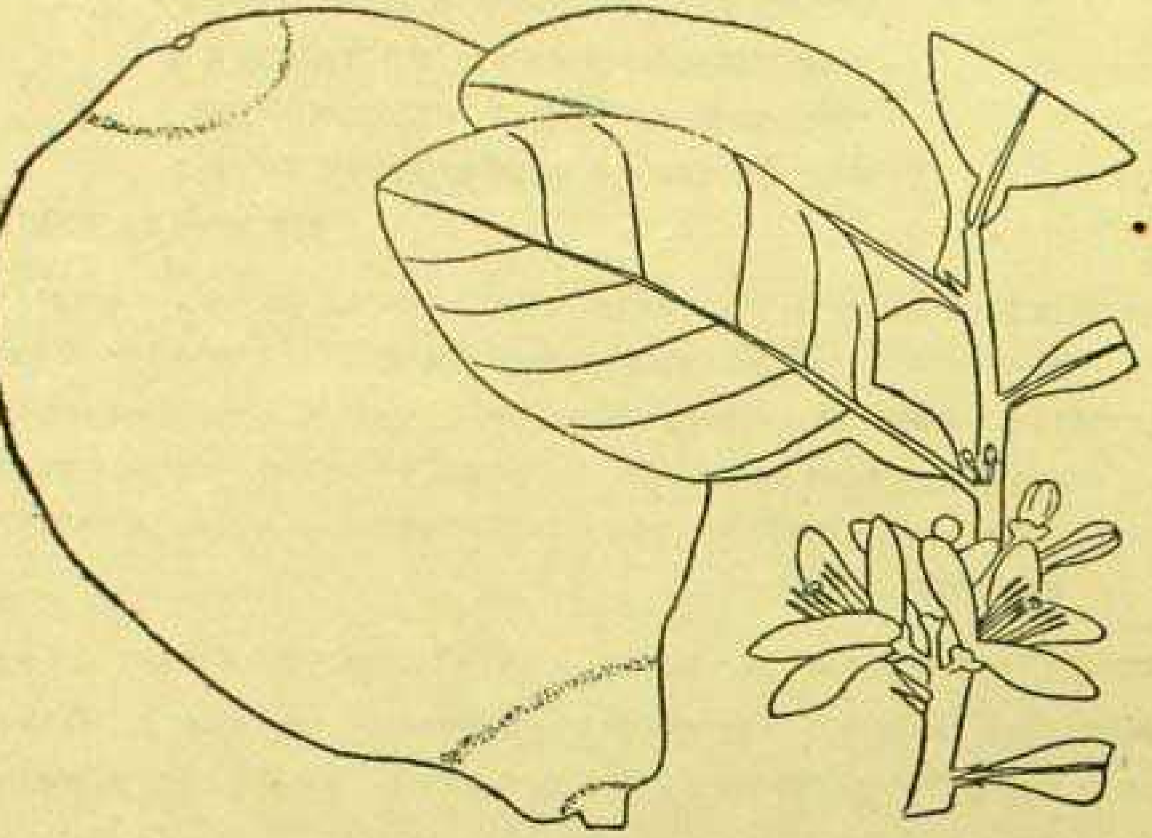

104. Citrus medica Linn. var. limonum. (কর্ণলেবু)

105. C. medica Linn. var. acida. (পাতিলেবু)

ভাষানুসারী নাম :—নিম্বক, জম্বীর— পাতিলেবু, কাগ্‌জীলেবু—বাংলা ; বহ্নিবীজ—সংস্কৃত ; লিম্বু, নিম্বু—হিন্দি ; খাটা-লিম্বু, লিম্বু—গুজরাট ; অম্বভগিনী—তামিল ; মধু-কড়টী—সিংহল ; নিম্বে—মহারাষ্ট্র ; নিম্বু—কর্ণাট।

নিম্বুকঃ স্যাদম্লজম্বীরকাখ্যো বহ্নির্দীপ্যো বহ্নিবীজোঽম্লসারঃ।
দন্তাঘাতঃ শোধনো জন্তুমারী নিম্বুশ্চ স্যাদ্রোচনী রুদ্রসংজ্ঞঃ ॥
নিম্বুফলং প্রথিমম্লরসং কটূষ্ণং গুল্মামবাতহরমগ্নিবৃদ্ধিকারি।
চক্ষুষ্যমেতদথ কাসকফার্ত্তিকণ্ঠবিচ্ছর্দিহারি পরিপক্বমতীব রুচ্যম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—নিম্বুক, অম্লজম্বীরক, বহ্নি, দীপ্য, বহ্নিবীজ, অম্লসার, দন্তাঘাত, শোধন, জন্তুমারী (ক্রিমিনাশক), নিম্বু, রোচনী—এই ১১টি নাম।

গুণপর্যায় :—নিম্বুফল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য। বিপাকে অম্লরস, গুল্ম ও আমবাতনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক (জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে)। চক্ষুর পক্ষে হিতকর, কাস, কফ ও কণ্ঠরোগনাশক। বমন নিবারক এবং পরিপক্ব ফল অতি রুচিকারক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ ও ভারতের অনেক স্থানে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; চন্দননগর, চুঁচুড়া, রাজহাট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনা :—গোঁড়ালেবুর পাতা অপেক্ষা ইহার পাতা ছোট। পাতার বোঁটা পাতা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয়। পাপ্ড়ি সচরাচর ৪টি। ফল ছোট, পাতিলেবু—গোলাকার, কাগ্জীলেবু—একটু লম্বাকৃতি। রস অম্ল। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—**রস**—পিত্তজনিত বমন নিবারক এবং বহুরোগের প্রতিষেধক (Ainslie)। টাট্কা লেবুর রস মশক-দষ্ট স্থানে প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায় (Watt)।

মন্তব্য :—পিত্তবিকারজনিত বমনে, তৃষ্ণানাশে এবং বিষদোষনাশে ইহার উপযোগিতা আছে। ইহা সুগন্ধি রসায়ন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পন, শিরোঘূর্ণন, গলরোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি, পৈত্তিক-বিকার, গলনালী প্রদাহ, অম্লপিত্তরোগ,বাতশ্লেষ্মারোগ, প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা যকৃৎ দোষনাশক, হৃদ্য এবং চাক্ষুষ্য, কিন্তু বৃদ্ধকালের পক্ষে তেমন উপকারী নয়। দাঁতের মাড়ী হইতে রক্তস্রাবে ইহার পাতার ক্বাথ উপকারী।

Fig.—Bot. Mag., ex. t. 6745; Bailey, Cycl. Amer. Hort., 924.

Ref.—F.B.I., i, 515 ; B.P., i, 306 ; Roxb. F.I., iii. 390 ; Prain, H.H., 185 ; Voigt., H.S., 142.

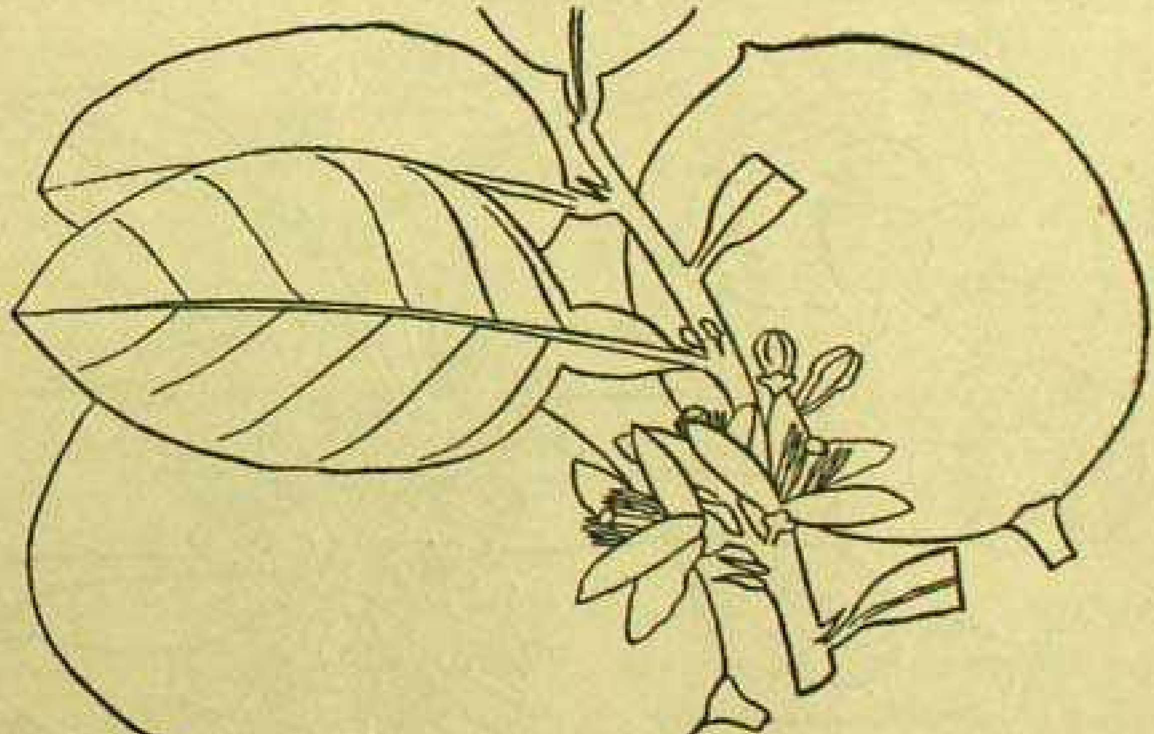

105. Citrus medica Linn. var. acida. (পাতিলেবু)

CENTRAL LIBRARY

106. C. medica Linn. var. limetta. (মিঠালেবু)

ভাষানুসারী নাম :—মধুকর্কটিকা—সংস্কৃত ; মিঠালেবু—বাংলা ; মিঠালেবু, লিম্বু, মিঠা-অম্বুংফল—হিন্দি ; মিঠা-লিম্বু—পাঞ্জাব ; মিঠা-লিম্বু—গুজরাট ; মিঠা-লিম্বু—বোম্বে ; এলিমিট্টচাম্—তামিল ; নেম্রা—পাঞ্জু ; গজনিম্ম—তেলেগু ; থান্বয়—ব্রহ্মদেশ ; দেহি—সিংহল ; একমিটিচি—মালয়।

> বীজপুরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী।
> মধুকর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ।
> রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাস-কাসহিক্কাভ্রমাপহা ॥
>
> ভাবপ্রকাশঃ। আম্রাদিফলবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ইহা অন্য জাতীয় বীজপূরক—মধুর ও মধুকর্কটী—ইহার নাম।

গুণপর্যায় :—ইহা স্বাদু, বিরেচক, শীতবীর্য এবং গুরুপাক। ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস, শ্বাস, কাস, হিক্কা এবং ভ্রমনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের বহুস্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—ইহার পাতা ও ফুল পাতিলেবুর মত। ফুল শ্বেতবর্ণ, একটু লালের দাগ আছে। ফলের ব্যাস ৩-৪ ইঞ্চি, একটু লম্বাকৃতি। ফলের ছাল পাতলা, শাঁসে লাগিয়া থাকে। রস মিষ্ট ও প্রচুর (Hooker a Brandis)। ফল অনেকটা বাতাবী লেবুর ন্যায় বড় হয়। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—রস ও সমস্ত ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা জ্বর ও কামলারোগে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—জ্বরের উত্তাপনাশক এবং যকৃতবিকারে উপকারী।

Fig.—Wight., Ic, t. 953. **Ref.**—F. B.I., i. 515.

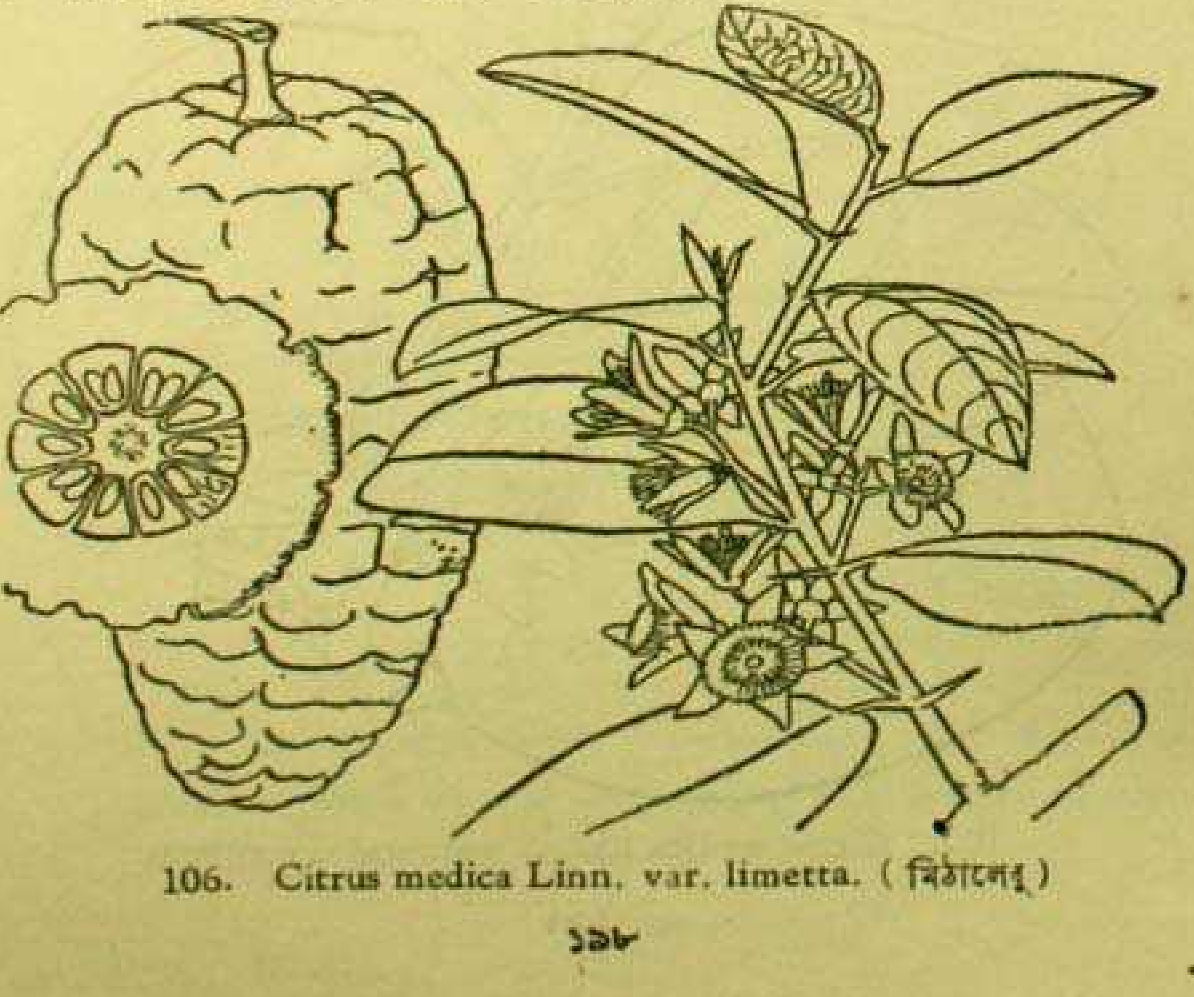

106. Citrus medica Linn. var. limetta. (মিঠালেবু)

CENTRAL LIBRARY

107. C. aurantium Linn. (কমলালেবু)

ভাষানুসারী নাম :—নাগরঙ্গ, নারঙ্গ—সংস্কৃত ; কমলালেবু—বাংলা ; নারাঙ্গী, সান্তারা, নারেঙ্গী, অমৃতফল—হিন্দী ; নারঙ্গী—গুজরাট ; নারঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; কিচলিচেট্টু, কিচিচ্চলম কুরুঞ্জিমারুম্—তামিল ; নারাংজিচেট্টু, গংজনিম্ব, কিট্টালি-পান্ডু—তেলেগু ; নারাঙ্গী—উৎকল ; কমলালেবু—গৌড় ; নারাঞ্জ—আরব ; নারাং—পারস্য।

নারঙ্গঃ স্যাৎনাগরঙ্গঃ সুরঙ্গঃ ত্বগ্‌গন্ধশ্চৈরাবতো বক্ত্রবাসঃ।
যোগীরঙ্গো নাগরো যোগরঙ্গঃ গন্ধাঢ্যোঽয়ং গন্ধপত্রো বরাষ্ঠঃ॥
নারঙ্গং মধুরং চাম্লং গুরূষ্ণং রুচ্যং রোচনম্।
বাতামক্রিমিশূলঘ্নং শ্রমঘ্নং বলকৃচ্যদম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, ত্বক্‌গন্ধ ঐরাবত, বক্ত্রবাস, যোগীরঙ্গ, নাগর, যোগরঙ্গ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র ও বরাষ্ঠ—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—নারঙ্গ—মধুর রস, বিপাকে অম্লরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য, রুচিকারক, বায়ু, আমাশয়, ক্রিমি, শূলনাশক, শ্রমনাশক, বলকারক এবং রুচিপ্রদ।

জন্মস্থান :—ভারতের প্রায় সর্বত্রই চাষ হয়। ভূটান, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়ে বহুল পরিমাণ চাষ হয়।

বর্ণনা :—বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গাছ। নূতন শাখা সবুজবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। পত্র একটু বক্র, ডিম্বাকৃতি। অগ্রভাগ একটু মোটা, পক্ষযুক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ। উভয়-লিঙ্গ বিশিষ্ট। ফল গোলাকার, উভয় দিকে কিঞ্চিৎ চাপা। ফলের ছাল অতিশয় কোমল। ফুল ফেব্রুয়ারী মাসে হয়। ফল অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—খোসা, শাঁস ও ফুল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কমলালেবুর শুষ্ক ছাল অম্লরোগ ও শারীরিক দৌর্বল্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুলের রস ২ আউন্স পরিমাণ হিষ্টিরিয়া রোগ নিবারক (Pharm. Ind.)। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার ফল সন্নিপাত জ্বরে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন। রসপিত্তজনিত, উদরাময় রোগে হিতকর। লেবুর ছাল বমন নিবারক। ইহার ছাল হইতে যে তৈল বাহির হয় উহা উত্তেজক (Dymock)। টাট্‌কা লেবুর খোসা রগ্‌ড়াইয়া মুখে মাখিলে ব্রণ আরাম হয় (Gray)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—তিক্তরস, বিরেচক ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

মন্তব্য :—প্রাচীন আয়ুর্বেদ সংহিতা গ্রন্থে নাগরঙ্গের উল্লেখ দেখা যায় না। পরবর্তীকালে নিঘণ্টুতে ইহার গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। কফরোগে এবং জ্বরে শরীরকে স্নিগ্ধ করিতে ইহার খোসা ও ফুল ব্যবহার করা হয়। আগুনে সেঁকিয়া চিনির সহিত ইহার রস ব্যবহার করা হয়। লেবুর খোসা হইতে আরক প্রস্তুত করিয়া সেবনে বিবমিষা (গা বমি বমি ভাব) বন্ধ হয়। সর্বপ্রকার পিত্তজনিত বিকারে এবং পিত্তজ অতিসারে ইহা ব্যবহৃত হয়। অম্লরসাত্মক ফলের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা নির্দোষ। ক্রিমিরোগে এবং

বমনবেগ রোধ করিতে ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। চামড়ার প্রদাহে ইহার প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। কমলালেবু শরীরের বিষক্রিয়ানাশক এবং রক্তশোধক। ছাল ও ফুল তৈলসহ পাক করিয়া ব্যবহারে স্নায়ুর অবসাদ নষ্ট করে। ইহার ফুল সিদ্ধ করিয়া সেই জল চোয়াইয়া এক ছটাক মাত্রায় ব্যবহারে বায়ুর অবসাদ এবং মূর্চ্ছারোগে উপকার দর্শে। হিন্দু চিকিৎসকগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহাকে রক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য বলিয়া ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মতে ইহা জ্বরের পিপাসা নাশক, শ্লেষ্মানাশক ও ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক। অম্লজাতীয় লেবু অপেক্ষা এই লেবুর রস প্রস্তুত সরবৎ সকলের প্রিয়। অধিকন্তু অম্ল লেবুর রসে অতিসার উৎপাদনে যে আশঙ্কা আছে—এই লেবুর রসে তাহা নাই। কমলালেবুর খোসা বাতানুলোমক এবং অজীর্ণ ও পেটফাঁপা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন তিক্ত ঔষধ সেবনের পরে ব্যবহারে বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয় (Ainslie)। ইহার খোসা চূর্ণ করিয়া ম্যাগ্নেসিয়া জাতীয় লবণ ও রেউচিনি সহ যোগে ব্যবহারে বাত ও অজীর্ণ রোগে রসায়নের কার্য করে। ইহার ফলের মজ্জা ছেঁকিয়া প্রলেপে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতের পক্ষে বিশেষ উপকারক (Watt)। ফলের খোসা জলে পিষিয়া একজিমাতে (বিচর্চ্চিকা) প্রলেপে অনেক পরিমাণে যন্ত্রণার উপশম হয় (Surgeon W. Wilson)।

Fig. :—Wight. Ic. t. 957 ; Lamk. Ill. iii. t. 639, Fig I (1797) ; Bentl. & Trim. Med., Pl. I. t. 51 (1875) ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 199A.

Ref. :—F.B.I., i. 516 ; B.P., I. 307 ; Roxb., F.I. iii. 392.

107. Citrus aurantium Linn. (কমলালেবু)

108. C. decumana Linn. (বাতাবি লেবু)

ভাষানুসারী নাম :—মধুজম্বীর—সংস্কৃত ; বাতাবিলেবু—বাংলা ; মহানিবু, চকোত্র, বাতাভি-লেবু, সাদাফল—হিন্দি ; চকোত্র—পাঞ্জাব ; বিজোরো—সিন্ধু ; পপ্‌নস্—বোম্বে ; সাখরনিম্বু—মহারাষ্ট্র ; বোম্বালিনস্—তামিল ; এদাপান্ডু—তেলেগু ; সকোত্র-হন্নু—কানপুর ; বাম্বোলি-মকন্স—মালয় ; পাম্‌প্লিমাস্—মহীশূর ; ওব.কোট্রু—গুজরাট।

অন্যো মধুজম্বীরো মধুজম্ভো মধুরজম্ভলশ্চৈব।
শঙ্খদ্রাবী শর্করকঃ পিত্তদ্রাবী চ ষট্‌সংজ্ঞঃ॥
মধুরো মধুজম্বীরঃ শিশিরঃ কফপিত্তনুৎ।
শোষঘ্নস্তর্পণো বৃষ্যঃ শ্রমঘ্নঃ পুষ্টিকারকঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—মধুজম্বীর, মধুজম্ভ, মধুরজম্ভল, শঙ্খদ্রাবী, শর্করক, পিত্তদ্রাবী—এই ৬টি নাম।

গুণপর্যায় :—**মধুজম্বীর**—মধুররস, শীতবীর্য, কফ ও পিত্তনাশক। শোষনাশক, তৃপ্তিজনক, রসায়ন, শ্রমনাশক, এবং পুষ্টিকর।

জন্মস্থান :—মালয় উপদ্বীপ ও পলিনেসিয়ার উদ্ভিদ্, বঙ্গদেশের বাগানে সর্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার বাগানে চাষ হয়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, সূক্ষ্ম লোমাবৃত। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পক্ষযুক্ত। ফুল বড়, শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর ১৬-২৪টি। ফল বড় তালের ন্যায়, ছাল পুরু। শাঁস লাল ও শ্বেতবর্ণ, মিষ্ট অথবা অম্ল। ফল কাঁচা সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ। মালয় ও পলিনেসিয়া দেশীয় উদ্ভিদ্। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফুল হয়, ফল সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাসে পাকিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্র সংজ্ঞাহীনতা, কম্প ও সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয় (Punjab Products)।

Fig. :—Baily, Cyclo. Amer. Hort., t. 1397 (1901).

Ref. :—F.B.I., 516 ; B.P., i. 307 ; Roxb., F.I. iii. 393 ; Prain, H.H., 185 ; Voigt., H.S., 141.

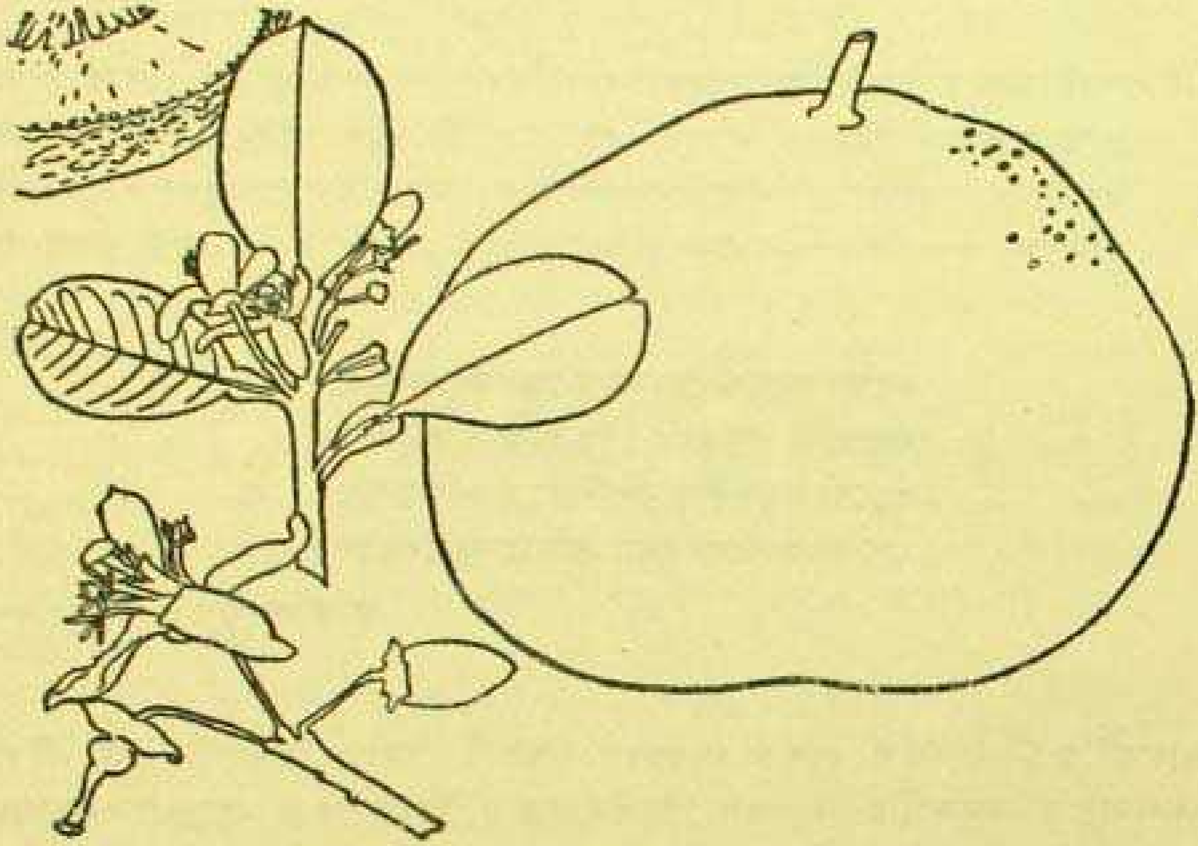

108. Citrus decumana Linn. (বাতাবিলেবু)

Genus—FERONIA Gaertn.

109. F. limonia (Linn.) Swingle (কয়েত্‌বেল)

ভাষানুসারী নাম :—কপিত্থ—সংস্কৃত ; কয়েত্‌বেল—বাংলা ; কোইথ্‌, বিলিন্‌, কৎ-বেল—হিন্দি ; কোয়েটা—উড়িষ্যা ; বেললু—কর্ণাট ; কংবিঠ—মহারাষ্ট্র; বেলগচেট্টু—তেলেগু ; ভিলাম্‌, ভেলা—তামিল ; কভিট্‌—বোম্বে ; ভিলাম—মালয় ; কৎ-বেল—গৌড় ।

মালূরস্তু কপিত্থো মঙ্গল্যো নীলমল্লিকা চ দধি ।
গ্রাহিফলশ্চিরপাকী গ্রন্থিফলঃ কুচফলো দধিফলশ্চ ॥
গন্ধফলশ্চ কপীষ্টো বৃত্তফলঃ করভবল্লভশ্চৈব ।
দন্তশঠঃ কঠিনফলঃ করণ্ডফলকশ্চ সপ্তদশসংজ্ঞঃ ॥

CENTRAL LIBRARY

কপিত্থো মধুরাম্লশ্চ কষায়স্তিক্তশীতলঃ
বৃষ্যঃ পিত্তানিলং হন্তি সংগ্রাহী ব্রণনাশনঃ
আমং কপিত্থমম্লোষ্ণং কফঘ্নং গ্রাহি বাতলম্।
দোষত্রয়হরং পক্বং মধুরাম্লরসং গুরু ॥
আমং কণ্ঠরুজং কপিত্থমধিকং জিহ্বাজড়ত্বাবহং
তদ্দোষত্রয়বর্দ্ধনং বিষহরং সংগ্রাহকং রোচকম্।
পক্বং শ্বাসবমিশ্রমক্লমহরং হিক্কাহপনোদক্ষমং
সর্বং গ্রাহি রুচিপ্রদং চ কথিতং সেব্যং ততঃ সর্বদা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—মালুর, কপিথ, মঙ্গলা, নীলমল্লিকা, দধি, গ্রাহিফল, চিরপাকী, গ্রন্থিফল, কুচফল, দধিফল, গন্ধফল, কপীষ্ট, বৃত্তফল, করভবল্লভ, দন্তশঠ, কঠিনফল, করণ্ডফল—এই ১৭টি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—কপিথ—মধুর অম্লরস, বিপাকে কষায়তিক্ত রস, শীতবীর্য্য, রসায়ন, বায়ুপিত্ত নাশক, মলসংগ্রাহক ও ব্রণনাশক।

কাঁচা কপিথঃ—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, মলসংগ্রাহক, বায়ু বৃদ্ধিকর।

পক্ক কপিথ—ত্রিদোষনাশক, মধুর অম্লরস, গুরুপাক।

কাঁচা ফল অধিক পরিমাণ ভোজনে—কণ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়, এবং জিহ্বার জড়তা আনে। ত্রিদোষবর্দ্ধক, বিষদোষনাশক, মলসংগ্রাহক এবং রুচিকারক।

পক্কফল ভক্ষণে—শ্বাস, বমি, শ্রম ও ক্লান্তি নাশক, হিক্কানাশক, বৎসরের সকল ঋতুতে ব্যবহারে—ইহা মলসংগ্রাহক, রুচিকারক—সেই কারণে সব সময়ই ব্যবহার করা যায়।

জন্মস্থানঃ—ভারতবর্ষের বহুস্থানে দেখা যায়; বঙ্গদেশ, হুগলী, ২৪ পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—গাছ ২৫।৩০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার পাতা দেখিতে অনেকটা কামিনী ফুলের পাতার ন্যায়। প্রতিবৎসর গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। গাছের কাঁটা শক্ত এবং সোজা। পত্রদণ্ডের দুইদিকে ৫।৭টি পত্র থাকে। ফুলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, ফিকে লালবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, বহির্বাস ৫টি দাঁতযুক্ত। পাপড়ি ৫টি, কখনও ৬টি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংকেশর ১০টি কিম্বা ১২টি, ফুলের চতুর্দিকে থাকে। গর্ভাশয় লম্বাকৃতি। পুংকেশর ও গর্ভকেশর একই বৃন্তে থাকে। ফল ছোট, আঠা বেলের মত, ব্যাস ২½ ইঞ্চি। উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ, শাঁস অম্ল ও ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফুল হয় এবং শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশঃ—ফল, পত্র ও আঠা। মাত্রা ফলের শাঁস ২-৪ তোলা; ফলের রস ১-২তোলা।

বৈদ্যকে কপিথের ব্যবহার।

চরকঃ—(১) অর্শে—অর্শরোগীর মলভেদ থাকিলে কাঁচা কয়েদ্‌ ও কাঁচা বেলের যূষ্‌ পান করাইবে; কিন্তু এই যূষের সহিত ছাগমাংসের যূষ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে

CENTRAL LIBRARY

(চিঃ ৯ অঃ)। কোন ঔষধের যূষ প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার সহিত তত্তৎ অবস্থায় হিতকর কোন প্রকার কলায়ও দিতে হয়; যেহেতু কলায় যূষযোনি। (২) **হিক্কায়** কপিত্থ—কাঁচা কয়েতের রস পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ হিক্কারোগীকে পান করাইবে। (চিঃ ২১ অঃ)। (৩) **কণ্ঠগত বিষে** কপিত্থ—যে কোন প্রকার জঙ্গমবিষ কণ্ঠ প্রাপ্ত হইলে চিনি ও মধুর সহিত কাঁচা কয়েদ্ ভক্ষণ করিবে (চিঃ ২৫ অঃ) (৪) **রক্তপিত্তে** কপিত্থ পত্র—রাজাদন ও কপিত্থের পত্র পেষণপূর্বক ঘৃতভর্জ্জিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, পিত্তবায়ু নাশ করে। ইহা সর্বপ্রকার রক্তপিত্তের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত :—বিষসংসৃষ্টাঞ্জন রোগে কপিত্থ পুষ্প—কপিত্থ ও মেষশৃঙ্গীর পুষ্প দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করাইলে, বিষদুষ্ট অঞ্জন জন্য পীড়া প্রশমিত হয় (কল্পঃ ১ অঃ)।

(২) **বমনে** কপিত্থ—কয়েদের রস ও মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ বারংবার লেহন করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (উঃ ৪৯ অঃ)।

(৩) **ন্যচ্ছব্যঙ্গাদিতে** কপিত্থ—কয়েদ্ ও রাজাদনের শাঁস পেষণ পূর্বক ন্যচ্ছব্যঙ্গাদিতে প্রলেপ দিবে (চিঃ ২০ অঃ)।

বাগ্ভট :—শ্বাসে কপিত্থ—শ্বাসরোগী কয়েদের রস পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **কফজ বমনে** কপিত্থ—ত্রিকটু চূর্ণের সহিত কয়েদ্ ভক্ষণ করিলে কফজ বমি প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) **কফজ কর্ণরোগে** কপিত্থ—কফজ কর্ণরোগী কয়েদের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে। (চিঃ ১৮ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—প্রবাহিকায় কপিত্থ—কাঁচা কয়েদের শাঁস দধির সহিত পেষণপূর্বক প্রবাহিকার্দ্দিত ব্যক্তি পান করিবে (মঃ খঃ ১ম ভাগ)।

বঙ্গসেন :—প্রদরে কপিত্থপত্র—কয়েদের পাতা ও বাঁশপাতা সমভাগে উত্তমরূপে পেষণপূর্বক মধু সহ সেবন করাইবে। ইহা তীব্র প্রদরের পক্ষে হিতকর (স্ত্রীরোগাধিকার)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পক্ব ফল দাঁতের মাড়ি ও গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। পত্র পেট-ফাঁপা নিবারক। কোন স্থানে মশকাদি দংশন করিলে ইহার শাঁস লাগাইয়া দিলে জ্বালা কমিয়া যায়। অপক্ব ফল ঘুংড়ি কাসে দেওয়া হয়। পাতার রস বালকদিগের অপাক এবং অল্প পরিমাণে পেটের দোষ হইলে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। ছাল পিত্ত প্রকোপে ব্যবহৃত হয়। পক্ব কয়েত্‌বেল স্কার্ভি (রক্তবিকৃতি) রোগনাশক, পাচক ও বলকারক। অতিরিক্ত কুন্থনযুক্ত অতিসার ও রক্তআমাশয়ে কয়েত্‌বেলের আঠা মধুসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—সঙ্কোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, উত্তেজক।

পাতা—সুগন্ধি, উদরাধ্মান (পেটের বায়ু) নাশক।

শাঁস—বাহ্যপ্রলেপে বিষাক্ত কীটের এবং সরীসৃপের দংশনে উপকারী।

ছাল—যকৃতের দোষে ব্যবহার্য।

মন্তব্য :—আমাশয় ও অতিসার দমনের জন্য কাঁচাফল ব্যবহার করা হয় (Surgeon Major North, Bangalore)। হিন্দুরা ইহার কাঁচা ফল উদরাময় এবং আমাশয়ে সঙ্কোচক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার ফল শীতল, হৃদ্য, সঙ্কোচক, হৃদ্‌রোগে উপকারী, রসায়ন এবং গলক্ষতে উপকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন। কাহারও কাহারও মতে ইহার পক্ব ফল অগ্নিবৃদ্ধিকারক বিবেচিত হইলেও ইহা ব্যবহারে বাত ও ফুস্‌ফুস সম্বন্ধীয় রোগের সৃষ্টি হয় বলিয়া অপর সম্প্রদায়ের ধারণা (Asstt. Surgeon S. C. Bhattacherjee)। ইহার শাঁস অভাবে ফলের উপরের খোলাচূর্ণ প্রলেপ-হিসাবে ব্যবহারে বিষাক্তপতঙ্গাদির দংশনজনিত রোগের শমন হয়। ইহার কাঁটা অতিরিক্ত রজঃস্রাবের রক্তরোধের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহার কোন অংশই সর্পবিষের প্রতিষেধক নহে (Mharkar & Caius)। ইহার কোমলপত্র পাচক ও অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। অর্থাৎ ইহা সেবনে অশ্মরীরোগীর বস্তিতে অশ্মরীর পুনঃ সঞ্চয় হইতে পারে না।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 141 ; Wight, Ic. t. 15 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 200.

Ref.—F. B. I. i. 516 ; B. P., i. 305 ; Rozb., F. I. ii. 411 ; Dymock, i. 281 ; Prain. H. H., 185 ; Voigt. H. S., 141.

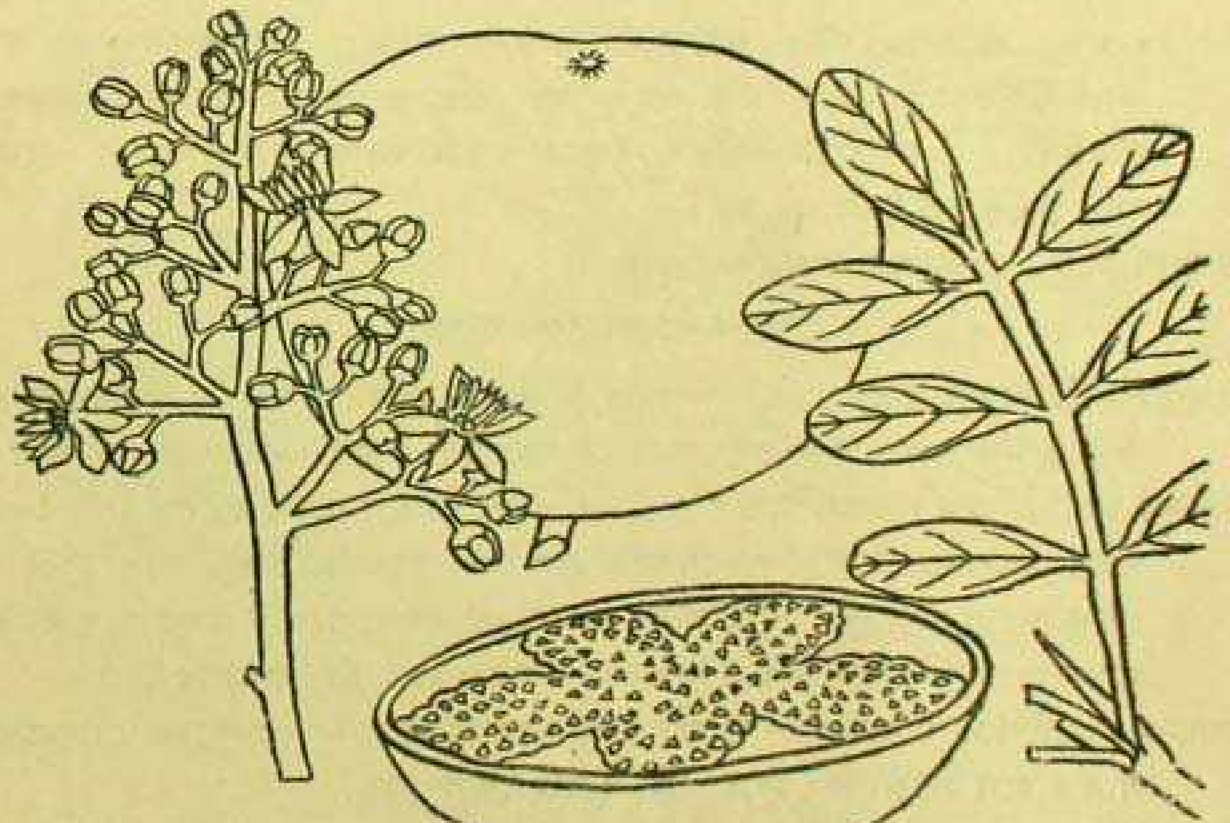

109. Feronia limonia (Linn.) Swingle. (কয়েত্‌বেল)

CENTRAL LIBRARY

Genus—GLYCOSMIS Corr.

110. G. pentaphylla (Retz.) Corr. (আস্‌শেওড়া)

ভাষানুসারী নাম ঃ—শাখোট—সংস্কৃত ; আস্‌শেওড়া, বন নেবু—বাংলা ; বন-নিম্বু, সহোড়া, রুসা, সিওড়া—হিন্দি ; বরনুকী, গোন্‌জি—তেলেগু ; কোন্‌জি—তামিল ; সাহোড়—মহারাষ্ট্র ; সাহোড়া—বোম্বে ; খাওড়া গাছ—গৌড় ।

শাখোটঃ স্যাদ্ভূতবৃক্ষো গবাক্ষী যূকাবাসো ভূর্জপত্রশ্চপীতঃ ।
কৌশিক্যোঽজক্ষীরনাশশ্চ সূক্তস্তিক্তোষ্ণোঽয়ং পিত্তকৃদ্বাতহারী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । প্রভদ্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ঃ—শাখোট, ভূতবৃক্ষ গবাক্ষী, যূকবাস, ভূর্জপত্র, পীত, কৌশিকা, অজক্ষীরনাশ এবং সূক্ত—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় ঃ—ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক ।

জন্মস্থান ঃ—হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, আসাম, ত্রিবাঙ্কুর, বঙ্গদেশের সর্বত্র, হুগলী, ২৪-পরগণার জঙ্গলের ধারে ।

বর্ণনা ঃ—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌ । পত্রে ১-৫টি পত্রাংশ থাকে । পত্রাংশ ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ । পত্র কাণ্ড হইতে একান্তরভাবে বাহির হয় । ফুল অতিশয় সবুজবর্ণ, পাপ্‌ড়ি ৪-৫টি । পুংকেশর ১০টা । উহা ফুলের নিম্নভাগে থাকে ; গর্ভকেশরের মস্তক ক্ষুদ্র, প্রায়ই উপরিভাগে একটি গ্রন্থি হয় । ফুল সূক্ষ্ম ও কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতবর্ণ । গর্ভদণ্ড ছোট । ফল ছোট ও নীরস, ইহাতে ১-২টি লম্বাকৃতি বীজ থাকে । নভেম্বর মাসে ফুল ও মার্চ মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্র, ফল, সমগ্র গাছ, কাষ্ঠ ।

বৈদ্যকে শাখোটকের ব্যবহার ।

সুশ্রুতঃ—দুষ্ট অপচীরোগে শেওড়া—পাতার বা মূলের রসের সহিত পক্ব তিলতৈলের নস্য ও বিরেচনার্থ প্রয়োগ হিতকর । মতান্তরে শাখোটক কল্কও যোজ্য (চিঃ ১৮ অঃ) ।

চক্রদত্ত ঃ—(১) **উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে** শাখোটত্বক্‌—তরুণ শাখোট বৃক্ষের ছালের রস ২ ফোটা, গব্যঘৃত ৪ ফোটা, চিরতাচূর্ণ সহ সেবন করিলে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস বিনষ্ট হয় (রক্তপিত্ত চিঃ) । (২) **বাতশোথে** শাখোটত্বক্‌—তরুণ শাখোট বৃক্ষের ছাল কাঞ্জির সহিত পেষণ পূর্বক পান করিলে বাতশোথ বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (ব্রণশোথ চিঃ) ।

বঙ্গসেন ঃ—শ্লীপদে শাখোটত্বক্‌—শাখোট বৃক্ষের ছাল জলের সহিত পেষণপূর্বক গোমূত্রযোগে পান করিলে উগ্র শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায় (শ্লীপদ চিঃ) ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—সর্পদংশনের ঔষধরূপে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় (Watt) । পাতার রসে গব্যঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পারাজনিত ক্ষত আরোগ্য হয় । গোলমরিচ ৪ গণ্ডা, সমপরিমাণ পাকা ফলের রসে বাটিয়া খানিকটা পাত্‌লা কাগজে গব্যঘৃত মাখাইয়া শুষ্ক করিবে । অতঃপর উক্ত কাগজে ফলের পিষ্টক মাখাইয়া শুষ্ক

CENTRAL LIBRARY

করিবে। উক্ত কাগজ-নির্মিত চুরুটের ধূম পান করিলে রোগীর গলার ক্ষত ও গলা-ফুলা আরাম হয়। ডিপ্‌থিরিয়া রোগী ২।৩টি চুরুটের ধূমপান করিলে গলা-ফুলা-আরাম হয় (বনৌষধি দর্পণ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—পিষ্ট করিয়া চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয়।

মন্তব্য :—শাখোট রসায়ন। ইহা প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার রস হস্ত ও পদতলের বিদারণে (ফাটায়) হিতকর। শেওড়া পাতা হস্তিদন্ত পালিশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দন্তগতমল (tartar) অপসারণার্থ কিম্বা দন্ত পরিষ্কারার্থ ইহার ত্বক্ ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্র ভোজন করিলে ছাগীর দুগ্ধ হ্রাস পায়।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 85 ; Bot. Mag. t. 2074.
Ref.—F.B.I. i. 499 ; B.P., i. 300 ; Roxb, Fl.I., ii. 381 ; Prain, H. H.. 184 ; Voigt, H.S., 139.

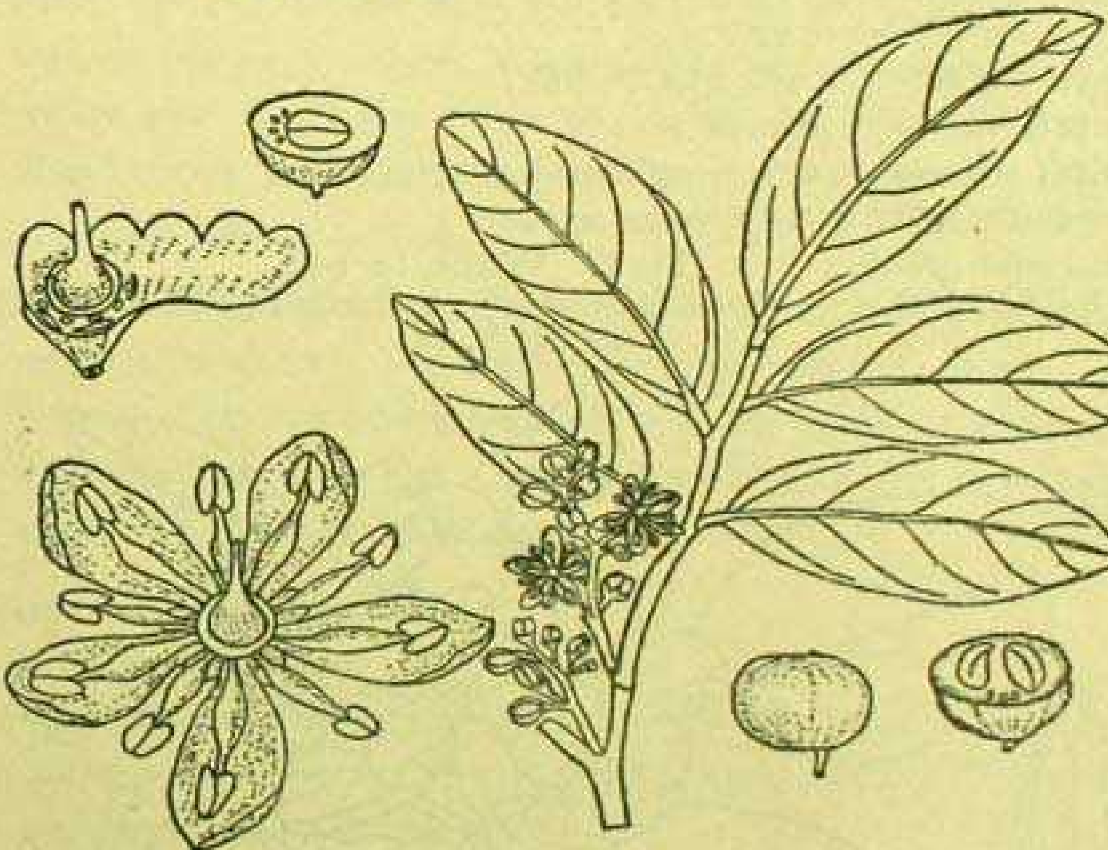

110. Glycosmis pentaphylla Corr. (আসশেওড়া)

Genus—MURRAYA. Linn.

111. M. paniculata (Linn.) Jack. (কামিনী)

ভাষানুসারী নাম :—একাঙ্গী—সংস্কৃত ; কামিনী—বাংলা ; বঁরসার, মরচুনা, জুটি—হিন্দি ; চুলাজুতি—বোম্বে ; কুন্তি—মহারাষ্ট্র ; নাগ-গোলুগু—তেলেগু ; মকে, থ-নট্-থ—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান ঃ—ছোটনাগপুর, বিহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা প্রভৃতি স্থানে বাগানের বেড়ায় ব্যবহার করে, জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আদি জন্মস্থান। বোটানিক-গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—পত্র ঈষৎ বিক্ষিপ্ত, পক্ষাকার, পত্রদণ্ডে সাধারণতঃ দুইদিকে ৪ জোড়া পাতা থাকে, লম্বা ও ডিম্বাকৃতি, গাঢ় সবুজবর্ণ। পত্র ১$\frac{1}{2}$-২ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১ ইঞ্চি; পত্রবৃন্ত গোলাকার। ফুল সৌগন্ধযুক্ত, কমলালেবু ফুলের মত। ফুলে বহির্বাস ৫টি, পরস্পর বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু, পাপ্‌ড়ি মাথার দিকে বিস্তৃত; পুংকেশর ১০টি, লম্বাকৃতি; গর্ভকেশরের মস্তক লম্বা, মোটা, পুংকেশরের সমান লম্বা। গর্ভাশয় ২-৫টি কোষ-বিশিষ্ট। ফল ১-২ কোষবিশিষ্ট; $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। বীজ ১টি কিম্বা ২টি থাকে, লম্বাকৃতি, উপরিভাগে সরু, একদিক চেপ্টা ও লোমযুক্ত। এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাসে ফুল হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র গাছ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—বাত, সর্দি ও হিষ্টিরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—মাটির নীচের **মূলের ছাল**—খাইলে ও গায়ের বেদনায় ঘষিলে উপকার হয়।

পাতার গুঁড়া—নূতন কাটা ঘায়ে উপকারী।

পাতার কল্ক—শোথে উপকারী।

পাতা—উত্তেজক, সঙ্কোচক। অতিসার ও আমাশয়ে উপকারী।

কাণ্ড এবং মূলের ছাল—অতিসারে প্রতিষেধক।

Fig.—Rhumph. Amb. v. t. 8, Fig 2. Wight. Ic. t.96.
Ref.—F.B.I., i. 502 ; B. P., i. 302 ; Roxb., F. I. ii. 374 ; Watt. V. Pt. i. 288 ; Prain, H.H., 184 ; Voigt., H.S., 189.

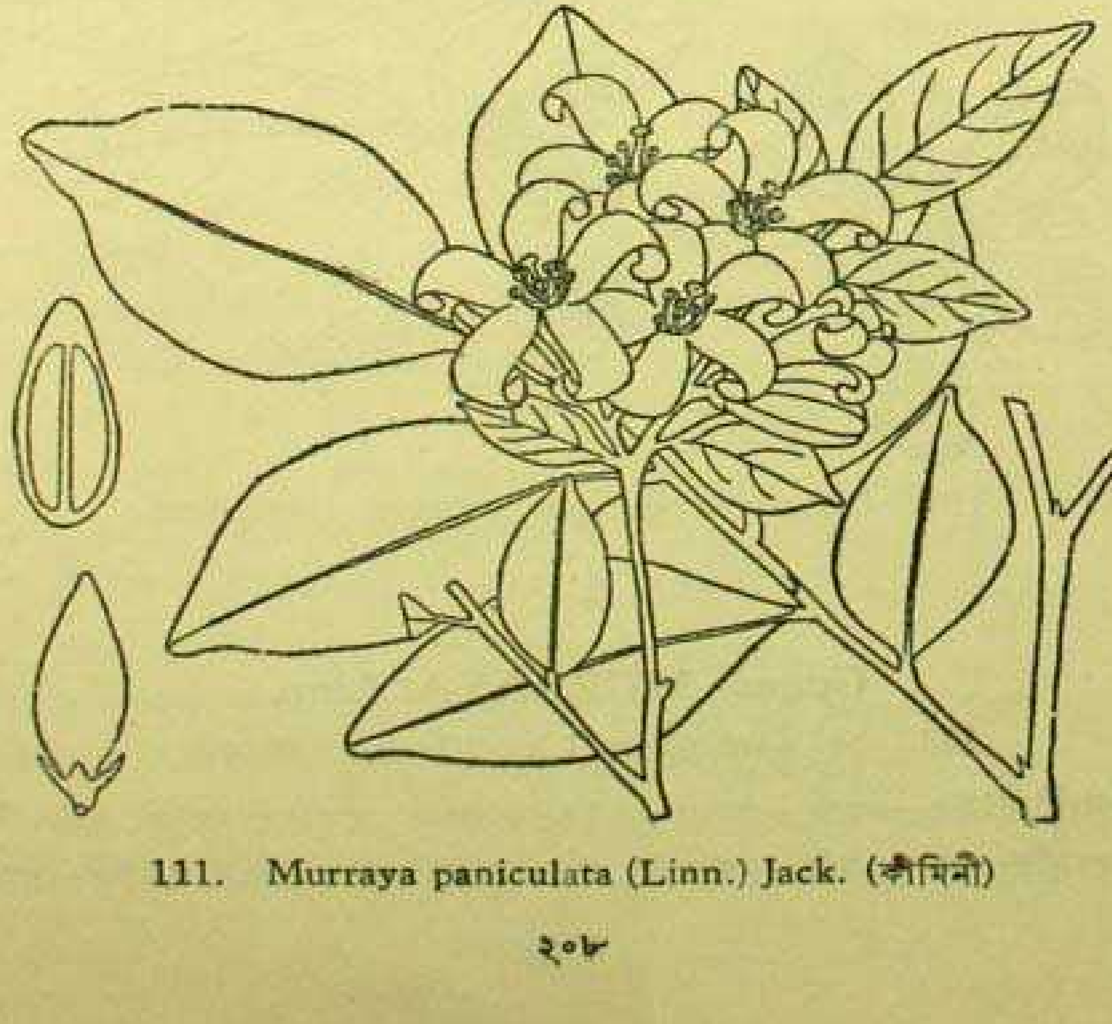

111. Murraya paniculata (Linn.) Jack. (কামিনী)

CENTRAL LIBRARY

112. M. keonigii Spreng. (বারসঙ্গ)

ভাষানুসারী নাম :—সুরভিনিম্ব—সংস্কৃত ; বারসঙ্গ—বাংলা ; বুরসঙ্গ, কাঠনিম্ব—হিন্দি ; কারি-নিম, জিরানি—মহারাষ্ট্র ; কধি, গোড়ানিম—গুজরাট ; করুভ-পিলাই, করেপিলা—তামিল ; করিভেপা, করিপেক—তেলেগু ; গোড়ানিম—বোম্বে ; কারিয়া-পান্—মালয়।

জন্মস্থান :—হিমালয় পর্বতের পাদদেশ, গাড়ওয়াল, সিকিম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া এবং ২৪-পরগণায় গ্রামের ধারে, জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক-গার্ডেন, শিবপুর। আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ, বর্মা।

বর্ণনা :—ছোট উগ্রগন্ধবিশিষ্ট উদ্ভিদ্ ; ছাল ধূসরবর্ণ। শাখা প্রশাখা অবনত। পত্র ১ ফুট লম্বা ও সরু ; বৃন্ত নরম ; পত্রিকা ১-১½ ইঞ্চি, সকল পাতা সমান নহে। অগ্রভাগ একটু মোটা। ফুল শ্বেতবর্ণ, অনেক হয়, ⅓ ইঞ্চি, লম্বা। ফুলের পাপ্ড়ি লম্বাকৃতি, শিরাগুলি লম্বা, পুংকেশর লম্বা। গর্ভাশয় ২ কোষবিশিষ্ট। ফল প্রথমে সবুজবর্ণ, লালবর্ণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ ফলের মধ্যে আঠার ভিতর থাকে। গাছের পাতা গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যায়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল ও পরে ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বল্কল, পত্র ও শিকড়।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল ও শিকড় উত্তেজক। ইহার বাহ্যপ্রয়োগে বিষাক্ত জন্তুদিগের বিষ নষ্ট হয়। পাতার রসে রক্ত-আমাশয় আরাম হয় (Roxb)। কাঁচা পাতার রসে বমন নিবারণ করে (Ainslie)। আয়ুর্বেদ মতে ইহা অতিশয় বলকারক ও উদরাময় নিবারক এবং জ্বরঘ্ন। মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে ইহার পাতা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। শিকড় ভেদক (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—রসায়ন ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

ছাল ও মূল—উত্তেজক, বাহ্যপ্রয়োগে চুলকানি এবং বিষাক্তকীটের দংশনে উপকারী।

কচিপাতা—কাঁচা খাইলে আমাশয়ে উপকারী। বাটিয়া বাহ্য প্রলেপে চুলকানিতে উপকারী।

পত্রের কল্ক—জ্বরঘ্ন এবং সর্পবিষে উপকারী।

মন্তব্য :—বাংলাদেশে যে নিম্ব পাওয়া যায় ইহা সে জাতীয় নয়। ইহার পাতা সুগন্ধি। ইহার বীজতৈল অনেকে নিম্বতৈল বলিয়া ভুল করেন। ইহার তৈল এবং নিম্বতৈল এক নয় এবং সমজাতীয় গুণসম্পন্নও নয়। ইহা সুরভি, নিম্ব নহে। হিন্দিতে ইহাকে 'কাঠনিম' বলা হয়। Watt মহোদয় ইহাকে 'সুরভি' বলিয়াছেন কিন্তু সেখানে নিমের কোন উল্লেখ নাই।

Fig.—Wight. Ic. t. 13 ; Roxb. Cor. Pl. t. 112 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl. t. 192

Ref.—F.B.I.i. 503 ; B.P. i, 302 ; Watt, I. Pt. ii. 349 ; Roxb., F.I. Vol. ii, 375 ; Prain, H.H. 185 ; Voigt, H.S., 439.

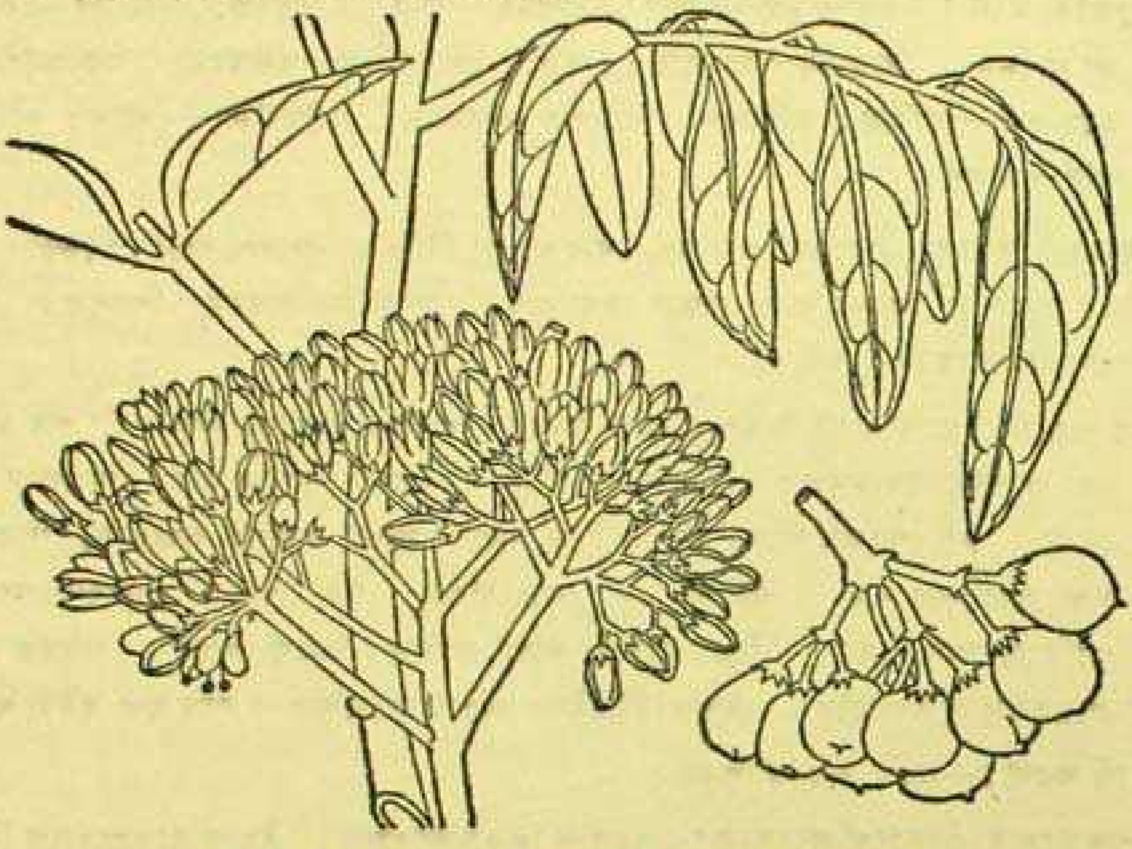

112. Murraya koenigii Spreng. (বারসঙ্গ)

Genus—PEGANUM Linn.

113. P. harmala Linn. (ইশবাঁধ)

ভাষানুসারী নাম :—ইশবাঁধ—বাংলা ; হরমরো, হরমূল্‌, ইশবাঁধ-লহৌরি, লহৌরি-হরমূল—হিন্দি ; হরমল, হরমারা, ইশ-পাণ্ড—বোম্বে ; হরমল—মহারাষ্ট্র ; ইশ্‌পান্‌—গুজরাট ; সিমাই-অরতত্তি-ভিরাটি—তামিল ; সিমা-গোরোস্তি-ভিউল্‌—তেলেগু ; হরমূল, হর্‌মল্‌—আরব ; ইশবাঁধ—পারস্য।

জন্মস্থান :—পশ্চিমভারত, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লী, আগ্রা, আরব, উত্তর আফ্রিকা।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌, ১-৩ ফুট উচ্চ, বহু শাখা ও ঘন-পত্র-বিশিষ্ট। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ, সরু, মৃণাল। ফুলের ব্যাস $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, ফুল এক একটি হয়। বোঁটা ছোট। বহির্বাস প্রশস্ত। বীজকোষ লোমযুক্ত $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি। বীজ বক্র, ৩টি খাঁটিবিশিষ্ট। বীজ কোষের সহিত বীজ বিক্রয় হয়। বীজ ফিকে, ধূসরবর্ণ, প্রায় $\frac{1}{6}$ ইঞ্চি লম্বা। ইহার গন্ধ তামাকের ন্যায় উগ্র, স্বাদ অতিশয় তিক্ত। পারস্য দেশে এই গাছকে সিপান্দ (Sipand) বলে। কথিত আছে যে, এই গাছ জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি

নির্বাপিত হয়। ইহার বীজ পারস্য দেশ হইতে প্রথম রপ্তানী হয়। দক্ষিণ ভারতে Henna বীজ ইশ্বরাব বলিয়া বিক্রয় হয়। জুলাই মাসে ফুল, সেপ্টেম্বর মাসে ফল হইয়া থাকে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহা স্ত্রী ও পুরুষের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক এবং স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যদুগ্ধ ও ঋতুস্রাব বৃদ্ধি করে (Dymock)। পাতার কাথ বাতে উপকার করে এবং শিকড়ের গুঁড়া সরিষার তৈলে মিশাইয়া কেশে দিলে উকুনাদি পোকা নষ্ট হয় (Stewart)। ইহার বীজ চক্ষের অস্পষ্ট দৃষ্টি ও মূত্রদোষ আরাম করে বলিয়া পাঞ্জাবে ব্যবহৃত হয়। ½ ড্রাম পরিমাণ রস সেবন করিলে ঋতুনাশরোগ আরাম হয়, ও ঋতুস্রাব সরল হইয়া যায়। দেশীয় ধাত্রীরা গর্ভস্রাব কার্যে ইহা ব্যবহার করে। ইহার শক্তি Ergot ও Savina র তুল্য (Dymock i. 125)। হাঁপানী কাসি, ঘুংড়ি কাসি, বাত, পাথরী, কামলা অন্নরজঃ এবং অপরাপর জননেন্দ্রিয়ের রোগে ইহা অতিশয় হিতকর ঔষধ। ইহা কুইনাইনের গুণের তুল্য এবং ইহা অপেক্ষা আর কোন সস্তা জ্বরনাশক ঔষধ নাই (Moodeen Sheriff)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

গাছ—কামোদ্দীপক, ঋতুস্রাবকারক, স্তন্যদুগ্ধবর্ধক এবং গর্ভস্রাবকারক।

বীজ—অবসাদক, জ্বর এবং শূলবেদনায় উপকারী ফিতা-ক্রিমিতে উপকারী।

পাতার কল্ক—বাতে উপকারী।

মূল—উকুন মারার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Lamak, Ill., ii. t. 401 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 182.
Ref.—F.B.I., i. 486 ; Dalz. and Gibs., Bomb. Pl. 45.

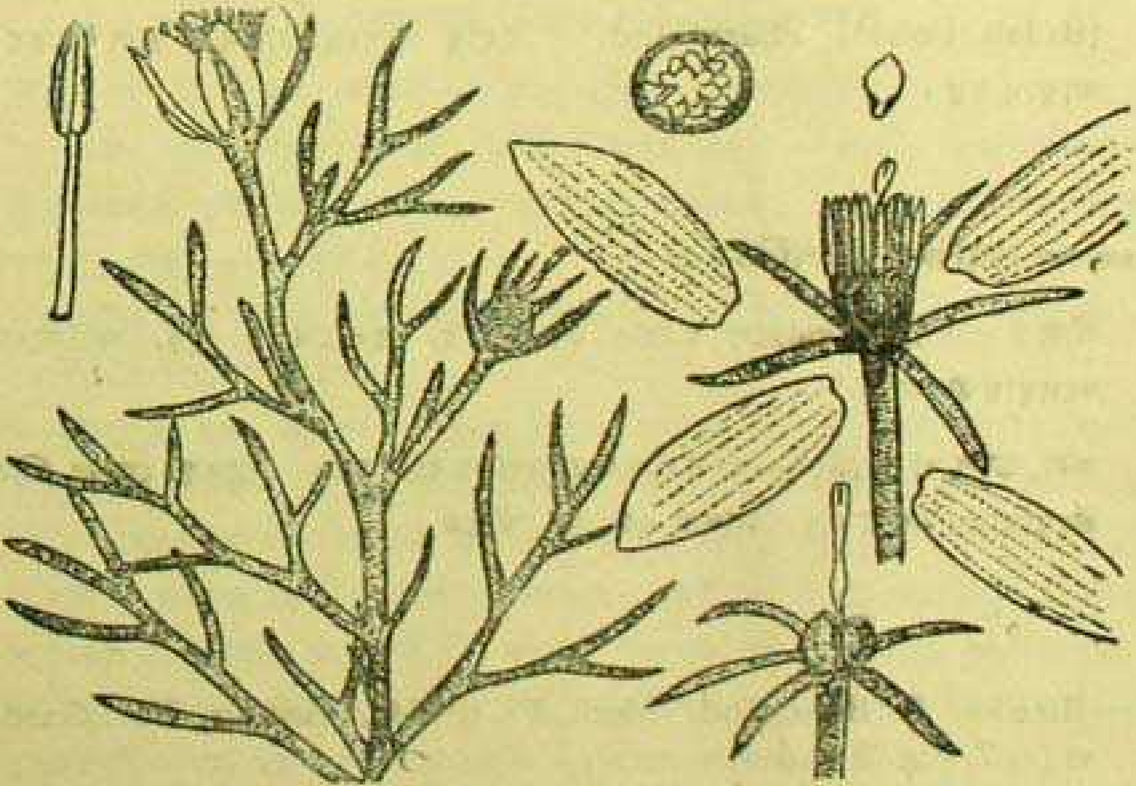

113. Peganum harmala Linn. (ইশবাঁধ)

Ref.—F.B.I.i. 503 ; B.P. i, 302 ; Watt, I. Pt. ii. 349 ; Roxb., F.I. Vol. ii, 375 ; Prain, H.H. 185 ; Voigt, H.S., 439.

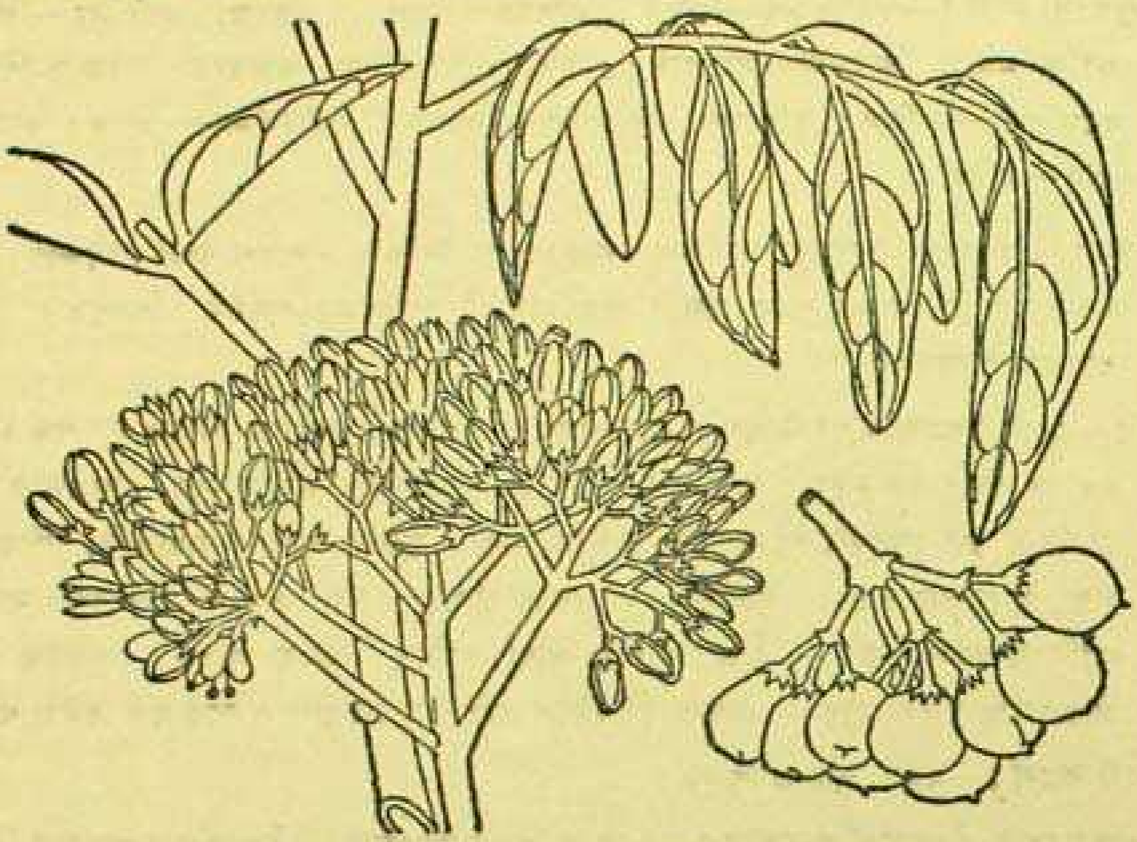

112. Murraya koenigii Spreng. (বারসঙ্গ)

Genus—PEGANUM Linn.

113. P. harmala Linn. (ইশবাঁধ)

ভাষানুসারী নাম :—ইশবাঁধ—বাংলা ; হরমরো, হরমুল্, ইশবাঁধ-লহৌরি, লহৌরি-হরমুল—হিন্দি ; হরমল, হরমারা, ইশ-পাণ্ড—বোম্বে ; হরমল—মহারাষ্ট্র ; ইশ্‌পান্—গুজরাট ; সিমাই-অরভডি-ভিরাটি—তামিল ; সিমা-গোরোস্তি-ভিউলু—তেলেগু ; হরমুল, হর্‌মল্—আরব ; ইশবাঁধ—পারস্য।

জন্মস্থান :—পশ্চিমভারত, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লী, আগ্রা, আরব, উত্তর আফ্রিকা।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ১-৩ ফুট উচ্চ, বহু শাখা ও ঘন-পত্র-বিশিষ্ট। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ, মসৃণ, সুগোল। ফুলের ব্যাস $\frac{১}{২}$-$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি, ফুল এক একটি হয়। বোঁটা ছোট। বহির্বাস প্রশস্ত। বীজকোষ লোমযুক্ত $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি। বীজ বক্র, ৩টি খাঁটিবিশিষ্ট। বীজ কোষের সহিত বীজ বিক্রয় হয়। বীজ ফিকে, ধূসরবর্ণ, প্রায় $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি লম্বা। ইহার গন্ধ তামাকের ন্যায় উগ্র, স্বাদ অতিশয় তিক্ত। পারস্য দেশে এই গাছকে সিপান্দ (Sipand) বলে। কথিত আছে যে, এই গাছ জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি

নির্বাপিত হয়। ইহার বীজ পারস্য দেশ হইতে প্রথম রপ্তানী হয়। দক্ষিণ ভারতে Henna বীজ ইশবোধ বলিয়া বিক্রয় হয়। জুলাই মাসে ফুল, সেপ্টেম্বর মাসে ফল হইয়া থাকে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহা স্ত্রী ও পুরুষের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক এবং স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যদুগ্ধ ও ঋতুস্রাব বৃদ্ধি করে (Dymock)। পাতার কাথ বাতে উপকার করে এবং শিকড়ের গুঁড়া সরিষার তৈলে মিশাইয়া কেশে দিলে উকুনাদি পোকা নষ্ট হয় (Stewart)। ইহার বীজ চক্ষের অস্পষ্ট দৃষ্টি ও মূত্রদোষ আরাম করে বলিয়া পাঞ্জাবে ব্যবহৃত হয়। ১/২ ড্রাম পরিমাণ রস সেবন করিলে ঋতুনাশরোগ আরাম হয়, ও ঋতুস্রাব সরল হইয়া যায়। দেশীয় ধাত্রীরা গর্ভস্রাব কার্যে ইহা ব্যবহার করে। ইহার শক্তি Ergot ও Savina র তুল্য (Dymock i. 125)। হাপানী কাসি, ঘুংড়ি কাসি, বাত, পাথরী, কামলা অল্পরজঃ এবং অপরাপর জননেন্দ্রিয়ের রোগে ইহা অতিশয় হিতকর ঔষধ। ইহা কুইনাইনের গুণের তুল্য এবং ইহা অপেক্ষা আর কোন সস্তা জ্বরনাশক ঔষধ নাই (Moodeen Sheriff)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

গাছ—কামোদ্দীপক, ঋতুস্রাবকারক, স্তন্যদুগ্ধবর্ধক এবং গর্ভস্রাবকারক।

বীজ—অবসাদক, জ্বর এবং শূলবেদনায় উপকারী ফিতা-ক্রিমিতে উপকারী।

পাতার কল্ক—বাতে উপকারী।

মূল—উকুন মারার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Lamak, Ill., ii. t. 401 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 182.
Ref.—F.B.I., i. 486 ; Dalz. and Gibs., Bomb. Pl. 45.

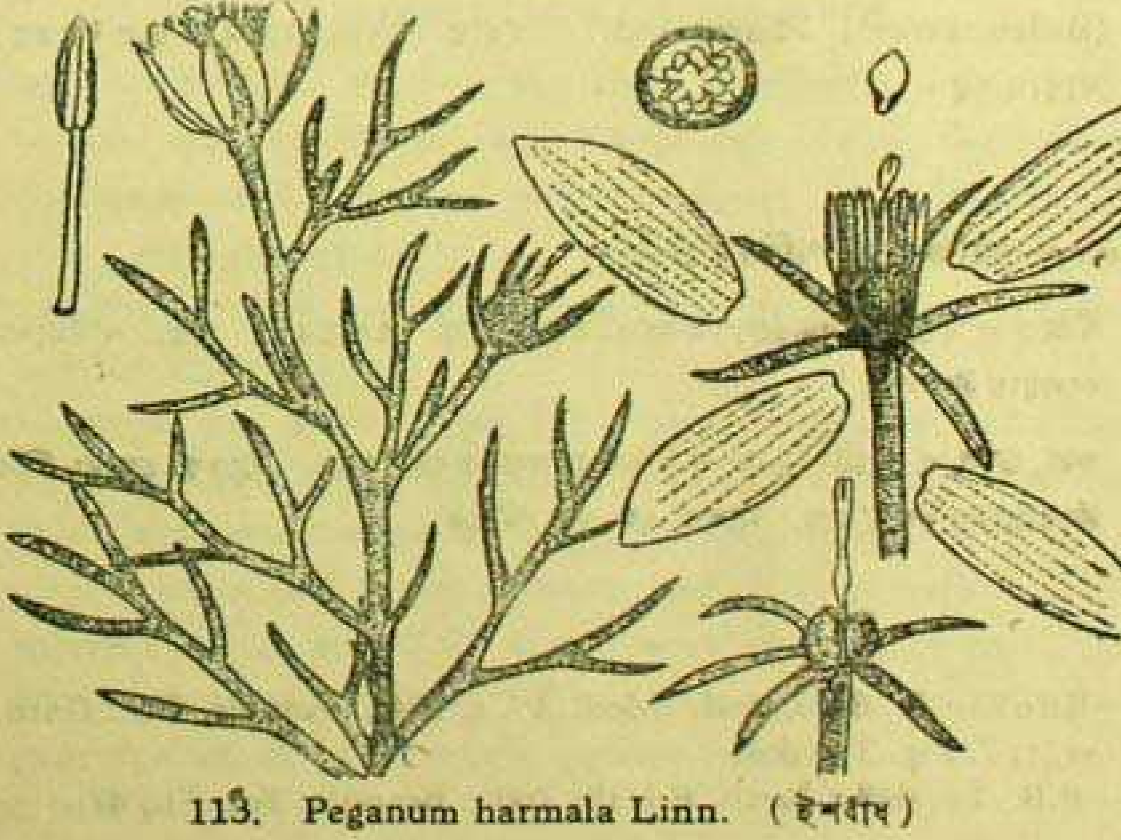

113. Peganum harmala Linn. (ইশবোধ)

Genus—ZANTHOXYLON Roxb.

114. Z. alatum Roxb. (নেপালী ধনে)

ভাষানুসারী নাম :—তুম্বরু—সংস্কৃত ; নেপালী ধনে—বাংলা ; তেজবাল, তিম্বুর, তিমুর, তুন্, তুম্‌রু—হিন্দি ; তেজবল, কবাব্—পাঞ্জাব ; টুওগ্রুক—লেপ্‌চা।

জন্মস্থান :—জম্মু হইতে ভুটান, খাসিয়া পাহাড়, ২০০০-৩০০০ ফুট উচ্চে।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, সৌগন্ধযুক্ত। ডালে বেগুন গাছের ন্যায় কাঁটা আছে। কাঁটার অগ্রভাগ সরু। শাঁস কর্কের ন্যায়। পত্র ১½-৯ ইঞ্চি (Khasia sp.)। শাখার দুই দিকে দুটি করিয়া কাঁটা আছে। পত্রাংশ ¾-৪ ইঞ্চি সরু, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ এবং পাতার কিনারাগুলি করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। ফুল ⅛-¼ ইঞ্চি, বহির্বাস ৬-৮টি, ফুলের পাপ্‌ড়ি নাই, পুংকেশর ৬-৮টি। বীজকোষের ব্যাস ⅙-¼ ইঞ্চি, ফিকে লালবর্ণ। ইহার ডাল দাঁতনরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুল জুলাই ও আগষ্ট মাসে হয়। ফল অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, ছাল ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ ও ছাল উগ্র, ইহা জ্বর, অম্লরোগে, ও কলেরায় ব্যবহৃত হয়। ফল, শাখা ও কাঁটা দাঁতের বেদনা নিবারক। ইহা পেট ফাঁপা দূর করে এবং মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বীজ ও ছাল উত্তেজক ও বলকারক। (Baden Powell, Pharm. Ind.)। ইহার শাখার দাঁতন করিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—'সুগন্ধি' দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা রসায়ন। জ্বর, অগ্নিমান্দ্য এবং কলেরায় উপকারী।

ফল, ডাল ও কাঁটা :—মৎস ধরিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দাঁতের বেদনা নিবারক। উদরাধ্মান (পেটে বায়ু) নাশক এবং অগ্ন্যুদ্দীপক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 184, Annals. Bot. Gard. Cal. vi, t. 7, Fig. 3 and 4.

Ref.—F.B., I. i. 493 ; Roxb. F.I. iii, 768 ; Brandis. For. Fl., 47.

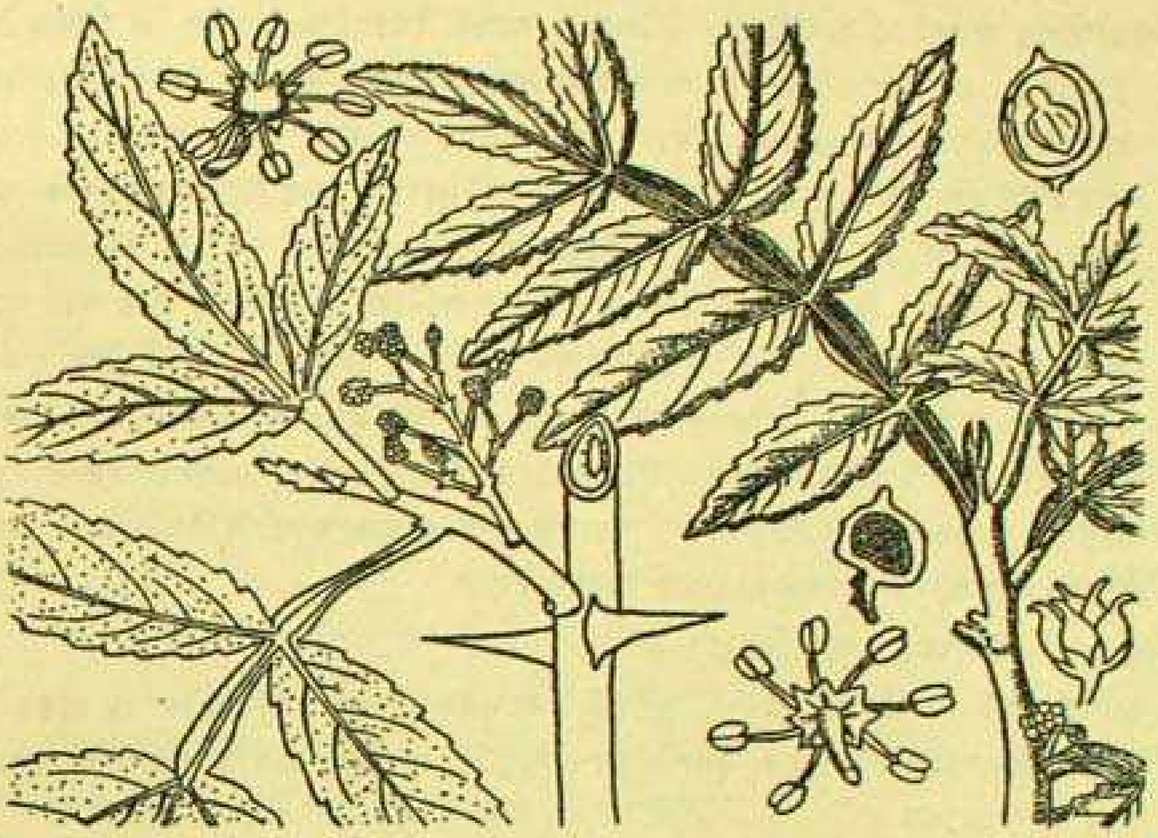

114. Zanthoxylon alatum Roxb. (নেপালী ধনে)

Genus—TODDALIA Linn.

115. T. asiatica (Linn.) Lamk. (দহন)

ভাষানুসারী নাম :—দাহন, কাঞ্চন—সংস্কৃত ; দাহন, কাডাটোডালি—বাংলা ; কাঞ্চ, দহন—হিন্দি ; তুনড়াপরা—উড়িষ্যা ; জান্‌-লি-কালি-মিরচি—বোম্বে ; লিমরি—মহারাষ্ট্র ; মিল্‌-কয়নাই—তামিল ; কোন্‌ডা, কামিন্দা,—তেলেগু ; কক্ক-টৌটালি-ভিক্‌-টোলা—মালয় ; দাহন—রাজপুতনা।

জন্মস্থান :—হিমাচল প্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিক, সিংহল, কুমায়ুন, খাসিয়া পাহাড়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত গুল্ম, কাঁটার অগ্রভাগ নিম্নে অবনত। পত্র ১-৩টি ডাঁটার তিন দিকে থাকে ; বোঁটা ছোট ছোট। ফুল উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, প্রতি বৎসর ডালের অগ্রভাগে ফুল হয়। যেমন আকন্দ গাছের হয়। বহির্বাস ৫টি, পাপড়ি ২-৫টি, নরম, পুংকেশর ২-৮টি। গর্ভদণ্ড ছোট। ফল গোলাকার, নরম ও ২-৭টি ঘরবিশিষ্ট। ঘরগুলি আঠাযুক্ত। প্রত্যেক ঘরে ২টি বীজ থাকে। ফলের বর্ণ কমলালেবুর রঙ্‌ বিশিষ্ট, ইহা দাহকর বলিয়া সংস্কৃতে দাহন এবং দেখিতে কতকটা সোনার ন্যায় বলিয়া কাঞ্চন বলে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফুল এবং মে ও জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকঁড়, ছাল পত্র ও ফল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Rheede বলেন ইহার অপক্ক ফল ও শিকড় তৈলে মিশাইয়া মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। গাছের প্রত্যেক অংশ কিরকিরে। তৈলঙ্গী দেশীয় কবিরাজেরা ইহার টাট্‌কা ছাল অবিরাম জ্বরে ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষে ইহা একটি প্রয়োজনীয় মহৌষধ। কুইনাইনের ন্যায় ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। ইহার ১২ আউন্স ক্বাথ দিবসে ২ বার ব্যবহার করিলে অবিরাম জ্বর আরাম হয় এবং ২।৪ দিন ৩ ঘটা অন্তর ব্যবহার করিলে কুইনাইনের ন্যায় কার্য করে। যে সকল দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনাইন দ্বারা আরাম হয় না, এই ঔষধ ব্যবহার করিলে উহা একেবারে আরাম হইয়া যায়; শিকড়ের ছাল জ্বরনাশক, উত্তেজক এবং স্বাভাবিক দৌর্বল্যনাশক (Pharm. Ind)। Bidie বলেন, ইহার তুল্য উত্তেজক, জ্বরনাশক এবং পেট ফাঁপা নিবারক ঔষধ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। এদেশে ইহার ছেঁচা রস ও আরক সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

Glossaoy :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাল—তিক্তরস, সুগন্ধি, রসায়ন, উত্তেজক। অল্প পরিমাণে ছেঁচারস বা আরক ব্যবহারে স্বাভাবিক দুর্বলতা নাশ করে। যে কোন প্রকার অবসাদক রোগের পরে দৌর্বল্যনাশক।

গাছ—জ্বরনাশক।

Fig.—Kitikar & Basu ; Ind, Med. Pl., t. 189.

Ref.—F.B.I., i. 497 ; Dymock, i. 250 ; Roxb., F.I., i. 616 ; BP., i. 299.

115. Toddalia asiatica (Linn.) Lamk

CENTRAL LIBRARY

Genus—LUVUNGA Ham.

116. L. scandens Ham. (লবঙ্গলতা)

ভাষানুসারী নাম :—লবঙ্গলতা—সংস্কৃত ; লবঙ্গলতা, রূপা—বাংলা ; কাকোলা—হিন্দি।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, খাসিয়া পাহাড়, বর্মা, বঙ্গদেশ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ্, কাণ্ড কাঠের ন্যায় শক্ত। কাঁটা বক্র, নিম্নদিকে অবনত। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরাগুলি অসম্পূর্ণ এবং বিস্তৃত। ফুলের বোঁটা খর্বাকৃতি। ফুল ½ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ। ফুলের বহির্বাস বাটির ন্যায়, ৪-৫ টী দাঁতযুক্ত। উপরিভাগ ঢেউ-খেলান। পাপ্ড়ি ৪টি। মোটা এবং একটু বক্র। গর্ভাশয়ে ৩-৪টি ঘর আছে। ফল লম্বাকৃতি, পায়রার ডিমের ন্যায়, ঈষৎ পীতবর্ণ। ভিতরে শাঁস ও আঠা আছে। বীজ ১-৩টি, ডিম্বাকৃতি, সুডোল। বসন্তে ফুল হয়। "ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল-মলয়সমীরে" (জয়দেব)। এপ্রিল ও মে মাসে ফুল হয় এবং আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল হইতে কাঙ্কলক পাওয়া যায়। ইহা তেল সুবাসিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদে যে কাকলীর উল্লেখ আছে তাহা এই কাকলা নহে, তাহাকে ক্ষীরকাকলী বলে। উহা অষ্টবর্গের অন্তর্গত। অষ্টবর্গের আর সাতটির নাম :—(১) জীবক (২) মেদা, (৩) মহামেদা, (৪) ঋষভক, (৫) ঋদ্ধি, (৬) বৃদ্ধি, (৭) কাকোলা। ইহার ফলে কাঁকড়াবিছার বিষ আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

রসপূর্ণ ফল—তৈলে সুগন্ধি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মূল ও ফল—কাঁকড়া-বিছে দংশনের বিষে উপকারী।

Fig.—Wight. Ill., i. 108 ; Bot. Mag., t. 4522 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 194.

Ref.—F. B. I., i. 509 ; B. P., i. 304 ; Roxb., F. I. II. 380.

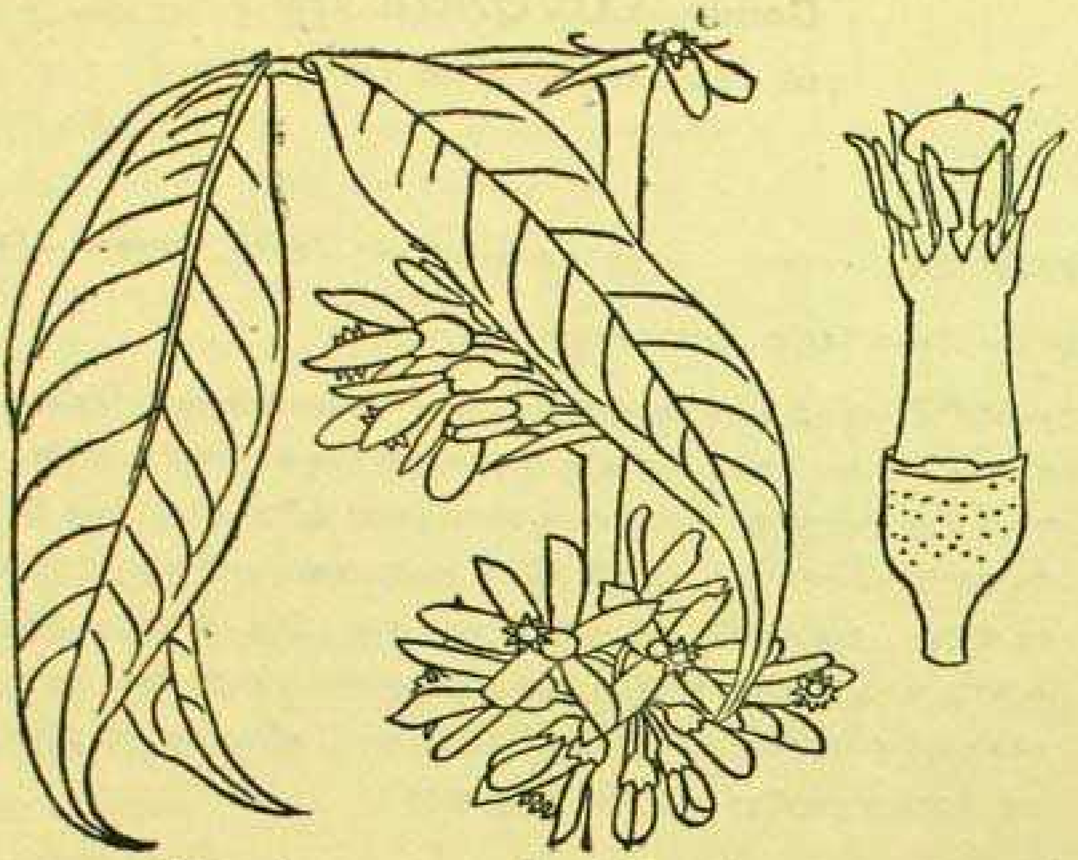

116. Luvunga scandens Ham. (লবঙ্গলতা)

XXIX. SIMARUBACEAE.

Genus—BALANITES Planch.

117. B. roxburghii Planch. (হিঙ্গন)

ভাষানুসারী নাম :—ইঙ্গুদী,—সংস্কৃত ; হিঙ্গন, জিয়াপুতা—বাংলা ; হিঙ্গন্, হিঙ্গু, হিঙ্গল, হিঙ্গেন্—হিন্দি ; হিঙ্গ্‌ল হিঙ্গনা—মহারাষ্ট্র ; হিঙ্গার—গুজরাট ; হিঙ্গন্-বেট্—বোম্বে ; নন্‌জুণ্ডা—তামিল ; রিংগ্রী—তেলেগু ; নন্-টুন্‌ট্—মালয় ; জিয়াপুতা—গৌড়।

ইঙ্গুদী হিঙ্গুপত্রশ্চ বিষকণ্টোঽনিলান্তকঃ।
গৌরস্তক্তঃ সুপত্রশ্চ শূলারিস্তাপসদ্রুমঃ ॥
তীক্ষ্ণকণ্টস্তৈলফলঃপূতিগন্ধো বিগন্ধকঃ।
জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্ঠুফলশ্চৈব বহ্নীন্দু গণিতাহ্বয়ঃ ॥
ইঙ্গুদী মদগন্ধিঃ স্যাৎ কটূষ্ণা ফেনিলা লঘুঃ।
রসায়নী হন্তি জন্তুবাতাময়কফব্রণান্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

CENTRAL LIBRARY

নামপর্যায় :—ইঙ্গুদী, হিঙ্গুপত্র, বিষকণ্ট, অনিলান্তক, গৌর, সুপত্র, শূলারি, তাপসদ্রুম, তীক্ষ্ণকণ্ট, তৈল ফল, পূতিগন্ধ, বিগন্ধক, ক্রোষ্ট্ ফল—এই ১৩টি নাম।

গুণপর্যায় :—ইঙ্গুদী—মদ গন্ধি (মৃগনাভির গন্ধের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট), কটুরস, উষ্ণবীর্য, ফেনিল (ফেণময় দ্রব্য)। লঘুপাক, রসায়ন, ক্রিমিনাশক, বায়ু ও কফ রোগ এবং ব্রণরোগ নিবারক।

জন্মস্থান :—কাণপুর, সিকিম, বিহার, গুজরাট, বর্মা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ; খান্দেশ, ডেরাডুন।

বর্ণনা :—কণ্টকময় ২০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ত্বক্ পীতবর্ণ। শিকড় গোড়া হইতে বহুদূর বিস্তৃত হয়। শাখা মসৃণ লোমাবৃত, প্রত্যেক গাঁইটে ধারাল ও ঊর্দ্ধ দিকে উন্নত কাঁটা আছে। পত্র জোড়া জোড়া হয়। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার, আকন্দ পাতার মাথার ন্যায়, ডিম্বাকৃতি। বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। একসঙ্গে ৪-১০টি ফুল হয়। ফুল ১ ইঞ্চির কিছু অধিক লম্বা, শ্বেত অথবা সবুজ, সৌগন্ধযুক্ত, পাপ্ড়ি ডিম্বাকৃতি, নরম লোমাবৃত। ফল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, কোণবিশিষ্ট। ফলের শাঁস তিক্ত, বীজ শক্ত। সংস্কৃতে ইহাকে তাপসতরু বা মুনিপাদপ বলে। ইহার আর এক নাম গৌরী-বৃক্ষ। গৌরী উপাসনার সময়ে ও গণপতি-উৎসবের সময়ে ইহার পাতা ও ফুল পূজায় ব্যবহৃত হয়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্যন্ত ফুল হইয়া থাকে এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, ছাল, পত্র ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ সর্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার ত্বক, অপক্ক ফল ও পত্র কিরকিরে, তিক্ত, বিরেচক। আফ্রিকা-দেশীয় আরবেরা ইহার শাঁস ক্ষত পরিষ্কার করিতে ব্যবহার করে। ইহার ছাল জলে দিলে মৎস্য মরিয়া যায় (Dymock)। বীজ পেট ফাঁপা ও পেটের বেদনা নিবারক (Watt)। ইঙ্গুদী ক্রিমি-নিবারক। একটি ফলের অর্দ্ধেক, প্রতিবারে ব্যবহার্য, মাত্রা ২-২০ গ্রেণ। ইহার বীজ হইতে নিষ্কাষিত তৈল অগ্নিদাহ ও ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock, Pharm. Ind.)। ইহার অপক্ক ফল পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে ইঙ্গুদীর ব্যবহার।

চরক :—**কুষ্ঠে** ইঙ্গুদী তৈল—কুষ্ঠের পক্ষে ইঙ্গুদী তৈল হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **মূষিকবিষে** ইঙ্গুদীফলমজ্জা :—মূষিক বিষ প্রতীকারার্থ শিরীষ ও ইঙ্গুদীর কল্ক মধুযোগে সেব্য (কল্প ৬ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ইঙ্গুদীফলমজ্জা :—রক্তপিত্তে ইঙ্গুদীফল মজ্জা মধু সহ সেব্য (উঃ ৪৫ অঃ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল, অপক্ক ফল ও পাতা—বিরেচক, ক্রিমিনাশক।

বীজ :—প্রস্রাবকারক। কাসি এবং শূলে উপকারী।

গাছ :—সর্প বিষে উপকারী।

গাছের ছাল :—পশুর ক্রিমি নাশে ব্যবহৃত হয়।
ছালের রস জলে দিলে মাছ মরিয়া যায়।

মন্তব্য :—ইঙ্গুদী পত্রের গুণ 'সিনেগা'র মত। গাত্রের চর্ম উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে, রৌদ্রদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে অথবা গ্রীষ্মাতিশয্যে ত্বক দগ্ধপ্রায় হইলে ইঙ্গুদীবীজজাত তৈল অভ্যঙ্গ করিবে।

Fig.—Wight. I c. t. 274 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 207.
Ref.—F. B. I,. i. 527 ; B.P., i. 308 ; Watt. I. Pt. ii, 353 ; Roxb., F. I. ii. 253 ; Brandis, For. Fl., 59.

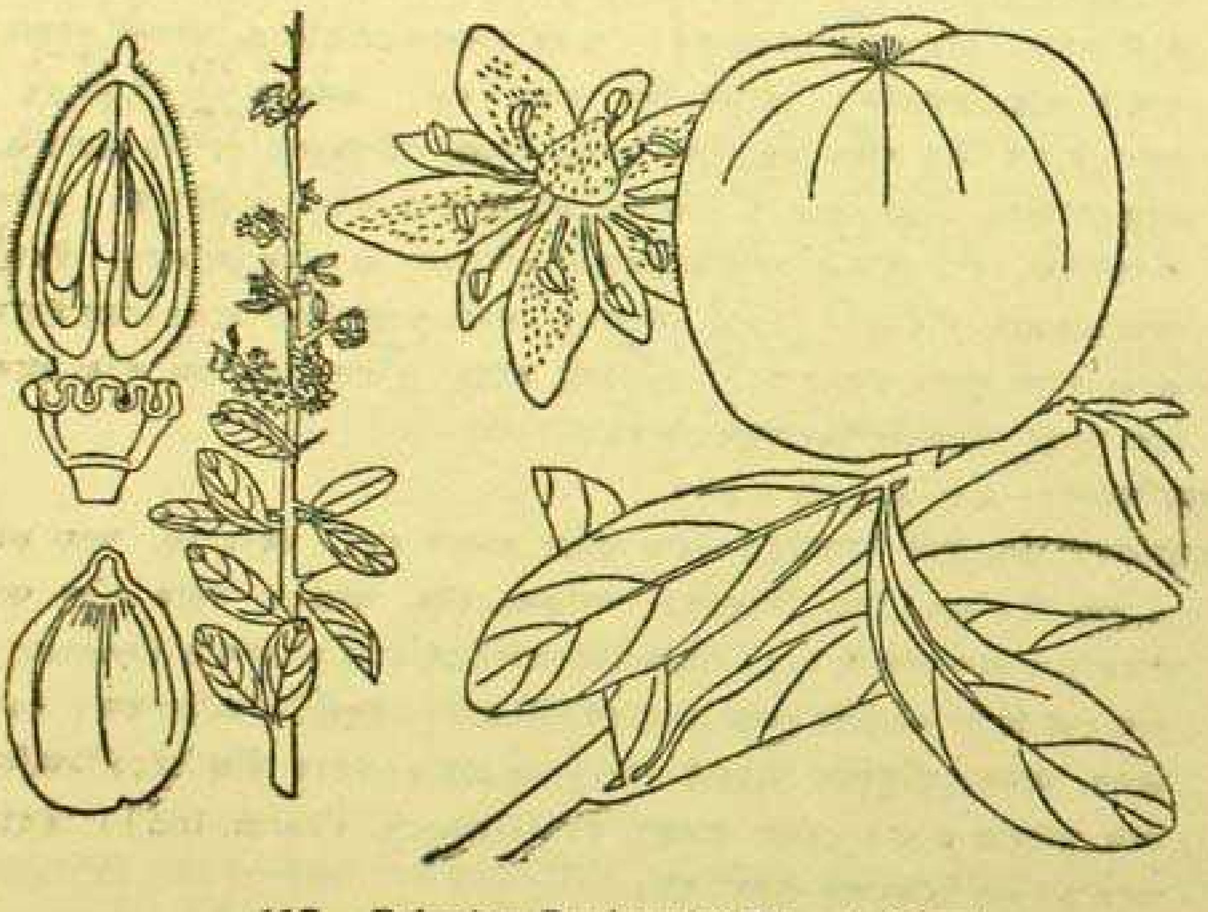

117. Balanites Roxburghii Planch (হিঙ্গন)

Genus—AILANTHUS Roxb.

118. A. excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

ভাষানুসারী নাম :—মহানিম্ব—সংস্কৃত ; মহানিম্ব—বাংলা ; মহানিম্ব, মহারুক্ষ—হিন্দি ; পেরু-মরুটু, পেরু—তামিল ; পেদ্দ, পে, পেদ্দা,—তেলেগু ; গরমি-কাবাত—উড়িষ্যা। মহানিম্ব, ঘোঁড়ানিম্—গৌড় ; মহানিম্বু—কর্ণাট ; নিম্বাচাকাঁড়—মহারাষ্ট্র।

CENTRAL LIBRARY

মহানিম্বো মদোদ্রেকঃ কার্মুকঃ কেশমুষ্টিকঃ।
কাকাণ্ডো রম্যকোঽক্ষীরো মহাতিক্তো হিমদ্রুমঃ॥
মহানিম্বস্তু শিশিরঃ কষায়ঃ কটুতিক্তকঃ।
অস্রদাহবলাসঘ্নো বিষমজ্বরনাশনঃ।

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—মহানিম্ব, মদোদ্রেক, কার্মুক, কেশমুষ্টিক, কাকাণ্ড, রম্যক, অক্ষীর, মহাতিক্ত হিমদ্রুম—এই ৯টি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—মহানিম্ব—শীতবীর্য্য, কষায় রস, বিপাকে কটু তিক্ত রস। রক্তদোষ ও দাহ-নাশক, এবং বিষমজ্বর নাশক।

জন্মস্থানঃ— ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; গঙ্গার কিনারায়, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, বিহার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিক্ এবং কর্ণাটে বহু পরিমাণে গাছ আছে।

বর্ণনাঃ—বৃহৎ বিস্তৃত গাছ, ৬০-৮০ ফুট উচ্চ হয়। পত্রিকা দেখিতে নিম্ব বৃক্ষের পত্রিকার ন্যায়, তবে পত্র নিম্বপত্র অপেক্ষা বড়। প্রায় ১ ফুট লম্বা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, অনেকটা আম্র অথবা নিম্বের বকুলের ন্যায়; ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি, পুংকেশর ১০টি, গর্ভকেশর ২-৩টি। ফল নিম্বফলের ন্যায়, ফলে একটি বীজ থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ও মার্চ এপ্রিল মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—পাতা ও ছাল।

বৈদ্যকে মহানিম্বের ব্যবহার।

বঙ্গসেনঃ—গৃধ্রসীরোগে মহানিম্বমূল—মহানিম্বের মূলত্বক্ জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে, অসাধ্য গৃধ্রসী রোগও উপশম হয় (বাতব্যাধি অধিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতা এবং ছাল প্রসবের পর দৌর্বল্যে বলকর ঔষধরূপে প্রয়োগ করে। পাতার রস কিম্বা টাট্‌কা ছালের রস নারিকেল দুগ্ধ, মাৎগুড় ও মধুর সহিত সেবন করিলে প্রসবের পরে বেদনা নিবারণ করে। Ainslie বলেন, ইহার ছাল উগ্র গন্ধযুক্ত। দেশীয় কবিরাজেরা ইহার রস অগ্নিমান্দ্যে দিনে দুইবার ১½ আউন্স পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। Wight বলেন জ্বরের পর দৌর্বল্যে ইহার ছালের ক্বাথ ব্যবহার করিলে দৌর্বল্য সারিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

ছালঃ—সুগন্ধি, বদ্-হজ্‌মী রোগে উপকারী। রসায়ন, জ্বরনাশক, প্রস্রাবকারক, বিষদোষ নাশক, সঙ্কোচক, পুরাতন কাসে এবং শ্বাসে উপকারী। উদরাময় ও আমাশয় রোগে উপকারী।

পত্র ও ছালঃ—রসায়ন, প্রসবের পরে স্নায়বিক দৌর্বল্যে বিশেষ উপকারী।

মন্তব্য :—ইহার ছাল্ অল্পমাত্রায় ব্যবহারে ধারক, বলকারক, জ্বর নিবারক ও ক্রিমিঘ্ন

শিশুর বৃত্তক্রিমিতে এবং প্রাপ্তবয়স্কের জ্বর ও অজীর্ণে সেব্য। ইহার পুষ্প ও পত্র রসায়ন ও মূত্রকারক। পত্র ও পুষ্পের উষ্ণ প্রলেপ বায়ু প্রধান শিরঃপীড়ায় বিশেষ হিতকর। পুষ্পের প্রলেপে মস্তকের কণ্ডু প্রশমিত করে। পত্রের প্রলেপ ক্লেদবহুল ক্ষতে, বেদনারহিত স্ফীতি, গলগণ্ডরোগ এবং বিসর্পে হিতকর। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে জড়তা, ঝাপ্‌সা দেখা, চিত্তবৈকল্য, সংজ্ঞাহীনতা, অক্ষিতারকা বিস্তার, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়; এতদ্ভিন্ন অতিবমন সহ বিরেচনও হইয়া থাকে।

Fig.—Wight. Ic., i. t. 67 ; Roxb. Cor. Pl., t. 23 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 202.

Ref.—F. B. I., i. 518 ; B.P., i. 308 ; Roxb. F.I., ii. 450.

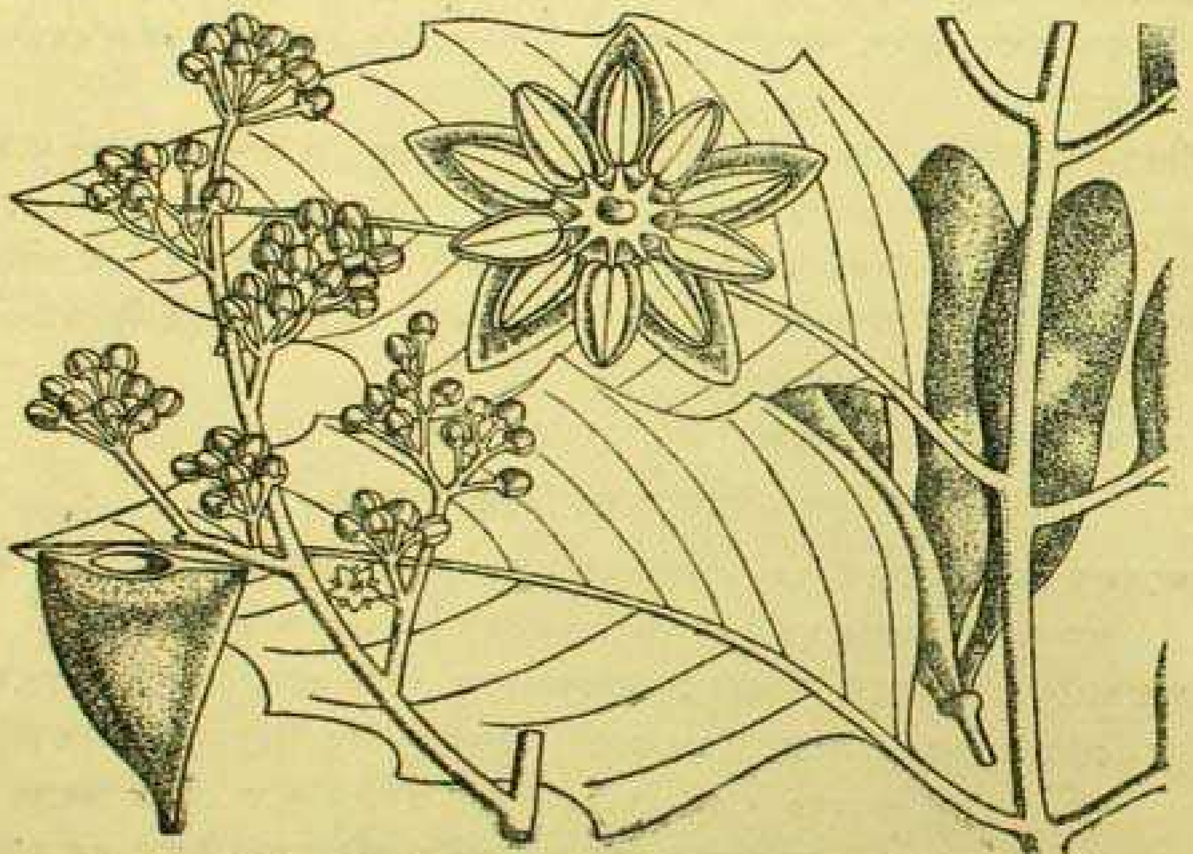

118. Ailanthus excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

XXX. BURSERACEAE.

Genus—BOSWELLIA Rb.

119. B. serrata Roxb. (সালই, লুবান)

ভাষানুসারী নাম :—সল্লকী, সল্লক, কুন্দুরু, গুগ্‌গুলু—সংস্কৃত ; সালই, লুবান্—বাংলা ; সালগা,

CENTRAL LIBRARY

কুন্দর্, সালই, লিভান—হিন্দি ; সলফলি, সলই, সলগা—বোম্বে ; সাল্কি—মহারাষ্ট্র ; ধুপ, মুকুল—গুজরাট ; চিট্টু—কঙ্কণ ; কুন্দ্রিকম্, গুগ্গুলু, মোরাদ্—তামিল ; আন্ডু, আন্ডুকু—তেলেগু ; তেলা—কুন্দিরুকম্—মালয় ; থবি বেন্—ব্রহ্মদেশ।

সল্লকঃ সল্লকী সল্লী সুগন্ধা সুরভিস্রবা।
সুরভির্গজভক্ষ্যা চ সুবহা গজবল্লভা॥
গন্ধমূলা মুখামোদা সুশ্রীকা জলবিক্রমা।
হ্রস্বা কুন্টরিকা চৈব প্রোক্তা ত্র্যস্রফলা চ সা।
ছিন্নরুহা গন্ধফলা জ্ঞেয়া চাষ্টাদশাহ্বয়া॥
সল্লকী তিক্তমধুরা কষায়া গ্রাহিনী পরা।
কুষ্ঠাস্রকফবাতার্শো-ব্রণদোষার্ত্তিনাশিনী।

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—সল্লক, সল্লকী, সল্লী, সুগন্ধা, সুরভিস্রবা, সুরভি, গজভক্ষ্যা, সুবহা, গজবল্লভা, গন্ধমূলা, মুখামোদা, সুশ্রীকা, জলবিক্রমা, হ্রস্বা, কুন্টরিকা, ত্র্যস্রফলা, ছিন্নরুহা, গন্ধফলা এই আঠারটি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—সল্লকী-তিক্ত মধুর রস, বিপাকে কষায় রস, মল সংগ্রাহক, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, কফ, বায়ু, অর্শ এবং ব্রণদোষনাশক।

জন্মস্থানঃ—বেরার, ছোটনাগপুর, হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্য ; মধ্যভারতবর্ষ, রাজপুতানা, নেপাল, দাক্ষিণাত্যের উত্তর ও দক্ষিণ সরকার, কঙ্কণ, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি লম্বা বৃক্ষ। রসে আঠা আছে। ত্বক্ পাতলা। পত্র বিপরীত দিকে অবস্থিত, প্রতিবৎসর পাতা পড়িয়া যায়। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁত যুক্ত, সকল পত্র সমান নহে। ফুল উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, ছোট ও শ্বেতবর্ণ, বহির্বাস ৫টি দাঁতযুক্ত। পাপ্ড়ি ৫টি, নিম্নভাগ সরু, পুংকেশর ১০টি, একটি বড় একটি ছোট। গর্ভাশয় খর্বাকৃতি, তিনভাগে বিভক্ত। পুংকেশরদণ্ড ছোট। ফলে একটি বীজ থাকে, দেখিতে চেপ্টা। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—আঠা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—খান্দেশ দেশে ইহার আঠা হইতে গুগ্গুল্ তৈয়ারী করে। আজমীরের পাহাড়ে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। তথাকার লোকে ইহার আঠাকে গন্ধবিরেজা বলে (Hooker)। সাহাবাদ জেলার ভীলেরা ইহার আঠা হইতে উৎপাদিত গুগ্গুল্ বিক্রয় করিয়া বহু পয়সা উপায় করে। গৃহ সুরভিকরণে ইহার আঠা ব্যবহৃত হয়। বাংলায় ইহাকে কঙ্কণ-ধূপ বলে। ইহার আঠার সহিত নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া পারদঘটিত ঘায়ে প্রয়োগ করা হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে সঙ্কোচক ও ধারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock)। সালই—উত্তেজক, সর্দি নিবারক, মূত্রকর ও উদরাময় নিবারক এবং পুরাতন উদরাময়, রক্ত-আমাশয় ও অম্লরোগে হিতকর (Moodeen Sheriff)। ইহার আঠা বাহ্য প্রয়োগ

করিলে 'বাগি' বসিয়া যায়। ইহার তৈল ১০-২০ ফোঁটা গণোরিয়া রোগে হিতকর। ইহার মলম পুরাতন ক্ষত ও বাগি উপশম করে। ইহার আঠা ঘৃত সংযোগে উপদংশ রোগে হিতকর। ইহার আঠাকে Gundha-ferosah বলে। ইহা বাব্লার গঁদের সহিত মিশ্রিত করিয়া অতিশয় শ্বাসকষ্ট রোগে ব্যবহৃত হয়। আঠা ১ ড্রাম মাত্রায় অধিকদিন ব্যবহার করিলে স্থূলতা-রোগ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ইহা ঘর্মকারক, প্রস্রাবকারক, সঙ্কোচক, ঋতুস্রাবকারক, বাতে, স্নায়বিক দৌর্বল্যে এবং চর্মরোগে উপকারী।

Fig.—Colebr., Asiatic. Res., ix. 379, t. 5 ; Kirtikar & Basu, Ind.Med. Pl., t. 209.

Ref.—F. B. I, i., 528 ; B. P. i, 310 ; Roxb. F.I. ii. 383.

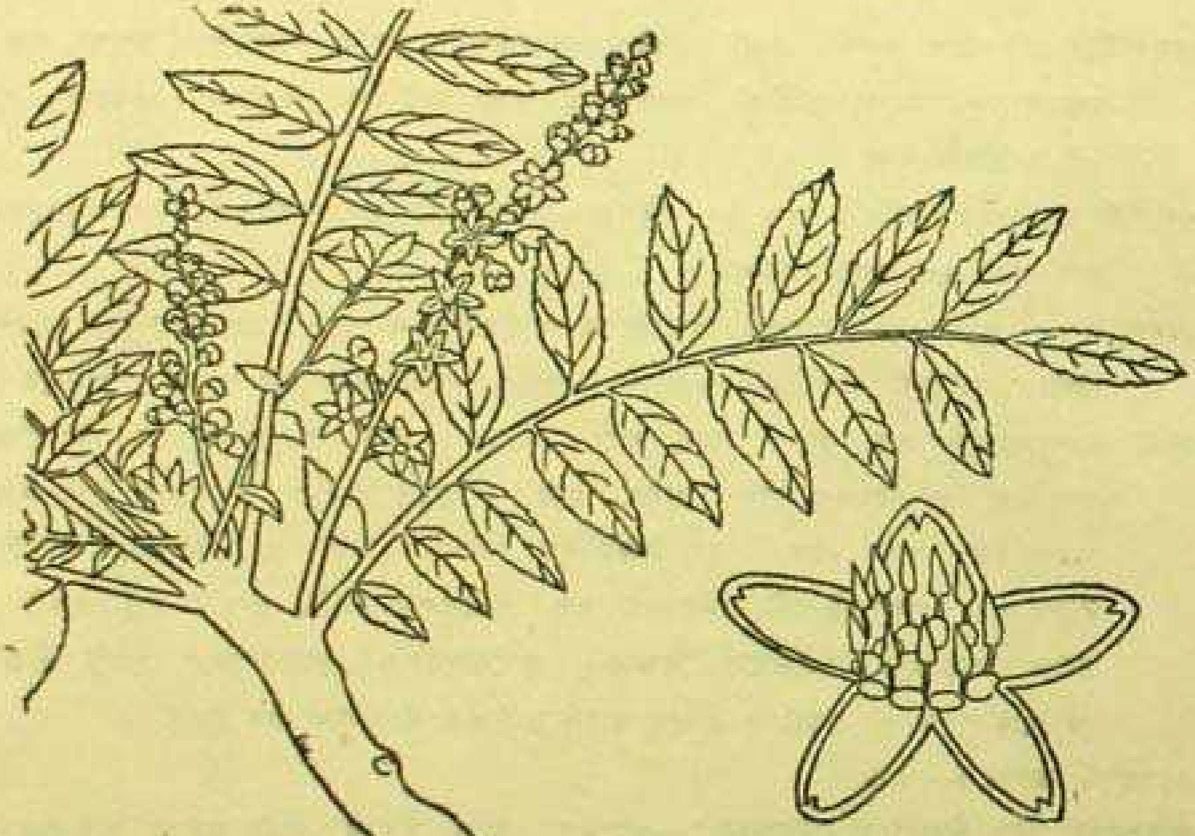

119. Boswellia serrata Roxb. (সালই, লুবান)

Genus—GARUGA Rb.

120. G. pinnata Roxb. (জুম্)

ভাষানুসারী নাম :—জুম্, টুম, খারপৎ, নীলভাদি—বাংলা ; ঘোগঁব, কাইকর্—হিন্দি ;

CENTRAL LIBRARY

মোহি—উড়িয়া ; বন্‌খুর, কুবুক, কাবুত্‌—বোম্বে ; কুরুক্‌—মহারাষ্ট্র ; কুসিম্ব—গুজরাট ; কেম্বু, করভদ্মু—তামিল ; গারুগ, গোরুগো, গোরুগু—তেলেগু ; হল—কাণপুর ; কটু-কলেসম্বম—মালয় ; চিন্‌ক্‌—ব্রহ্মদেশ ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—৩০-৪০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ, তলায় শিকড়ের দিকে মাটির উপর গুঁড়ির অংশ প্রায়ই চওড়া তক্তার আকার ধারণ করে (Plank buttress)। গাছের ছাল প্রায় ১ ইঞ্চি পুরু ও নরম। ভিতরের দিকে লালবর্ণ, বহির্ভাগ ধূসরবর্ণ। পত্র ১ ফুট, নূতন পত্র কোমল ও লোমযুক্ত। পত্রের শিরা লম্বা, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল পীতবর্ণ, ফুলের বহির্বাস দাঁতযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, কোমল লোমাবৃত ; ফুলের গোড়া সবুজবর্ণ লোমযুক্ত পাপ্‌ড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত। পুংকেশর পাপ্‌ড়ির ন্যায় লম্বা। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি, বহির্বাসের সহিত যুক্ত। পুংকেশর সমান, ১০টি। গর্ভাশয় খর্বাকৃতি, অপ্রশস্ত, ৪-৫ ভাগে বিভক্ত। গর্ভদণ্ড লোমযুক্ত। ফল কৃষ্ণবর্ণ। দেখিতে অনেকটা বহেড়া ফলের ন্যায়। ফলের তলদেশ অল্প সরু ও ফল নরম, ফলের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে একটি করিয়া বীজ থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পত্র থাকে না। এপ্রিল ও মে মাসে নূতন পত্র ও ফুল হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, পাতার রস ও পাতা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বোম্বাইয়ের লোকেরা ইহার ছালের রস চক্ষুর তিমির-দৃষ্টি-রোধ আরাম করিতে ব্যবহার করে। কঙ্কণ দেশে ইহার পাতার রস, বাসক পাতার রস ও নিশিন্দা (Vitex trifolia) পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হাঁপানী রোগে প্রয়োগ করে (Dymock)। বোম্বাইয়ের লোকেরা ইহার ফল তরকারীতে ব্যবহার করে।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়**—

ফল—অগ্ন্যুদ্দীপক।

পাতার রস—মধু সহ ব্যবহারে হাঁপানিতে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., iv.t. 33 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 210.

Ref.—F. B.I., i. 528 ; Roxb. F. I., ii. 400 ; B.P., i. 311 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 318, ; Voigt. H. S., 150 ; Prain. H. H., 186.

CENTRAL LIBRARY

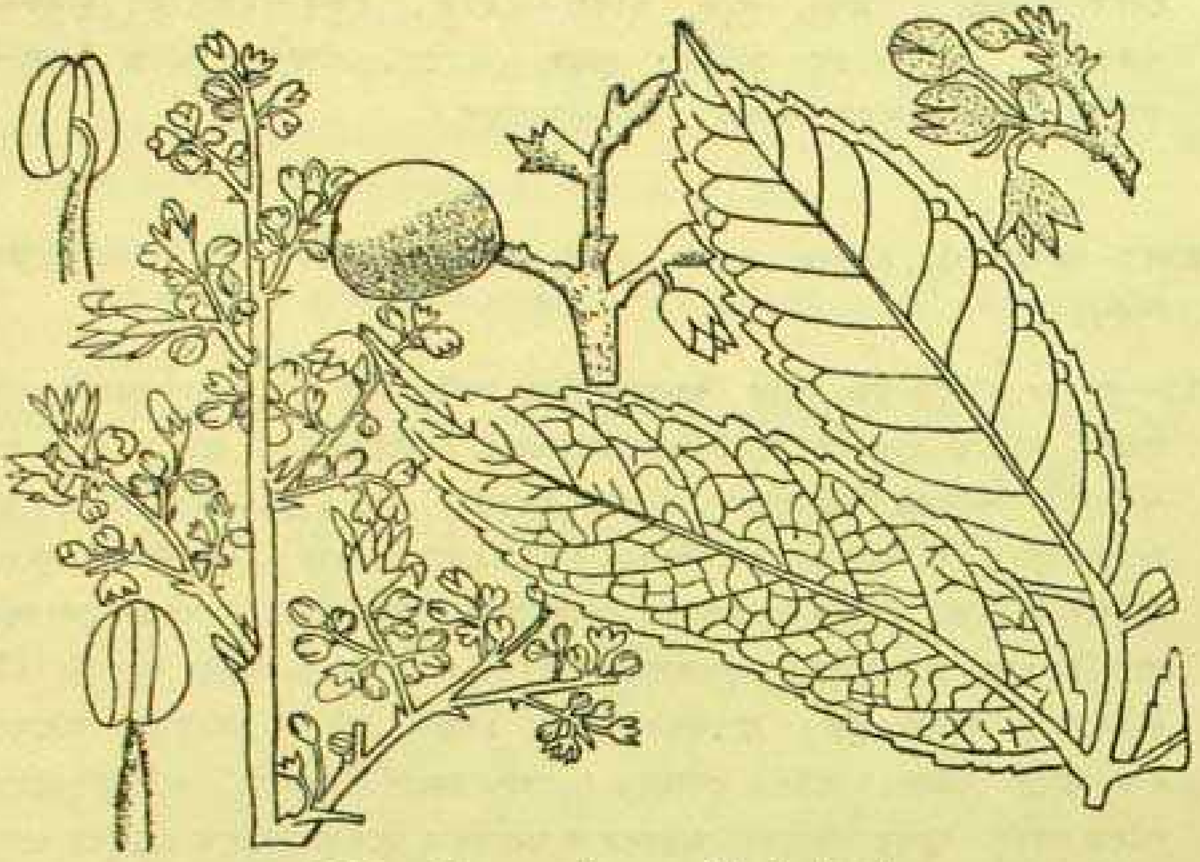

120. Garuga pinnata Roxb. (জুম)

XXXI. MELIACEAE.

Genus—AGLAIA Lour.

121. A roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)

ভাষানুসারী নাম :—প্রিয়ঙ্গু—বাংলা ; প্রিয়ঙ্গু—সংস্কৃত ; প্রিয়ঙ্গু—হিন্দি ; চোক্কালা—তামিল ; পিয়ঙ্গু-ছাবাঙ্গা, এরা-অড়গা—তেলেগু ; গহলা—বোম্বে ; প্রিয়ঙ্গু—গৌড় ।

প্রিয়ঙ্গু ঃ ফলিনী শ্যামা প্রিয়বল্লী ফলপ্রিয়া ।
গৌরী গোবন্ধনী বৃত্তা কারম্ভা কঙ্গু কঙ্গুনী ॥
ভঙ্গুরা গৌরবল্লী চ সুভগা পর্ণভেদিনী ।
শুভা পীতা চ মঙ্গল্যা শ্রেয়সী চাঙ্গভূমিতা ॥
প্রিয়ঙ্গু ঃ শীতলা তিক্তা দাহপিত্তাস্রদোষজিৎ ।
বান্তিভ্রান্তিজ্বরহরা বক্ত্রজাড্যবিনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টু ঃ । চন্দনাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, শ্যামা, প্রিয়বল্লী, ফলপ্রিয়া, গৌরী, গোবন্দনী, বৃত্তা, কারম্ভা, বঙ্গু, বঙ্গুনী, অঙ্গুরা, গৌরবল্লী, সুভগা, পর্ণভেদিনী, শুভা, পীতা, মঙ্গল্যা, শ্রেয়সী,—এই ১৯টি নাম।

গুণপর্যায় :—প্রিয়ঙ্গু—শীতবীর্য, তিক্তরস, দাহ, পিত্ত, এবং রক্তদোষনাশক। বমন, মোহ এবং জ্বরনাশক। মুখের অভ্যন্তরে কফের উপলিপ্ততা (মুখের জড়তা) নাশক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, কঙ্কণ ; জাভা, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ।

বর্ণনা :—বড় গাছ। গাছের ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। পাকা ছাল পেয়ারা গাছের মত খসিয়া যায়। কাষ্ঠ লালবর্ণ। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি, পত্রিকা ১½—৪½ ইঞ্চি লম্বা, ২¾ ইঞ্চি চাওড়া। ফুল ⅓½ ইঞ্চি, বহির্বাস পীতবর্ণ, লোমাচ্ছাদিত, ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি, পীতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। ফল ⅓ ইঞ্চি, জামের মত। বীজ ১-২টি হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও বীজ।

বৈদ্যকে প্রিয়ঙ্গুর ব্যবহার।

চরক :—(১) **রক্তপিত্তে** প্রিয়ঙ্গু :—রক্তচন্দন ও প্রিয়ঙ্গু সমভাগে লইয়া, তণ্ডুলোদকে পেষণপূর্বক শর্করাসহ পান করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** প্রিয়ঙ্গু :—প্রিয়ঙ্গুকল্ক মধু ও তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায়। রোগী জাঙ্গলমাংস অর্থাৎ ছাগাদি মাংসের যূষ পান করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) **কফ-বিসর্পে** প্রিয়ঙ্গু—কফবিসর্পে, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু পেষণপূর্বক ঘৃতাপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **রক্তপিত্তাতিযোগ** প্রশমন দ্রব্যের মধ্যে প্রিয়ঙ্গু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :— **রক্তপিত্তে** প্রিয়ঙ্গু পুষ্প—প্রিয়ঙ্গু পুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, রক্তপিত্ত হইতে আরোগ্য লাভ করা যায় (রক্তপিত্ত চিঃ)।

বঙ্গসেন :—**পরিণামশূলে** প্রিয়ঙ্গুপত্র—বমনার্ত পরিণামশূলীকে প্রিয়ঙ্গুপত্রকাথ সেবন করাইবে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল—মিষ্ট, ধারক, বলকারক ও স্নিগ্ধকর। ফল খাইলে কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব নিবারণ করে। ফল—পিত্তনাশক, অম্ল, এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর। বীজ ফলের তুল্য গুণবিশিষ্ট (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—স্নিগ্ধকর, সঙ্কোচক, প্রদাহে ও কুষ্ঠরোগে উপকারী।

Fig.—Beddome, Fl, Sylv., t. 130 ; Wight, Ic. t. 166 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 222.

২৯

Ref.—F. B. I., i. 555 ; B. P. I., 317 ; Dymock, Pharm. Ind., 342 ; Watt, I, Pt. i.

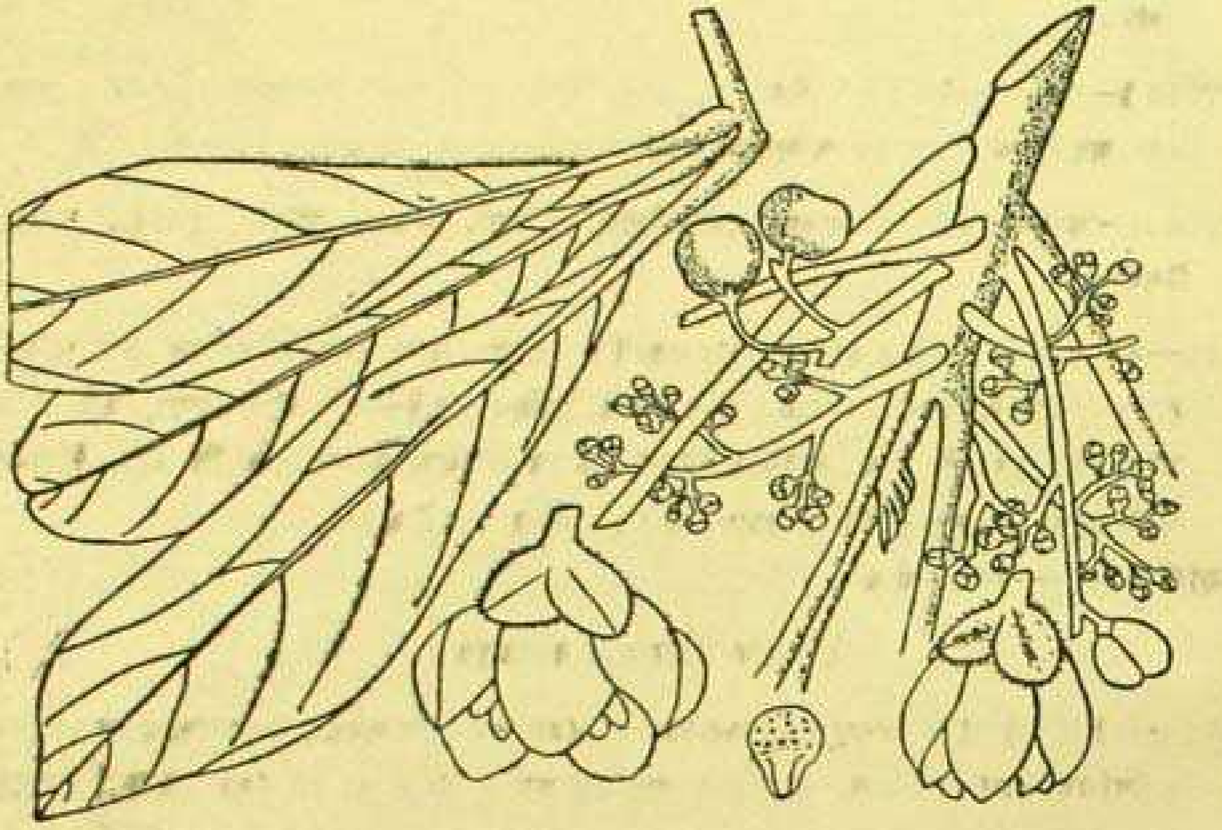

121. Aglaia roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)

Genus—MELIA Linn.

122. M. azadirachta indica. A. Juss. (নিম্ব)

ভাষানুসারী নাম :—নিম্ব, প্রভদ্র—সংস্কৃত ; নিম, নিম্ব—বাংলা ; নিম্—হিন্দি ; বালনিম্ব—বোম্বে ; ভেপ্পুম্সরম্—তামিল ; বেপচেট্ট, সাপা—তেলেগু ; নিম্—উর্দ্দু ; নিমগাছ—গৌড় ; আজদারাক্তে হিন্দি—পারস্য।

অথ নিগদিতঃ প্রভদ্রঃ পিচুমন্দঃ পারিভদ্রকো নিম্বঃ।
কাকফলঃ কীরেষ্টো নেতাঽরিষ্টশ্চ সর্বতোভদ্রঃ॥
ধমনো বিশীর্ণপর্ণো পবনেষ্টঃ পীতসারকঃ শীতঃ।
বরতিক্তোঽরিষ্টফলো জ্যেষ্ঠামালকশ্চ হিঙ্গুনির্যাসঃ॥
ছর্দনশ্চাগ্নিধমনো জ্ঞেয়া নাম্নান্তু বিংশতিঃ॥
প্রভদ্রকঃ প্রভবতি শীততিক্তকঃ কফব্রণক্রিমিবমি শোফশান্তয়ে।
বলাসভিদ্বহুবিষপিত্তদোষজিদ্ বিশেষতো হৃদয়বিদাহশান্তিকৃৎ॥
রাজনির্ঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—প্রভদ্র, পিচুমন্দ, (মর্দ) পারিভদ্রক, নিম্ব, কাকফল, কীটেষ্ট, নেতা, অরিষ্ট, সর্বতোভদ্র, ধমন, বিশীর্ণপর্ণ, পবনেষ্ট, পীতসারক, শীত, বরতিক্ত, অরিষ্টফল, জোষ্ঠামলক, হিঙ্গুনির্যাস, ছর্দন, অগ্নিধমন—এই ২০টি নাম।

গুণপর্যায় :—প্রভদ্রক—শীতবীর্য, তিক্তরস ; কফ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি, ও শোথনাশক। শ্লেষ্মা তরলতাকারক (জমাট শ্লেষ্মা তরল করে), বহুপ্রকারের বিষদোষ ও পিত্তদোষ, নাশক, বিশেষতঃ শরীরের জ্বালা নিবারক (বুকজ্বালা)।

জন্মস্থান :—ভারতের সকল স্থানেই জন্মে, বঙ্গদেশ, বর্মা, হুগলী, হাওড়া, ও ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বৃহদাকার বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের গুঁড়ি সরল, শাখাপ্রশাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত। পত্র ৮-১৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-১½ ইঞ্চি চওড়া, ৯-১৪ জোড়া, দণ্ডের দুইদিকে হয়। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, মধুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, ⅙-⅕ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ হয়। গর্ভাশয়ে ৩টি বিভাগ আছে। প্রত্যেক ফলে একটি বীজ হয়। ফেব্রুয়ারী—এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন-আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, শিকড়ের ছাল, ফুল, ছোট ফল, বীজ, পত্র, আঠা ও তাড়ি।

বৈদ্যকে নিম্বের ব্যবহার।

চরক :—কুষ্ঠে নিম্ব—নিমছাল ও তিক্ত পটোলের লতাপাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া কুষ্ঠরোগীকে পান করাইবে। কুষ্ঠরোগীর স্নানীয় ও পানীয় জলও নিমছাল ও পলতা দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ব্যবহার করাইবে (চিঃ ৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) জাতনবে **কুষ্ঠে** নিম্ব :—যে কুষ্ঠীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে তাহাকে নিমছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **মূত্রমেহে** নিম্ব :—যাহার মূত্রমেহ হইয়াছে সে নিমছালের কাথ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **অরুংষিকা** রোগে নিম্ব—অরুংষিকা রোগে রক্তস্রাব করাইয়া তদনন্তর নিমছালের কাথ সেবন করাইবে (চিঃ ২০ অঃ)। (৪) **পদ্মিনীকণ্টক** রোগে নিম্ব—পদ্মিনীকণ্টক নামক চর্মরোগে নিমছাল ও সোণালুপাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথ দ্বারা রুগ্ন অঙ্গ মর্দন করিবে (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) **দাহজ্বরে** নিম্ব—দাহযুক্তজ্বরে পীড়িত ব্যক্তিকে নিমপাতার কাথ গুড়যোগে পান করাইয়া বমন করাইবে (উঃ ৩৯ অঃ)। (৬) **কফজতৃষ্ণায়** নিম্বপুষ্প—কফজতৃষ্ণা নিরূপণপূর্বক নিমফুলের উষ্ণ কাথ পান করাইবে। ইহাতে বমন দ্বারা তৃষ্ণানিবৃত্তি হয় (উঃ ৪৮ অঃ)।

হারীত :—(১) **বাতরক্তে** নিম্বপত্র—নিম্বপত্র ও তিক্ত পটোলের লতাপাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া বাতরক্ত রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা দোষের পাচক ও শামক (চিঃ ২৫ অঃ)। (২) **ব্রণশোধনার্থ** নিম্বপত্র—মধুর সহিত পিষ্ট নিম্ব পত্রের প্রলেপ দিলে ব্রণের কদর্যস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া ক্ষতশুদ্ধি হয় (চিঃ ৩৫ অঃ)। (৩)

CENTRAL LIBRARY

বিষপ্রতীকারে নিম্বফল—নিম্বফল উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ জয় করা যায় (চিঃ ৫৫ অঃ)। এখানে বিষ শব্দে প্রকরণাধীন স্থাবর বিষ বুঝিতে হইবে।

বাগ্‌ভট—(১) **টাক ও কেশের অকালপক্কতা নিবারণার্থ** নিম্বতৈল—আহার-বিহারাদিতে মিতাচার অবলম্বনপূর্বক দুগ্ধমাত্রভোজী, একমাস নিম্বতৈলের নস্য গ্রহণ করিবে। ইহা খালিত্য ও পলিত নাশক (উঃ ২৪ অঃ)। (২) **ব্রণশোধনার্থ** নিম্বপত্র—মধু, তিল ও নিম্বপত্র উত্তম ক্ষত সংশোধক (উঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্তঃ—(১) **উর্দ্ধকোঠাদিতে** নিম্বপত্র—গব্যঘৃতের সহিত নিম্বপত্রচূর্ণ কিম্বা নিম্বপত্র ও আমলকী পেষণপূর্বক সেবন করিলে, বিস্ফোট, কোঠ, ক্ষত, শীতপিত্ত, কণ্ডূ (চুলকনা) এবং অম্লপিত্ত নাশ করে (অম্লপিত্ত চিঃ)। (২) **কামলারোগে** নিম্ব—নিমছালের বা নিমপাতার রস মধুযোগে প্রাতঃকালে পান করিলে, কামলারোগ প্রশমিত হয় (পাণ্ডু চিঃ)।

বঙ্গসেনঃ—(১) কফজ **হৃদ্রোগে** নিম্ব—বচ ও নিমছালের কাথ পান করাইয়া কফজ হৃদ্রোগীকে বমন করাইবে (হৃদ্রোগাধিঃ)। (২) **নেত্র রোগে** নিম্ব—নিমপাতা ও কিঞ্চিৎ শুঁঠ, জলের ছিটা দিয়া একত্র পেষণপূর্বক সৈন্ধবলবণ যোগে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া, ঈষদুষ্ণাবস্থায় মুদ্রিত চক্ষুতে সূক্ষ্মবস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রের কণ্ডূ, স্ফীতি ও ব্যথা নিবারক (নেত্ররোগাধিকারঃ)। (৩) **শিশুর জ্বরে** নিম্ব—মধু গব্যঘৃত সহ নিম্বপত্র দগ্ধ করিবে। ইহার ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইলে জ্বর নিবৃত্তি পায় (বালরোগাধিকারঃ)।

ভাবপ্রকাশঃ—(১) দ্রব্য বিশেষ **পরিপাকার্থ** নিম্ববীজ—মোয়া, বেল, রাজাদন পরুষক (ফলসা), খর্জ্জুর, কপিত্থ, ঘৃত ও তক্র পরিপাক করিবার জন্য নিম্ববীজ সেব্য। (২) **ক্রিমিরোগে**—নিম্বপত্ররস মধুসহ সেবন করিবে। ইহা ক্রিমিনাশক (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) **রক্তপিত্তে** নিম্বপত্র—রক্তপিত্তীকে শাকার্থ নিম্বপত্র ব্যবস্থা করিবে। (৪) **ব্রণের ক্রিমি** নাশার্থ নিম্ব—ক্ষতের ক্রিমি নষ্ট করিবার জন্য নিম্ব (তৈলই প্রশস্ত) কিম্বা হিঙ্গু লেপন করিবে (মঃ খঃ ৩য় ভাঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—পাতা বাটিয়া গরম করিয়া ফোড়ায় দিলে এবং বসন্তের গুটিতে দিলে আরাম হয়। অপক্ক ফোড়ায় নিমের পাতা তিলের সহিত পুল্‌টিস্ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। নিমের তৈল সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। নিমের আঠা উত্তেজক। নিমের গাঁজার রস উদরাময়ে হিতকর। নিমের ফল, ফুল, পাতা, ছাল ও শিকড় প্রভৃতিকে পঞ্চনিম্ব বলে। নিমের শাখার বাতাস হাম ও পারদঘটিত রোগ আরাম করে। কথিত আছে, বৎসরের প্রথমে কেহ ৫-৮টি নিম্বপত্র ভক্ষণ করিলে সে বৎসরে তাহার আর কোন রোগ হয় না। আরও কথিত আছে যে, পৃথিবী হইতে যখন দেবতাদের ব্যবহারের জন্য অমৃত স্বর্গে লইয়া যাওয়া হয়, তখন উহার কয়েক ফোঁটা এই গাছে পড়িয়াছিল—এইজন্য নিমের আর একটী নাম 'অমৃত'।

নিমের তৈল ৫ ফোঁটা পরিমাণ দিবসে ২ বার খাইলে পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, পারাদোষ, কুষ্ঠ, ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়। কচি নিমপাতা অর্দ্ধআনা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া উক্ত বটিকা যষ্টিমধুচূর্ণ এবং জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবন করিলে বসন্তরোগ আরাম হয়। নিমের ফুল ও পাতা বাটিয়া গরম করিয়া কপালে প্রলেপ দিলে বায়ুরোগগ্রস্ত শিরঃপীড়া আরাম হয়। নিমের আঠা সর্দি, কাসি ও বক্ষ পীড়ায় হিতকর। ইহা অতিশয় বলকারক। ছোটগাছের ছালের চেয়ে বড়গাছের শিকড়ের ছাল বেশী উপকারী। প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় নিমের কাথ দ্বারা ধৌত করিলে সূতিকাদোষ বিনষ্ট হয়। নিমের পাতা পোকা নষ্ট করে। ইহা পুস্তকের পাতায় দিলে আর পোকা ধরিতে পারে না।

নিমের অরিষ্ট :—মাটির ভিতরের শিকড়ের ছাল ৪ আউন্স লইয়া গুঁড়া করিয়া ১ পাইট Alcoholএ এক সপ্তাহ ভিজাইতে হইবে, মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হইবে, তৎপরে ছাঁকিয়া লইলে অরিষ্ট (Tinture) হয়।

ফুলের কাথ :—৩ আউন্স ফুল, ১ পাইণ্ট গরম জলে ফেলিয়া পাত্রটি ১ ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিলে ফুলের কাথ হয়।

মাত্রা—কাথ ১½-৩ আউন্স ; অরিষ্ট ৩ ড্রাম; গুঁড়া ২ ড্রাম; প্রত্যেক ঔষধ ৩ বার সেব্য। নিমের শাখা ও কাণ্ড হইতে খেজুর গাছের রস বাহির করিবার ন্যায় যে রস বাহির করা হয় উহাকে নিমের তাড়ি বলে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—তিক্তরস, রসায়ন, সঙ্কোচক।

ছাল, মূলের ছাল এবং কচিফল—রসায়ন।

পাতা—ফোড়ায় প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়।

পত্র কল্ক—বিষদোষ নাশক, ক্ষতরোগ এবং একজিমায় উপকারী।

আঠা—স্নিগ্ধতাকারক, রসায়ন, চক্ষুরোগে উপকারী।

শুষ্ক ফুল—রসায়ন, অগ্নিদীপক।

তৈল—উত্তেজক, বিষদোষনাশক। বাত ও চর্মরোগে উপকারী।

ছাল, আঠা, পাতা এবং বীজ—সর্পদংশনে এবং বোল্‌তা, ভীমরুলের দংশনে উপকারী।

রসপূর্ণ ফল—বিরেচক, স্নিগ্ধতাকারক, ক্রিমিনাশক।

Fig.—Bot. Mag., xxvii. t. 1066. Beddome, Fl. Sylv., t. 14 ; Wight, I. C., t. 17 ; Rheede, Hort. Mal., iv. t. 52.

CENTRAL LIBRARY

Ref.—F. B. I., i. 544 ; Roxb., F. I., ii. 394. ; B. P., i. 314 ; Watt. v. Pt. I, 211 ; Prain, Hooghly Howrah, 185 ; Voigt H. S., 133.

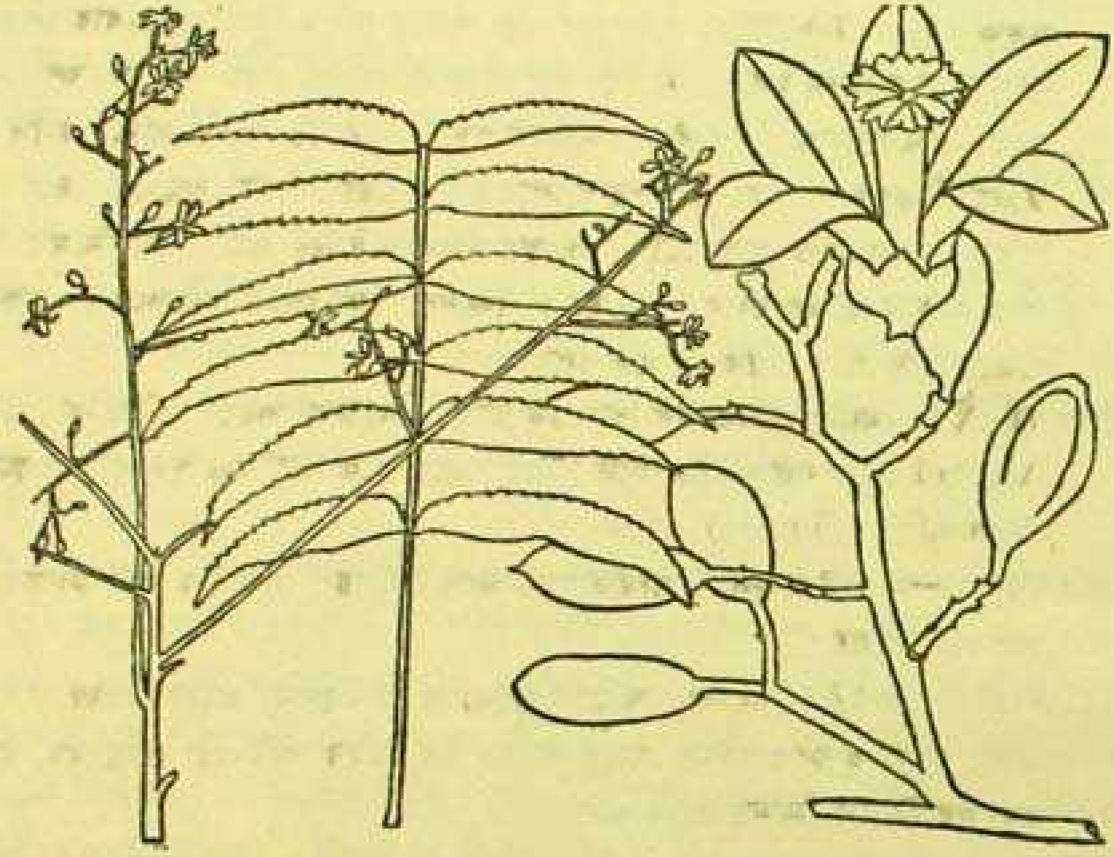

122. Melia azadirachta indica. A. Juss. (নিম্ব)

123. M. azedarach Linn. (ঘোড়ানিম)

ভাষানুসারী নাম :—গিরিনিম্ব, মহানিম্ব—সংস্কৃত ; ঘোড়ানিম—বাংলা ; মহানিম্ব, বকায়ন—হিন্দি ; ফলিতমহানিম্ব্, গোরানিম্ব্—মহারাষ্ট্র ; কয়াহেব্বেভ্—কর্ণাট ; পাহাড়ে নিম—গৌড় ; মালাই-ভেম্ব্, ভুবক্‌ভেপা, মালাইভেপ্পম্—তামিল ; মালিয়া-ভেপাম্, মকানিম্, কোণ্ডবেপ্প—তেলেগু ; হবুল্‌বন্—আরব।

কৈড়র্য্যোঽন্যো মহানিম্বো রামণো রমণস্তথা।
গিরিনিম্বো মহারিষ্টঃ শুক্রশালঃ কফাহ্বয়ঃ॥
কৈড়র্য্যঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ঃ শীতলো লঘুঃ।
সন্তাপশোষকুষ্ঠাস্র—ক্রিমিভূতবিষাপহঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কৈড়র্য্য, রামণ, রমণ, গিরিনিম্ব, মহারিষ্ট, শুক্রশাল,—এই ছয়টী নাম।

গুণপর্য্যায় :—কৈড়র্য্য—কটুতিক্তরস, বিপাকে কষায় রস। শীতবীর্য, লঘুপাক, ক্লেশ, শোষ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্রিমি, ভূতগ্রহ এবং বিষদোষ নাশক।

CENTRAL LIBRARY

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশের ২০০০-৩০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায় ; উত্তর ভারতে বহু পরিমাণে জন্মে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে রোপিত আছে। বেলুচিস্তানের পার্বতীয় প্রদেশে জন্মে।

বর্ণনা :—অতি বৃহৎ বৃক্ষ, ৪০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৯-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ২½-৩ ইঞ্চি লম্বা, ½-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত। পত্রপ্রান্ত করাতের ন্যায়। এই নিমের পাতা দেশী নিমের পাতা অপেক্ষা ছোট, কিন্তু বিস্তারে বড়, ফুল মধুগন্ধ বিশিষ্ট ; ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা। গাছের পাতা বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ফলে একটি বীজ হয়। কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত। ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ। ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ হয়, ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ফুল হইয়া থাকে। ফল নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ছাল, ফুল, ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই নিমকে পারস্যদেশীয় নিম বা পাহাড়ী নিম বলে। ইহার ফুল ও পাতা বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে স্নায়বিক মাথাধরা আরাম হয়। পাতার রস ক্রিমিনাশক ও মূত্রকর (Dymock)। ইহার পাতার ক্বাথ আমেরিকায় হিষ্টিরিয়া রোগে ব্যবহার করে ; ইহা ধারক ও পেটের পীড়া নিবারক। পাচড়ার উপর ইহার পাতার প্রলেপ দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। ছাল ও পাতা কুষ্ঠ ও চুলকা রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজ বাতরোগে হিতকর। বোম্বে প্রদেশের সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য ইহার বীজের মালা দরজায় ঝুলাইয়া রাখে। শিকড়ের ছাল ক্রিমি-নিবারক। ৪ আউন্স পরিমাণ ছাল ২ পাউণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া ১ আউন্স থাকিতে নামাইয়া যে ক্বাথ হয় উহার অল্পপরিমাণ ৩ ঘণ্টা অন্তর শিশুদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কয়েকদিন সেবন করাইলে উদরাময় ও সর্দি আরাম হয়। আমেরিকায় শুষ্ক ফলের ক্বাথ ক্রিমিনাশক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ফলের শাঁস অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইলে অগ্নিদাহজনিত যন্ত্রণা ও ক্ষত আরাম হয়। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত নহে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে সংজ্ঞাহীনতা, তিমিরদৃষ্টি, চক্ষের তারকা বিস্তৃত হয়। ইহা বমনকারক ও বিরেচক। ৬টি কিম্বা ৮টি বীজ খাইলে কলেরার ন্যায় ভেদ হয়, এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। নিমপাতা শ্লেষ্মা তরল করে। ইহা খাইলে বুক-জ্বালা আরাম হয়। নিমফল ভেদক ও মূষিক-বিষনাশক। ইহার পাতা বসন্তরোগে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল, ছাল, ফল ও পত্র—দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি বর্দ্ধক, দ্রবকারক, বিষদোষ নাশক।

ফুল ও পত্র—স্নায়বিক মাথাধরা প্রশমনার্থ পুল্‌টিস্ হিসাবে ব্যবহার্য।

পাতার রস—আভ্যন্তর প্রয়োগে ক্রিমিনাশ করে। অশ্মরী (পাথুরী) নাশক, দ্রবকারক, প্রস্রাবকারক, ঋতুকারক।

বীজ—বাতে উপকারী।

তৈল—নিম তৈলের সমগুণ সম্পন্ন।

CENTRAL LIBRARY

ফল, পত্র ও ছাল—কুষ্ঠে এবং গ্রন্থিশোথে (গলগণ্ড) আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যপ্রয়োগে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক ক্রিমিঘ্নবর্গে নিম্ব এবং সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে কৈড়র্য্য পাঠ করিয়াছেন। ইহার ছাল অল্প মাত্রায় তিক্ত, বলকারক, ধারক, জ্বরনিবারক এবং ক্রিমিঘ্ন। শিশুর বৃত্ত ক্রিমিতে এবং প্রাপ্ত বয়স্কের জ্বর ও অজীর্ণে সেব্য। পত্রস্বরস—জ্বর, গ্রহণী, দুর্বলতা, পাণ্ডু, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ডমালাদি রোগে, ব্রণ ও কুষ্ঠে, সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়। নিম্ববৎ ইহারও পত্র অর্ব্বুদাদির বিলীনত্বসাধক। ছালের প্রলেপ মস্তকের কণ্ডু প্রশমিত করে।

Fig.—Bot. Mag., t. 1066; Beddome, Fl. Sylv., t. 13; Bot. Reg., t. 643; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl., t. 219.

Ref.—F. B. I., i. 544; B. P., i. 313; Roxb., F.I., ii. 395; Watt. v. Pt. 1, 211; Prain, H.H., 186.

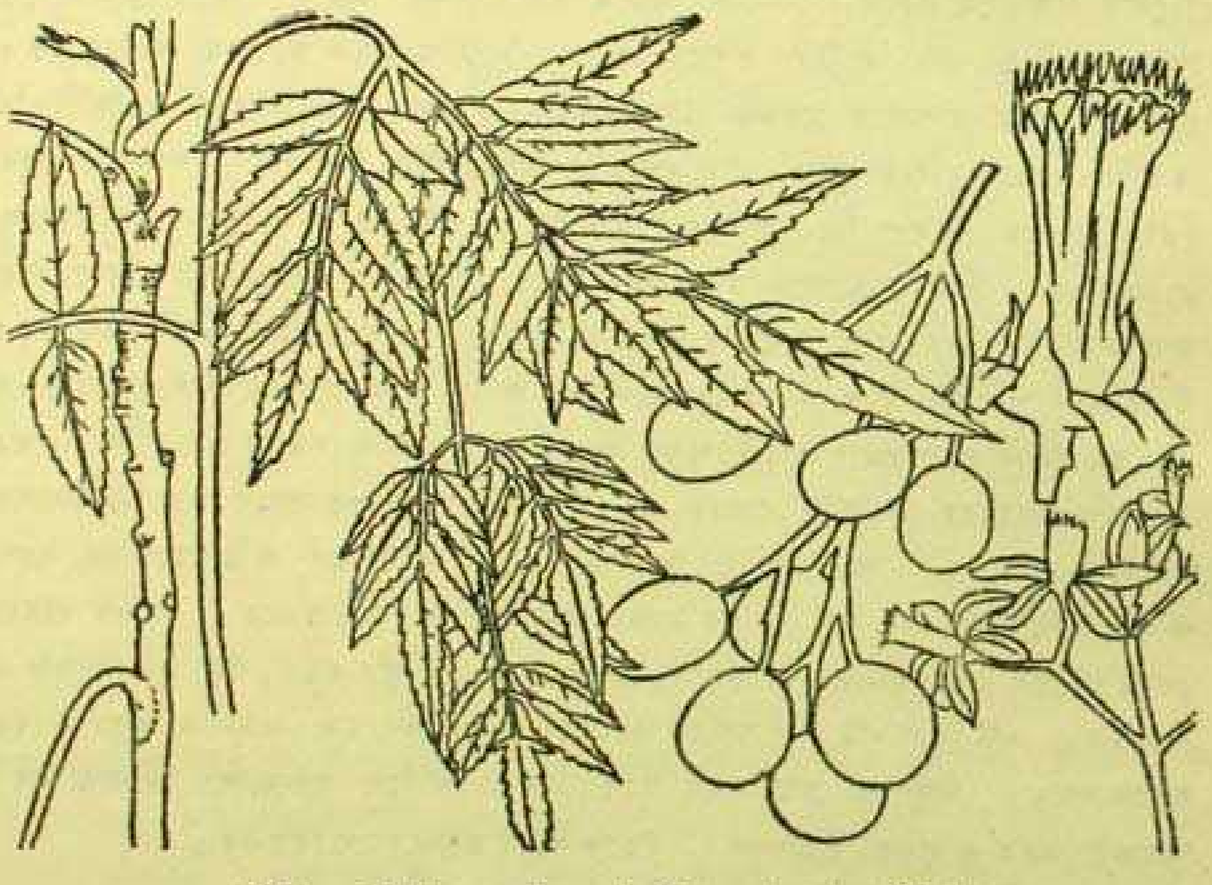

123. Melia azedarach Linn. (ঘোড়া নিম্ব)

Genus—AMOORA Roxb.

124. A. cucullata Roxb. (আমুর-লাতমী)

ভাষানুসারী নাম—আমুর-লাতমী—বাংলা ; থিটৈনী—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্-গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বৃহৎ বৃক্ষ, অতিশয় কম বাড়ে। শাখা-প্রশাখা মসৃণ। পত্র ২-৪ জোড়া। পাতা ৬-১৬ ইঞ্চি ; পত্রিকা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১/২-৩/৪ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ১/৮-১/৪ ইঞ্চি। ফুল ছোট। পুংকেশর-নল বাটির মত, কিনারাগুলি ৬ ভাগে বিভক্ত। পুংকেশরদণ্ড পত্রের সমান লম্বা। স্ত্রীপুষ্প মুকুলে অল্প থাকে। ১/৮-১/৬ ইঞ্চি। পুংপুষ্প ১/৮ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। বহির্বাস তিন ভাগে বিভক্ত, পাপ্‌ড়ি ৩টি। বীজে শাঁস লাগিয়া থাকে। ফল উজ্জ্বল নেবু রঙবিশিষ্ট। অক্টোবর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শরীরের কোন স্থান মচ্‌কাইয়া যাইলে ইহার পাতা ছেঁচিয়া সেই স্থানে বাঁধিয়া দিলে প্রদাহ নিবারিত হয় (Prain, Flora Sundarbon)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছেঁচাপাতা :—মচ্‌কান বেদনায় উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 224 ; Roxb., cor. Pl., iii, t. 258.
Ref—F.B.I., i. 560 ; B.P., i. 316 ; Roxb., F.I., ii., 212 ; Drury, Ind. Fl., i. 164 ; Prain, H.H., 186.

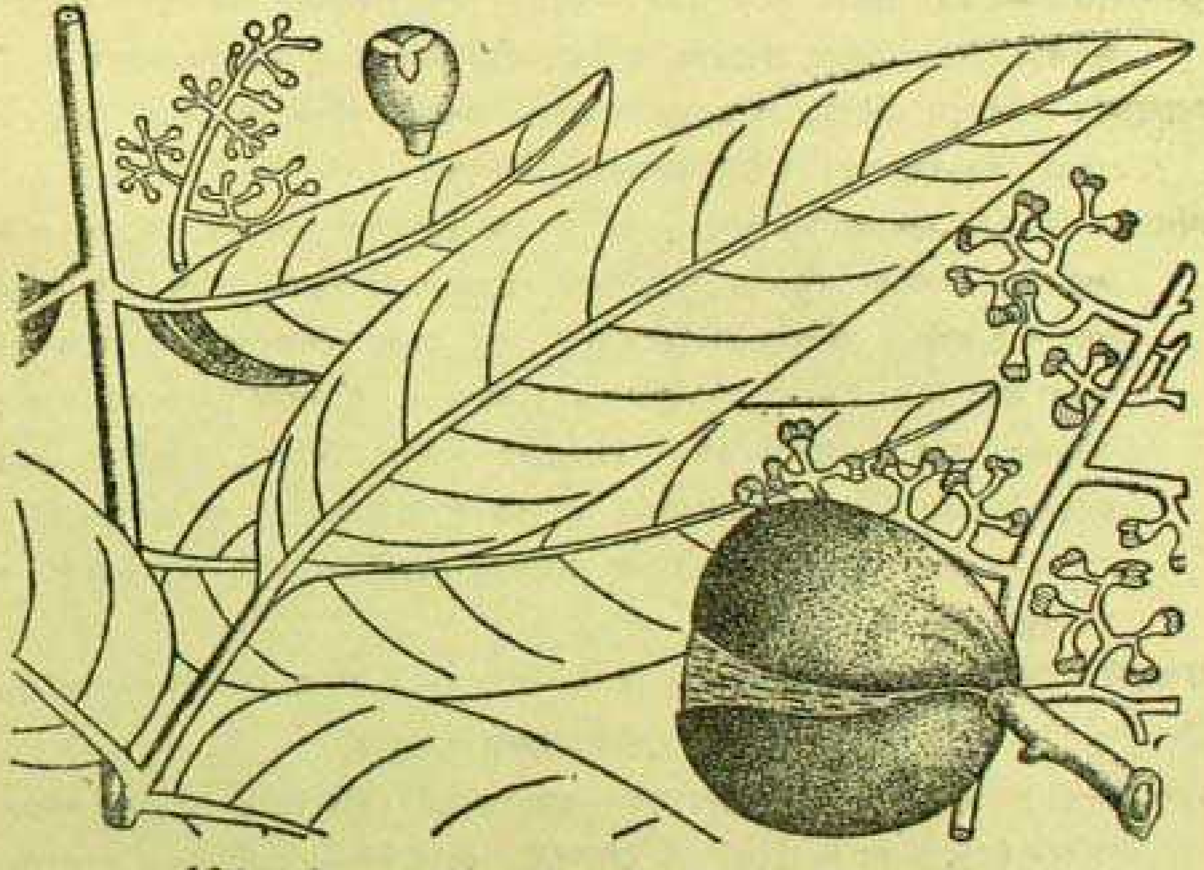

124. Amoora cucullata Roxb. (আমুর-লাতমী)

Genus—APHANAMIXIS.

125. A. polystachya (Wall) Parker. (তিক্তরাজ)

ভাষানুসারী নাম :—তিক্তরাজ, পীতরাজ, রোড়া, রয়না, রোহীতক—সংস্কৃত ; তিক্তরাজ—

বাংলা ; হরিণ, হর—হিন্দি ; রোহীতক, চৌ-আ-মানু—তেলেগু ; দোনিরোহিড়ে—মহারাষ্ট্র ; রোচা, রয়না, রুড়ার—গৌড় ; শুরণ—তামিল।

রোহীতকো রোহিতকশ্চ রোহিতঃ কুশাল্মলির্দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞকঃ।
সদাপ্রসূনঃ স চ কূটশাল্মলির্বিরেচনঃ শাল্মলিকো নবাহ্বয়ঃ॥
সপ্তাহ্বঃ শ্বেতরোহিতঃ সিতপুষ্পঃ সিতাহ্বয়ঃ।
সিতাঙ্গঃ শুক্লরোহিতো লক্ষীবান্ জনবল্লভঃ॥
রোহিতকৌ কটুস্নিগ্ধৌ কষায়ৌ চ সুশীতলৌ।
ক্রিমিদোষব্রণ-প্লীহ-রক্তনেত্রাময়াপহৌ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ॥

নামপর্যায় ঃ—রোহীতক, রোহিতক, রোহিত, কুশাল্মলি, দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক, সদাপ্রসূন, কূটশাল্মলি, বিরেচন, শাল্মলিক—এই নয়টি নাম।—এইগুলি লাল জাতীয় রোহীতক। শ্বেতজাতীয় রোহীতক সাত প্রকার—শ্বেতরোহিত, সিতপুষ্প, সিতাহ্বয়, সিতাঙ্গ, শুক্ল-রোহিত, লক্ষীবান্ ও জনবল্লভ।

গুণপর্যায় ঃ—উভয় প্রকার রোহীতকই—কটুরস, স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, বিপাকে কষায় রস। শীতবীর্য। ক্রিমিদোষ, ব্রণরোগ, প্লীহা, এবং রক্তদোষ ও নেত্ররোগ নাশক।

জন্মস্থান ঃ—আসাম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, অযোধ্যা, কঙ্কন, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমঘাট, বর্মা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ১-৩ ফুট, পত্রিকা ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১$\frac{1}{2}$—৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুংপুষ্পদণ্ড পত্রের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু ছোট বা সমান। পুংপুষ্প $\frac{1}{6}$ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্প $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি লম্বা। ফল মসৃণ, গোলাকার। ফিকে পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ লালবর্ণ। ১-১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা ; নরম ও শাঁসযুক্ত। ফলের বীজ হইতে আয়কর তৈল উৎপাদিত হয়। Hooker সাহেব সিকিম, তেরাই ও কাসিয়াং হইতে যে গাছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার পাতা বড়, পত্রিকা ১২-১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত। বোটানিক্ গার্ডেনে রোহীতক গাছ অনেকগুলি আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—গাছের ছাল, তৈল। মাত্রা—কাথ ৫-১০ তোলা ; কল্ক ২-৮ আনা।

বৈদ্যকে রোহীতকের ব্যবহার।

চরক ঃ—(১) **কফপিত্তমেহে** রোহীতক—কফপিত্তমেহী রোহীতকপুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **প্লীহোদরে** রোহীতক—রোহীতকের শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া হরীতকীর কাথে কিম্বা গোমূত্রে সপ্তরাত্রি স্থাপন করিবে। এই মূত্র বা কাথ সপ্তরাত্রির পর উদ্ধৃত ও বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে, কামলা, গুল্ম, মেহ, অর্শ, প্লীহোদর, সর্বপ্রকার উদররোগ এবং ক্রিমি বিনষ্ট হয় (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) **শ্বেতপ্রদরে** রোহীতক—রোহীতক বৃক্ষের মূলত্বক্, শীতল জলে পেষণপূর্বক শ্বেতপ্রদর রোগাক্রান্ত নারী পান করিবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল ধারক (Watt)। পাকা ফলের তৈল বাত-রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্লীহার পক্ষে হিতকর। রোহীতক নেত্ররোগ নাশক, ক্রিমির ও ব্রণনাশক (ভাবপ্রকাশ)। ইহা যকৃৎ, প্লীহা ও গুল্মরোগনাশক (রাজবল্লভ) ইহার ছাল কটু, রসায়ন, কষায় ও বলবৃদ্ধিকারক।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়** —

ছাল—সঙ্কোচক, প্লীহা ও যকৃৎ রোগে, অর্বুদ এবং পেটের পীড়ায় উপকারী।

বীজের তৈল—বাতে মালিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—রাজনিঘণ্টুতে দুই প্রকার রোহীতকের উল্লেখ আছে। একের অন্যতম নাম, "দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক"—অর্থাৎ ইহার পুষ্পের বর্ণ দাড়িম পুষ্পের মত। অপরের নাম 'সিতপুষ্প'—অর্থাৎ ইহার পুষ্প শুভ্র। প্রথমোক্ত রোহীতকের ফল হইয়া থাকে, অপর প্রকার সিতপুষ্প রোহীতকের ফল হয় না। Watt মহোদয় শ্বেতপুষ্প জাতীয় রোহীতকের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। বসন্তকালেই ইহার ফুল হয়। নিঘণ্টুকারদের মধ্যে পুষ্পকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে।

Fig. :—Beddome, Fl. Sylv., t. 132 ; Griff., I. C. Plant. Asiat., iv, t. 589, Fig. 3 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t., 223.

Ref. :—F. B. I., i. 559 ; Roxb., F. I. ii. 213 ; B.P., i. 316 ; Dymock, Pharm Ind., i. 341 ; Prain, H. H., 186 ; Voigt. H. S., 134

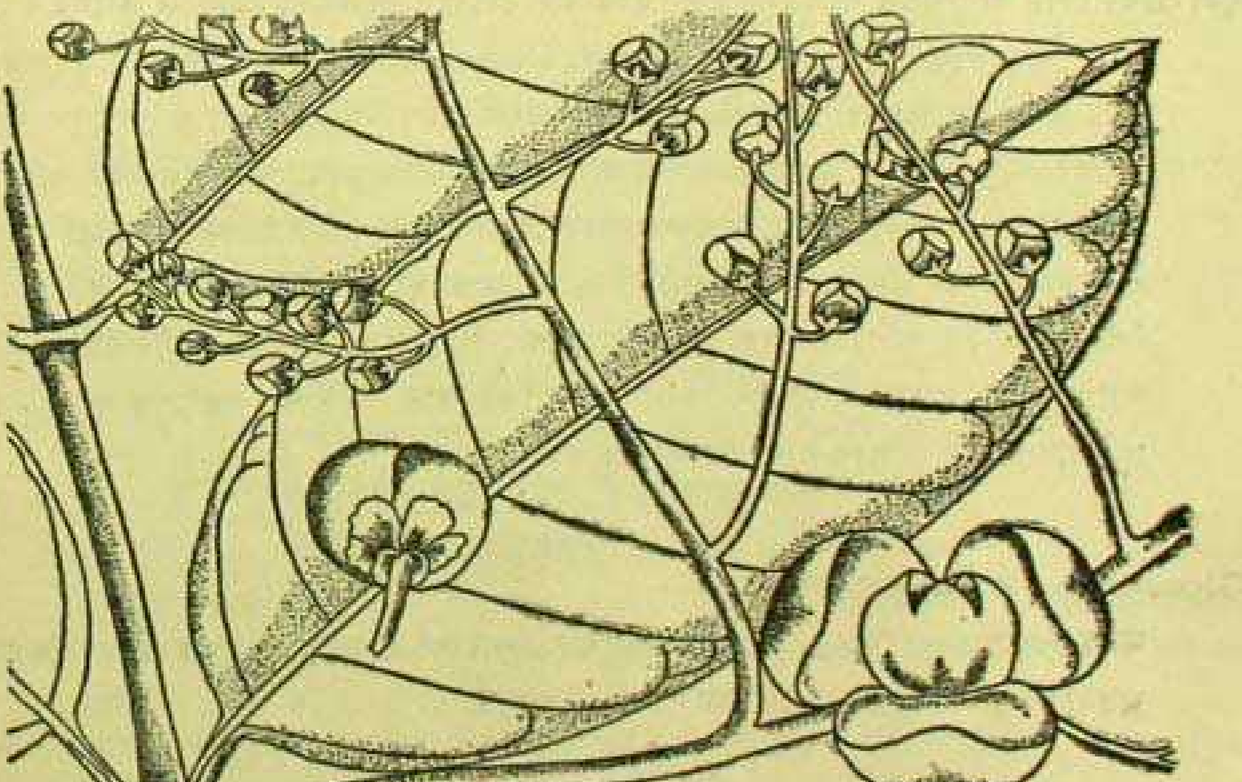

125. Aphanamixis polystachya (wall) Parker. (তিক্তরাজ)

Genus—SOYMIDA Juss.

126. S. febrifuga Juss. (রোহণ)

ভাষানুসারী নাম :—পত্রাঙ্গ, রোহিণী—সংস্কৃত ; রোহণ, রো হিণা, রোড়া—বাংলা ; রোহন, রোহন্না, রোহণ—হিন্দি ; রোহন, রোহিক্ত—বোম্বে ; রোহিণা—গুজরাট ; ভেথস্ মারাম্, শেম্-মরাম্—শেম্—তামিল ; শুমি, সেমিদা চেবামান্থ—তেলেগু ; শোম্—কানপুর।

জন্মস্থান :—উত্তর পশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর দেখা যায়। ছোটনাগপুরে জন্মে।

বর্ণনা :—বৃহৎ ও মূল্যবান কাষ্ঠ উৎপাদক এবং সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্ ; কাষ্ঠ শক্ত, লালবর্ণ ও বহুদিন স্থায়ী। পত্র পক্ষাকার, ৯-১৮ ইঞ্চি, পত্রিকা ৩-৬ জোড়া। ১½-৫ ইঞ্চি লম্বা, ¾-২¼ ইঞ্চি চওড়া, পাতার বোঁটা ছোট। পত্রের শিরা ১০-১৪টি। ফুল ½ ইঞ্চি, উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, ঈষৎ সবুজ এবং শ্বেতবর্ণ। পুষ্পাধার ডিম্বাকৃতি ও ছোট ; বীজকোষ উজ্জ্বল, উহাতে অনেক পক্ষযুক্ত বীজ থাকে। পুংকেশর বাটীর মত।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছের ছাল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল দেখিতে অনেকটা মেহগনি কাষ্ঠের ছালের মত। উহা ধারক এবং বলকারক (Beng. Dispensatory)। গাছের ছাল কুইনাইনের ন্যায় গুণবিশিষ্ট (Brit. Pharm)। ইহা ধারক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ছাল ধারক, বলকারক ও কামোত্তেজক এবং জ্বরনাশক। ছালের কাথ অবিরাম জ্বর ও দৌর্বল্য নাশক এবং রক্ত আমাশয়ে ও উদরাময়রোগে উপকারক। ইহা অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিলে স্নায়বিক অবসাদ আনয়ন করে। মাথা ঘুরে এবং সংজ্ঞাহীন করিয়া দেয় (Ainslie)। অবিরাম জ্বর, রক্ত আমাশয়, শারীরিক দৌর্বল্য প্রভৃতি রোগে ইহার ছালের কাথ ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মাত্রা—ছালের গুঁড়া ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ২ বার ব্যবহার করিতে হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সঙ্কোচক, তিক্ত, রসায়ন, জ্বরনাশক, সাধারণ দুর্বলতায় উপকারী। অবিরাম জ্বরনাশক, প্রস্রাবকারক এবং আমাশয়ে উপকারী।

Fig.—Bentl. & Trim. Med. Pl., t. 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 228.

Ref.—F. B. I., i. 567 ; Watt. vi. Pt. 2 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 336.

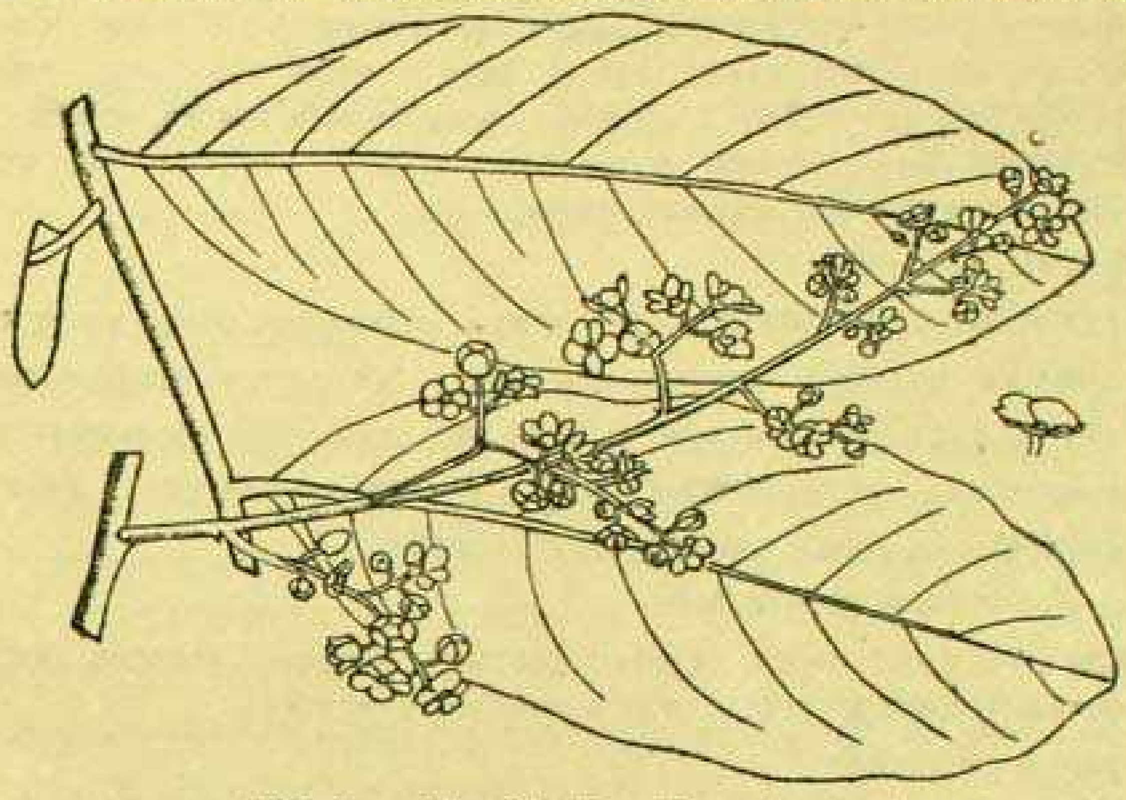

126. Soymida febrifuga Juss. (রোহণ)

Genus—TOON Linn.

127. T. Ciliata Roxb. (তুনগাছ)

ভাষানুসারী নাম ঃ—তুন, নন্দীবৃক্ষ, তুন-কুবেরক—সংস্কৃত ; তুনগাছ, তুনী, তুন—বাংলা ; তুন, মহালিম্ব—হিন্দি ; মহানিম্ব—উড়িয়া ; নন্দীবৃক্ষ—কঙ্কণ ; দেওদরি, কুরুক্, কুদক্—বোম্বে ; তুহু-মরম্, মালি—তামিল ; বন্দিচেট্টু, নন্দীচেট্টু—তেলেগু ; থিত-কদু—ব্রহ্মদেশ।

তুনীকস্তুণিকস্তুণী পীতকঃ কচ্ছপস্তথা।
নন্দী কুঠেরকঃ কান্তো নন্দীবৃক্ষো নবাহ্বয়ঃ ॥
নন্দীবৃক্ষঃ কটুস্তিক্তঃ শীতস্তিক্তাস্রদাহজিৎ।
শিরোহর্ত্তি শ্বেতকুষ্ঠঘ্নঃ সুগন্ধিঃ পুষ্টিবীর্য্যদঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—তুণীক, তুণিক, তুনী, পীতক, কচ্ছপ, নন্দী, কুঠেরক, কান্ত, নন্দীবৃক্ষ—এই নয়টি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—নন্দীবৃক্ষ—কটুতিক্ত রস, শীতবীর্য্য, বিপাকে তিক্তরস, রক্তদোষ, ও দাহনাশক। শিরোরোগ ও শ্বেতকুষ্ঠ নাশক। সুগন্ধযুক্ত, পুষ্টি এবং বীর্য্যবর্দ্ধক।

জন্মস্থান ঃ—হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে, সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে, দক্ষিণ ভারতে, সিকিম, বঙ্গদেশ, বর্মা প্রভৃতি স্থানে ; বঙ্গদেশের হুগলী, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। হাওড়া ও ২৪-পরগণার অনেক স্থানে রোপিত আছে।

বর্ণনা :—বড়, কাষ্ঠ-উৎপাদক গাছ। পত্র ১-৩ ফুট, বসন্তকালে পাতাগুলি পড়িয়া যায়। পত্রিকা ২-৭ ইঞ্চি লম্বা, ১/২-৩ ইঞ্চি চওড়া। ফুল সুগন্ধযুক্ত, ১/৬-১/৪ ইঞ্চি লম্বা ; বীজকোষ ১/২-১ ইঞ্চি লম্বা। কাষ্ঠ লালবর্ণ, নরম ও উজ্জ্বল। পত্রিকা ৮-৩০ জোড়া, পত্রদণ্ডের বিপরীত দিকে হয়। বোঁটা ১/৬-১/৪ ইঞ্চি। ফুলের গন্ধ অতি মনোরম, পাপ্‌ড়ি ১/৪-১/৬ ইঞ্চি লম্বা, উন্মুক্ত, লোমযুক্ত ও কমলালেবু রংবিশিষ্ট। পুংকেশর ৫টি, মধ্যস্থলে স্থিত। বীজ ঈষৎ লাল ও ধূসরবর্ণ, পক্ষযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও ফুল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল ধারক। ছালের কাথ পুরাতন রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার জ্বরনাশক শক্তি আছে। ইহার ফুলকে যশে দেশে 'গুলতুন' বলে, ইহা হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়, যেমন শিউলি ফুল ও নটকন্ হইতে রং প্রস্তুত হয়। রঙের বর্ণ পীত। তুনের কাষ্ঠ মেহগনি কাষ্ঠের তুল্য। ইহার ছাল বালকদিগের উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে বড়ই হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সঙ্কোচক, রসায়ন, রোগের পুনরাক্রমণ নিবারক। বালকদের বহুদিনের পুরাতন আমাশয়ে উপকারী। ঘায়ে বাহ্যপ্রয়োগে উপকার হয়।

ফুল—ঋতুস্রাবকারক।

Fig.—Wight. Ic., t. 161 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 10 ; Kirtikr & Basu., Ind. Med. Pl., t. 233 ; Brandis, Ill. For. Fl. N.W. Cent. Ind., t. 14.

Ref.—F. B. I., i. 568 ; B. P., i. 320 ; Watt, ii. Pt., 233 ; Roxb., F. I. i. 635 ; Prain. H. H., 187 ; Voigt. H. S., 137.

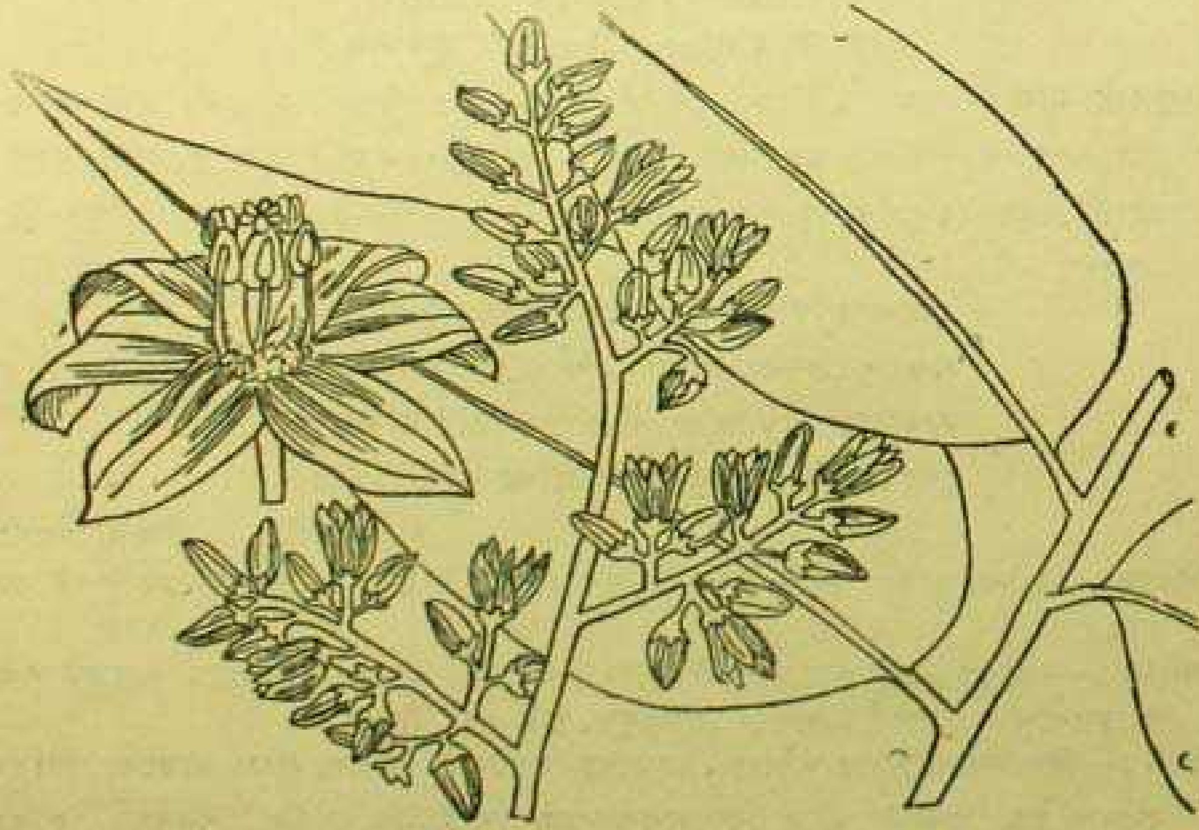

127. T. ciliata Roxb. (তুন)

Genus—CHICKRASSIA Juss.

128. C. tabularis Juss. (চিক্রাশি)

ভাষানুসারী নাম :—চিক্রাশি—বাংলা ; পব-হ-পব-হ—বোম্বে ; পব্ব, পলয়—মহারাষ্ট্র ; আগলাই থাগক, আগ্লে—তামিল ; মল্গরি-ভেম্রু, চিট্টাগং-চেট্টু—তেলেগু ; দোভেন্দা—মালয় ; দোভেন্দা—মালাবার ; দেভ্দারি—কাণপুর ; ভিন্মা—ব্রহ্মদেশ ; বগাপমা—আয়ব।

জন্মস্থান :—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পূর্ববঙ্গ, আসাম, বর্মা এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ।

বর্ণনা :—বড় কাষ্ঠ উৎপাদক বৃক্ষ। পাতার অগ্রভাগ সরু, কাষ্ঠ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, বাহিরের কাষ্ঠ ফিকে ; কাণ্ড সরল। পত্র পক্ষাকার ; পত্রিকা ১০-১২টি, পত্রদণ্ডের উভয় দিকে হয়, ২½-৫ ইঞ্চি। ফুল ফিকে সবুজবর্ণ, ½-১ ইঞ্চি। বহির্বাস লম্বাকৃতি, বিস্তৃত ও অবনত, চাঁপাফুল ফুটিলে যেরূপ দেখায়। বীজকোষ ১½ ইঞ্চি প্রশস্ত, উজ্জ্বল ধূসরবর্ণ ; বীজগুলি কোষের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছের ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল ধারক, জ্বরে কুইনাইনের কাজ করে। কাষ্ঠে উৎকৃষ্ট বাক্স ও সিন্দুক প্রস্তুত হয়।

Fig.—Wight, Ill., i. t. 56 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 9 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 229.

Ref.—F.B.I., i. 567 ; B.P., i. 310 ; Roxb., F.I., i. 635.

128. Chickrassia tabularis Juss. (চিক্রাশি)

XXXII. OLACACEAE.

Genus—OLAX Linn.

129. O. scandens Roxb. (ককোআরু)

ভাষানুসারী নাম :—ককোআরু—বাংলা ; ধেনিয়ালি—হিন্দি ; হর্‌-ছলি, উর্‌চিরি—মহারাষ্ট্র ; তুর্‌-পোছর, মুরকি—তেলেগু ; লাই-লু, লিদু—ব্রহ্মদেশ ; রুন্দ—সামতাল।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম।

বর্ণনা :—বৃহৎ লতানে উদ্ভিদ্। কাণ্ড স্থূল, ব্যাস ৬-৮ ইঞ্চি। শাখাপ্রশাখা শক্ত এবং বক্র। পত্র ১½-২ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ, নীচের দিকে লোমযুক্ত। বোঁটা ¼-½ ইঞ্চি। ফুল এক একটি হয়, পুষ্পদণ্ড পত্রের পরিমাণের অর্দ্ধেক, ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ। বহির্বাস লোমযুক্ত, পাপ্‌ড়ি ৩-৬টি। অবনত পুংকেশর ৩টি, গর্ভকেশর লম্বা। ফল গোলাকৃতি, ফলের কতক অংশ বহির্বাস-দ্বারা আবৃত।

ব্যবহার্য অংশ :—বৃক্ষের ত্বক।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছোটনাগপুরে ইহার ছাল জ্বরে ও রক্তহীনতায় ব্যবহৃত হয় (Campbell)।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t. 1'02 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 232B.

Ref.—F.B.I., i. 575 ; B.P., i. 324 ; Watt., v. Pt. 2. 479 ; Roxb., Fl. I., i. 163.

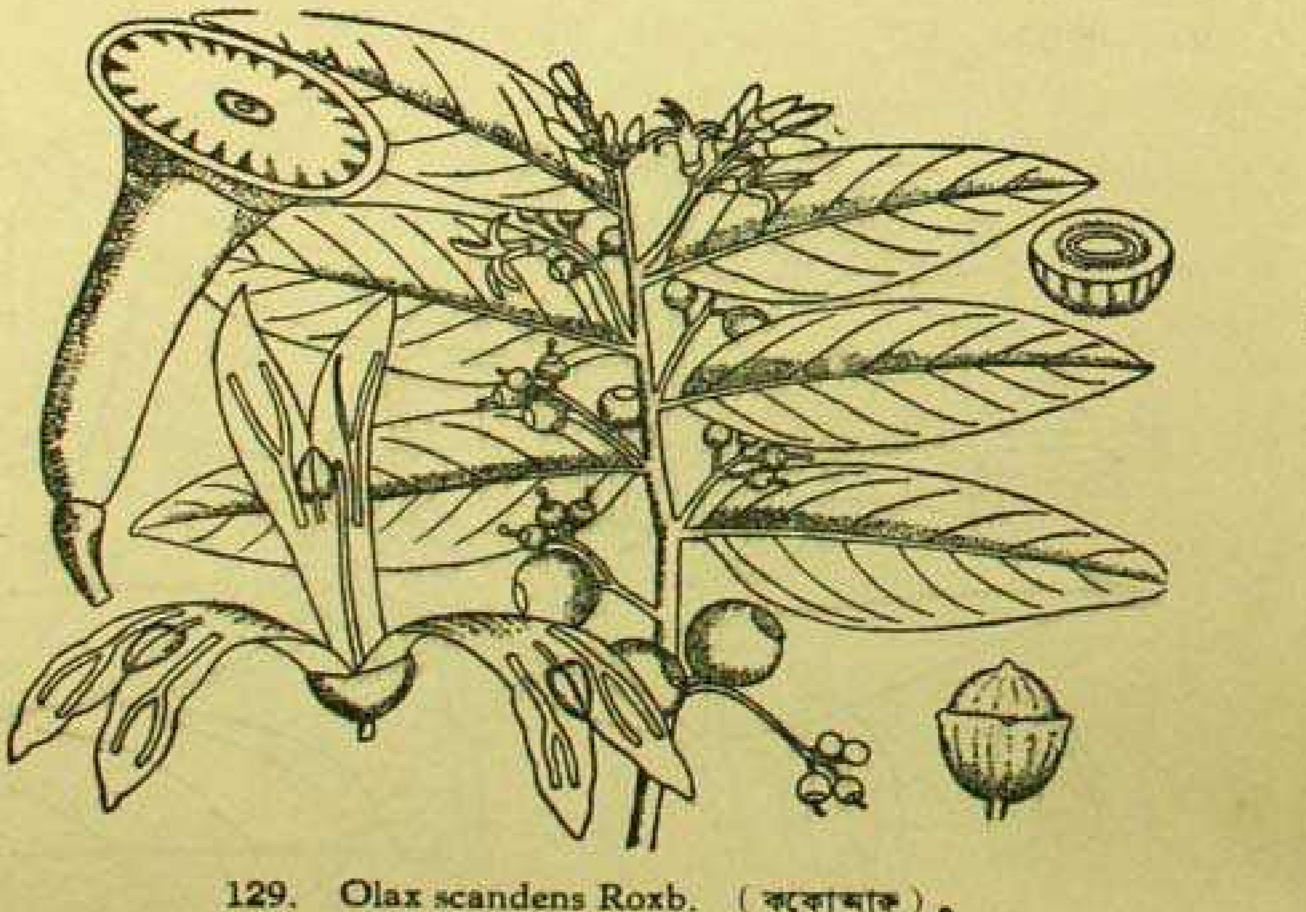

129. Olax scandens Roxb. (ককোআরু).

CENTRAL LIBRARY

XXXIII. CELASTRACEAE

Genus—CELASTRUS Willd.

130. C. Paniculatus Willd. (মালকাঙ্নী)

ভাষানুসারী নাম :—কঙ্গুনী-সংস্কৃত ; মালকাঙ্নী—বাংলা ; মালকাঙ্গনী, মালকুঙ্গী—হিন্দি ; কাঙ্গুনী, মাল-কঙ্নী—বোম্বে ; মাল-কঙ্গনা—গুজরাট ; কঙ্গনী, পিগাভী—মহারাষ্ট্র ; রুগ্লিম্—লেপ্চা ; অতিপরিচ্-কাম্—ভালুলুভই—তামিল ; মাল-কাঙ্গুনী-ভিট্টুলু, গুণ্ডুমেদ, মলের, এরিবুট্—তেলেগু ; জালু-ঝুভা—মালয় ; করিগণি—কানপুর ; মহন্-খৌঙ্গ-ন-ইয়ঙ্গ—ব্রহ্মদেশ।

> জ্যোতিষ্মতী স্যাৎ কটভী জ্যোতিষ্কা কঙ্গুনীতি চ।
> পারাবতপদী পণ্য-লতা প্রোক্তা ককুন্দনী ॥
> জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ।
> অত্যুষ্ণা বামনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা ॥

ভাবপ্রকাশঃ। হরীতক্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিষ্কা, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্য, লতা ও ককুন্দনী—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—জ্যোতিষ্মতী—কটুতিক্তরস, সারক, কফ ও বায়ুনাশক, অতি উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য, ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকারক এবং বুদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, ও হিমালয় প্রদেশের ১০০০-৪০০০ ফুট উচ্চে। পূর্ব্ববঙ্গ, বিহার, আসাম, দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও বর্মা। বঙ্গদেশে খুব কম দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বর্ণনা :—সরু বৃক্ষারোহী গুল্ম। শাখা অবনত। পাতা ২½-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২½ ইঞ্চি বিস্তৃত। প্রায় গোলাকার। ফুল পীতাভ সবুজবর্ণ, ফুলের পাপ্ড়ি ১/১২ ইঞ্চি লম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড লম্বা। ইহাতে চতুর্দিকে গুচ্ছবদ্ধ ফুল ও ফল হয়, ফল সবুজবর্ণ। বীজ হইতে জ্বালানী তৈল উৎপাদিত হয়। গাছের ছাল পীতবর্ণ, কাষ্ঠ আঁশযুক্ত, বর্কের ন্যায় নরম ও ছিদ্রযুক্ত। বীজকোষ ঈষৎ গোলাকার, উজ্জ্বল পীতবর্ণ। বীজ ⅙ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, লাল আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র ও তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ উত্তেজক ; বাত, পক্ষাঘাত ও কুষ্ঠে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগের বিধি আছে। পাতার ৪ তোলা পরিমাণ রস, অধিক অহিফেন-সেবনজনিত অভ্যাসের প্রতিষেধক। বীজ গুঁড়া করিয়া গোমূত্র যোগে পাচড়ায় লাগাইলে উহা আরাম হয় (Dymock)। বীজের তৈল বেরিবেরি রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; মাত্রা—১০-১৫ ফোঁটা, দিবসে দুইবার সেবন করিতে হয়। সাঁওতালেরা

উদরাময়ে ইহার তৈল ব্যবহার করে (Campbell)। বীজ চূর্ণ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (Moodeen Sheriff)।

ভিজাগাপট্টম ও মুসলীপট্টম হইতে আনীত ইহার কৃষ্ণবর্ণ তৈল বেরিবেরি রোগে প্রয়োগ করিয়া আমি ৪০ বৎসর কাল উপকার পাইয়াছি। এই ঔষধটি বেরিবেরির অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ফলপ্রদ। ঐ রোগে ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং ফুলা কমাইয়া দেয়। বেরিবেরি রোগে চিকিৎসকগণ রোগীকে জল খাইতে দেন না, কিন্তু আমার মতে ইহা অতিশয় ক্ষতিকারক। রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া উচিত। আমি এই তৈলে অনেক শোথরোগী ও বেরিবেরিরোগী আরাম করিয়াছি (Dr. B.D. Basu)।

ইহার বীজ উত্তেজক এবং স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক। অনেক পণ্ডিত স্মরণশক্তি বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের ছাত্রদিগকে ইহার তৈল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল—গর্ভস্রাবকারক।

বীজ—তিক্ত, বিরেচক, বমনকারক, উত্তেজক, কামোদ্দীপক, বাত, কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত এবং বিভিন্ন প্রকার জ্বরে উপকারী।

Fig.— Wight, Ill., 179, t. 72 ; I.C. t. 158 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i. 235.

Ref.—F. B. I., i. 617 ; B. P., i, 329 ; Watt., ii. Pt. ii. 237 ; Roxb., F. I., i, 622-23.

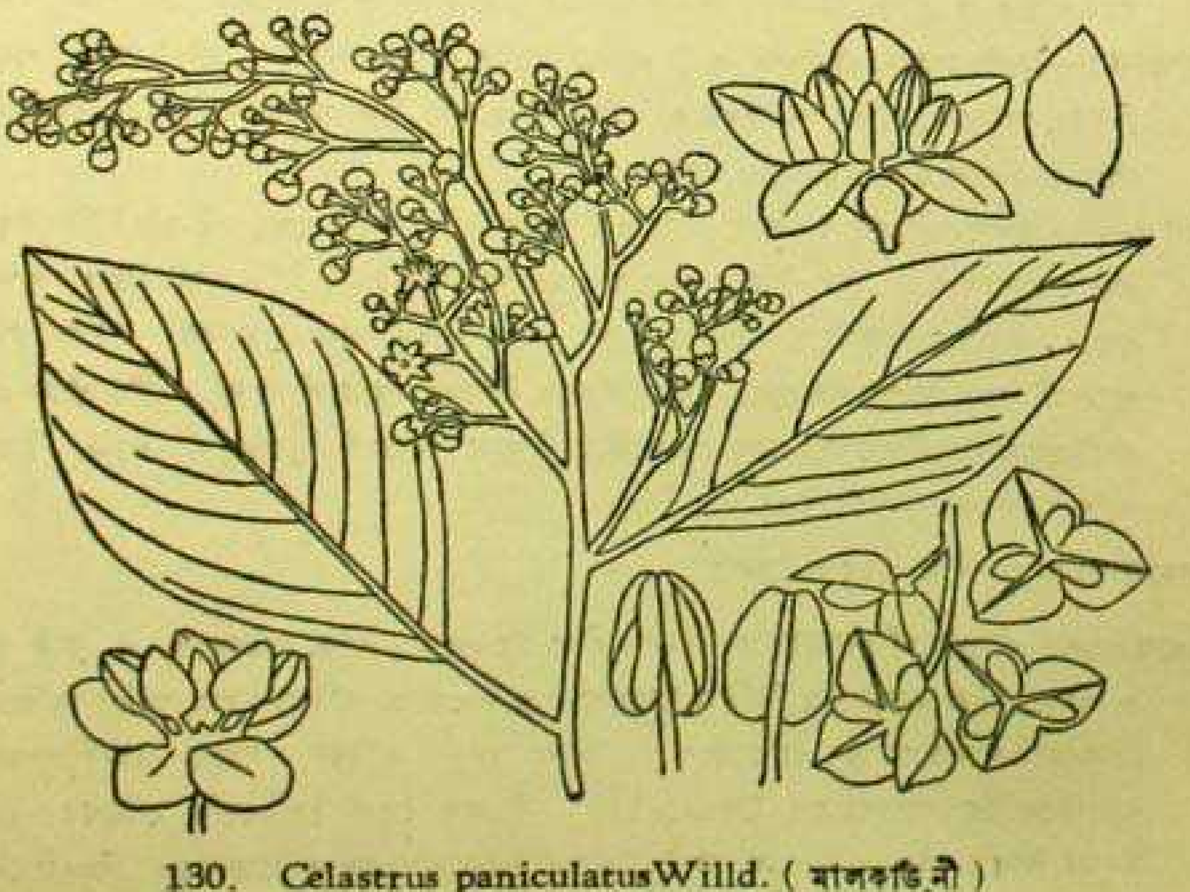

130. Celastrus paniculatus Willd. (মালকাঙ্‌নী)

CENTRAL LIBRARY

XXXIV. RHAMNACEAE.

Genus—VENTILAGO Gaertn.

131. V. maderaspatana Gaertn. (রক্তপীট)

ভাষানুসারী নাম :—রক্তবল্লী—সংস্কৃত ; রক্তপীট—বাংলা ; পিট্টি—হিন্দি ; লোকন্দী, কন্ওয়েল্—বোম্বে ; লোখণ্ডী—মহারাষ্ট্র ; রগট্ রোহ্‌দো—গুজরাট ; পপ্পী, তেম্‌বেদাম—তামিল ; সুরলুগু-পুট্টি—তেলেগু ; পোলি চুকাই—কাণপুর।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, পশ্চিমভারত, মহীশূর, মাদ্রাজ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, হুগ্‌লী গোঘাটের নিকটবর্তী স্থানে।

বর্ণনা : —বৃক্ষারোহী লতা। যে গাছের তলদেশে জন্মে তাহার শাখা পর্যন্ত উঠিয়া যায়। পাতা ডিম্বাকৃতি ও উজ্জল। পাতার আকৃতি অনেকটা তুলসী পাতার ন্যায়। শিরা ৬-৮ জোড়া। ফুল অবনত বোঁটায় থাকে, ছোট ছোট। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, মটরের ন্যায়। শিকড় ½-১ ইঞ্চি মোটা, ঈষৎ লালবর্ণ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও ছাল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক। ইহা অন্ত্ররোগ, দৌর্বল্য এবং সামান্য জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Moodeen Sheriff)। ইহার ছাল মাদ্রাজ ও মহীশূর দেশে লালের আভাযুক্ত ধূসর বর্ণ রং প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। Ainslie বলেন ইহার ছালের গুঁড়া তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্মরোগের ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহার রংকে পোপলি বলে। মহীশূর দেশে ইহা একটি বনজাত আয়কর দ্রব্য।

Glossary :— **সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়** :—

মূলের ছালের গুঁড়া—উদরাধ্মান (পেট-ফাঁপা) নিবারক। অগ্ন্যুদ্দীপক, উত্তেজক, উদরাময়ের প্রথমাবস্থায় উপকারী। দুর্বলতা এবং মৃদু জ্বরে উপকারী।

ছালের গুঁড়া :—গন্ধ তৈলের সহিত মিশাইয়া চর্মরোগে এবং চুলকানিতে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Wight. Ic., t. 163 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., 238 A.

Ref.—F. B.I., i. 631 ; B. P. i. 334 ; Watt. vi. Pt. 4, 227 ; Roxb. F. I., i. 334 ; Brandis, For, Fl., 96.

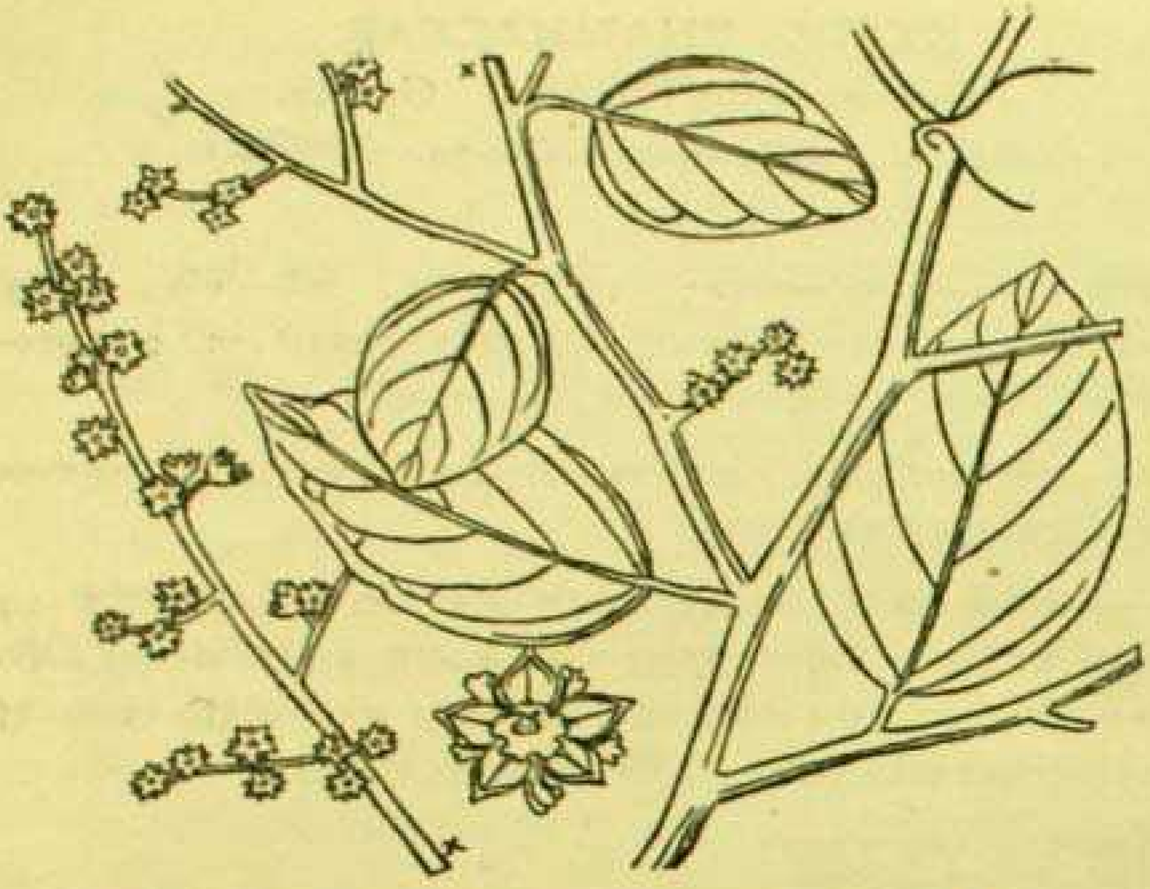

131. Ventilago maderaspatana Gaertn. (রক্তপীত)

V. denticulata willd. (রক্তপীত)
132. Var. Calyculata king.

ভাষানুসারী নাম :—রক্তপীত—বাংলা ; বন্ধ সার্জম—সাঁওতাল ; অগচিরতবলি—তেলেগু।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, সিংভূম, নেপাল, ভূটান, শ্রীহট্ট, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, গোঘাটের নিকটবর্তী স্থানে।

বর্ণনা :—ইহা একটি শক্ত লতানে গাছ, কাণ্ডটী অতিশয় শক্ত, ত্বক্ ধূসরবর্ণ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বাকৃতি; পাতার অগ্রভাগ সূচাল ও কোমল লোমাবৃত, শিরা ৬-৮ জোড়া; বোঁটা ⅛-¼ ইঞ্চি, লোমযুক্ত। বহির্বাস লোমযুক্ত, পাঁচ ভাগে বিভক্ত, পাপ্ড়ি ৫টি। ফুল ঈষৎ সবুজবর্ণ ও ছোট। ফল গোলাকৃতি, ¼ ইঞ্চি।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও নরম শাখা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছালের রস এবং নরম শাখা ছোটনাগপুর প্রদেশের লোকে অবস্থনিত বেদনায় গায়ে লাগাইয়া দেয় (Campbell)। Dr. King বলেন যে, এই গাছটি V. maderaspatana গাছের তুল্য (Journ. Asiat.

Soc., Bengal. lxv. 372)। Mr. Duthie ও তাঁহার Flora Upper Gangchi Plain নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠায় এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। দুইটি উদ্ভিদ্ দেখিতে প্রায় একই প্রকার, তবে উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে।

Fig.—Roxb., Cor.Pl.,i. 55, t.76 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.,t. 238 B.
Ref.—F. B. I., i. 631 ; B. P., i. 335 ; Roxb. Fl. Ind., i 629 ; Prain, H.H., 188 ; Voigt. H.S., 146.

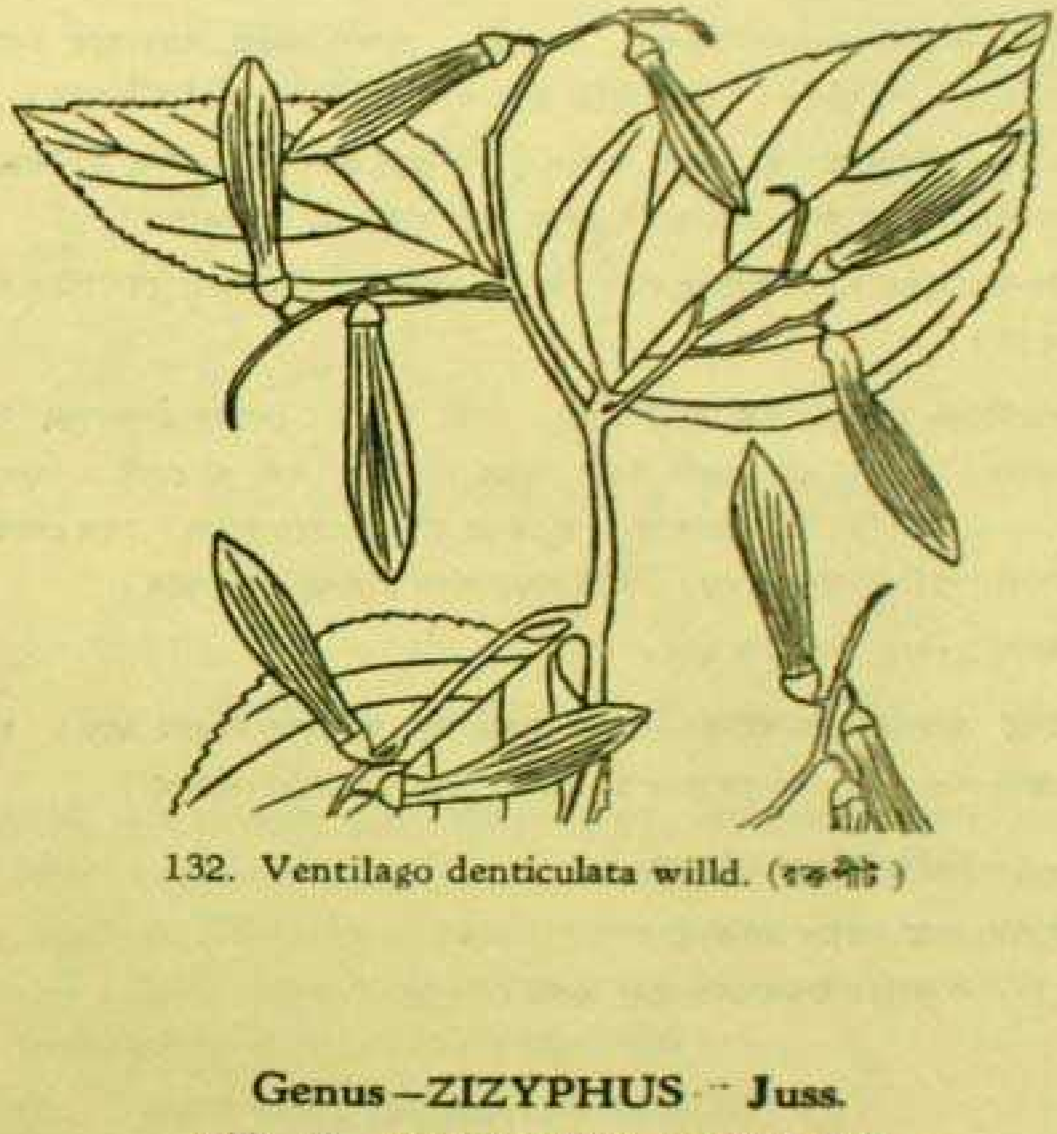

132. Ventilago denticulata willd. (রক্তপীত)

Genus–ZIZYPHUS Juss.

133. Z. oenoplia Mill. (সেয়াকুল)

ভাষানুসারী নাম :—লঘু বদরী, শৃগালকেলি—সংস্কৃত ; সেয়াকুল—বাংলা ; মাকাই—হিন্দি ; ফুড়-বোরি—মহারাষ্ট্র ; কিজ্জবরক—কর্ণাট ; কেনাকুল—গৌড়। হুরিট্-রম্—সাঁওতাল ; নিইনি, কোকান্-বের, অরাই—পাঞ্জাব ; হরহুন্-বের—আফগানিস্তান।

সূক্ষ্মফলো লঘুবদরো বহুকন্টঃ সূক্ষ্মপত্রকো দুঃস্পর্শঃ।
মধুরঃ শম্বরাহারঃ শিখিপ্রিয়শ্চৈব নির্দিষ্টঃ ॥
লঘুবদরং মধুরাম্লং পক্বং কফবাতনাশনং রুচ্যম্।
স্নিগ্ধং তু জন্তুকারকমীষৎপিত্তার্ত্তিদাহশোষঘ্নম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—সূক্ষ্মফল, লঘুবদরী বহুকণ্ট ; সূক্ষ্মপত্রক, দুঃস্পর্শ, মধুর, শম্বরাহার (শৃগালের আহার), শিখিপ্রিয় (ময়ূরের অতি প্রিয় খাদ্য) ও নির্দিষ্ট—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ— —লঘুবদর (রী) মধুর অম্লরস। পাকিলে কফ ও বায়ুনাশক, রুচিকর, স্নিগ্ধ-গুণসম্পন্ন, ক্রিমিকারক, সামান্য পিত্তদোষ, শ্রম, দাহ, এবং শোষনাশক।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের সর্বত্র জঙ্গলের ধারে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—কাঁটাযুক্ত লতানে বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ্। নূতন পাতা কোমল লোমযুক্ত, পত্রগুলি দাঁতযুক্ত। ডালে এক একটি কাঁটা আছে। কাঁটা বক্র ও ছোট। ফুল মসৃণ লোমযুক্ত, পাপ্ড়ি ত্রিকোণাকার। পুংকেশর ২টি, মধ্যস্থলে থাকে। ফল গোলাকৃতি, সবুজবর্ণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। আঁটি শক্ত, শাঁস নাই বলিলেই চলে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্র, শিকড় ও ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার নূতন ত্বক ক্ষতরোগ আরাম করে। মাত্রা—মূলত্বক—৪-১০ আনা ; পত্রাক-৮-১০ আনা। ত্বকের ক্বাথ-১০-তোলা।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

মূলের ছালের কল্ক—ঘায়ে উপকারী।
ফল—অগ্নিদীপক ঔষধের উপাদানের মধ্যে একটি।

Fig.—Talbot, For. Fl. Bombay, i. 297, Fig. 176.

Ref.—F.B.I., i. 634 ; B.P., i. 334 ; Roxb., Fl. Ind., i. 611 ; Prain. H. H., 188 ; Voigt., H. S., 145 ; Gamble, Ind. Timb 183 ; Brandis, Ind. Trees, 170 (1906).

CENTRAL LIBRARY

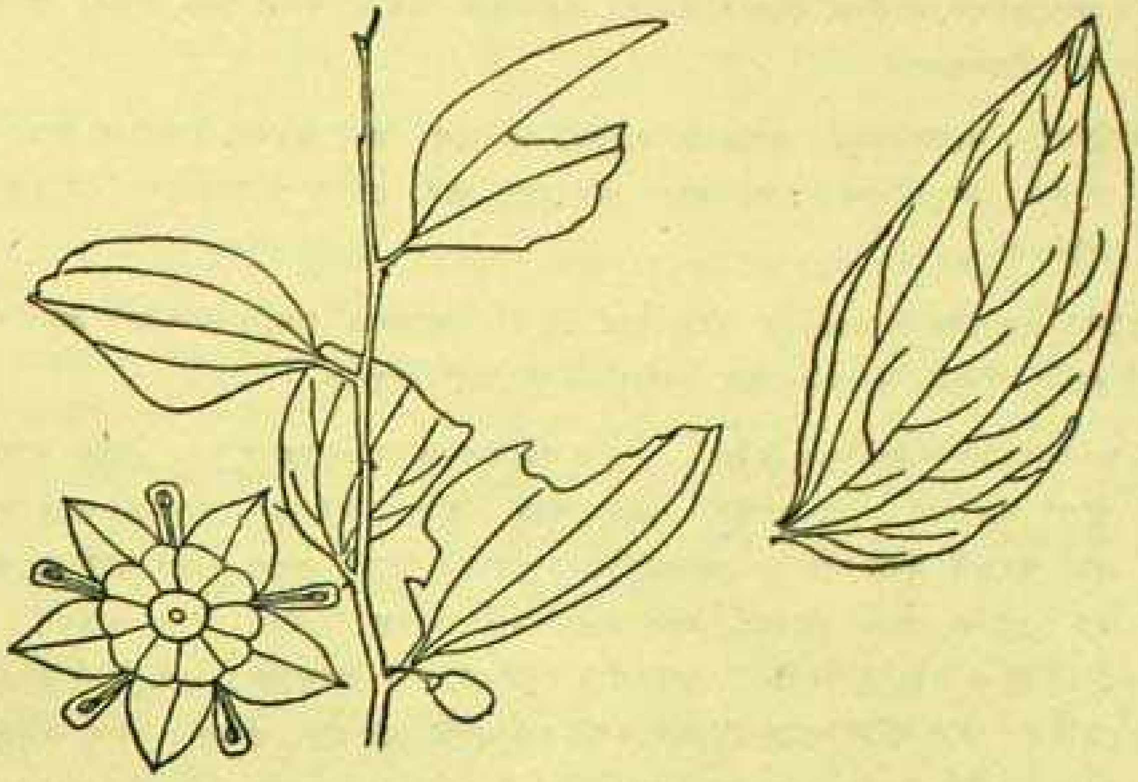

133. Zizyphus oenoplia Mill. (সেয়াকুল)

134. Z. mauratiana Lamk. (কুল)

ভাষানুসারী নাম ঃ—বদরী, বদর, সৌবীর—সংস্কৃত ; কুল—বাংলা ; বয়ের, বির, বেব্রি—হিন্দি ; দেধাউরি—সাঁওতাল ; বর-কোলি—উড়িষ্যা ; হল-কা-বীজ—পাঞ্জাব ; বোর-ভোর্, বোর্ভি—বোম্বে ; সাধারণ-বোর—মহারাষ্ট্র ; বোর্ডি—গুজরাট ; কুল—গৌড় ; রেগি, রেগাবাণ্ডা—তেলেগু ; এলাড়ু, এলাও, এলান্দাপ্-পাল্লাম—তামিল ; জি—ব্রহ্মদেশ ; নবিক্—আরব ; কুনার্—পারস্য।

বদরো বদরী কোলী কর্কন্ধুঃ কোলকেন্দিলৌ।
সৌবীরকো গুড়ফলো বালেষ্টঃ ফলশৈশিরঃ॥
দৃঢ়বীজো বৃত্তফলঃ কণ্টকী বক্রকণ্টকঃ।
সুবীজঃ সুফলঃ স্বচ্ছঃ সুরসঃ স্মৃতিসম্মিতঃ॥
বদরং মধুরং কষায়মম্লং পরিপক্বং মধুরাম্লমুষ্ণমেতৎ।
কফকৃৎ পচনাতিসাররক্তশ্রমশোষার্ত্তিবিনাশনং চ রুচ্যম্॥
রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—বদর, বদরী, কোলী, কর্কন্ধু, কোল, ফেনিল, সৌবীরক, গুড়ফল, বালেষ্ট,

CENTRAL LIBRARY

কলশৈশির, দৃঢ়বীজ, সুক্ষ্মফল, কণ্টকী, বক্রকণ্টক, সুবীজ, সুফল, স্বচ্ছ, সুরস, স্বতিসন্মিত —এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—বদর—মধুর, কষায় ও অম্লরস, পাকিলে—মধুর অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, কফকারক ; পাচক (অগ্নুদ্দীপক) ; অতিসার, রক্তদোষ, শ্রম, শোষ ও অবসাদ নিবারক এবং রুচিকর।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ ও ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। বঙ্গদেশের জঙ্গলে ও অরণ্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ও ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মধ্যমাকৃতি কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ্। ইহার পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ছোট শাখায় ও পুষ্পে ঘন ঘন লোম আছে। গাছের কাঁটা নিম্নদিকে অবনত। পুরাতন গাছ অপেক্ষা নূতন গাছের কাঁটা লম্বা। অধিক দিনের পুরাতন গাছের ডালে প্রায়ই কাঁটা থাকে না। ত্বক ½ ইঞ্চি, গাঢ় ধূসরবর্ণ, মধ্যে মধ্যে কাঁটা আছে। কাণ্ড ঈষৎ রক্তবর্ণ। পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, ¾-২ইঞ্চি বিস্তৃত, গাঢ় সবুজবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বৃন্ত ⅙-½ ইঞ্চি এবং ছোট। ফলে শাঁস আছে। গর্ভকেশর-দণ্ড দুইটি মধ্যস্থলে একত্র। ফল সবুজবর্ণ। পাকিলে পীত অথবা কমলালেবুর রং বিশিষ্ট। আর একপ্রকার কুলগাছ আছে, উহা আকৃতিতে ক্ষুদ্র। এই গাছ মাঠে ও নদীর ধারে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, পত্র ও শিকড়।

বৈদ্যকে বদরের ব্যবহার।

চরক :—(১) **অর্শে** কোল—রোগী অর্শের যন্ত্রণায় নিতান্ত পীড়িত হইলে, তাহাকে ঈষদুষ্ণ কুলের কাথে উপবেশন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **অতিসারে** বদর—বদরের যূষ দেড় পোয়া, গব্যদধি আধ পোয়া, কুট্টিত দাড়িম ফল ২ তোলা, মৃৎপাত্রে পাক করিবে। বস্ত্রপূত করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তম তিলতৈল যোগে পান করিতে দিবে (চিঃ ১০ অঃ)। ইহা বিরেচন-সাধ্য অতিসারে প্রযোজ্য। (৩) **মদাত্যয়ের দাহে** বদরীপল্লব—সুপিষ্ট বদরীপত্র কাঁজিতে আলোড়িত করিয়া মন্থন করিলে যে ফেন উত্থিত হইবে, তাহা লেপন করিলে মদাত্যয়ের দাহ শান্তি হয় (চিঃ ১২ অঃ)। (৪) **স্বরভেদে ও কাসে** বদরীপত্র—সুপিষ্ট বদরীপত্র সৈন্ধবলবণ যোগে গব্যঘৃতে ভাজিয়া কিম্বা বদরীপত্রের পিষ্টক ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিবে। স্বরভঙ্গ ও কাসরোগের পক্ষে ইহা প্রশস্ত (চিঃ ২১ অঃ)।

সুশ্রুত :—**অতিসারে** বদরীমূল—অতিসারী বদরীমূল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে (উঃ ৪০ অঃ)।

বাগ্ভট :—**প্লীহোদরে** বদরীপত্র—বদরীপত্র তিলতৈল সহ শিলায় উত্তমরূপে পেষণপূর্বক প্লীহার উপর মর্দন করিয়া রোগীর ক্লেশ না হয় এরূপভাবে দণ্ড বা হস্তদ্বারা প্লীহাস্থান

টিপিতে থাকিবে। প্রত্যহ এরূপ করিবে এবং রোগীকে কেবল দুগ্ধমাত্র সেবন করিতে দিবে। কিয়দ্দিন এইরূপ করিলে প্লীহা স্বাভাবিক আকারপ্রাপ্ত হইবে (চিঃ ১৪ অঃ)।

অষ্টাঙ্গহৃদয় (বৃদ্ধবাগ্‌ভট) :—**কাসে** বদরমজ্জা—কাসরোগী, বৈদ্যকোক্ত মদিরা কিম্বা দধির মাতের সহিত বদর বীজের শস্য সেবন করিবে (কাস চিঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **রক্তাতিসারে** বদরত্বক্—বদরীর মূলত্বক ছাগদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রচুর মধুযোগে পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **মসূরিকায়** বদর—বীজহীন বদরচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিবে। এতদ্বারা বাতপিত্ত-কফজ মসূরিকা পাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে (মসূরিকা চিঃ)। (৩) **প্রদরে** বদর—বীজবিরহিত বদরচূর্ণ গুড় সহ ভোজন করিবে। ইহা প্রদরনাশক (প্রদর চিঃ)। (৪) **স্থৌল্যে** বদরীপত্র—কাঞ্জিতে শিলাপিষ্ট বদরীপত্রের পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, অতি স্থূল ব্যক্তি কৃশতা প্রাপ্ত হয় (স্থৌল্য চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—প্রবাহিকায় বদরীপত্র—বদরীপত্র দধির সহিত উত্তমরূপে পেষণপূর্বক দধিসহ আলোড়িত করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা ('আমাশা') প্রশমিত হয়।

বঙ্গসেন :—ভস্মকাগ্নিতে কোলাস্থিমজ্জা—কোলবীজের শস্য জলের সহিত পেষণপূর্বক পান করিলে ভস্মকাগ্নি প্রশমিত হয় (ভস্মকাগ্নি চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কুল রক্ত পরিষ্কার করে ও পরিপাক শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ত্বক্-উদরাময় নাশক, শিকড়ের কাথ-জ্বরনাশক। শিকড়ের গুঁড়া ক্ষতে দিলে ঘা আরাম হয়। ইহার পত্র মূত্ররোধ রোগে প্রলেপস্বরূপ ব্যবহৃত হয় (Baden-Powell)। কঙ্কণ দেশে ইহার নূতন পত্র এবং যজ্ঞডুমুরের (Ficus Glomerata) পত্র বাটিয়া বিছার কামড়ে প্রলেপ দেয়। ইহার শিকড় জ্বর রোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—প্রস্রাবের (কষ্ট প্রস্রাবে) যন্ত্রণায় প্রলেপরূপে উপকারী।

ফল—পিচ্ছিলতাগুণসম্পন্ন। উরঃক্ষতে উপকারী, রক্তরোধক, রক্তপরিষ্কারক এবং হজ্‌মীকারক।

মূল—জ্বরে উপকারী।

গুঁড়া—পুরাতন বাধা ও ঘায়ে উপকারী।

ছাল—উদরাময় রোগে উপকারী।

Fig.—Wight., I.C., t. 99 ; Hook, Journ. Bot., i. 320, t. 149 ; Brandis, For. Fl., 86, t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 239.

Ref.—F.B.I., i, 632 ; B. P., i, 333 ; Roxb., F.I., i. 608 ; Prain, H.H., 188 ; Voigt., H.S., 145.

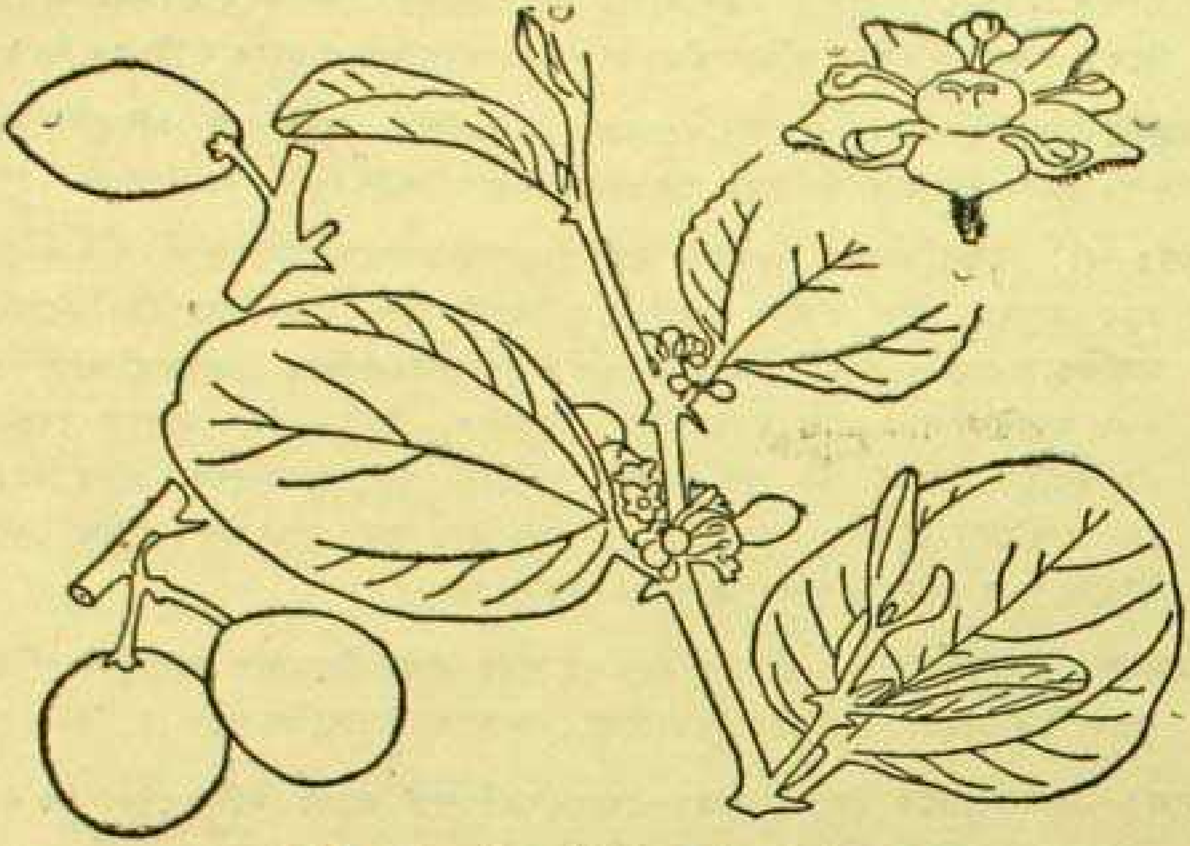

134. Zizyphus jujuba Linn. (কুল)

XXXV. VITACEAE.

Genus—LEEA Linn.

135. L. crispa Linn. (বনচালিদা)

ভাষানুসারী নাম :—বনচালিদা—বাংলা ; নলুগু, নেলু—মালয়।

জন্মস্থান :—পূর্ববঙ্গ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বর্মা, সিকিম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—সরল গুল্ম। শাখাগুলি অবনত। পত্রিকা ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩½ বিস্তৃত। শাখার দুইদিকে পত্র হয় : পত্রগুলি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পত্রের বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু, কিনারা দাঁতযুক্ত। বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র পক্ষাকার, ফল চেরিফলের ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ ও নরম। পত্রের উপবিভাগ ঢেউ খেলান। পত্রিকা ৫টি থাকে। বহির্ভাগে দাঁতযুক্ত। পাপ্‌ড়ি ৫টি। পুংকেশর বাহিরে থাকে, ৫ ভাগে বিভক্ত, নলাকার। ফল ক্ষুদ্র, ৩-৬টি একসঙ্গে হয়। বীজ ৩-৬টি হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, মূল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ইহার পাতা ছেঁচিয়া দেয়। মূলের রসে পোকা নষ্ট করে (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কাণ্ডের ছোট অংশ—হাত-পায়ের হাজায় উপকারী।
পাতা—ছেঁচিয়া বেদনায় উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 255.

Ref.—F. B. I., i. 654 ; B.P., i. 340 ; Voigt, H.S., 29; Watt, IV, Pt., ii, 517.

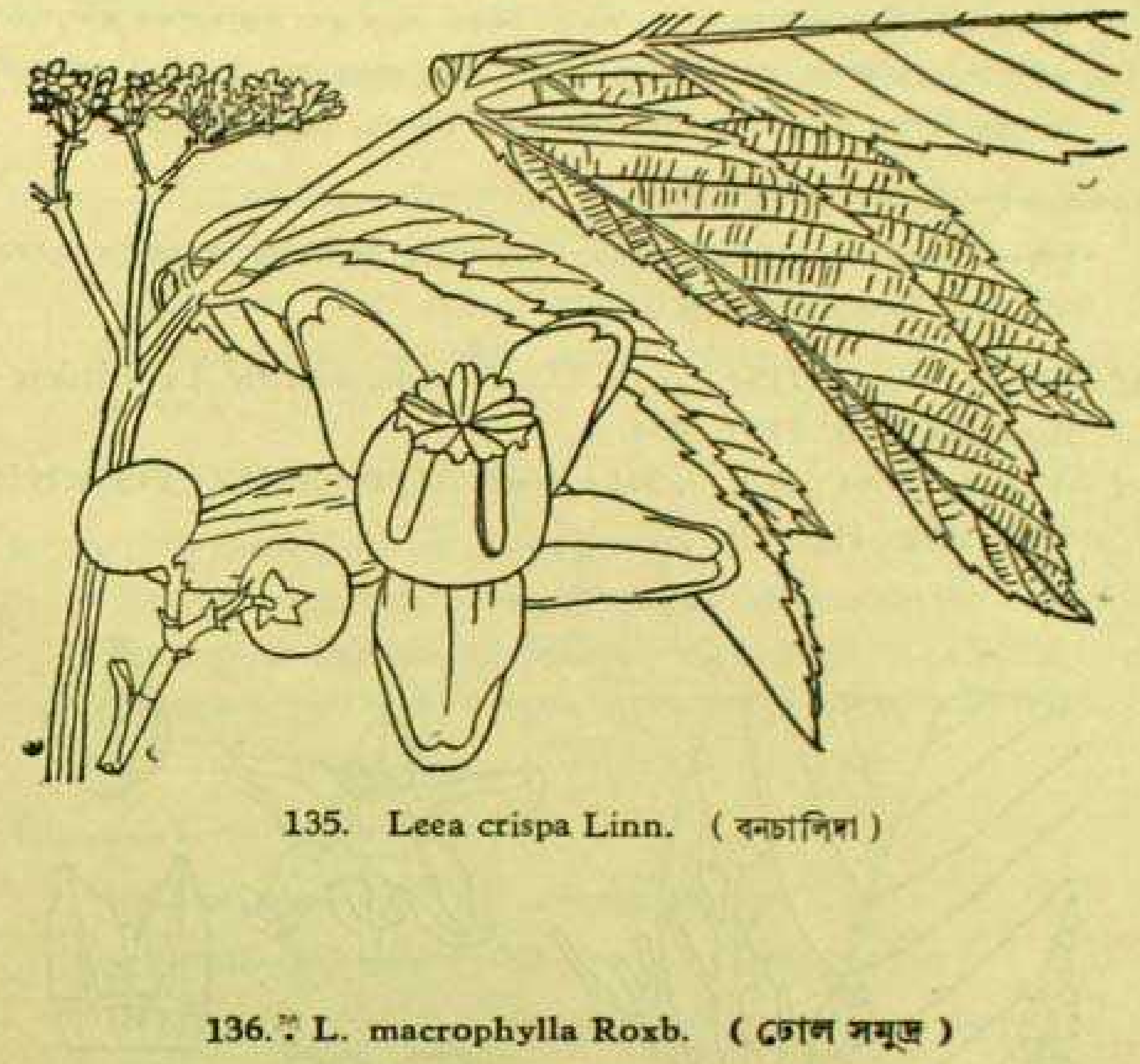

135. Leea crispa Linn. (বনচালিদা)

136.* L. macrophylla Roxb. (ঢোল সমুদ্র)

ভাষানুসারী নাম :—ঢোল সামুদ্রিক, সমুদ্রক—সংস্কৃত ; ঢোলসমুদ্র—বাংলা ; সমুদ্রক, ঢোল সমুদ্র—হিন্দি ; ইথন্—সাঁওতাল ; দিন্দা—বোম্বে ; দিন্দা—মহারাষ্ট্র ; কয়া-বেট্‌-শাই—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ; বন-জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়।

বর্ণনা :—১-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। ইহার নিম্নের পত্র ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, উপরের পত্র ১ ইঞ্চি। হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতার কিনারা দাঁতযুক্ত ও কোমল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড

১ ফুট, বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। পুষ্প ছোট, শ্বেতবর্ণ ও নরম। ইহার শিকড় হইতে একপ্রকার রং প্রস্তুত হয়। ফল ছোট চেরিফলের ন্যায়, মসৃণ, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল। বহির্বাস ৫টি, পাপ্‌ড়ি ৫টি।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্দ, শিকড়।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কন্দ (Tuber) গিনি পোকা নষ্ট করে। মূল গুঁড়া করিয়া ঘায়ে দিলে ঘা সত্বর আরাম হয়। শিকড় ধারক এবং রক্তবিনাশক বলিয়া খ্যাত আছে। কচি পাতা শাকের ন্যায় রন্ধন করিয়া খাওয়া যায় (Roxb)। বর্মাদেশীয় লোকেরা কর্তিত স্থানে ইহার পাতা মর্দন করিয়া রক্ত-পড়া বন্ধ করে (Muson)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—সঙ্কোচক, কেঁচো-ক্রিমিনাশক এবং হাত-পায়ের 'হাজা'তে উপকারী। বেদনায় বাহ্যপ্রলেপে উপকার পাওয়া যায়।

Fig.—Wight., I.C., t. 1154 ; Griff, I.C. Pl. Asia, 645, Fig. I ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t., 254.

Ref.—F. B. I., i. 664 ; B. P., i, 341 ; Watt. IV., Pt. II, 617 ; Prain, H.H., 189 ; Voigt. H.S., 29.

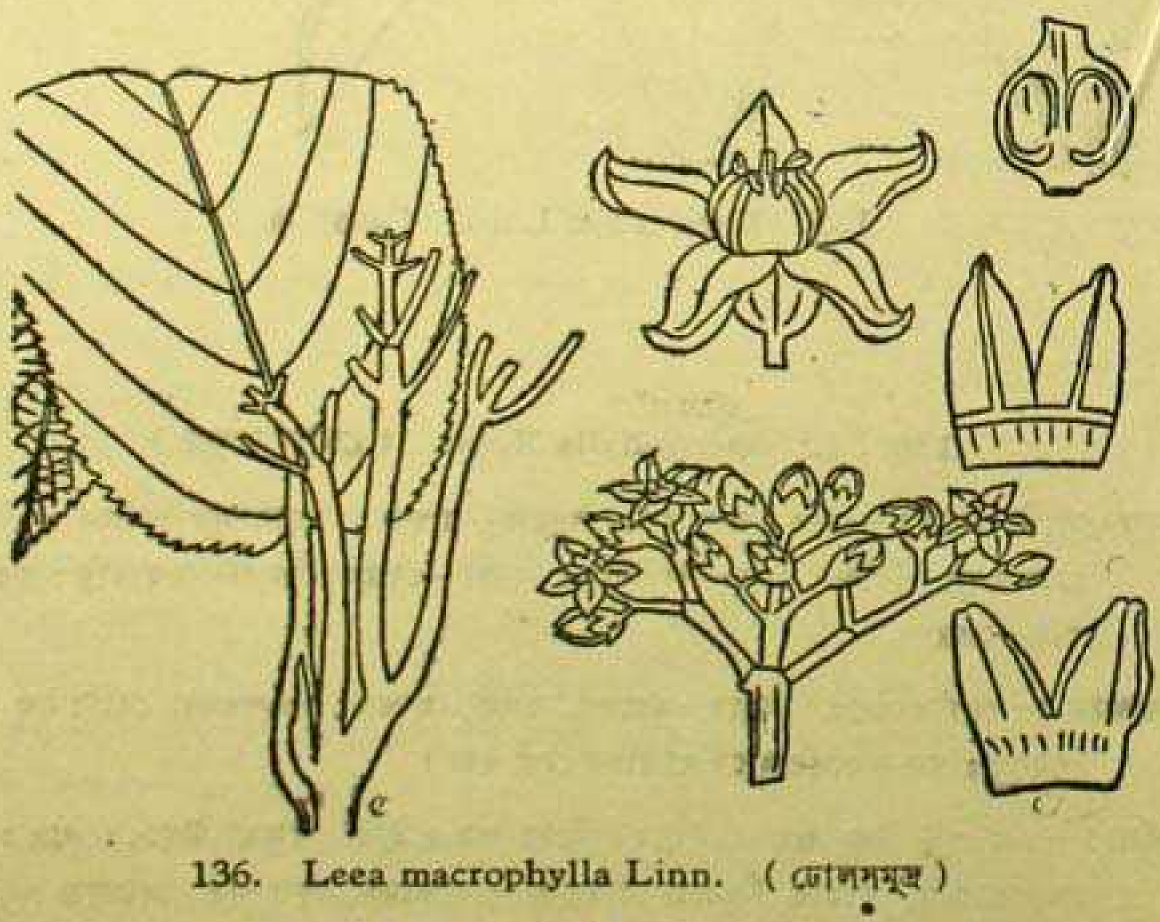

136. Leea macrophylla Linn. (ঢোলসমুদ্র)

137. L. indica (Burm.) Merr. (কুকুরজিহ্বা)

ভাষানুসারী নাম :—কুক্কুরজিহ্বা—সংস্কৃত, কুকুরজিহ্বা—বাংলা ; কুকুরজিহ্বা—হিন্দি ; ভিলো—গোয়া ; কব্রুনি—মহারাষ্ট্র ; অন্‌কদোরা, আম্রকাদোগ—তেলেগু ; মণিপিরাস্তা নলুগু—মালয় ; কলেট, নাগা-মোর্ডক্—ব্রহ্মদেশ। বুরুল্-গস্—সিংভূম ; ওট্টাম্বলেন্—তামিল।

জন্মস্থান :—ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—১০ ফুট উচ্চ গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্ ; ডালগুলি সরল, পত্র লম্বাকার, ৩½-৩ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রিকা পত্রদণ্ডের দুই দিকে জোড়া জোড়া জন্মে এবং অগ্রভাগে এক হয়। পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্রের প্রান্তদেশ করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। পত্রিকা কতকটা শিউলি ফুলের পত্রের ন্যায়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল চেরিফলের ন্যায়। ফলের শাঁস নাই।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্দ ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিকড়ের কাথ পিপাসা ও পাকস্থলীর বেদনা নিবারক। গোয়া নামক স্থানে ইহার শিকড়কে "রতনহিয়া" (Ratanhia) বলে। পোর্ত্তুগীজেরা ইহাকে পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয় নিবারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অগ্নিতে ঝলসান পাতা মস্তক বেদনা নিবারক। তরুণ পাতার রস হজমিকারক (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—উদরাময় ও আমাশয়ে উপকারী এবং ঘর্মকারক।

মূলের কন্দ—শূলবেদনায় উপকারী, স্নিগ্ধতাকারক, পিপাসানিবারক।

পাতা—বাটিয়া 'মাথাঘোরা' রোগে মাথায় প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii. 26 ; Wight, I. C., t. 78 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 256.

Ref.—F.B.I., i. 666 ; B.P., i. 340 ; Prain, H.H., 189 ; Voigt., 30.

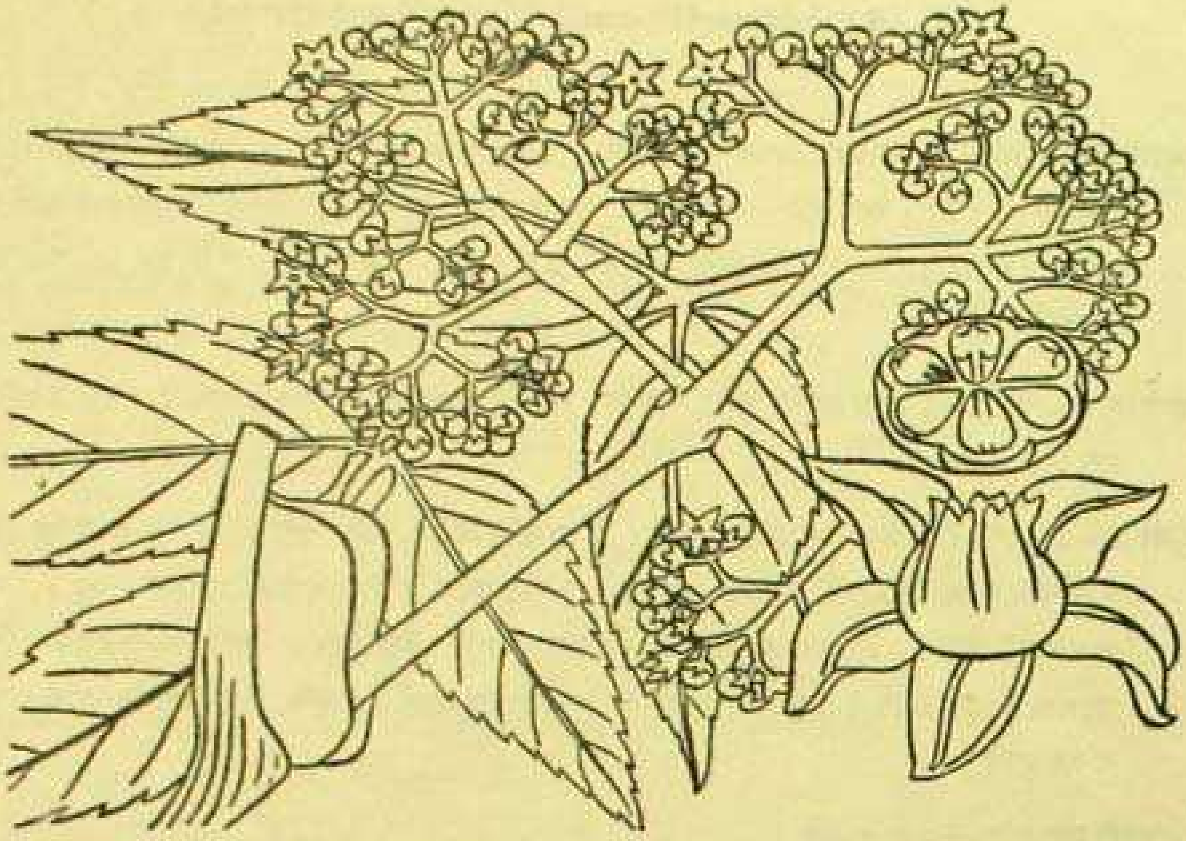

137. Leea indica (Burm.) Merr. (কুক্কুরজিহ্বা)

138. L. aequata Linn (কাকজঙ্ঘা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কাকজঙ্ঘা, নদীক্রান্তা—সংস্কৃত ; কাকজঙ্ঘা, পারাবত-পদী—বাংলা ; কাকজঙ্ঘা—হিন্দী ; কঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; কঙ্কন্‌সিক্—মালয় ; সুরপদি—তেলেগু ।

কাকজঙ্ঘা ধ্বাংক্ষজঙ্ঘা কাকাহ্বা সা২থ বায়সী ।
পাবারতপদী দাসী নদীক্রান্তা সুলোমশা ॥
কাকাজঙ্ঘা তু তিক্তোষ্ণা ক্রিমিব্রণকফাপহা ।
বাধির্য্যাজীর্ণজিৎ-জীর্ণ-বিষমজ্বরহারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—কাকজঙ্ঘা, ধ্বাংক্ষজঙ্ঘা, কাকাহ্বা, বায়সী, পারাবত-পদী, দাসী ; নদীক্রান্তা ও সুলোমশা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—কাকজঙ্ঘা—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, ক্রিমি, ব্রণ এবং কফদোষ নাশক । ইহা বধিরতানিবারক এবং অজীর্ণ নাশক । ইহা জীর্ণ ও বিষমজ্বরনাশক ।

জন্মস্থান ঃ—মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, আসাম, শ্রীহট্ট, সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ; সচরাচর জঙ্গলের ধারে দেখা যায় ।

বর্ণনা ঃ—গুল্মজাতীয় কোমল শাখাবিশিষ্ট উদ্ভিদ্ । শাখা ও পত্রে লোম আছে । পত্রিকা ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের কিনারা দাঁতযুক্ত, পুষ্পদণ্ডে পুষ্প ঘনসন্নিবদ্ধ ; ফল কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক, দেখিতে মটরের ন্যায় । নদীর ধারে অথবা জলাভূমিতে গাছগুলি

ভাল জন্মে। ইহার শাখায় গাঁট আছে, দেখিতে কাকের জঙ্ঘার মত। মূল বর্তায় হয়। ফল চেপ্টা, ৬ কোণবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ২-৫ ইঞ্চি লম্বা।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্দ, পত্রাদি ; মাত্রা—মূলের কল্ক ২-৪ আনা, ক্বাথ—৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে কাকজঙ্ঘার ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—(১) নিদ্রানাশে কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার মূল, মস্তকে ধারণ করিলে অনিদ্রা রোগীর নিদ্রা হয় (জ্বর-চিঃ)। (২) **যক্ষ্মায়** কাকজঙ্ঘা—দুধের সহিত কাকজঙ্ঘার কল্ক পান যক্ষ্মারোগীর পক্ষে হিতকর (যক্ষ্মা-চিঃ)। (৩) **প্লীহায়** কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার ক্বাথে, সৈন্ধবলবণ ও তিন্তিড়ী মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা প্লীহোদরে প্রশস্ত। (৪) **দশনক্রিমিপাতনার্থ** কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার মূল চর্বনপূর্বক ক্রিমিভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন করিলে দন্তগত ক্রিমি পতিত হয় (দন্তরোগ-চিঃ)। (৫) **শ্বেতপ্রদরে** কাকজঙ্ঘা—শ্বেতপ্রদর শান্তির জন্য কাকজঙ্ঘার মূলকল্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত সেব্য।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার রস জলে দিলে জমিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

কাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এবং কাণ্ড—সঙ্কোচক এবং পিচ্ছিলতাগুণসম্পন্ন।

মন্তব্য—চরক 'দশেমানিতে কাকজঙ্ঘার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **সৌশ্রুত** আরগ্বধাদিবর্গে শার্ঙ্গষ্টা পঠিত হইয়াছে। **রাজবল্লভে** কাকজঙ্ঘার গুণ বিবৃত হয় নাই।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 258.

Ref.—F. B. I. i., 668 ; B.P., i. 340 ; Roxb., F. I., i. 655 ; Prain., H.H., 189 ; Voigt. H.S., 30.

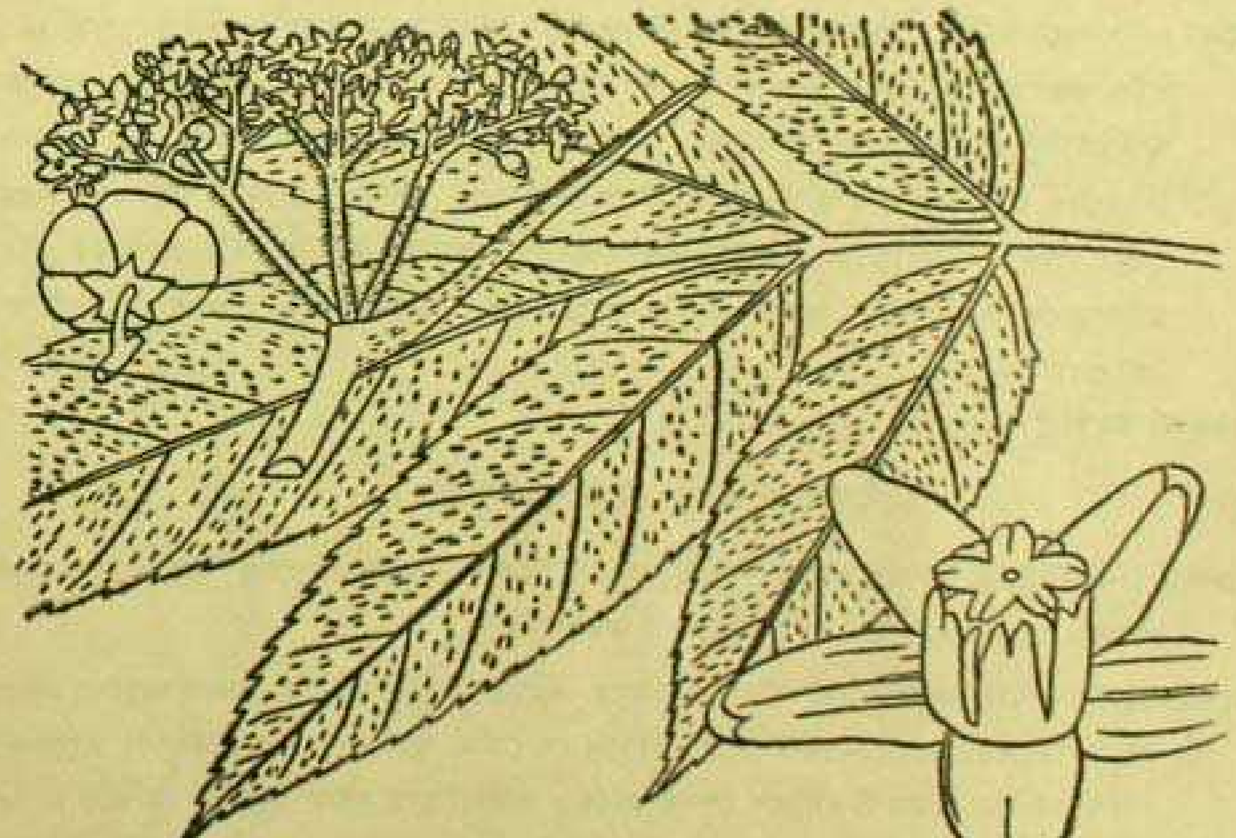

138. Leea æquata Linn. (কাকজঙ্ঘা)

Genus—CISSUS Linn.

139. C. quadrangularis Linn. (হাড়জোড়া)

ভাষানুসারী নাম :—অস্থিসংহার—সংস্কৃত ; হাড়জোড়া—বাংলা ; হড়জোড়—হিন্দী ; নল্লেরু, দুল্লে-কটিগে—তেলেগু ; পিরাণ্ডেই-কডি—তামিল ; পিরান্টা—মালয় ; তরধারী —গুজরাট ; ত্রিধারী—মহারাষ্ট্র ; নাল্লেহ—তেলেগু ; হরশঙ্কর—বোম্বে।

গ্রন্থিমানস্থিসংহারী বজ্রাঙ্গী বাস্থিশৃঙ্খলা।
অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোঽস্থিযুক্॥
উষ্ণঃ সরঃ ক্রিমিঘ্নশ্চ দুর্নামঘ্নোঽক্ষিরোগজিৎ।
রুক্ষঃ স্বাদুর্লঘুর্বৃষ্যঃ পাচনঃ পিত্তলঃ স্মৃতঃ।

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—গ্রন্থিমান্, অস্থিসংহারী, বজ্রাঙ্গী, অস্থিশৃঙ্খলা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—অস্থিসংহার—বাতশ্লেষ্মনাশক। ভগ্নাস্থিসংযোজক (হাড় ভাঙ্গিলে জোড়া লাগায়)। ইহা উষ্ণবীর্য, সারক, ক্রিমি, অর্শ, এবং চক্ষুরোগনাশক। রুক্ষ স্বাদু, লঘুপাক, বৃষ্য, পাচক এবং পিত্তজনক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র, বনে জঙ্গলে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন,(শিবপুর) ও নিকটবর্তী স্থানে বহু পরিমাণে পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ, অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কখন কখন পত্রহীন দেখায়, পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫ অংশে বিভক্ত,কিনারাগুলি করাতের মত কর্তিত। পুষ্পগুচ্ছ ক্ষুদ্র বোঁটায় থাকে, চিক্কণ লোমযুক্ত। ফল গোলাকার, লালবর্ণ ও রসাল, মটরের মত। সিংহলের লোকে ইহার ডাঁটা তরকারী করিয়া খায়। গাছের আঁকড়ী লম্বা ও নরম। ফুলের পাপ্‌ড়ি ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, শ্বেতবর্ণ। লতার ডাঁটা একটি গাঁইটের সহিত মাটিতে ফেলিয়া দিলে, তাহা হইতে গাছ হয়, এইজন্য ইহার আর একটি নাম 'কাণ্ডবল্লী'।

ব্যবহার্য অংশ :—শাখা ও পত্র।

বৈদ্যকে অস্থিসংহারের ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—**ভগ্নরোগে** অস্থিসংহার—সন্ধিযুক্ত অস্থিতে, অস্থিসংহারের কাণ্ড পেষণপূর্বক গব্যঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পান করিবে (ভগ্ন-চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—**বায়ু-প্রশমনার্থ** অস্থিসংহারমজ্জা—হাড়জোড়ার ডাঁটার ছাল ছাড়াইয়া লইবে, এই ডাঁটা যত, তার অর্দ্ধেক খোসা ছাড়ান যে কোন কলায় (বাতহর বলিয়া মাষকলাই ভাল) লইয়া একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বর্তুলাকার বটক প্রস্তুত করিবে। এই বটক তিলতৈলে ভাজিয়া খাইবে। ইহা অতীব বায়ুনাশক।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—তামিল-দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পত্র ও নরম ডাঁটা গুঁড়া করিয়া অন্ত্র ও পাকযন্ত্রের পীড়ায় প্রয়োগ করে। মাত্রা ২ ফুপল, দিবসে ২ বার সেব্য (Ainslie)। কাণ্ডের রস কর্ণের পুঁজ নিবারক ও অনিয়মিত ঋতুস্রাবে প্রশস্ত হয়। কাণ্ড অগ্নিতে ঝলসাইয়া ২ তোলা রস, ২ তোলা গব্যঘৃত, ১ তোলা গোপীচন্দন ও অল্প পরিমাণ চিনি সহ দিবসে ২বার সেব্য (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা ও কচিগাছ—রসায়ন, অগ্নিদীপক, গুঁড়া করিয়া ব্যবহারে অন্ত্রের উপকারী।

কাণ্ডের রস—অনিয়মিত ঋতু এবং স্কার্ভিরোগে (পুষ্টির অভাবজনিত রোগে) উপকারী।

কাণ্ড—অস্থিভঙ্গে আভ্যন্তরীণ ব্যবহার এবং ভগ্নস্থানে প্রলেপে উপকারী। গুঁড়া করিয়া ব্যবহারে "শ্বাসরোগে" উপকারী।

মন্তব্য : চরক, রাজনিঘণ্টু ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে অস্থিসংহারের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। **সুশ্রুতোক্ত** ভগ্নরোগ চিকিৎসায় অস্থিসংহারের নাম নাই।

Fig.—Wight. I. C. t. 51 ; Rheede, Hort. Mal., vii. t. 14 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 246.

Ref.—F. B. I., i. 645 ; B.P. I., 338 ; Watt. vi, Pt. I. 256 ; Roxb., F. I., i. 407 ; Dymock. Pharm. Ind., i. 362 ; Prain, H. H., 188 ; Voigt, H. S., 27.

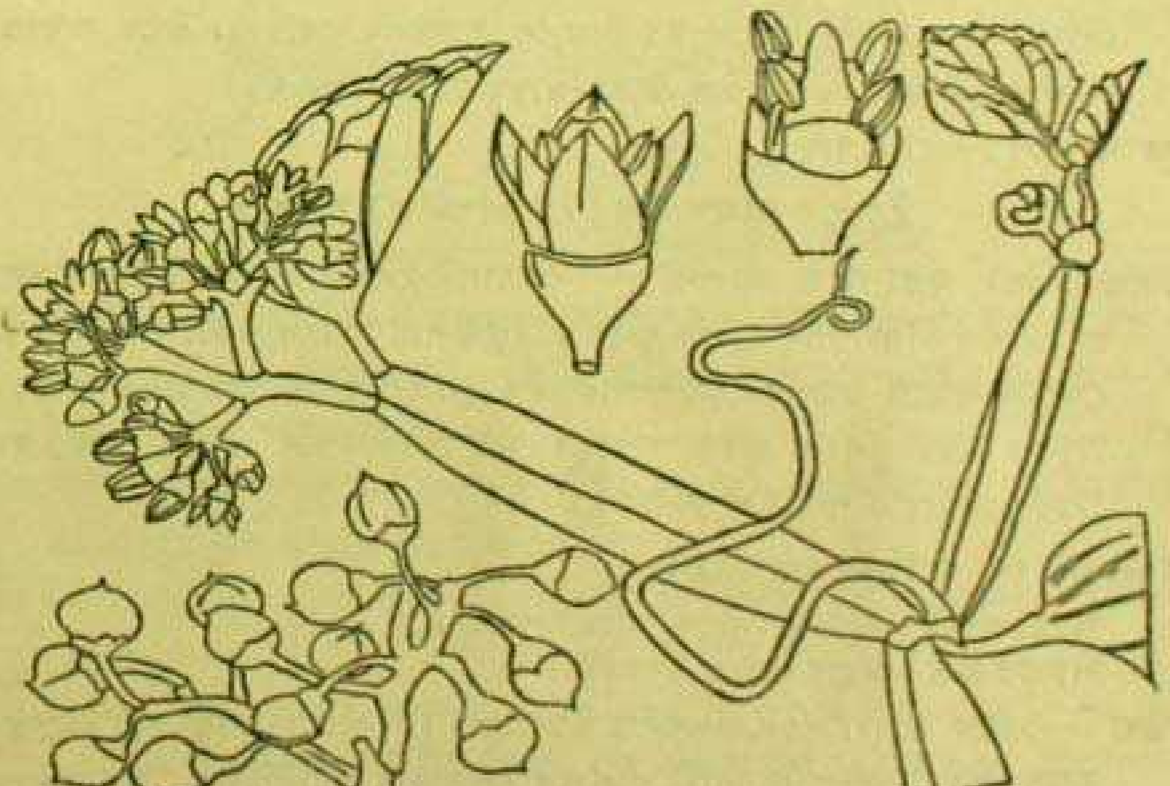

139.* Cissus quadrangularis Linn. (হাড়জোড়া)

140. V. pedata (Vahl-ex Wall) Gagnep. (গোয়ালে লতা)

ভাষানুসারী নাম :—হংসপাদী, গোধাপদী—সংস্কৃত ; গোয়ালেলতা—বাংলা ; এদেলুক, মন্দুল্—তেলেগু ; হংসপদী গোর্পদভেল্—মহারাষ্ট্র ; মোদিয়া-ওয়েল্—সিংভূম ; গোয়ালিয়া লতা—গৌড় ; হংসরাজ—গুজরাট ; কুট্র পিরাণ্ডাই—তামিল ; গুমাডিটি—তেলেগু।

হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা।
হংসপাদী গুরুঃ শীতা হন্তি রক্তবিষব্রণান্।
বিসর্প দাহাতীসার-লূতাভূতাগ্নিরোহিণী ॥

ভাবপ্রকাশঃ । গুডূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা ও ত্রিপাদিকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—হংসপাদী—গুরুপাক, শীতবীর্য, রক্তদোষ বিষদোষ এবং ব্রণনাশক। বিসর্প, দাহ, অতিসার, লূতা বিষদোষ, ভূতাবেশ এবং অগ্নিরোহিনীরোগ বিনাশক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, উত্তর পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার সকল স্থানে প্রচুর দেখা যায়।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, কাণ্ড নরম, পাতা কোমল, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়। শিকড় বক্র। পত্র ৭টি পত্রিকায় বিভক্ত। পত্রিকা ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩ ইঞ্চি চওড়া, পাতার কিনারা কর্তিত। পুষ্পদণ্ড পাতার ডাঁটার সমান। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ, উহাতে ঈষৎ ধূসরবর্ণ লোম আছে। ফল ৪টি বীজবিশিষ্ট, ½ ইঞ্চি, গোলাকার, ধারের দিকে চেপ্টা, শ্বেতবর্ণ। গোয়ালে লতা সাধারণতঃ দুই প্রকার—ছোট গোয়ালে ও বড় গোয়ালে। বড় গোয়ালে বা ছয় আঙ্গুলে গোয়ালেই সাধারণতঃ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও অক্টোবর-জানুয়ারী মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

বৈদ্যকে হংসপাদীর (গোধাপদীর) ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—(১) মূত্রাঘাতে গোধাপদীমূল—গোধাপদীমূলের ক্বাথে গব্যঘৃত, তিলতৈল এবং দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (মূত্রাঘাত-চিঃ)। **(২) শ্লীপদ-কোপোত্থজ্বরে** গোধাপদীমূল—গোধাপদীর মূল পেষণপূর্বক পিষ্ট-মাষকলাইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণে শ্লীপদ (গোদ) জন্য জ্বর নিঃসংশয়ে নিবৃত্তি পায় (শ্লীপদ-চিঃ)।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—সঙ্কোচক, উত্তাপনাশক, ঘায়ে উপকারী।
পাতার কল্ক—জরায়ু প্রদাহে উপকারী।

মন্তব্য :—চরকে 'দশেমানি'তে হংসপাদীর উল্লেখ নাই। সৌশ্রুত বিদারী গন্ধাদিগণের টীকায় **ডহ্বণ** লিখিয়াছেন—"হংসপাদী মধুশ্রবা হংসপাদাকার পত্রা পীতপুষ্প জলযুক্ত-দেশজাতা হংসপদাই ইতিলোকে প্রসিদ্ধা।" আমরা পরবর্তী আচার্যগণের দৃষ্টান্তানুসারে হংসপাদী

শব্দ গোধাপদীর পর্য্যায়রূপে পাঠ করিয়াছি। ছোট গোয়ালের লতার—ডাঁটায় লাউ বা কুমড়ার মত শুঁয়া আছে। পাতায় নাল আছে। ফোড়া কার্ব্বাঙ্কল প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। পাতার স্বাদ তিক্ত কষায়।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., vii. t. 10 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 253.

Ref.—F. B.I., i. 661 ; B.P., i. 339 ; Roxb., F.I. i. 413 ; Prain ; H. H., 189.

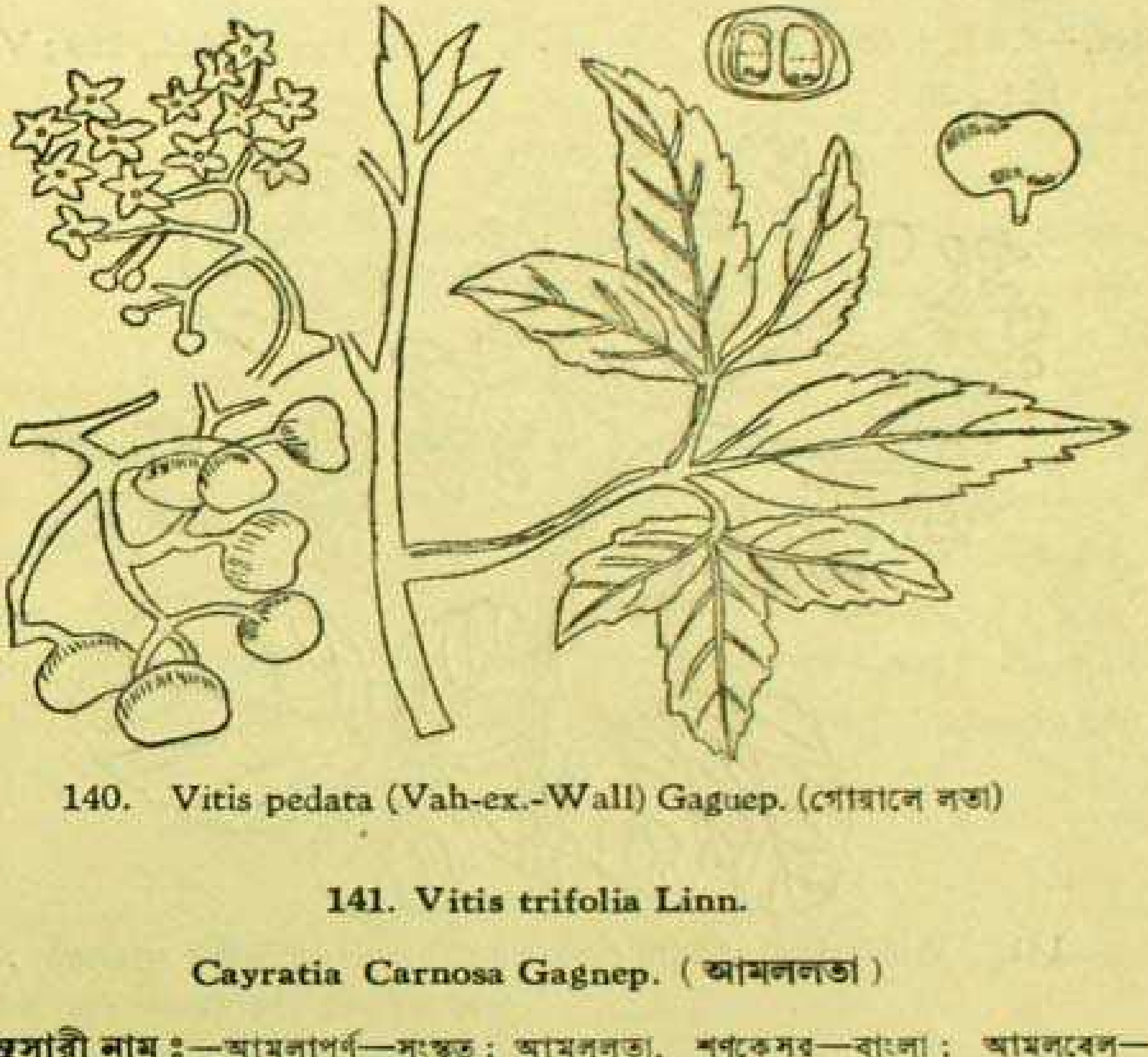

140. Vitis pedata (Vah-ex.-Wall) Gaguep. (গোয়ালে লতা)

141. Vitis trifolia Linn.

Cayratia Carnosa Gagnep. (আমললতা)

ভাষানুসারী নাম :—আমলাপর্ণ—সংস্কৃত ; আমললতা, শণকেসর—বাংলা ; আমলবেল—হিন্দি ; টুমন্ন্, মেক্‌জেত্তানি চেডু—তামিল ; কুকতিরি—তেলেগু ; অম্বট-বেল—মহারাষ্ট্র ; সৌরভল্লি—মালয়।

জন্মস্থান :—পূর্ববঙ্গ, সুন্দরবন, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণার, বন জঙ্গলে দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, কাণ্ড নরম, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, মসৃণ লোমযুক্ত, আঁকড়ি লম্বা ও নরম। পত্রিকা ৩টি, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার, কিনারায় দাঁত আছে। ফুল শ্বেতবর্ণ ও বড়। ফুলের বোঁটা পাতার ডাঁটার সমান। ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, গোলাকার, শাঁসযুক্ত, ২টি বীজবিশিষ্ট। বীজ $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{1}{6}$ ইঞ্চি চওড়া, ত্রিকোণাকার। এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—গরুর কাঁধের ঘায়ে ইহার পাতার পুলটিস্ দেয় (Elliot)। শিকড় গোলমরিচের সহিত বাটিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া আরাম হয়। হিন্দিতে ইহার শিকড়কে "কামরাজ" বলে। ইহা ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. t. 9 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 252.

Ref.—F.B.I., i. 654 ; F.I., i. 409 ; B.P., i. 338 ; Prain, H.H., 189 ; Voigt. H.S., 28.

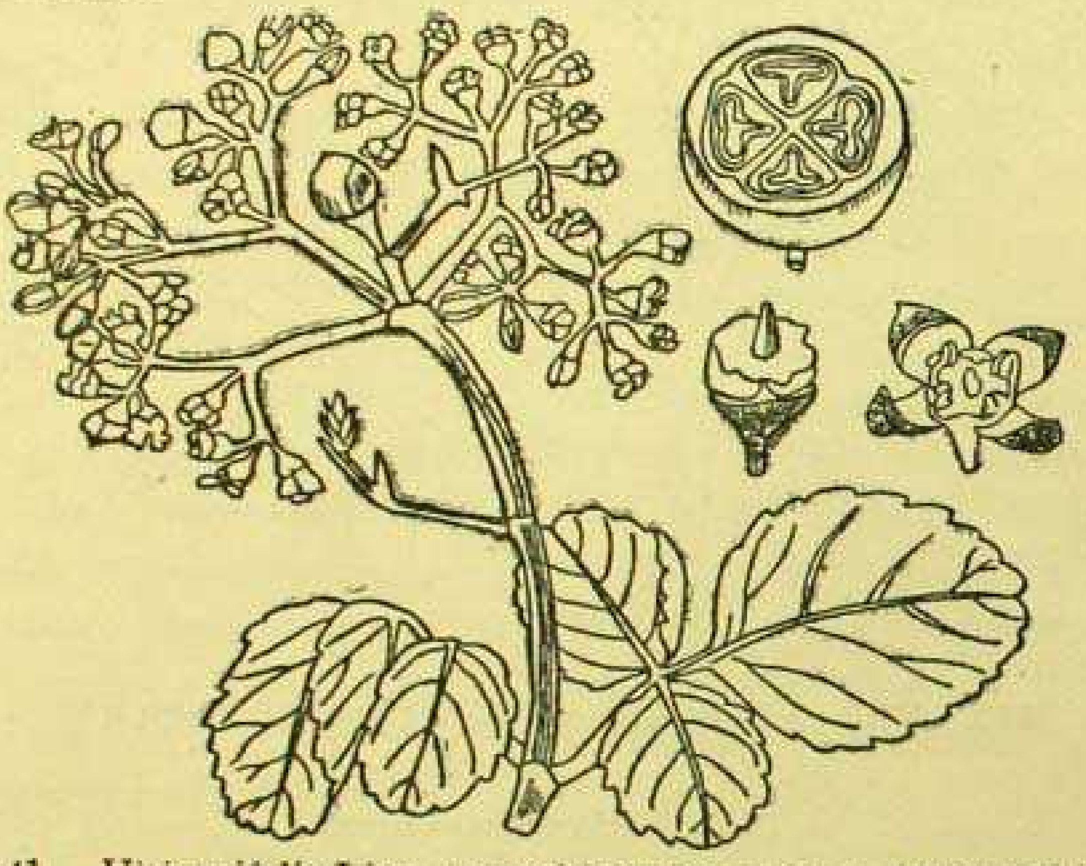

141. Vitis trifolia Linn. cayratia carnosa gagnep. (আমললতা)

Genus—VITIS Linn.

142. V. Vinifera Linn. (আঙুর)

ভাষানুসারী নাম ঃ—দ্রাক্ষা—সংস্কৃত ; আঙুর—বাংলা ; আঙুর, দ্রাক্ষ, দাক—হিন্দি ; দ্রাক্—বোম্বে ; দ্রাক্ষা—মহারাষ্ট্র ; দ্রাক্স্—গুজরাট ; কোত্রিমুন্তাই, কড়িমন্ডিরি—তামিল ; দ্রাক্ষপণ্ডু, দ্রাক্ষ-চেন্দ্রু, গোস্তানি—তেলেগু ; দ্রাক্ষে—কাণপুর ; মুন্তাঙ্গ—মালয় ; সবি-সি—ব্রহ্মদেশ ; মেউজ—আরব ; আঙুর—পারস্য ; কিসমিস, আঙুর—গৌড়।

CENTRAL LIBRARY

দ্রাক্ষা চারুফলা কৃষ্ণা প্রিয়ালা তাপসপ্রিয়া।
গুচ্ছফলা রসালা চ জ্ঞেয়াঽমৃতফলা চ সা ॥
দ্রাক্ষাঽতিমধুরাঽম্লা চ শীতা পিত্তার্ত্তিদাহজিৎ।
মূত্রদোষহরা রুচ্যা বৃষ্যা সন্তর্পণী পরা।

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—দ্রাক্ষা, চারুফলা, কৃষ্ণা, প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা, রসালা, অমৃতফলা,—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—দ্রাক্ষা অতিমধুর অম্লরস, শীতবীর্য্য, পিত্তরোগ ও দাহ নিবারক। মূত্রদোষনাশক রুচিকারক, রসায়ন ও পুষ্টিকারক।

জন্মস্থানঃ—উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে। উত্তর পশ্চিম ভারতে চাষ হয়। বঙ্গদেশে বাগানে রোপণ করে, হুগলী হাওড়ায় বাগানে কদাচ দেখা যায়।

বর্ণনাঃ—শক্ত লতা, আঁকড়ী লম্বা, পাকান। পত্রের উপরদিক্ লোমযুক্ত, বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতার আকৃতি দেখিতে করলা উচ্ছের পাতার ন্যায়। পত্রের গোড়ার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫ ভাগে বিভক্ত; কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত, পাতার মধ্যশিরা ৪-৫ জোড়া। ফুল সবুজবর্ণ, সৌগন্ধময়, লতার অগ্রভাগে মুকুল হয়। ফলে ৩-৫টি বীজ হয়। দ্রাক্ষা ৪ প্রকার (১) আঙ্গুর (২) ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা বা কিস্‌মিস্ (৩) কপিল দ্রাক্ষা, বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ দ্রাক্ষা (৪) গোস্তনী দ্রাক্ষা, মনাক্কা (Raisins)। ফেব্রুয়ারী হইতে জুন মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়। শীতপ্রধান দেশে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশঃ—শুষ্কফল, আঙ্গুর ও পত্র।

বৈদ্যকে দ্রাক্ষার ব্যবহার।

সুশ্রুতঃ—মূত্ররোধজ **উদাবর্ত্তে** দ্রাক্ষা—যাহার মূত্রবেগধারণ জন্য উদাবর্ত্ত হইয়াছে তাহাকে দ্রাক্ষা ক্বাথ পান করাইবে (উঃ ৫৫ অঃ)।

বাগ্‌ভটঃ—**(১)** মদাত্যয়ের **পিপাসায়** দ্রাক্ষা—তৃষিতমদাত্যয় রোগীর বাতপিত্তাধিক্য থাকিলে তাহাকে শীতল দ্রাক্ষা ক্বাথ পান করাইবে—ঔষধ জীর্ণ হইলে মধুরাম্লবস্তুযোগে সংস্কৃত ছাগমাংস যূষ সহ ভোজন করিতে বলিবে (চিঃ ৭ অঃ)। (২) **মূত্রকৃচ্ছ্রে** দ্রাক্ষা—দ্রাক্ষা পেষণ পূর্বক বাসি জলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয় (চিঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্তঃ—**রক্তপিত্তে** দ্রাক্ষা—দশ বৎসরের পুরান ঘৃত ৪ সের, ১ সের পিষ্ট দ্রাক্ষা এবং ১৬ সের জলের সহিত যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপিত্ত, কামলাদির পক্ষে হিতকর (রক্তপিত্ত-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—ইহা শান্তিকর ও বিরেচক, ইহার স্নিগ্ধকর গুণ আছে।

মুসলমান বৈদ্যেরা দ্রাক্ষাকে পাচক ও রক্ত পরিষ্কারক বলিয়া উল্লেখ করেন। আঙ্গুর লতার ছাই মূত্রযন্ত্রের পাথুরী-নিবারক ও অর্শরোগ নাশক। অপক্ক আঙ্গুরের রস ধারক। কর্তিত লতার রস চর্মরোগ ও চক্ষুরোগের ঔষধরূপে ইউরোপে ব্যবহৃত হয়। আঙ্গুরের সরবৎ স্নিগ্ধকর, ইহা জ্বরের প্রকোপ কমাইয়া দেয়। ইহা অম্লরোগ, উদরাময়, রক্ত-আমাশয় ও শোথ নিবারক (Moodeen Sheriff)। শুষ্ক আঙ্গুর (কিস্‌মিস্‌) শান্তিকর, মৃদুবিরেচক, পিপাসা নিবারক। ইহা সর্দি, স্বরভঙ্গ ও ক্ষয়রোগে হিতকর (Dutt, Hindu Mat. Medica)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

কচি কচি ডালের ছেঁচারস—চর্মরোগে উপকারী।

পাতা—সঙ্কোচক, উদরাময়ে উপকারী।

অপক্ক ফলের রস—সঙ্কোচক, গলার ক্ষতে উপকারী।

শুষ্ক ফল—স্নিগ্ধকারক, বলকারী, সুমিষ্ট, বিরেচক; পিপাসায়, শরীরের উত্তাপে, কাশিতে, গলা ভাঙ্গায়, পরিপাকে এবং যে কোন প্রকার ক্ষয়রোগে উপকারী।

Fig.—Lamarck, Ill., i. t. 145 ; Bentl & Trim., Md. Pl., t. 66.

Ref.—F. B. I., i. 652 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 357 ; Brandis, For, Fl., 98 ; Voigt., H. S., 29.

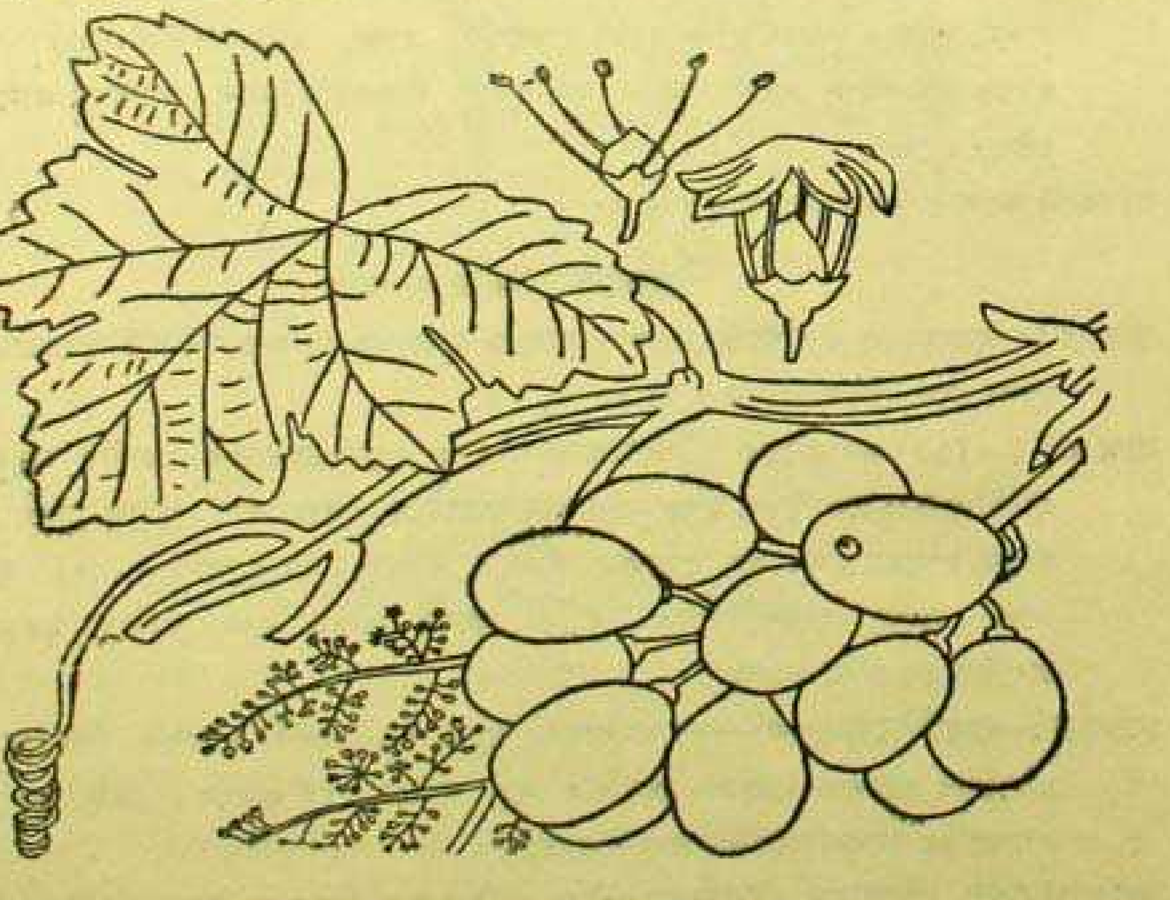

142. Vitis vinifera Linn. (আঙ্গুর).

XXXVI. SAPINDACEAE.

Genus—CARDIOSPERMUM Linn.

143. C. halicacabum Linn. (লতাফট্‌কী)

ভাষানুসারী নাম ঃ—তেজোবতী—সংস্কৃত ; লতাফট্‌কী—বাংলা ; কাণফোটী, কাকুমর্দানিকা —হিন্দি ; কন্থুলী-দোনি—কর্ণাট ; লতাফট্‌কী—গৌড় ; মুড়ুকোট্টম—তামিল ; বুড্ডককর, বেক্কুডু তোগে—তেলেগু।

তেজোবতী বহুরসা কনকপ্রভাহন্যা
তীক্ষ্ণা সুবর্ণনকুলী লবণাগ্নিদীপ্তা।
তেজস্বিনী সুরলতাঽগ্নিফলাঽগ্নিগর্ভা
স্যাৎকঙ্গুনী তদনু শৈলসুতা সুতৈলা॥
সুবেগা বায়সী তীব্রা কাকাণ্ডী বায়সাদনী।
গীর্লতা শ্রীফলী সৌম্যা ব্রাহ্মী লবণকিংশুকা॥
পারাবত-পদী পীতা পীততৈলা যশস্বিনী।
মেধ্যা মেধাবিনী ধীরা স্যাদেকত্রিংশদাহ্বয়া॥
দাহপ্রদা দীপনকৃৎ চ মেধ্যা প্রজ্ঞাঞ্চ পুষ্ণাতি তথা তেজোবতী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—তেজোবতী, বহুরসা কনকপ্রভা, তীক্ষ্ণা, সুবর্ণনকুলী, লবণা, অগ্নিদীপ্তা, তেজস্বিনী, সুরলতা, অগ্নিফলা, অগ্নিগর্ভা, কঙ্গুনী, শৈলসুতা সুতৈলা, সুবেগা, বায়সী তীব্রা, কাকাণ্ডী, বায়সাদনী, গীর্লতা, শ্রীফলী, সৌম্যা, ব্রাহ্মী, লবণকিংশুকা, পারাবত-পদী, পীতা,পীততৈলা, যশস্বিনী, মেধ্যা, মেধাবিনী, ধীরা—এই একত্রিশটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—তেজোবতী—দাহকারক, অগ্নুদ্দীপক, মেধাকারক (স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক), প্রজ্ঞাকারক (প্রত্যুৎপন্নমতিকারক) পুষ্টিকারক।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ ; উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে সিংহল পর্যন্ত স্থানে, বঙ্গদেশে, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী জেলার বহু পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ্ ; কখন কখন অধিকদিন জীবিত থাকে। শাখা নত, তিনটি ডোরা দেওয়া ; পত্রিকা গভীরভাবে কর্তিত ; পত্রদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ফুলের বহির্বাস ৪টি, বাহিরে ২টি থাকে, ভিতরের গুলি ছোট। পাপ্‌ড়ি ৪টি জোড়া জোড়া। পুংকেশর ৮টি, পৃথক্ পৃথক্ থাকে। গর্ভাশয়ে ৩টি প্রকোষ্ঠ আছে। ফল ছোট, $\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, অবনত বোঁটায় থাকে, প্রায় বৎসরের সকল সময়েই হয়। বীজ গোলাকার, $\frac{1}{6}$-$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ। শীতের সময় ব্যতীত অন্য সব সময়ে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক, বমনকারক ও উদরাময় নিবারক। বাত, স্নায়বিক দৌর্বল্য ও অর্শে ইহার ব্যবহার আছে। পত্র ঋতু-নাশ রোগের ঔষধরূপে বর্ণিত আছে। পাতার রস, Impure Carbonate of potash

(Sarica), বচের শিকড়, পিয়াশাল পাতার রস (Terminalia tomentosa) প্রত্যেক সমপরিমাণ, বটিকা দুগ্ধের সহিত ব্যবহার্য। মাত্রা ১ ড্রাম, প্রত্যহ তিনবার ৩ দিন খাইতে হয় (ভাবপ্রকাশ)। পাতার রস কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণবেদনা ও কানের পুঁজ আরাম হয়। ইহার এই গুণ আছে বলিয়া হিন্দিতে কর্ণফুটি ও বঙ্গভাষায় কর্ণফোটা বলে। মালাবার দেশে ইহার পাতার রস ফুসফুস্ ঘটিত রোগে ব্যবহার করে (Rheede)। পাতার রস ½ চামচ পরিমাণ রেড়ির তৈলের সহিত দিবসে ৩ বার সেবন করিলে এবং পত্র পেষণ করিয়া স্থানীয় প্রলেপে বাত আরাম হয় (Ainslie)। এই ঔষধটি পাকযন্ত্রের উপর কাজ করে এবং ৪।৫ বার দাস্ত হওয়ায় বাতের যন্ত্রণা কমাইয়া দেয় (Moodeen Sheriff)। সমগ্র গাছ পচাইয়া শক্ত আঁচিলে প্রয়োগ করিলে উহা বসিয়া যায় (Drury)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গাছ—বাতে, শরীরের কোন স্থান শক্ত হইলে তাহাতে এবং সর্পবিষে উপকারী।

মূল—ঘর্মকারক, প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠবদ্ধতা নাশক, বিরেচক, ঋতুস্রাবকারক, চুলকানি দ্বারা চর্মের রক্তাভকারক। বাতে, কটিশূলে এবং স্নায়বিক দুর্বলতায় উপকারী।

পত্র—বাতে প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়।

পত্রের রস—কানের যন্ত্রণায় উপকারী।

Fig.—Ic. Pl. Asiat., iv. t. 599 ; Bot. Mag., t., 1049 ; Rheede, Hort. Mal., viii. 24 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 259.

Ref.—F. B. I., i. 670 ; B. P., i. 342 ; Roxb., F. I., ii. 292 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 366.

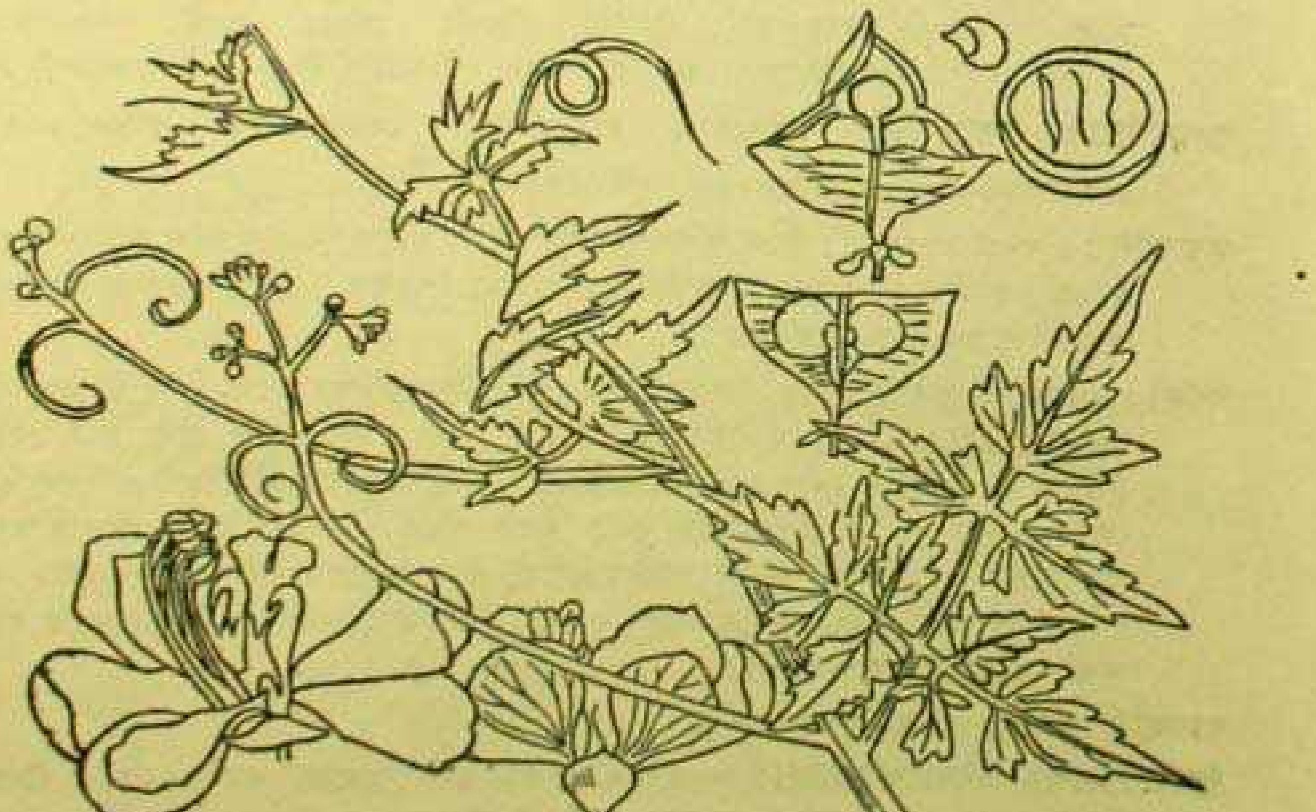

143. Cardiospermum halicacabum Linn. (লতাফট্‌কী)

Genus—SCHLEICHERA Willd.

144. S. trijuga Willd. (কুসুম)

ভাষানুসারী নাম :—কুসুম—বাংলা ; কুসুম, গৌসম—হিন্দি ; বাঞ্চ—সাঁওতাল ; কুসুম্—উড়িয়া ; অসুমর-কোচন, কোসম্—বোম্বে ; কুসুম—মহারাষ্ট্র ; পাক্কা, পু—তামিল ; পুষ্ক, রোটঙ্গ—তেলেগু ; চকোট—কানপুর ; কয়েৎ-মব্—ব্রহ্মদেশ ; সম্ব—পাঞ্জাব।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, মধ্যভারত, বর্মা, কর্ণাট, পশ্চিমবঙ্গে কদাচিৎ এই গাছ জন্মে ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বড় গাছ, বসন্তের প্রারম্ভে নূতন পত্র জন্মে। এই গাছে গালা পোকা জন্মে। ছাল ½ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত, ভিতরের কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ। পত্রদণ্ড ৮-১১ ইঞ্চি, পত্রিকা ১-১০ ইঞ্চি লম্বা, ½-১½ ইঞ্চি চওড়া, নিম্নের পাতা ছোট। পুষ্পদণ্ড ছোট ছোট শাখায় হয়, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ছোট এবং সবুজের আভাযুক্ত, কখনও ঈষৎ পীতবর্ণ। সাধারণতঃ পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে জন্মে। ফল ½-১ ইঞ্চি লম্বা, শাঁস আছে, লোকে খায়। বীজ গোলাকার, ½ ইঞ্চি লম্বা, ⅓ ইঞ্চি চওড়া, লালবর্ণ। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফুল এবং এপ্রিল ও মে মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল ধারক ; দেশীয় লোকেরা ইহার বীজ তৈলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে পাঁচড়া আরাম করে। সাঁওতালেরা ইহার ছাল কোমর ও পৃষ্ঠের বেদনায় প্রয়োগ করে (Roxburg)।

Fig.—Bedd, Fl. Sylv., t. 119 ; Brandis, Fl. Sylv., 105, t. 20 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 962.

Ref.—F.B.I., i. 681 ; B.P. i. 345 ; Roxb., F.I. ii. 277 ; Watt. vi. Pt. II., 48.

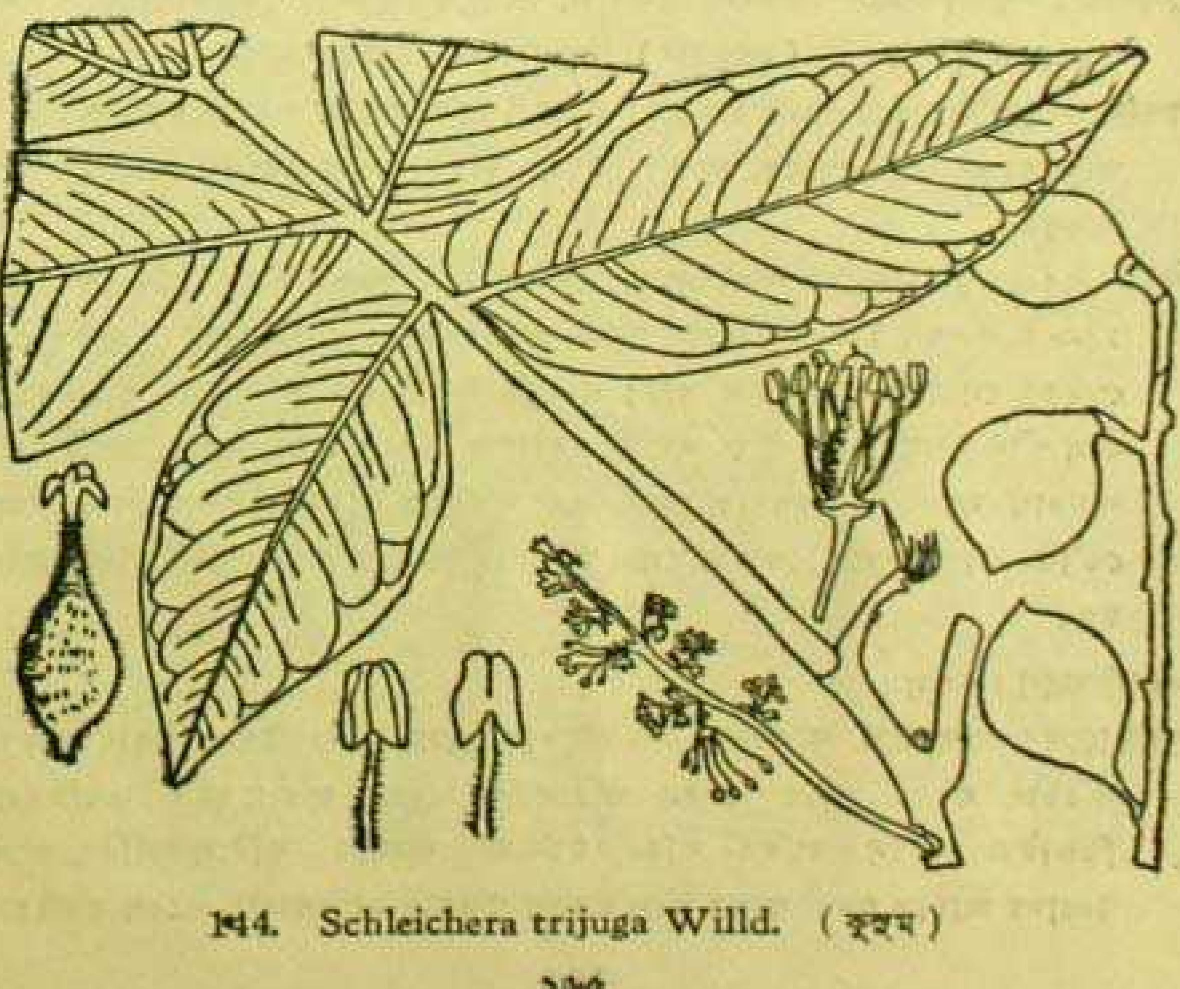

144. Schleichera trijuga Willd. (কুসুম)

Genus—SAPINDUS Linn.

145. S. emarginatus Vahl (বড়রিঠা)

S. trifoliatus Hiern (in part) Linn.

ভাষানুসারী নাম :—অরিষ্ট, ফেনিলা—সংস্কৃত ; বড়রিঠা—বাংলা ; রিঠা—হিন্দি ; রিথা—বোম্বে ; রীঠা—মহারাষ্ট্র ; অরিঠাল—কর্ণাট ; বড়রীঠা—গৌড় ; অরিঠন, অরিঠ—গুজরাট ; পোন্নানকোটই, পুভন্তি—তামিল ; কুকুড় কয়ালু—তেলেগু ; অরিট্ট—মালয় ; রিটা—আরব ; বিন্দকি-কিন্দি—পারস্ত।

রীঠাকরঞ্জকস্বন্যো গুচ্ছলো গুচ্ছপুষ্পকঃ।
রীঠা গুচ্ছফলোঽরিষ্টো মঙ্গল্যঃ কুম্ভবীজকঃ।
প্রকীর্য্যঃ সোমবল্কশ্চ ফেনিলো রুদ্রসংজ্ঞকঃ॥
রীঠাকরঞ্জস্তিক্তোষ্ণঃ কটুঃ স্নিগ্ধশ্চ বাতজিৎ।
কফঘ্নঃ কুষ্ঠকণ্ডূতি বিষবিস্ফোটনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—রীঠাকরঞ্জ, গুচ্ছল, গুচ্ছপুষ্পক, রীঠা, গুচ্ছফল, অরিষ্ট, মঙ্গল্য, কুম্ভবীজক, প্রকীর্য্য, সোমবল্ক, ফেনিল, রুদ্রসংজ্ঞক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—**রীটাকরঞ্জ**—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে কটুরস, স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, বায়ুনাশক, কফনাশক, কুষ্ঠ, কুণ্ডূতি (চুলকানি), বিষদোষ এবং বিস্ফোট নাশক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুরে প্রায়ই চাষ হয়। কখন কখন বনজঙ্গলে বহু পরিমাণে জন্মে। দক্ষিণ ভারতে এই গাছ অধিক জন্মে। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—২৫।৩০ ফুট উচ্চ, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গাছ। পত্রদণ্ড ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রিকা ১½-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ছোট। ফুল ⅙-⅕ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, লোমযুক্ত। বহির্বাস ৫টি ; পাপ্‌ড়ি ৪-৫টি, সরু ও লম্বা। পুংকেশর ৮টি। ফলে শাঁস আছে, ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা। রিঠাগাছ দুই রকমের আছে, একটির পাতার অগ্রভাগ লম্বা ও চিক্কণ লোমযুক্ত, এবং অপরটির পাতার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ মোটা ও ভোঁতা এবং নিম্নদেশে কোমল লোম আছে। ডিসেম্বর মাসে ফুল ও এপ্রিল মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—নিঘণ্টুকার বলেন রিঠা উগ্র। ইহার ফল ৪ গ্রেণ পরিমাণ সরবৎ করিয়া সেবন করিলে পেট বেদনা আরাম হয়। একটি ফল জলে ভিজাইয়া শাঁস বাহির করিয়া ছাকিয়া ব্যবহার করিলে সর্পবিষ, কলেরা ও উদরাময় আরাম হয়। ফলের গুঁড়া ৪ গ্রেণ পরিমাণ নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে

সকল প্রকারের মূর্চ্ছা আরাম হয়। ইহার ধূম মানসিক বিকৃতি ও হিষ্টিরিয়া আরাম করে। রিঠা বাটিয়া ভিনিগারের সহিত স্থানীয় প্রলেপ দিলে সর্পদংশন বিষ ও গালগলা ফুলা আরাম হয়। ইহার বীজের শাঁস বস্ত্রের দ্বারা যোনিদেশে প্রবেশ করাইয়া দিলে প্রসব বেদনা বৃদ্ধি করিয়া প্রসব করাইয়া দেয় এবং ঋতুনাশ রোগ আরাম করে (Dymock)। ইহার শাঁস ইপিকাকুয়ানার সমান। রিঠা হাঁপানি দমন করে ও দেশীয় বৈদ্যরা হিষ্টিরিয়া রোগে প্রয়োগ করে। রিঠা ভিজান জল কয়েক ফোটা মূর্চ্ছার সময় নাকে দিলে সর্দি বাহির হইয়া মূর্চ্ছা আরাম হয়, ৩।৪ ফোটার অধিক দেওয়া উচিত নহে। পুরাতন ফল কার্যকারক নহে (Moodeen Sheriff)। রিঠা ভারতের মধ্যে একটি সস্তা বমনকারক ঔষধ। রিঠা, বাত ও গেঁটে বাতে হিতকর, বমনকারক, ত্রিদোষনাশক ও গর্ভপাতকর (ভাবপ্রকাশ)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—রসায়ন, বিষদোষনাশক ; অভ্যন্তর প্রয়োগে শ্লেষ্মানিঃসারক, বমনকারক, বিরেচন। অপস্মার, শ্বাস, স্নায়ুরোগ, মস্তিষ্ক রোগে উপকারী। বাহ্য প্রয়োগে ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং মৎস্য বিষ।

Fig.—Roxb., Ic, t. 1235 ; Bedd. Fl. Sylv. t. 154 ; Rheede, Hort. Mal. iv. 43, t. 19 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 263.

Ref.—F. B. I., i. 682 ; B. P., i. 344 ; Watt., vi. Pt. ii. 468 ; Roxb., F. I. 278 ; Voigt., H. S., 93.

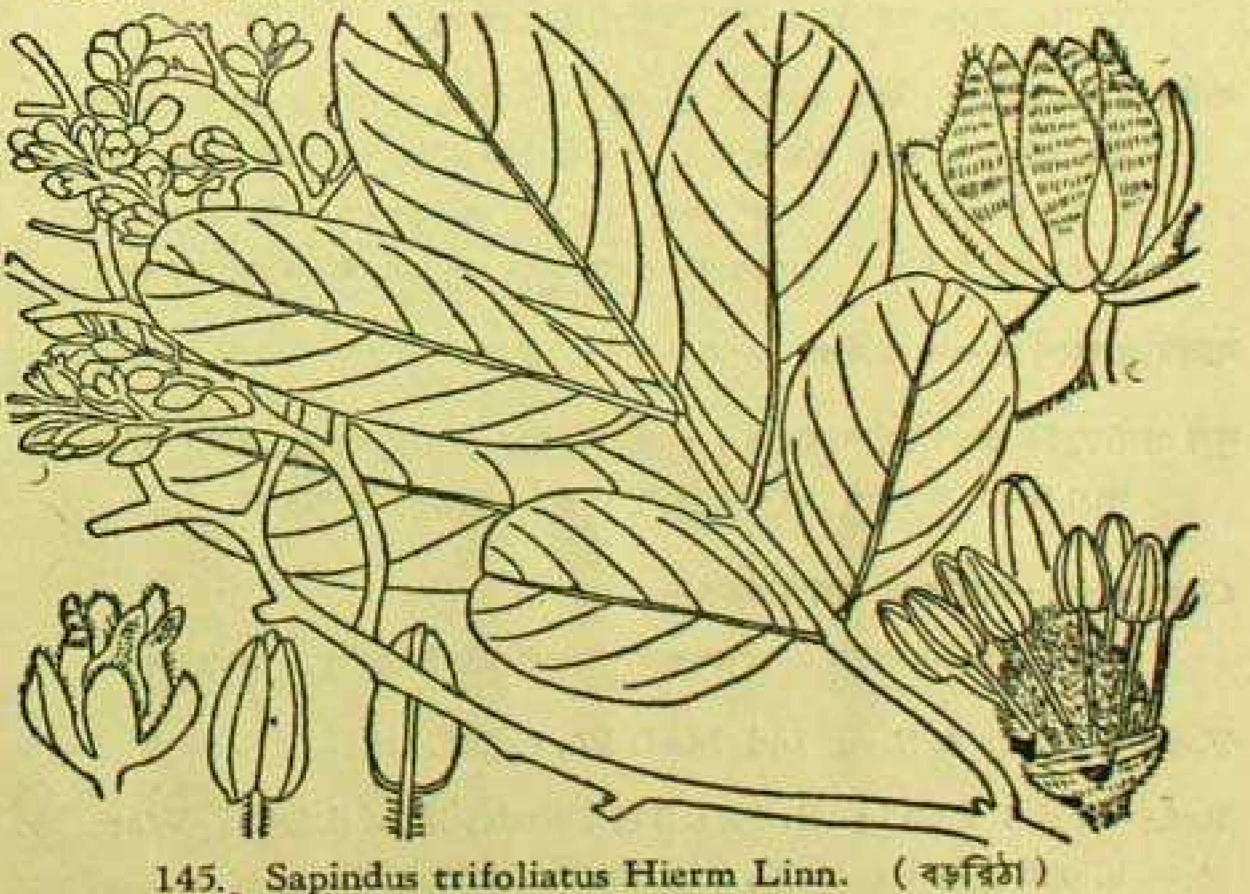

145. *Sapindus trifoliatus* Hierm Linn. (বড়রিঠা)

CENTRAL LIBRARY

146. S. mukorossi Gaertn. (ছোটরিঠা)

ভাষানুসারী নাম :—ফেনিল, অরিষ্ট—সংস্কৃত ; ছোটরিটা—বাংলা ; রিঠ, অরিঠ, দোদন—হিন্দি ; ইট্—উড়িষ্যা ; রিঠ, কন্মর্—বোম্বে।

অরিষ্টকস্তু মাঙ্গল্যঃ কৃষ্ণবর্ণোঽর্থসাধনঃ।
রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গর্ভপাতনঃ॥
অরিষ্টক স্ত্রিদোষঘ্নো গ্রহজিদ্ গর্ভপাতনঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। বটাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন (প্রয়োজন সাধক), রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল, গর্ভপাতন—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—অরিষ্টক—ত্রিদোষনাশক, গ্রহপ্রশমন ও গর্ভপাতন।

জন্মস্থান :—উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ, কুমায়ুন, শ্রীহট্ট ও আসাম ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণায়, বাগানে রোপণ করা হয় ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বড় গাছ, দেখিতে সুন্দর। পত্রদণ্ড ৬-১৮ ইঞ্চি, দণ্ডের দুই দিকে পত্র হয়। অগ্রভাগে একটু ঘনভাবে পত্র জন্মে। পত্রিকা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ২½ ইঞ্চি চওড়া, ছোট বোঁটায় থাকে। ফুল শ্বেতবর্ণ কিম্বা বেগুনে। পুংকেশর ৮-১০টি, ফল শাঁসযুক্ত। প্রায় গোলাকার, ¾ ইঞ্চি। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল অপস্মার রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। বীজ জলে গুলিয়া অপস্মার রোগীকে দিলে তৎক্ষণাৎ রোগের উপশম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—শ্লেষ্মা নিঃসারক। রক্তশূন্যতা ও অপস্মারে উপকারী। মৎস্যবিষ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 268.

Ref.—F. B. I. i. 683 ; B. P., i. 344 ; Roxb., F. I., ii. 280 ; Watt., vi. Pt. ii. 468 ; Voigt. H. S., 94 ; Prain, H.H., 190.

146. Sapindus mukorossi Gaertn. (ছোট রিঠা)

Genus—NEPHELIUM Linn.

147. N. litchi camb. (লিচু)

ভাষানুসারী নাম :—লিচু—বাংলা ; লিচি—হিন্দি ; লিচি—বোম্বে ; কেইট্-মউক্—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—আদিম জন্মস্থান চীনদেশ ; ভারতের অনেক স্থানে বাগানে চাষ হয় ; ব্রহ্মদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, নদীয়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—৩০।৪০ ফুট উচ্চ গাছ, গুঁড়ি সরল। পত্র ৩–৯ ইঞ্চি, পত্রিকা ১½–৬ ইঞ্চি লম্বা, ½–১½ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ১/১২–১/৪ ইঞ্চি। ফুলের মুকুল কোমল ও লোমযুক্ত, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ১/১২–১/৮ ইঞ্চি। ফল গুচ্ছবদ্ধ হয়। একটু লম্বা ও গোলাকার, ব্যাস ১ ইঞ্চি। ফলে শ্বেতবর্ণ শাঁস আছে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ফুল হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বিছা, বোল্‌তা প্রভৃতি কামড়াইলে ইহার পাতা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—রসায়ন।

পাতা—পশুদংশনের বিষে উপকারী।

CENTRAL LIBRARY

Fig.—Wight, Ic., t. 43 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 265.
Ref—F. B. I., i. 687 ; B P., 345 ; i. Roxb, F. I., ii. 267 ; Watt., v. 346 ; Voigt., H. S., 85 ; Prain. H.H., 190.

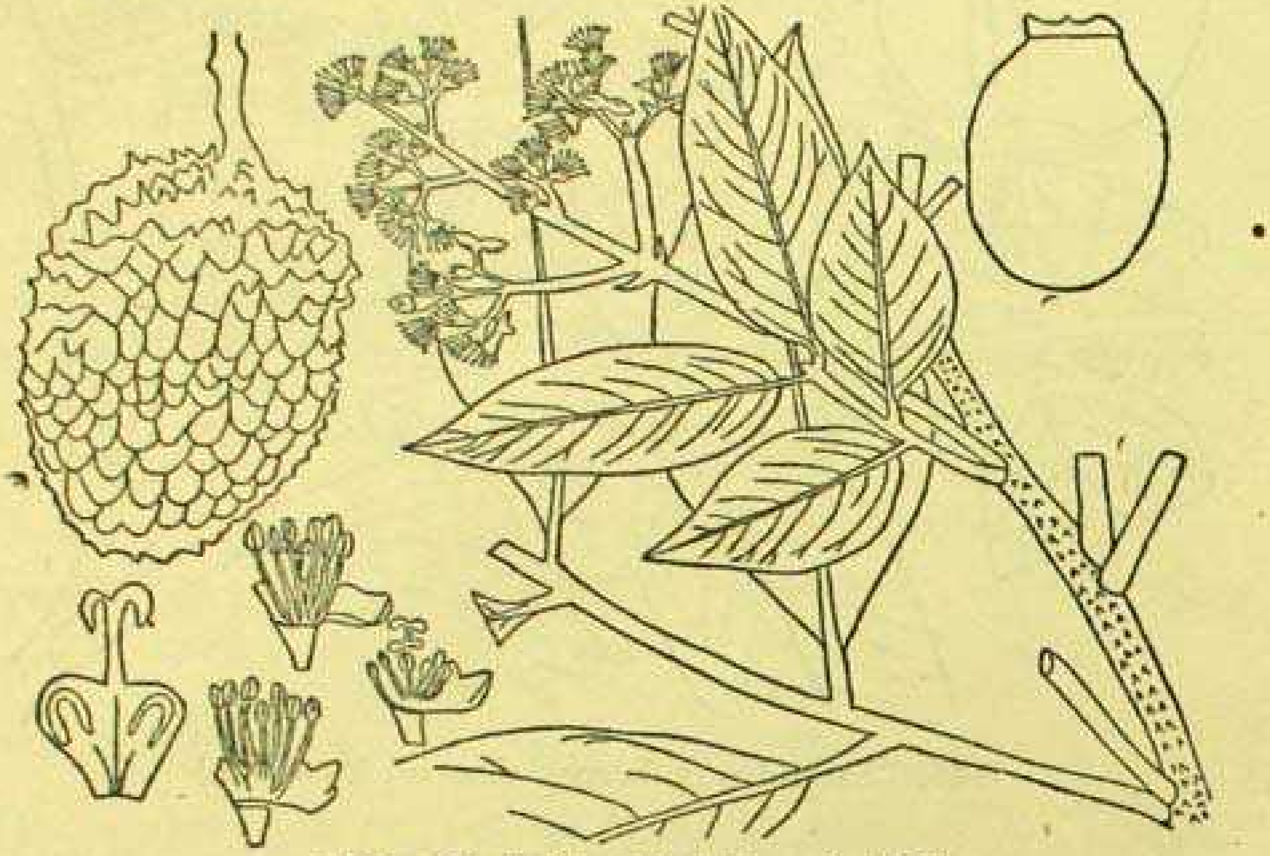

147. Nephelium litchi camb. (লিচু)

148. N. longana camb. (আঁশফল)

ভাষানুসারী নাম :—আঁশফল—বাংলা ; উম্ব-আঁশফল—বোম্বে ; ভোম্ব—মহারাষ্ট্র ; পুভ্‌টি—তামিল ; মলচ্‌-কোটা—কাণপুর ; কেইট্‌-মক্‌—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—আদি বাসস্থান মালয় উপদ্বীপ। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—গাছ ৩০।৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্রিকা ২-১২ ইঞ্চি লম্বা, ½-২½ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি। ফুলের মুকুল কোমল, পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে ফুল হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই ফল পুষ্টিকর বলিয়া চীনদেশীয় লোকেরা বর্ণনা করেন। ইহা উদরাময় নিবারক ও ক্রিমিনাশক (Duthie)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়।—

ফল—অগ্ন্যুদ্দীপক, ক্রিমিনাশক।

ফলের খোসা—জ্বরের উত্তাপনাশক।

শুষ্ক ফলের খোসা—চীন ও ইন্দোচীনে ইহা বলকারক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Bot. Mag., t. 4096 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 263.

Ref.—F. B. I., i. 688 ; B. P., i. 346 ; Roxb., F. I., ii. 270 ; Prain, H. H., 190.

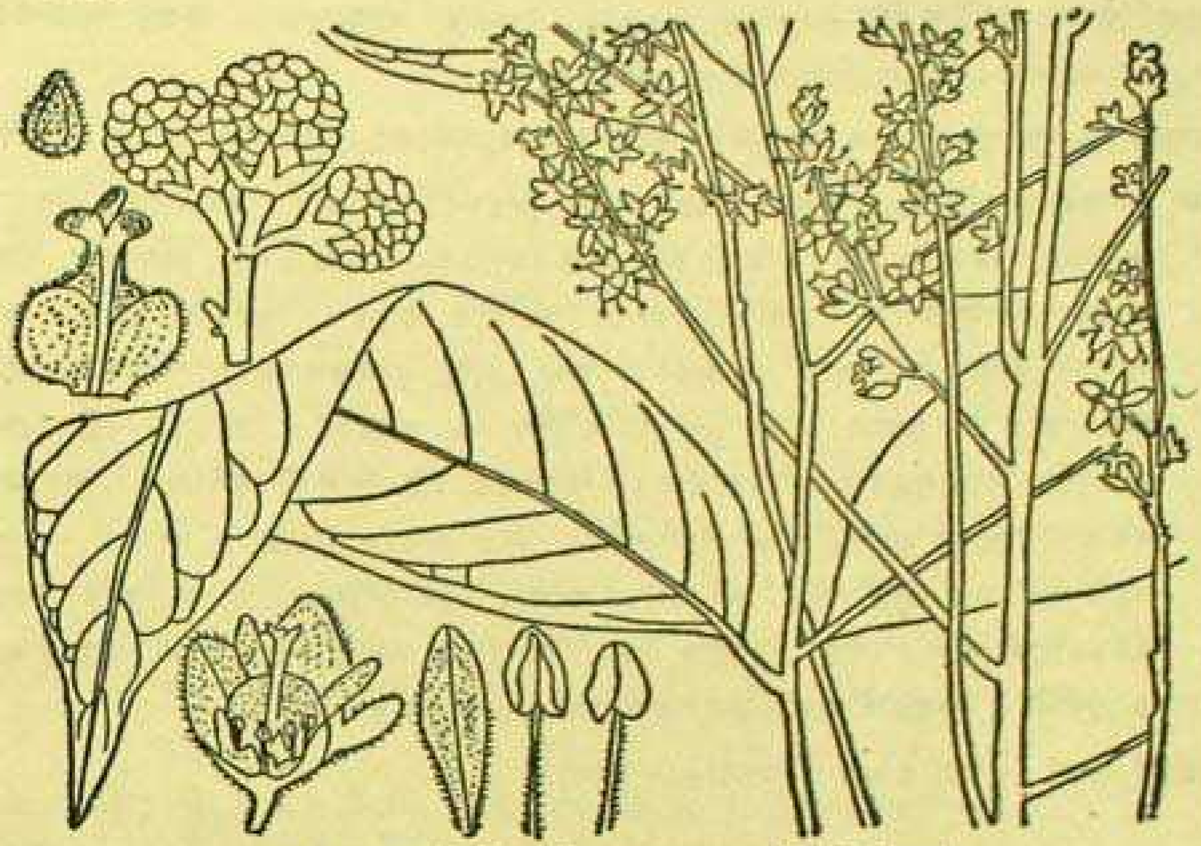

148. Nephelium longana camb. (আঁশফল)

XXXVII. ANACARDIACEAE.

Genus—RHUS Linn.

149. R. succedanea Linn. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

ভাষানুসারী নাম :—কাঁকড়াশৃঙ্গী—সংস্কৃত ; কাঁকড়াশৃঙ্গী—বাংলা ; কাঁকড়াশৃঙ্গী—হিন্দি ; কাঁকড়াশৃঙ্গী—তামিল ; কাকড়াশৃঙ্গী—তেলেগু ; কাকড়াশৃঙ্গী—গুজরাট ; কাঁকড়াশৃঙ্গী—মহারাষ্ট্র ; কর্কটিশৃঙ্গী—কর্ণাট ; কাঁকড়াশৃঙ্গী—গৌড় ।

শৃঙ্গী কুলীরশৃঙ্গী স্যাৎ ঘোষা চ বনমূর্দ্ধজা ।
চন্দ্রা কর্কটশৃঙ্গী চ মহাঘোষা চ শৃঙ্গিকা ॥
কালিকা চেন্দুখণ্ডা চ লতাঙ্গী চ বিষাণিকা ।
চক্রা চ শিখরং চৈব কর্কটাহ্বা ত্রিপকধা ॥
তিক্তা কর্কটশৃঙ্গী তু গুরুরুষ্ণাহনিলপহা ।
হিক্কাতীসারকাসঘ্নী শ্বাসপিত্তাস্ত্রনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিপ্পল্যাদিবর্গঃ ।

CENTRAL LIBRARY

নামপর্যায় :—শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী, ঘোষা, বনমূর্দ্ধজা, চন্দ্রা, কর্কটশৃঙ্গী, মহাঘোষা, শৃঙ্গিকা, কালিকা, ইন্দুখণ্ডা, লতাঙ্গী, বিষাণিকা, চক্রা, শিখর, এবং কর্কটাহ্বা—এই পনেরটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—কর্কটশৃঙ্গী—তিক্তরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য, বায়ুনাশক। হিক্কা, অতিসার ও কাসনাশক। শ্বাস, পিত্তদোষ, ও রক্তদোষনাশক।

জন্মস্থান ঃ—কুমায়ুন, নেপাল, খাসিয়া পাহাড়, আসাম, বঙ্গদেশ, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—২৫।৩০ ফুট উচ্চ গাছ ; গাছের ছাল ধূসরবর্ণ। ডালের অগ্রভাগের পত্র ঘন সন্নিবদ্ধ, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রিকা ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অবনত ও মসৃণ লোমযুক্ত। পত্রিকাগুলি দণ্ডের দুইদিকে থাকে। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পাতার বোঁটা গোলাকার ও মসৃণ। ফুল ছোট, মুকুলদণ্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, অনেক ফুল জন্মে। ফুলের ব্যাস ⅓½ ইঞ্চি, পীত ও সবুজবর্ণ। পাপ্‌ড়ি ৫টি, প্রথমে প্রসারিত, পরে পুনরায় গুটাইয়া যায়। পুংকেশর ৫টি, পাপ্‌ড়ি দুইদিকে খাড়াভাবে থাকে। ফলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, বোঁটা হইতে নিম্নে অবনত, চেপ্টা ও পাতলা। ফলের আঁটি শক্ত, ফল প্রচুর হয়। এই গাছের শাখার উপর পোকায় যে ঘর করে উহাকে কাঁকড়াশৃঙ্গী বলে। ইহা দেখিতে বৃহৎ, ফাঁপা ও লম্বা ; উপরদিকে ক্রমশঃ সরু। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও ফল। মাত্রা—২ আনা।

বৈদ্যকে কাঁকড়াশৃঙ্গীর ব্যবহার।

চরক ঃ—কফচ্ছর্দ্দিতে কর্কটশৃঙ্গী—মুথা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ, সমভাগে একত্র মধুসহ লেহন করিলে, কফজ বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট ঃ—রতিবর্দ্ধনার্থ কর্কটশৃঙ্গী—কাঁকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ দুধের সহিত সেবন করিয়া চিনিঘৃত দুগ্ধান্নভোজী হইলে, স্ত্রী সহবাসে বৃষবৎ সামর্থ্য লাভ হয় (উঃ ৪০ অঃ)।

বঙ্গসেন ঃ—শিশুর **শ্বাসে** কর্কটশৃঙ্গী—কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মূলার বীজচূর্ণ, সমভাগে একত্র মধু ও ঘৃতসহ, শ্বাসনিবারণার্থ শিশুকে সেবন করাইবে (বালরোগ—চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔধষার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার রস চর্মের উপর Blister দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় (Stewart)। কাশ্মীর দেশে ইহার ফল ক্ষয়রোগে প্রয়োগ করে। কাঁকড়াশৃঙ্গী বলকারক ও সর্দিনিঃসারক। ইহা ক্ষয়রোগ, কাস, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহৃত হয় (Hindu, Mat, Med.)। মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন ইহা উগ্র এবং ফুস্‌ফুস্ ঘটিত রোগে হিতকর। ইহা বালকদিগের অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, এবং বমন রোগ নিবারক এবং শোথ রোগে বাহ্য প্রলেপস্বরূপ ব্যবহার্য।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছের উপর নির্মিত পোকার ঘর—বলকারক, শ্লেষ্মানিঃসারক, কাস, ক্ষয়রোগ এবং

শ্বাসরোগে উপকারী। গুঁড়া করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া আভ্যন্তর প্রয়োগে আমশয়ে উপকারী। সর্পবিষ এবং কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক—হিক্কানিগ্রহণ ও কাসহর বর্গে এবং **সুশ্রুত** কাকোল্যাদিগণে কর্কটশৃঙ্গী পাঠ করিয়াছেন। কাকড়াশৃঙ্গী—কীটকর্ত্তৃক উৎপাদিত এই তথ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, এমন কোন শব্দই **নিঘণ্টু** কিংবা **আকার** পাওয়া যায় না। দুই আনা মাত্রায় কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ দুধের মাঠার সহিত প্রত্যহ দুইবার সেবনে আমাশয়ে উপকার হয় (Surgeon F. Mc.Cloghay)। কাঁকড়াশৃঙ্গী ঘৃতের সহিত অল্প ভাজিয়া চিনির সহিত ব্যবহার করিলে আমাশয়ে বিশেষ উপকার হয় (Surgeon Major D. R. Thompson, M.D.C.I.E.)। টার্পিন জাতীয় দ্রব্যের সহিত ইহাকে সমশ্রেণীভুক্ত বলা চলে। বাতশ্লেষ্মজাতীয় বুকের দোষে, ইহার অন্তর্গত তৈলময় পদার্থের জন্যই উপকার হইয়া থাকে। ইহার বিষনাশক গুণ তেমন উল্লেখযোগ্য নহে (Chopra & Ghosh)। সর্পবিষনাশে ইহার যোগ্যতা নাই (Mhaskar & Caius)। শ্বাসকাস, হিক্কা, উর্দ্ধবাত ও পীনসরোগে বিশেষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ :—কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কণ্টিকারী এবং বামনহাটী মূলের ছাল, প্রতি চূর্ণ সমপরিমাণে মিশাইয়া ।• হইতে ॥• তোলা মাত্রায় গরম জল সহ প্রত্যহ দুইবার সেব্য।

Fig.—Wight. I.c., t. 560 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 272.
Ref.—F. B. I, ii. 12 ; B. P., i. 355 ; Roxb., F. I., ii. 98 ;

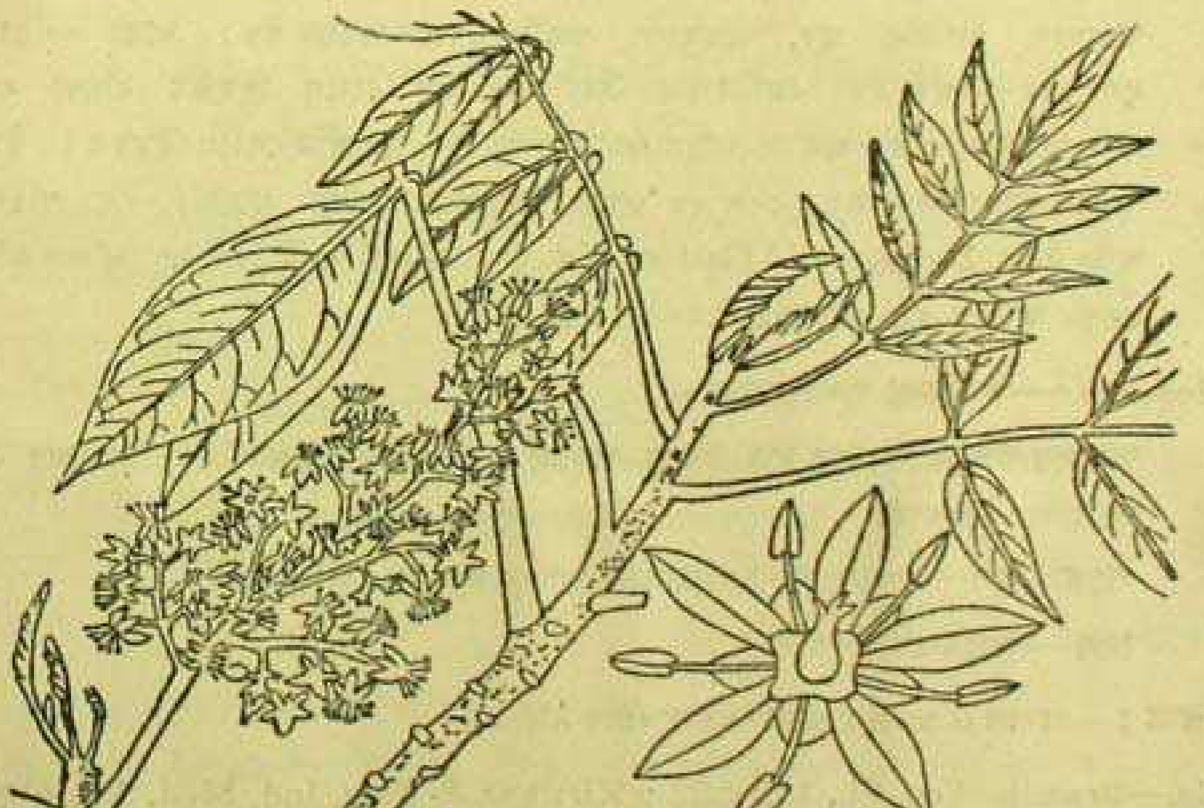

149. Rhus succedanea Linn. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

৩৫

CENTRAL LIBRARY

Genus—PISTACIA Linn.

150. P. integerrima stewart. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

ভাষানুসারী নাম :—কর্কটশৃঙ্গী—সংস্কৃত ; কাঁকড়াশৃঙ্গী—বাংলা ; কাকা—পাঞ্জাব ; কঙ্কর—কাশ্মীর ; কঙ্কর—পারস্য ; কাকরা—গুজরাট ; কক্কট-শৃঙ্গী—মালয় ; কাকরা—কুমায়ুন।

জন্মস্থান :—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সলিমান পর্বত শ্রেণীর নিকটবর্তী স্থান, পেশোয়ার, কুমায়ুন, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ শক্ত। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি। নূতন পাতা লালবর্ণ। পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প বিভিন্ন। পুংপুষ্প ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ঘন লোমযুক্ত। পুংকেশর ৫-৭টি; গর্ভকেশর ছোট, ইহার মস্তক বড় ও লালবর্ণ। স্ত্রীপুষ্পের পাপ্‌ড়ি ৪টি। ফল ¼ ইঞ্চি, বক্র ও কোমল লোমযুক্ত, ধূসরবর্ণ। স্ত্রীপুংষ্পের বোঁটা ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ফাঁক ফাঁক স্থাপিত। গাছের পাতায় যে ঘর হয় উহা ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা। ইহার Gall শক্ত, ফাঁপা ও কৃষ্ণবর্ণ। অক্টোবর মাসে পত্র এবং পত্রবৃন্তের উপর পোকার ঘরগুলি জন্মে। মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছের উপর নির্মিত পোকার ঘর (Gall)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা বলকারক এবং সর্দি, ক্ষয়রোগ, হাঁপানি, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ২০ গ্রেণ। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহা অম্লনিবারক এবং উদরাময় রোগে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক এবং সর্বাঙ্গীন শোথে হিতকর। ইহার ফলকে পাঞ্জাবের বাজারে বোধ হয় 'সুমাক' (Sumak) বলিয়া থাকে। ইহা পরিপাক শক্তি বর্ধক (Dymock)। Gall এর গুঁড়া ঘৃতে ভাজিয়া একটু চিনি সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় নিবারিত হয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ডালের উপরে কাঁটার মত উদ্ভূত পদার্থ :—সঙ্কোচক, বলবর্ধক। উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী।

পাতার রস—চামড়ার উপরে ফোস্কা উৎপাদন করে।

ফল—যক্ষ্মারোগে উপকারী।

মন্তব্য :—এদেশে এ জাতীয় বনৌষধির ব্যবহার নাই।

Fig.—Brandis, For. Fl., 112 t.22 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 273.
Ref.—F.B.I., ii. 13 ; Wall. Cat., 8474 ; Royle, Ill., 175.

CENTRAL LIBRARY

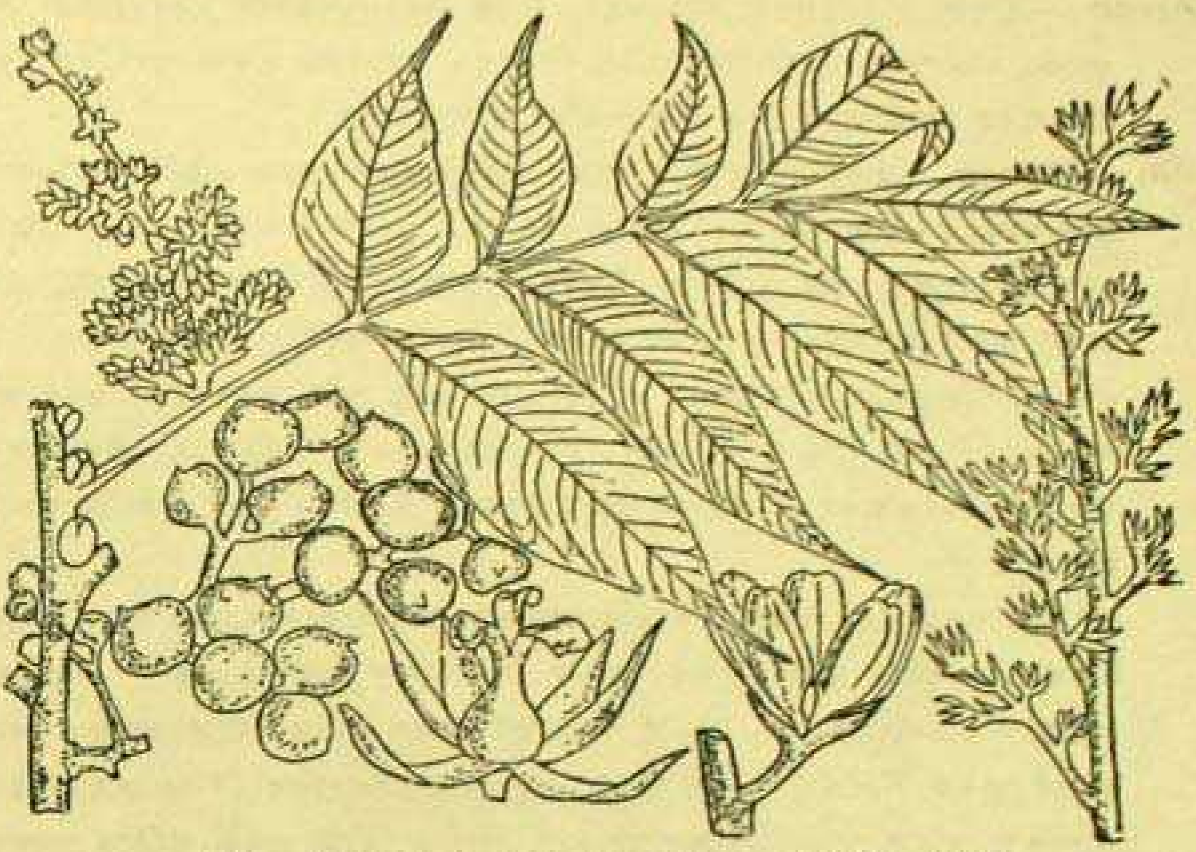

150. Pistacia integerrima Stewart. (কাঁকড়াশৃঙ্গী)

Genus—ANACARDIUM Linn.

151. A. occidentale Linn. (হিজলী বাদাম)

ভাষানুসারী নাম ঃ—হিজলী বাদাম—বাংলা ; কাজু—হিন্দি ; কাজু, কাজু-কলিয়া—বোম্বে ; কাজু, কাজু-বি—মহারাষ্ট্র ; কোলামারা, মুণ্ডিরি—তামিল ; জিডি-মামিড়ি-ভিট্টু—তেলেগু।

বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা।
বাতাদ উষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃৎ গুরুঃ ॥
বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃন্নেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্ ॥

ভাবপ্রকাশঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—বাতাদ, বাতবৈরী, নেত্রোপমফল— এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—বাতাদ—উষ্ণবীর্য, সুস্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং গুরুপাক। বাদামের মজ্জা শাঁস—মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক। স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য এবং কফকারক। রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর নহে।

CENTRAL LIBRARY

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা ও চট্টগ্রামে চাষ হয়। কখন কখন বনজঙ্গলে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। এই গাছ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে টেনাসরিম্, আন্দামানদ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গে ও দক্ষিণ ভারতে আসে।

বর্ণনা :—চিরসবুজ, পত্রাচ্ছাদিত মাঝারি গাছ। গুঁড়ি বক্র। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া। পত্রের শিরা ১০ জোড়া হয়। বোঁটা ½-⅔ ইঞ্চি। মুকুল ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, নরম লোমযুক্ত। ফুল ⅙ ইঞ্চি, পীতবর্ণ লালের দাগযুক্ত। পুংকেসর ৯টি, মোটা মোটা, একটি সর্বাপেক্ষা বড়। ফল ধূসরবর্ণ, মূত্রাশয়াকৃতি, শুষ্ক ও উজ্জ্বল, ১ ইঞ্চি লম্বা, ⅔ ইঞ্চি চওড়া, শাঁসযুক্ত। গাছের ছাল ফাটা ফাটা, মসৃণ নহে। ছাল হইতে একপ্রকার পীতবর্ণ আঠা বাহির হয়। ইহাকে Cashew Gum বলে। ইহা বাব্লার গঁদের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। পত্র ও ফুল সৌগন্ধযুক্ত ও উগ্র। ফুল ও ফলের সময় মার্চ হইতে মে মাস।

এই গাছ আমেরিকা দেশীয়। পোর্তুগীজেরা সর্ব প্রথম ভারতে আনয়ন করে। গোয়াতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই গাছের চাষ বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে। প্রথমে জঙ্গল কাটিয়া গাছ বসাইতে হয়; তৃতীয় বৎসর হইতে ফল বাহির হইতে থাকে। বীজের রস হইতে মদ্য (Spirit) ও ফল হইতে একপ্রকার আল্কাতরা (Tar) প্রস্তুত হয় যাহা নৌকায় মাখাইলে পোকা ধরিতে পারে না। বাদাম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয় এবং এই বাদাম খায়। বাজারে ইহার ফলকে 'কাজু' বলে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ ও সুরাসার।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা হইতে যে আল্কাতরা (Tar) প্রস্তুত হয় তাহাতে শতকরা ৯০ ভাগ Anacardic Acid এবং ১০ ভাগ Cardol আছে বলিয়া উহা কুষ্ঠ, বড়ক্রিমি এবং দুরারোগ্য ক্ষতরোগে ব্যবহৃত হয়। বীজের শাঁস হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, উহা উত্তেজক (Watt)। বীজ পুষ্টিকর ও মৃদু। তৈল বিষনাশক। বাদামের তৈল মূত্রকর ও বাতে হিতকারী। ইহার কাণ্ড হইতে যে আঠা বাহির হয় উহা আমেরিকা দেশীয় দপ্তরীরা পুস্তকের পাতায় উঁই প্রভৃতি পোকা-মাকড়ের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করে।

ছালের কাথ ধারক। গাছের ফোস্কা উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে। একখণ্ড বস্ত্রে ইহার তৈল মাখাইয়া বুকে বসাইয়া দিলে ১।।০ ঘণ্টার মধ্যে ফোস্কা উঠে। বাদামের তৈল রন্ধন কার্যে ব্যবহৃত হয়। এই বাদাম গোয়া হইতে বোম্বেতে বহু পরিমাণে আমদানী হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল—রসায়ন, সঙ্কোচক।

ছালের Tar (আল্কাত্রা)—কুষ্ঠরোগে উপকারী। ক্ষতে উপকারী। ফোস্কা উৎপাদনের শক্তি আছে।

মূল—বিরেচক।

CENTRAL LIBRARY

গাছের কাণ্ডের উপরের চট্‌লা —বলকারক, স্নিগ্ধ, বেদনানিবারক।

ফুল—উদরাময় নিবারক।

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 163; Rheede, Hort. Mal., iii. t. 54; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 275.

Ref.—F. B. I., ii. 20; B.P., i. 354; Roxb., F.I., ii. 312.

151. Anacardium occidentale Linn. (হিজলী বাদাম)

Genus—MANGIFERA. Linn.

152. M. indica. Linn. (আম্র)

ভাষানুসারী নাম ঃ—আম্র, চূত—সংস্কৃত ; আম্র—বাংলা ; আম, আম্ব—হিন্দি ; মম্‌রম্‌, মাঙ্গস্‌—তামিল ; আম্রমু, মাবি—তেলেগু ; আম্‌রম্‌—মালয় ; বালাম্ব—মহারাষ্ট্র ; এলেয়মাবিনকাথি—কর্ণাট।

আম্রঃ কামশরশ্চূতো রসালঃ কামবল্লভঃ।
কামাঙ্গঃ সহকারশ্চ কীরেষ্টো মাধবদ্রুমঃ ॥
ভৃঙ্গাভীষ্টঃ সীধুরসো মধুলী কোকিলোৎসবঃ।
বসন্তদূতোঽম্লফলো মদাঢ্যো মন্মথালয়ঃ ॥
মধ্বাবাসঃ সুমদনঃ পিকরাগো নৃপপ্রিয়ঃ।
প্রিয়াম্বুঃ কোকিলাবাসঃ সঃ প্রোক্তস্ত্রিকরাহ্বয়ঃ।

আম্রঃ কষায়াম্লরসঃ সুগন্ধিঃ কণ্ঠাময়ঘ্নোঽগ্নিকরশ্চ বালঃ।
পিত্ত প্রকোপানিলরক্তদোষপ্রদঃ পটুত্বাদিরুচিপ্রদশ্চ।

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—আম্র, কামশর, চূত, রসাল, কামবল্লভ, কামাঙ্গ, সহকার, কীরেষ্ট, মাধবদ্রুম, ভৃঙ্গাভীষ্ট, সীধুরস, মধুলী, কোকিলোৎসব, বসন্তদূত, অম্রফল, মদাঢ্য, মন্মথালয়, মধ্বাবাস, সুমদন, পিকরাগ, নৃপপ্রিয়, প্রিয়াম্বু, কোকিলাবাস এই তেইশটী নাম।

গুণপর্যায় :—কাঁচা আম্র—কষায় অম্লরস, সুগন্ধি, কণ্ঠরোগনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক। **পাকা আম্র**—পিত্তপ্রকোপক, ও বায়ু বৃদ্ধিকারক, রক্তদোষ উৎপাদক এবং রুচিকর।

জন্মস্থান :—ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান ও বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বিহার হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বড় গাছ ৬০-৭০ ফুট উচ্চ। পত্র ৮-১১ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া দিকে কম, অগ্রভাগ সরু। ফুল পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত, পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর বিশিষ্ট। পাপ্‌ড়ি ৫টি, পুংকেশর ১টি বড়, অপর ৪টি ছোট। ফল ২-৬ ইঞ্চি, চেপ্টা, গোল, সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ। জানুয়ারী হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত ফুল এবং মে হইতে জুলাই পর্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র, ফুল, ছাল, ও আঁঠা।

বৈদ্যকে আম্রের ব্যবহার।

চরক :—(১) নাসিকা হইতে **রক্তস্রাবে** আম্রাস্থি—নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে আমের কুশির (আঁঠির শাঁস) রসের নস্য লইবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **পিত্তজবমনে** আম্রপল্লব—আম ও জামের পাতার কাথ, শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পিত্তজ বমনের নিবৃত্তির জন্ম পান করাইবে (চিঃ ২৩ অঃ)।

চক্রদত্ত :—রক্তাতিসারে আম্রত্বক্—আমের ছাল ছাগীদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণপূর্বক পান করিলে রক্তাতিসারের শোণিতস্রুতি নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **প্লীহায়** পক্বাম্র—মিষ্ট পাকা আমের রস মধুর সহিত প্লীহারোগীকে পান করাইবে (প্লীহা-চিঃ)। ইহা বায়ু প্রধান প্লীহোদরে প্রযোজ্য।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **মৎস্যভক্ষণজ অজীর্ণে** কাঁচা আম—অতিরিক্ত মৎস্যভক্ষণজ অজীর্ণের প্রতীকারার্থে কাঁচা আম সেব্য (মঃ খঃ ২য় ভাগঃ)। (২) **মাংসভক্ষণজ অজীর্ণে** আম্রের অস্থি—আমের আঁঠির শাঁস সেবন করিলে মাংসভক্ষণজ অজীর্ণ প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) **অতিসারে** আম্রমধ্যত্বক্—আমের ছালের উপরের স্তর চাঁচিয়া ফেলিয়া সেই ছাল গো-দধিতে উত্তমরূপে পেষণপূর্বক পান করিলে অতিসার এবং তজ্জনিত উদরের দাহ ও বেদনা আশু প্রশমিত হয়।

বঙ্গসেন ঃ—(১) **পক্বাতিসারে** আম্রপল্লব—আম্রের নবীন পত্র এবং কাঁচা কয়েদ্ বেলের শাঁস সমভাগে একত্র পেষণপূর্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে। ইহা পক্বাতিসার প্রশমিত করে (অতিসার চিঃ)। (২) **শোথে** আম্রমূলত্বক্—পুনর্ণবা পত্র ও আম্রমূলত্বক প্রত্যেক ছয়সের এক পোয়া লইয়া কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ৪ সের মূর্চ্ছিত ঘৃত ঐ কাথসহ যথারীতি পাক করিবে। আধসের পুনর্ণবা পত্র এবং আধ সের আম্রমূলত্বক্, উত্তমরূপে পেষণপূর্বক

CENTRAL LIBRARY

১৬ সের জল মিশ্রিত করিয়া এই জল দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পুনঃ পাক করিতে হইবে। অতঃপর শেষপাক নির্বাহ করিয়া, এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা শোথ, গুল্ম অগ্নিমান্দ্যাদির পক্ষে হিতকর (শোথ-চিঃ)। (৩) **বালকের মুখপাকে** আম্রসার—বালকের মুখবিবরে ক্ষত হইলে আম্রের সারবান্ কাষ্ঠচূর্ণ, গৈরিক এবং রসাঞ্জন সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধু সহ লেপন করিবে (বালরোগাধিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আমের আঠা লেবুর রস অথবা তৈলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ায় দিলে উহা সারিয়া যায় (Ainslie)। আমের আঠা উপদংশ রোগে হিতকর (Murry)। মালাবার দেশে ইহার আঠা, ডিম্বের সাদা অংশ ও অহিফেন একত্রে মিশ্রিত করিয়া উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করে (Ainslie)। অপক্ক আম্র চোখ উঠা, স্ফোটক এবং প্রাদাহিক গুটিকা নিবারক। আমের বীজ হাঁপানি রোগে প্রযোজ্য। আমের আঁটি ও গাছের ছাল ধারক এবং উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজের ক্বাথ আদার রসের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় আরাম হয়।

আম্রের বীজ ক্রিমিনাশক, রক্তার্শ ও স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল ও আম্র, গর্ভাশয়, অন্ত্র এবং পাকস্থলীর রক্তস্রাব রোগে হিতকর (Dymock)। আম্রের ফুল চায়ের ন্যায় পান করিলে অথবা গুঁড় করিয়া ব্যবহার করিলে প্রদর ও শ্লেষ্মা নিবারণ করে।

আম পাতার ভস্ম অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। আমের নূতন পত্র শুষ্ক করিয়া উহার চূর্ণ সেবন করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। আমপাতার ধোঁয়া গলা বেদনা নিবারণ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

পাকা ফল —বিরেচক, প্রস্রাবকারক, সঙ্কোচক, জরায়ু, ফুসফুস্ এবং ক্ষুদ্রঅন্ত্রের রক্তমোক্ষণে উপকারী।

অপক্ক ফল—চক্ষুরোগ এবং বিসর্পে উপকারী।

ফলের খোসা—সঙ্কোচক, উত্তেজক, পাকযন্ত্রের দুর্বলতায় রসায়ন।

বীজ—শ্বাসরোগে উপকারী।

আম্রের অস্থি (আঁটির শাঁস) সঙ্কোচক, রক্তস্রাব, উদরাময় এবং ক্রিমি রোগে উপকারী। ইহার রসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করে।

ছাল—সঙ্কোচক, জরায়ুর রক্তস্রাবে উপকারী। রক্তবমনে এবং যে কোন প্রকার রক্তমোক্ষণে, উদরাময়ে এবং অন্যান্য স্রাবে উপকারী।

Fig.—Beddome, Fl. Sylv. t. 162 ; Bot. Mag., t. 4510; Rheede, Hort. Mal., iv. t. 132 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 274.

Ref.—F. B. I., ii. 13 ; Roxb., F. I., i. 641 ; B. P., i. 352 ; Watt, v. P.t. i. 148 ; Voigt H. S., 272.

152. Mangifera indica Linn. (আম্র)

Genus–LANNEA ODINA.

153. O. wodier. Roxb. (জিওল)

L. coromandelica (Houtt) Merrs.

ভাষানুসারী নাম :—জিঙ্গিনী—সংস্কৃত, জিওল—বাংলা ; জিঙ্গন, কিম্‌মুল—হিন্দি ; ওটী—মালয় ; ওদি, ওদিয়া মারচ্—তামিল ; গুম্পেন, উদয়মান্থ—তেলেগু।

জিঙ্গিনী ঝিঙ্গিনী ঝিঙ্গী স্থনির্য্যাসা প্রমোদিনী।
জিঙ্গিনী মধুরা সোষ্ণা কষায়া যোনিশোধিনী ॥
কটুকা ব্রণহৃদ্রোগ-বাতাতীসারহৃৎ পটুঃ।
তমালঃ শালবদ্ বেত্তো দাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ। বটাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্যাসা ও প্রমোদিনী—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—জিঙ্গিনী মধুর রস। উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে কটু কষায় লবণ রস, যোনিশোধক। ব্রণ, হৃদ্রোগ, বাতাতিসার, দাহ ও বিস্ফোট নাশক। ইহা তমাল ও শালের ন্যায় অন্যান্য গুণ বিশিষ্ট।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের সর্বত্র, বিহার, আসাম, বর্মা, টেনাসারিম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—নরম গাছ, ৪০।৫০ ফুট উচ্চ। কাণ্ড মোটা, ডাল পল্কা, ছাল মোটা। পাতা ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ৩-৪ জোড়া, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। পুংপুষ্প নত, স্ত্রীপুষ্প নরম লোমযুক্ত। পাপ্ড়ি ঈষৎ বেগুনে ও সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। ফল লালবর্ণ, ½ ইঞ্চি, একটু চেপ্টা। গাছে প্রচুর আঠা আছে। মার্চ-এপ্রিলে ফুল ও এপ্রিল হইতে জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ছাল, পাতা, এবং আঁটি।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার ছাল গুঁড়া করিয়া Margosa তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে পুরাতন ঘা আরাম হয় (Ainslie)। ভারতীয় Pharmacopoeia অনুসারে ইহার ছালের লোশন তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করিলে যাবতীয় দুষ্ট ক্ষত আরাম হয়। ইহার নূতন পাতার রস ৪ আঃ পরিমাণ ২ আঃ তেঁতুলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে অহিফেনের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং অহিফেন সেবন জনিত সংজ্ঞাহীনতা দূর হয়। ছালের কাথ রক্ত আমাশয় জনিত দৌর্বল্য নষ্ট করে (Mooden Sheriff)। বর্মাদেশে ইহার কাথ দাঁতের বেদনায় ব্যবহার করে। মাদ্রাজ ও বর্মাদেশে ইহার পাতা বাটিয়া স্থানীয় ফুলা ও তজ্জনিত যন্ত্রণায় ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল রক্ত আমাশয় ও বাতে হিতকর। জিওলের আঠা মধুসহ পেষণ করিয়া দুষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। আঠা বলকারক বলিয়া স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকেরা খাইয়া থাকে। জিওলের ছাল উত্তেজক বলিয়া কথিত আছে (R. N. Khory)। ছালের গুঁড়া নিমতৈলের সহিত ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

ছাল—সঙ্কোচক, কুষ্ঠ এবং ক্ষতে উপকারী।
পাতা—সিদ্ধ করিয়া ব্যবহারে স্থানীয় ফুলা ও যন্ত্রণায় উপকারী।
ছালের কাথ—দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী।

Fig.—Wight. lc., t. 60 ; Beddome, Fl. Sylv., v. t, 123 ; Rheede. Hort. Mal., iv, 32 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 278.

Ref.,—F. B. I., ii. 29 ; B. P. i. 354 ; Roxb., F.I. ii. 293 ; Watt, v. Pt, ii, 445 ; Voigt, H. S., 275.

CENTRAL LIBRARY

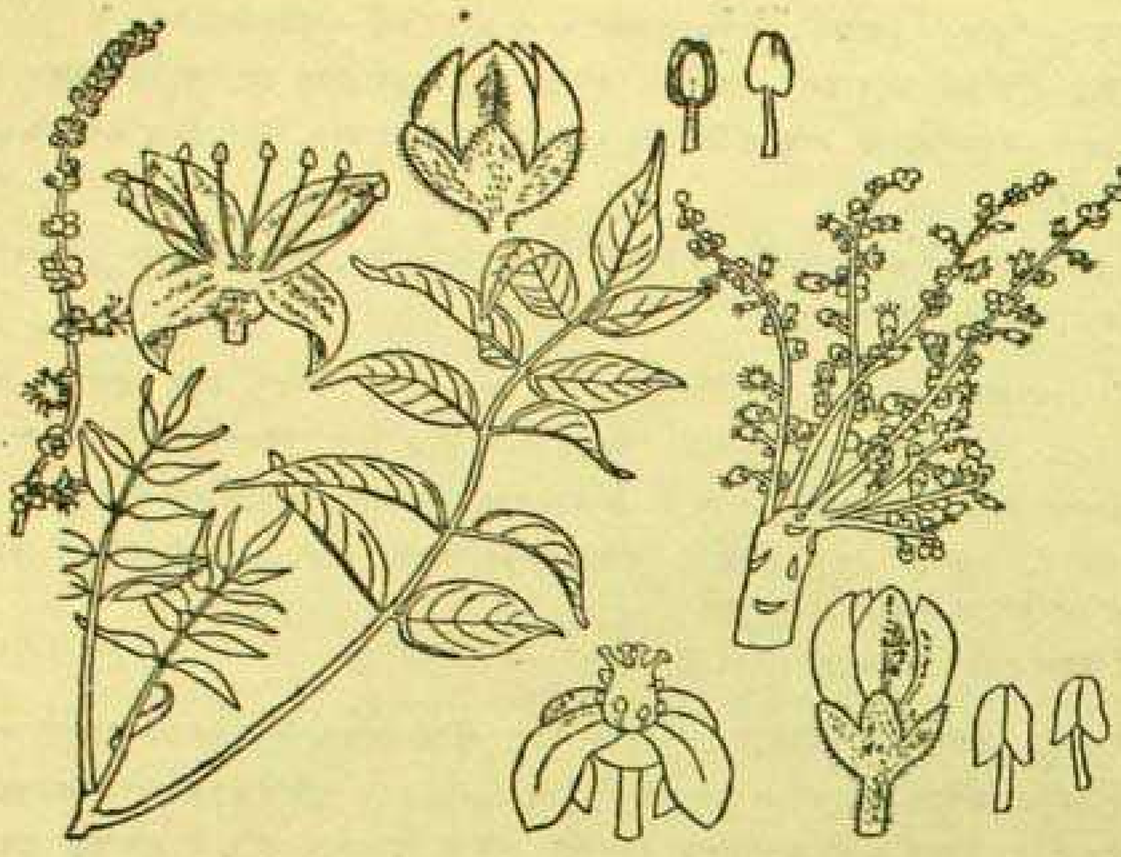

153. Lannea Odina Wodier Roxb. (জিওল)

Genus—BUCHANANIA. Roxb.

154. B. latifolia Roxb. (চিরঞ্জি)

B. lanzan spreng.

ভাষানুসারী নাম :—প্রিয়াল, চার, চিরিকা—সংস্কৃত ; চিরঞ্জি, পিয়াল—বাংলা ; পিয়াল, পিয়ালা পিয়ার—হিন্দী ; চিরাউলি—পাঞ্জাব। চারু—উড়িষ্যা ; চারবী—মহারাষ্ট্র ; চারবীজ—কর্ণাট ; মরুম্, কাট্‌মা-পারপু, আইমা—তামিল ; চার্, চারু, মোর্‌লি—তেলেগু ; চার-দানা—গৌড়।

চারঃ খন্তুঃ খরস্কন্ধো ললনশ্চারকস্তথা।
বহুবল্কঃ প্রিয়ালশ্চ নবক্রস্তাপসপ্রিয়ঃ।
স্নেহবীজশ্চোপবটো ভক্ষবীজঃ করেন্দুধা ॥
চারস্য চ ফলং পক্বং বৃষ্যং গৌল্যাম্লকং গুরু ॥
তদ্বীজং মধুরং বৃষ্যং পিত্তদাহার্ত্তিনাশনম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—চার, খন্তু, খরস্কন্ধ, ললন, চারক, বহুবল্ক, প্রিয়াল, নবক্র, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ, উপবট, ভক্ষবীজ, করেন্দুধা—এইগুলি নাম।

CENTRAL LIBRARY

গুণপর্যায় :—পক্ক চার ফল—বৃষ্য, মধুর অম্লরস, গুরুপাক ; চারবীজ—মধুররস, বৃষ্য, পিত্তদোষ এবং দাহরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, করমণ্ডল উপকূল, বরদা, অযোধ্যা, কুমায়ুন, বর্মা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—৪০।৫০ ফুট উচ্চ গাছ, ছাল ১ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র ৬–১০ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পমঞ্জরী পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ; পুষ্পমঞ্জরীর উপরিভাগ মন্দিরের চূড়ার ন্যায়। ফুল ½ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ; বহির্বাস ৫টি, দাঁতযুক্ত ; পুংকেশর ১০টি, ফুলের পাপ্ড়ির সমান লম্বা। ফল ½ ইঞ্চি, প্রায় গোলাকার কিন্তু চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ মাসে ফল হয়। বাদামের ন্যায় এই গাছের ফল বাজারে বহু পরিমাণে বিক্রয় হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ, আঠা, শিকড় ও পাতা।

বৈদ্যকে পিয়ালের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে পিয়ালত্বক্—ছাগীর দুগ্ধে পিয়ালের ছাল পেষণপূর্বক পান করিলে, রক্তাতিসারের রক্তস্রুতি নিবৃত্তিপায় (অতিসার-চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—রক্তপিত্তে পিয়াল—ক্বাথপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পিয়ালের ফলের ক্বাথ রক্তপিত্তজিৎ (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু বৈদ্যদের মতে ফল মিষ্ট এবং ধারক, ইহা জ্বর জনিত গাত্রদাহ এবং পিপাসার শান্তিকর (Dutt)। ইহার আঠা উদরাময় নাশক। বীজ হইতে নিষ্কাষিত তৈল গলাফুলা রোগে ব্যবহার হয় (Watt)। মধ্যভারতে ইহার শিকড় এবং পাতা গুঁড়া করিয়া ঘোলের সহিত উদরাময় রোগে ব্যবহার করে। এই গাছের পাঁচড়া আরাম করিবার শক্তি আছে। বেরার দেশে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া পাঁচড়ায় দেয়। স্ত্রীলোকেরা মুখের দাগ ও মেছেতা নষ্ট করিবার জন্য ইহার তৈল মুখে মাখিয়া থাকে (Agri Ledg. No. 9. 1909)। ইহা ছানার সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন সুগন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজের তৈল—'এলমণ্ড তৈলের' পরিবর্তে দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়।

বীজের অস্থি—চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

আঠা—উদরাময়ে উপকারী।

মন্তব্য :—**চরক,** বাতরক্তের প্রলেপে পিয়াল ব্যবহার করিয়াছেন। **সুশ্রুত** ন্যগ্রোধাদিবর্গে পিয়াল পাঠ করিয়াছেন।

Fig.—Beddome, Fl, Sylv., t. 165 ; Kirtikar & Basu., Ind, Med. Pl., t. 276.

Ref—F. B. I., ii. 23 ; B.P.i., 351 ; Roxb., F. I., 385 ; Voigt., H. S., 272 ; Brandis, For, Fl., 127.

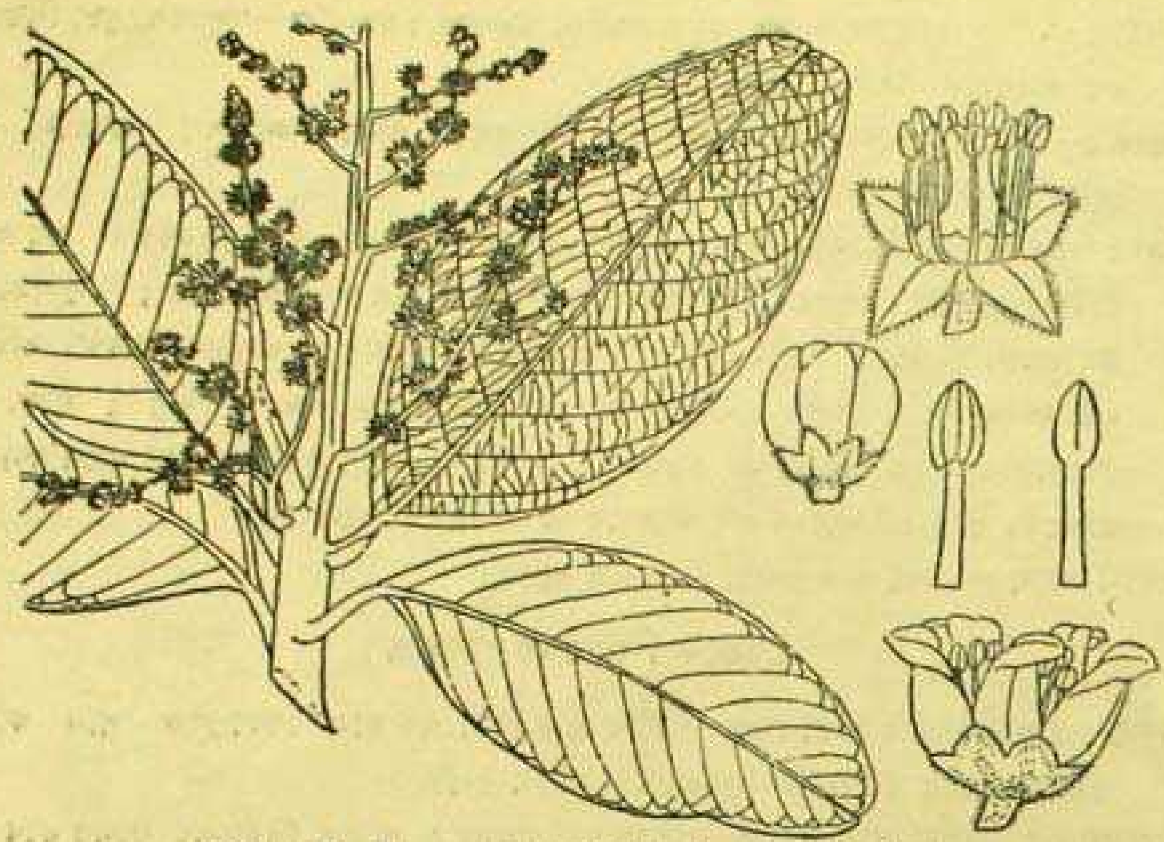

154. Buchanania latifolia Roxb. (চিরঞ্জি)

Genus—SEMECARPUS Linn.

155. S. Anacardium Linn. (ভেলা)

ভাষানুসারী নাম :—ভল্লাতক—সংস্কৃত ; ভেলা—বাংলা ; ভিলাবা—হিন্দি ; ভিল্লিয়া—উড়িয়া ; জিড়িচেট্টু, জিড়ি-বিট্টুলু, সেবাং-কোট্টই—তামিল ; ভলাটামু, ফিদিবিট্টুলু-শণকোট্টই—তেলেগু ; ভিলাহুর—পারস্য ; কেরবীজ, গোডম্বী—কর্ণাট ; ভিলবন্—দাক্ষিণাত্য ; টৈম্প্রাক্ক—মালয়।

ভল্লাতকোঽগ্নির্দহন স্তপনোঽরুষ্করোঽনলঃ।
ক্রিমিঘ্নস্তৈলবীজশ্চ বাতারিঃ স্ফোটবীজকঃ॥
পৃথগ্বীজো ধনুর্বীজো ভল্লাতো বীজপাদপঃ।
বহ্নির্বরতরুশ্চেতি বিজ্ঞেয়ঃ ষোড়শাহ্বয়ঃ॥
ভল্লাতকঃ কটুস্তিক্ত কষায়োষ্ণঃ ক্রিমীঞ্জয়েৎ।
কফবাতোদরানাহ-মেহদুর্নামনাশনঃ॥
ভল্লাতস্য ফলং কষায়মধুরং কোষ্ণং কফার্ত্তিশ্রম-
শ্বাসানাহাবিবন্ধশূলজঠরাধ্মানক্রিমিধ্বংসনম্।
তম্মজ্জা চ বিশোষদাহশমনী পিত্তাপহা তর্পণী
বাতারোচকহারি দীপ্তিজননী পিত্তাপহা বৃষ্যসা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

CENTRAL LIBRARY

নামপর্যায় :—ভল্লাতক, অগ্নি, দহন, তপন, অরুষ্কর, অনল, ক্রিমিঘ্ন, তৈলবীজ, বাতারি, স্ফোটবীজক, পৃথবীজ, ধনুবীজ, ভল্লাত, বীজপাদপ, বহ্নি, বরতরু—এই ষোলটী নাম।

গুণপর্যায় :—ভল্লাতক—কটু, তিক্ত, কষায় রস, উষ্ণবীর্য। ক্রিমিনাশক। কফ, বায়ু, উদর আনাহ, মেহ ও অর্শোরোগ নাশক।

ভল্লাতক ফল—কষায় মধুর রস। উষ্ণবীর্য কফদোষ, শ্রম, শ্বাস, আনাহ, বিবন্ধ, শূল, উদাবর্ত্তান (পেটফাঁপা) এবং ক্রিমিনাশক।

ভল্লাতক মজ্জা—বিশেষ দাহ নাশক, পিত্তনাশক, তৃপ্তিজনক, বায়ু ও অরুচি নাশক দীপ্তিজনক।

মজ্জার কাথ—পিত্তনাশক।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, আসাম, বীরভূম, হাজারিবাগ, কটক, হুগ্‌লী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—২৫-৩০ফুট উচ্চ বৃক্ষ। গাছের ছাল ধূসরবর্ণ। ইহার রস কৃষ্ণবর্ণ। পাতা বড় ও লম্বা। পাতার অগ্রভাগ সরু ও মোটা। গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি। উপরিভাগে কোমল লোম এবং নিম্নদিকে সূক্ষ্ম লোম আছে। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫-১২ ইঞ্চি চওড়া। পাতার শিরা ১৬-২৫টি, শক্ত, একটু গোলাকার। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি,গোলাকার। বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ড পাতার সমান লম্বা। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুং পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে হয়, কদাচিৎ একলিঙ্গবিশিষ্ট পুষ্পের সহিত উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট পুষ্প দেখা যায়। ব্যাস ⅓-⅙ ইঞ্চি। পাপ্‌ড়ি সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ও চেপ্টা। ফলে একটু নাকের মত আছে। ফলে একটি বীজ থাকে। ফল শাঁসযুক্ত, মিষ্ট, পাকিলে খায়। কাঁচা ফলের রস শ্বেতবর্ণ, একটু বাতাস লাগিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ও হরিদ্রাবর্ণ হয়। ফুল মে ও জুন মাসে হয় এবং ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

বৈদ্যকে ভল্লাতকের ব্যবহার।

চরক :—রসায়নার্থ ভল্লাতক ফল—কীটাদিদ্বারা অনাক্রান্ত, পূর্ণরস, পূর্ণপ্রমাণ, পূর্ণবীর্য, পকজম্বুকফলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ ভল্লাতকফল জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সংগ্রহ করিয়া যবরাশি বা মাষরাশিতে স্থাপন করিবে এবং অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে উদ্ধৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রোগী শীত, স্নিগ্ধ, মধুর বস্তু সেবন করিবে। মুখকুহরে ঘৃত লেপন পূর্বক, ভল্লাতক ক্বাথ দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে হইবে। **কাথ প্রস্তুত প্রণালী**—কুট্টিত ভল্লাতক যত তাহার ষোড়শগুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে। প্রথমে একটি হইতে আরম্ভ করিয়া (রোগীর শক্তি অনুসারে) মাত্রা বৃদ্ধি করিবে (চিঃ ১ অঃ)। **চরক** সহস্র ভল্লাতক প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অধুনা ½-১ তোলাই চরম মাত্রা।

সুশ্রুত :—(১) অর্শে ভল্লাতকফল—ভল্লাতক চূর্ণ শক্তুযবের (যবাদি চূর্ণের নাম শক্তু, শক্তু

গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া শীতল জলে তরলীকৃত হইলে, শক্তু মন্থ বলে) সহিত মিশ্রিত করিয়া তক্রযোগে বিনা লবণে পান করিবে। ইহা অর্শের হিতকর (চিঃ ৬ অঃ)। **অর্শে** ভল্লাতক বিধান—খণ্ডশঃকৃত ভল্লাতক ফলের শীতল কাথ ৪ তোলা, রোগী ঘৃতাভ্যক্ততালুজিহ্বৌষ্ঠ হইয়া প্রাতে সেবন করিবে। অপরাহ্নে ঘৃত ও অন্ন সেবন করিবে (চিঃ ৬ অঃ)। **সুশ্রুত** একটি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটি ভল্লাতক সেবনের উপদেশ দিয়াছেন। (২) **কুষ্ঠে** ভল্লাতক ফল—ভল্লাতক, হরীতকী ও বিড়ঙ্গের কাথ কিম্বা ভল্লাতক তৈল সর্বপ্রকার কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **বিষসংসৃষ্ট অঞ্জনে** ভল্লাতকপুষ্প—ভল্লাতক পুষ্পের অঞ্জন, বিষদুষ্ট অঞ্জন ব্যবহারজাত অন্ধত্বাদি প্রশমিত করে (কল্পঃ ১ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—(১) **কফগুল্মে** ভল্লাতকঘৃত—ভল্লাতকের কাথ এবং কল্ক দ্বারা পক্ব গব্যঘৃত শর্করা যোগে রক্তপিত্ত এবং মধুযোগে কফগুল্মে সেব্য (গুল্ম-চিঃ)। (২) **কুষ্ঠে** ভল্লাতক ফল—পাঁচটি ভল্লাতকের কাথ প্রস্তুত করিয়া, রোগী ঘৃতাভ্যক্তৌষ্ঠতালু হইয়া পান করিবে। (৩) **ইন্দ্রলুপ্তে** ভল্লাতকরস—ইন্দ্রলুপ্তাক্রান্ত অঙ্গে মধুসহ ভল্লাতকরস লেপন করিবে (ক্ষুদ্ররোগ-চিঃ)।

বঙ্গসেন ঃ—**প্লীহোদরে**—ভল্লাতকফল, হরীতকী ও কৃষ্ণজীরা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া প্লীহরোগী সেবন করিবে (উদর-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ইহার ফল কটু, উত্তেজক, হজমকারক, অম্লনিবারক, চর্মরোগ ও স্নায়বিক দৌর্বল্য নিবারক বলিয়া উক্ত আছে (Dutt)। মুসলমান বৈদ্যেরা—ইহার রস চর্মরোগ, কুষ্ঠরোগ, ও স্নায়বিকরোগে ব্যবহার করেন। অর্শে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ হয় (Dymock)। তেলেঙ্গী দেশীয় বৈদ্যেরা ভেলার রস এবং হরিদ্রা প্রত্যেক ১ আঃ, তেঁতুল পাতার রস, নারিকেল তৈলে দিয়া জননযন্ত্রের রোগে ব্যবহার করিতে বলেন (Roxburgh), মাত্রা ১ চামচ দিবসে ২ বার। আয়ুর্বেদশাস্ত্র ভেলা জননযন্ত্রের রোগ ও কুষ্ঠরোগে মূল্যবান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Ainslie)। ইহার বীজ ঘোলে ভিজাইয়া সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয় ও ইহা হাঁপানি কমাইয়া দেয়। ইহার ১টি ফল প্রদীপের আলোতে গরম করিলে উহা হইতে যে তৈল পতিত হয়, সেই তৈল ১ পোয়া গরম দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে সর্দ্দি আরাম হয়। ভেলা ছেঁচিয়া জননযন্ত্রে প্রবেশ করাইলে গর্ভস্রাব হয় (Pharm, Ind)। ভেলা, হাঁপানি, উপদংশ, রক্তস্রাব, পক্ষাঘাত এবং কুষ্ঠরোগ নাশক। ভেলার তৈল বাতের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ভেলার তৈল চুলকানি নাশক, কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নহে। সূচের অগ্রভাগে অল্প পরিমাণে লাগাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। ভেলার তৈল একপ্রকার বিষ, অধিক প্রয়োগ করা উচিত নহে (Mooden Sheriff)। ভেলা গেঁটেবাত ও বাতরোগের অতি উত্তম ঔষধ। ইহা সচরাচর ২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

ভেলার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে মুখে ঘা হয় বলিয়া দক্ষিণ-ভারতের লোকেরা বিশ্বাস করেন। এই ঔষধ বাহ্য বা আভ্যন্তরিক প্রয়োগে যদি চর্ম লালবর্ণ হয় এবং শরীরের কোন অংশ

CENTRAL LIBRARY

চুলকাইতে থাকে কিম্বা অশান্তি বোধ হয় তবে ঔষধ প্রয়োগে খারাপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তখন আর ব্যবহার করা উচিত নহে।

ভেলার রসে অল্প চুণ মিশাইয়া যে কালি হয় উহাদ্বারা রজকেরা কাপড়ে দাগ দেয়।

ঔষধমাত্রায় ভেলা ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং কোষ্ঠবদ্ধ নিবারক। বীজের শাঁস পুষ্টিকর এবং সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্নে বাদামের ন্যায় ব্যবহার করে। উহা ক্রিমিনিবারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ভেলা পাকযন্ত্রের উত্তেজক।

একটি ভেলা প্রদীপে ধরিয়া ১ পোয়া দুগ্ধে ফেলিয়া উক্ত দুগ্ধ বালকদিগকে পান করাইলে আল্-জিহ্বা-বৃদ্ধি ও সর্দি আরাম হয়।

ভেলায় বেরিবেরি রোগের যাবতীয় উপসর্গ আরাম হয়। ইহার কাথ দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষাঘাত রোগে ইহা বড়ই হিতকর ঔষধ। ভেলা বাধক রোগে ব্যবহার করিলে অতি আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। ইহা গর্ভাশয়ের চতুর্দিকে শোথরোগ নিবারক। ভেলা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে ও শীতকালে মাত্রা বাড়াইলে সর্দি, বক্ষ এবং বার্দ্ধক্যজনিত শুক্রহীনতায় বিশেষ ফলপ্রদ (H. C. Sen. Ind. Med. Gaz. Mar, 1902)।

শোধন :—ভেলা জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল জলে ধৌত করিলে শোধন হয়। কুট্টিত ভল্লাতক যত পরিমাণ, তাহার ষোড়শ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে। মাত্রা ½-১ তোলা।

ভেলাসেবী রৌদ্রসেবন, স্ত্রী সহবাস ও আমিষ ভক্ষণ ত্যাগ করিবে। ভেলার শিকড়ের ছালের রস ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ভল্লাতকের মুটি—থেৎলাইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করাইলে গর্ভস্রাব হয়। খাইলে ক্রিমি পড়িয়া যায়।

মুটির তৈল—প্রস্রাবকারক, বাতে এবং কুষ্ঠে বাহ্য প্রলেপে ব্যবহৃত হয়।

ছালের আঠা—গ্রন্থিশোথ, মূত্রনালী এবং কুষ্ঠের যন্ত্রণায় এবং স্নায়বিক দৌর্বল্যে উপকারী।

গাছের ছাই—অন্য ঔষধের সহিত মিশাইয়া সর্পবিষে এবং কাঁকড়া বিছা দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক ভেদনীয়, বৃষ্য এবং মূত্রসংগ্রহণবর্গে ভল্লাতক পাঠ করিয়াছেন। ভল্লাতক তৈলের গুণোল্লেখ প্রসঙ্গে **রাজনিঘণ্টুকার** লিখিয়াছেন "ভূশোকে তিক্তকটুনী তুবরাকৃষ্ণরোম্ভবে"

Fig.—Wight., Ic, t. 558 ; Beddome, Fl. Syl., t. 166 ; Lamk. III, t. 208 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 279.

CENTRAL LIBRARY

Ref.—F. B.I., ii. 30 ; Roxb., Fl Ind., ii. 83 ; B. P., i. 353.

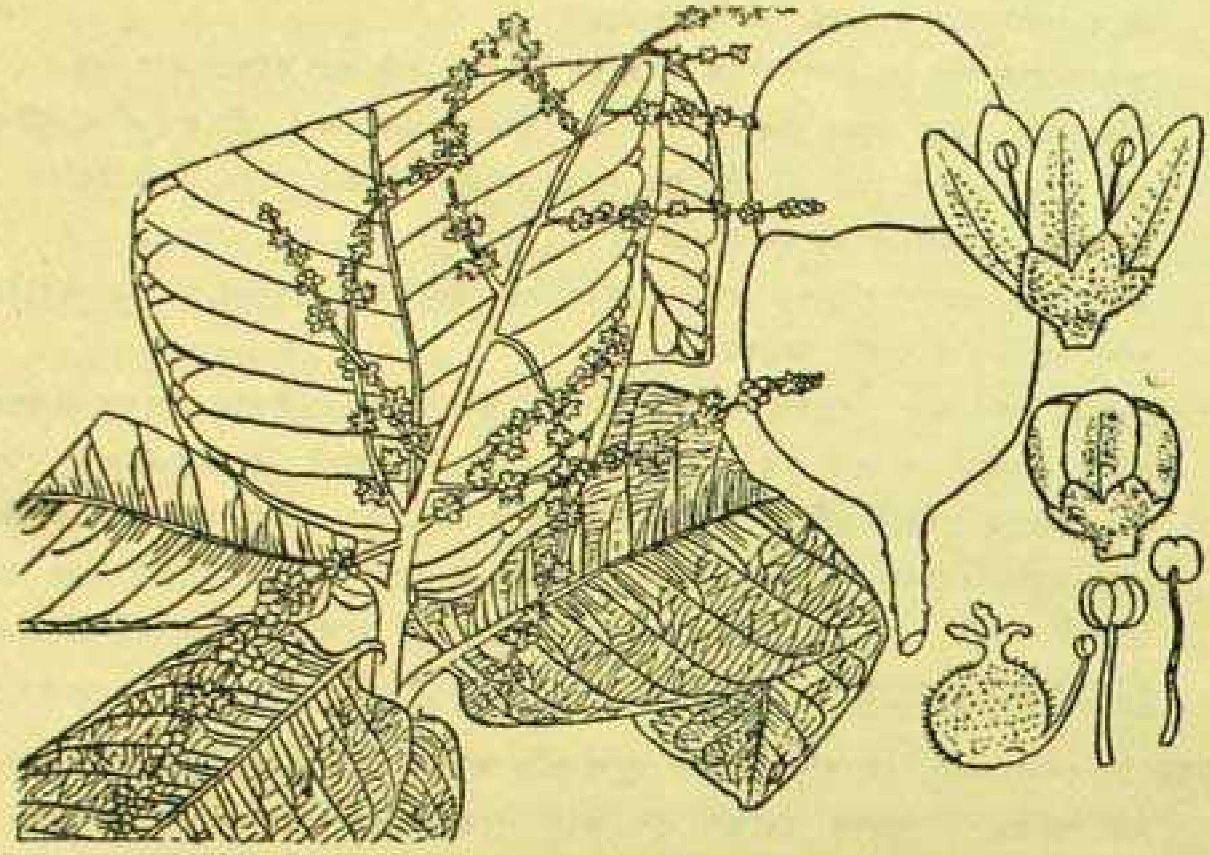

155. Semecarpus anacardium Limn. (ভেলা)

Genus—SPONDIAS Linn.

156. S. mangifera Willd. (আমড়া)

ভাষানুসারী নাম ঃ আম্রাতক—সংস্কৃত ; আমড়া—বাংলা ; আমড়া, আমবোধ, আমত্র—হিন্দি ; আমবুলা—উড়িয়া ; আমবারা—পাঞ্জাব ; আম্বাডে—মহারাষ্ট্র ; আমড়া—গৌড় ; আম্বাডেয়কায়ি—কর্ণাট ; আমবাদ, জঙ্গলিআম—বোম্বে ; কত্‌মর্—তামিল ; আম্‌টুম্‌, আব্রবী—তেলেগু ; দর-খটী-মরয়ম্—পারস্য।

আম্রাতকঃ পীতনকঃ কপিচূতোঽম্লবাটকঃ।
শৃঙ্গী কপিরসাঢ্যশ্চ তনুক্ষীরঃ কপিপ্রিয়ঃ॥
আম্রাতকং কষায়াম্লমামহৃৎ কণ্ঠহর্ষণম্‌।
পক্বন্তু মধুরাম্লাঢ্যং স্নিগ্ধং পিত্তকফাপহম্‌॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

CENTRAL LIBRARY

নামপর্যায়ঃ—আম্রাতক, পীতনক, কপিচূত, অম্লবাটক, শৃঙ্গী, কপিরসাঢ্য, তনুক্ষীর, কপিপ্রিয় এইগুলি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—আমড়া—কষায় ও অম্লরস, আমনাশক, কণ্ঠদেশের রোগ নিবারক,(কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে) পাকা আমড়া—মধুর, অম্লরস, স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, পিত্ত ও কফ নিবারক।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র বঙ্গদেশ, বাগানে চাষ হয় এবং বনজঙ্গলে জন্মে। হুগ্‌লী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর; হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, বর্মা।

বর্ণনাঃ—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৩০।৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ১-১½ ফুট। বোঁটা নরম, পত্রিকা ২-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জ্বল,শিরা ১০-৩০, পত্র ফলকের দুই পার্শ্বে সমান্তরাল ভাবে হয়। পুষ্পদণ্ড বড়, শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, বিস্তৃত। পুষ্প ⅛ ইঞ্চি বিস্তৃত, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, বহির্বাস ৫টি, দাঁতযুক্ত। পাপ্‌ড়ি লম্বা, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, পুংকেশর ১০টি, ক্ষুদ্র। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, শাঁসযুক্ত, অম্ল। বীজ শক্ত, এক একটি হয়। মার্চ মাসে ফুল ও ডিসেম্বর জানুয়ারীতে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—ফল, ছাল, পাতা ও আঁঠা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—শাঁস ধারক ও অম্ল। ইহা পৈত্তিক অম্লরোগে হিতকর (Dymock)। ছাল স্নিগ্ধকর ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর। ইহার পাতার রস কর্ণ বেদনায় হিতকর (Atkinson)। আমড়া-আঁঠা স্নিগ্ধকর। ইহার শাঁসের সহিত দুগ্ধ ও সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া "রায়েতা" নামক চাটনি প্রস্তুত হয়। আমড়া রন্ধন করিলে বেশ মুখরোচক হয়। বিলাতী আমড়ার বৈজ্ঞানিক নাম Spondias dulcis Willd. ইহা আমড়ার সমগুণ বিশিষ্ট তবে উহা দেশী আমড়া অপেক্ষা একটু মিষ্ট। আমড়া রক্ত আমাশয় রোগনাশক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

ছাল—উত্তাপ নাশক, আমাশয়ে উপকারী, জলের সহিত বাটিয়া শিরাগত এবং মাংসগত বাতে উপকারী।

ফল—ম্বাতি রোগনাশক।

ফলের শাঁস—সঙ্কোচক, উদরাময়ে উপকারী।

পাতার রস—কানের বেদনায় উপকারী।

Fig.—Wight. Ill. 186, t. 76; Beddome, Fl. Sylv., t. 169; Rheede, Hort. Mal., i, t. 50; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 281.

Ref.—F. B. I., ii. 42; Roxb., Fl. I., ii. 451; B. P., i. 356; Prain. H. H., 191.

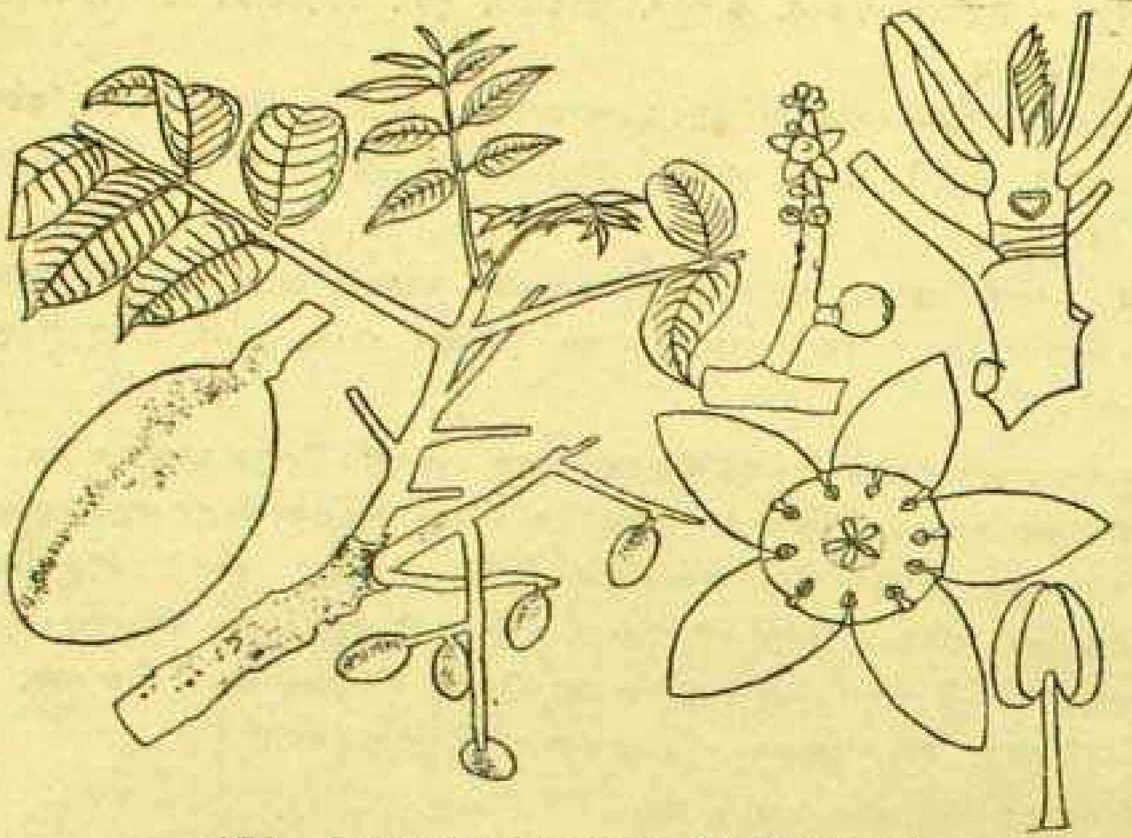

156. Spondias mangifera Willd (আমড়া)

XXXVIII MORINGACEAE.

Genus—MORINGA Lamk.

157. M. pterygosperma Gaertn (সজিনা)

M. oleifera Lamk.

ভাষানুসারী নাম ঃ—শিগ্রু, শোভাঞ্জন—সংস্কৃত ; সজিনা—বাংলা ; সজনা, শোয়ান্‌জন—হিন্দি ; মুনিঘ—উড়িয়া ; সঙ্গ, সেগ্‌ভ্‌র্, পীতসেগুবা—বোম্বে ; সোগভি, অরিসিনবন-দহবিনহুগি—মহারাষ্ট্র ; মুনগা—কর্ণাট ; মুঙ্গেকাভাড়—দাক্ষিণাত্য ; সরগভ—গুজরাট ; মোরুঙ্গা—তামিল ; মুঙ্গ—তেলেগু ; মুরিঙ্গ—মালয় ; দথলোনি—ব্রহ্মদেশ ।

শিগ্রুর্হরিতশাকশ্চ শাকপত্রঃ সুপত্রকঃ ।
উপদংশঃ ক্ষমাদংশো জ্ঞেয়ঃ কোমলপত্রকঃ ।
বহুমূলো দংশমূলস্তীক্ষ্ণমূলো দশাহ্বয়ঃ ।।
শিগ্রুশ্চ কটুতিক্তোষ্ণস্তীক্ষ্ণো বাতকফাপহঃ ।
মুখজাড্যহরো রুচ্যো দীপনো ব্রণদোষজিৎ ॥
শিগ্রুপত্রভবং শাকং রুচ্যং বাতকফাপহম্ ।
কটূষ্ণং দীপনং পথ্যং ক্রিমিঘ্নং পাচনং পরম্ ॥

শোভাঞ্জনো নীলশিগ্রুস্তীক্ষ্ণগন্ধো জনপ্রিয়ঃ।
সুধামোদঃ কৃষ্ণশিগ্রুশ্চক্ষুষ্যো রুচিরাঞ্জনঃ॥
শোভাঞ্জনস্তীক্ষ্ণকটুঃ স্বাদুষ্ণঃ পিচ্ছিলস্তথা।
জন্তুবাতার্তিশূলঘ্নশ্চক্ষুষ্যো রোচনঃ পরঃ॥
শ্বেতশিগ্রুঃ সুতীক্ষ্ণঃ স্যান্মুখভঙ্গঃ সিতাহ্বয়ঃ।
সুমূলঃ শ্বেতমরিচো রোচনো মধুশিগ্রুকঃ॥
শ্বেত শিগ্রুঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ শোফানিলনিকৃন্তনঃ।
অঙ্গব্যথাহরো রুচ্যো দীপনো মুখজাড্যনুৎ॥
রক্তকো রক্তশিগ্রুঃ স্যান্মধুরো বহুলচ্ছদঃ।
সুগন্ধকেসরঃ সিংহো মৃগারিশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
রক্তশিগ্রুর্মহাবীর্য্যো মধুরশ্চ রসায়নঃ।
শোফাধ্মান সমীরা.ঽ-পিত্তশ্লেষ্মাপসারকঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শিগ্রু, হরিতশাক, শাকপত্র, সুপত্রক, উপদংশ, কমাদংশ, কোমলপত্রক, বহুমূল, দংশমূল, তীক্ষ্ণমূল—এই দশটি নাম। শোভাঞ্জন, নীলশিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধ, জনপ্রিয়, সুধামোদ, কৃষ্ণশিগ্রু, চক্ষুষ্য, রুচিরাঞ্জক—এইগুলি কৃষ্ণ শিগ্রুর নাম।

শ্বেতশিগ্রু, সুতীক্ষ্ণ, মুখভঙ্গ, সিতাহ্ব, সুমূল, শ্বেতমরিচ, রোচন, ও মধুশিগ্রুক এইগুলি শ্বেতশিগ্রুর নাম।

রক্তক, রক্তশিগ্রু, মধুর, বহলচ্ছদ, সুগন্ধকেসর, সিংহ, মৃগারি এইগুলি রক্তশিগ্রুর নাম।

গুণপর্যায় :—শিগ্রু—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য, তীক্ষ্ণ, বায়ু ও কফ নাশক। মুখের জড়তানাশক, রুচিকর, অগ্নুদ্দীপক, এবং ব্রণদোষ নাশক। শিগ্রু পত্রশাক—রুচিকারক, বায়ু ও কফনাশক। কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্ন্যদীপক, পথ্য, ক্রিমিনাশক, পাচক।

শোভাঞ্জন—তীক্ষ্ণ, কটুরস, স্বাদু, উষ্ণবীর্য, পিচ্ছিল, ক্রিমিনাশক, বায়ুরোগ ও শূলরোগ নাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর ও রোচক।

শ্বেতশিগ্রু—কটুরস, তীক্ষ্ণ, শোথ ও বায়ুরোগ নাশক, শরীরের যে কোন অঙ্গের ব্যথা নিবারক। রুচিকারক, অগ্নুদীপক মুখরোগনাশক।

রক্তশিগ্রু—অতিবীর্যশালী, মধুর রস, রসায়ন, শোথ, পেটফাঁপা বায়ুরোগ, পিত্তশ্লেষ্মা নিবারক।

জন্মস্থান :—ভারতের প্রায় সকল স্থানে চাষ হয় ও জন্মে।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ হয়, ত্বক্ ও কাষ্ঠ নরম। পত্র ১-২ ফুট লম্বা, পক্ষাকার, বোঁটা অবনত। পত্রিকা ৬-৯ জোড়া, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, বিপরীত দিকে থাকে। মুকুলের ডাঁটাগুলি বিস্তৃত, গুচ্ছবদ্ধ ও ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, মধুগন্ধযুক্ত। ফুল ঈষৎ সবুজের আভাযুক্ত পীত ও শ্বেতবর্ণ। আর একজাতীয় সজিনা আছে উহার ফুল ঈষৎ লালবর্ণ, উহাকে মধুশিগ্রু বলে। সজিনার ফল ৯-১৪ ইঞ্চি লম্বা, ৯টি শিরাবিশিষ্ট, গাঢ় ধূসরবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ। বীজে ৩টি শিরা থাকে, পক্ষযুক্ত। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ এপ্রিল মাসে ফল হয়। ফল তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। সজিনার আর এক জাতি আছে, উহাকে নাজ্না বলে। ইহার ফল বৎসরে ২।৩ বার জন্মে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল, আঠা, মূল।

CENTRAL LIBRARY

বৈদ্যকে সজিনার ব্যবহার।

চরক ঃ—(১) **শুষ্কার্শে** শ্বেতসজিনাপত্র—শ্বেতসজিনার পত্রের কাথ প্রস্তুত করিবে। অর্শের যন্ত্রণায় কাতর রোগীকে তিলতৈল উত্তমরূপে মাখাইয়া ঈষদুষ্ণ ঐ কাথে অবগাহন করাইলে যন্ত্রণা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **গ্রন্থি বিসর্পে** শ্বেত সজিনার ছাল—শ্বেত সজিনার ছাল পেষণ ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা গ্রন্থিবিসর্প আক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে (চিঃ ১১অঃ)। (৩) **হিকাশ্বাসে** নীলসজিনাপত্র—নীল সজিনার পত্রের যূষ পান করিলে হিকাশ্বাস প্রশমিত হয় (চিঃ ২১অঃ)। (৪) **অশ্মরী ও শর্করায়** নীল সজিনার মূল—পিষ্ট নীলসজিনার মূল জলের সহিত পাক করিয়া পান করিবে। ইহা পাথরী ও শর্করারোগে হিতকর (চিঃ ২৬অঃ)।

সুশ্রুত—(১) **কুষ্ঠক্ষতে** সজিনাবীজ তৈল :—সজিনার বীজের তৈল কুষ্ঠের ক্ষতের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৯অঃ)। (২) **প্লীহোদরে** নীল সজিনার মূল :—প্লীহরোগী নীল সজিনার মূলের কাথ, পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ এবং চিতামূলচূর্ণ যোগে পান করিবে (চিঃ ১৪অঃ)। (৩) **অপচীতে** শ্বেতসজিনার ফলবীজ :—শ্বেতসজিনার ফলের বীজচূর্ণ অপচী রোগীকে নস্য করাইবে (চিঃ ১৮অঃ)।

বাগ্‌ভট ঃ—অপক্ব বিদ্রধিতে রক্ত সজিনা—বিদ্রধির অপক্বাবস্থায় রোগীর পান ভোজন ও লেপার্থ রক্ত সজিনার মূলত্বক্ ব্যবহার করাইলে অপক্ব বিদ্রধি জয় করা যায় (চিঃ ৩অঃ)। (২) বাতপিত্তকফ ও সন্নিপাতজ **নেত্রব্যথায়** শ্বেত সজিনাপাতার রস—মধুযুক্ত শ্বেত সজিনা পাতার রস নেত্রে পাতিত করিলে বাতপিত্তকফজসন্নিপাত বহুবিধ নেত্রব্যথা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৬অঃ)।

হারীত :—(১) **সন্নিপাতজ্বরীর প্রবোধার্থ** নীল সজিনার মূল—নীল সজিনার মূল, রাস্না ও মরিচ সংযোগে নস্য করাইলে, সন্নিপাতজ্বরে যাহার জ্ঞানহীনতা জন্মিয়াছে তাহার সংজ্ঞা পুনরাগত হয় (চিঃ ২অঃ)। (২) **শ্লেষ্মশূলে** নীল সজিনার মূল—যবক্ষার, মধু এবং মরিচচূর্ণযোগে নীল সজিনার মূলের রস পান করিলে শ্লেষ্মজশূল প্রশমিত হয় (চিঃ ৮অঃ)। (৩) **শিরঃশূলে** নীল সজিনার ছাল—নীল সজিনার ছালের রস ও পুরাণ গুড়ের নস্য লইলে শিরঃপীড়া বিনাশ পায় (চিঃ ৩৯অঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **ক্রিমিরোগে** শ্বেতসজিনার ছাল—বিড়ঙ্গ ও শ্বেত সজিনার ছালের কাথ পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয় (ক্রিমি-চিঃ)। (২) **বাতরক্তে** শ্বেত সজিনার ছাল—শ্বেতসজিনা ও বরুণ ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গের বেদনা প্রশমিত হয়। ইহা সিদ্ধযোগ, হইবে কি না হইবে এরূপ সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই (বাতরক্ত-চিঃ)। (৩) **উরোগ্রহে** শ্বেতসজিনার ছাল—হিঙ্গুযুক্ত শ্বেত সজিনার ছালের কাথ উরোগ্রহে হিতকর (উরোগ্রহ-চিঃ)। (৪) **দদ্রুতে** শ্বেতসজিনার মূলের ছাল—শ্বেতসজিনার মূলের ছালের প্রলেপ, দদ্রুতে হিতকর (কুষ্ঠ-চিঃ)। (৫) **স্নায়ুকরোগে** শ্বেতসজিনার মূল ও পত্র—শ্বেতসজিনার মূলের ছাল ও পত্র সৈন্ধব লবণ সহ কাঁজিতে পেষণ পূর্বক লেপ দিবে। ইহা পরম স্নায়ুরোগ প্রশমক (স্নায়ুক-চিঃ)। (৬) **নবদৃক্‌কোপে** শ্বেতসজিনার মূল—শ্বেত সজিনার মূলের রস একবিন্দু চক্ষুতে প্রদান করিলে নবদৃক্‌কোপ অর্থাৎ নূতন 'চোখ উঠা' প্রশমিত হয়।

চক্রদত্ত ঃ—(১) **অন্তর্বিদ্রধিতে** শ্বেতসজিনার মূল—শ্বেতসজিনার মূল জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঈষৎ পেষণপূর্বক রস গালিয়া লইবে। এই রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অপক্ব বিদ্রধি বিলীন হইয়া যায় (বিদ্রধি-চিঃ)। (২) **কর্ণশূলে** নীল সজিনার

CENTRAL LIBRARY

মূল—নীল সজিনার মূলের রস, মধু, তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ সহ কর্ণে পাতিত করিলে কর্ণশূল (কাণ কটকটানি) প্রশমিত হয় (কর্ণরোগ-চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আয়ুর্বেদমতে ইহার শিকড় কষায়, উত্তেজক এবং মূত্রকর। ইহা বাটিয়া চর্মে দিলে ফোস্কা হয়। প্লীহা ও যকৃৎ বাড়িলে ইহা ফোস্কা তুলিবার জন্য প্লীহা ও যকৃতে প্রলেপ দেয়। সজিনার ছাল ও শিকড় গর্ভস্রাবকারক।

ইহার ফুল হাকিমদিগের মতে অতিশয় রুক্ষ, মূত্রকর এবং পিত্তনিঃসারক। ইহার ফুলের রস দুগ্ধের সহিত খাইলে মূত্র প্রবৃত্তি হয়। ইহার রস হাঁপানি নিবারক এবং মূত্রকারক। ইহার শিকড়ের পুলটিস ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায় এবং অতিশয় চুলকায় ও কষ্ট দেয়। সজিনার ডাঁটা ক্রিমিনাশক, দেশীয় ডাক্তারেরা পক্ষাঘাত রোগে ইহা উত্তেজক এবং অতিশয় জ্বরনাশক বলিয়া প্রয়োগ করেন। সজিনার আঠা গর্ভস্রাবকারক। সিন্ধুদেশে ইহার বীজ জননেন্দ্রিয়ের রোগে ব্যবহার করে (Murray)।

সজিনার আঠা দুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়, এবং উহা উপদংশ জনিত বাগিতে প্রদান করা যায়। সজিনার কাথ অথবা শিকড়ের টাটকা রস ও সরিষা উভয়ে ১-২০ ভাগ পরিমাণ ১ কিম্বা ২ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিজনিত শোথ রোগ আরাম হয়। স্বরভঙ্গ ও গলার অভ্যন্তরস্থ ক্ষতে সজিনার শিকড়ের কাথ অথবা উপরোক্ত টাটকা রস ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড়ের কাথ ঘুংড়িকাসি, হাঁপানি, গেঁটেবাত, কটিবেদনা, সাধারণ বাত, বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ রোগে দুগ্ধের সহিত ব্যবহৃত হয়। ২০ গ্রেণ পরিমাণ শিকড়, অবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, মৃগী ও হিষ্টিরিয়া রোগে হিতকর। উহা বাহ্য প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাত ও কুকুরবিষ নষ্ট করে। টাট্‌কা শিকড়ের রস কটিদেশে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র প্রসব হয় বলিয়া কথিত আছে ইহার ছাল ½ আউন্স মাত্রায় ব্যবহার করিলে গর্ভস্রাব হয়। ইহার পাতা পেষণ করিয়া রশুন, হরিদ্রা, লবণ ও গোলমরিচ সহ পান করিলে কুকুরের বিষ আরাম হয় এবং দষ্টস্থানেও প্রদান করিলে ৫।৬ দিনে ফুলা কমিয়া যায় ও জ্বর আরাম হয়। একপোয়া পাতার রস একতোলা সৈন্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। পাতার রস (৪ তোলা পরিমাণ) বমনকারক। সজিনাপাতা রন্ধন করিয়া ভোজন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর ও যন্ত্রনাদায়ক সর্দ্দি আরাম হয়। সজিনার শিকড়, লেবুর খোসা এবং জায়ফলের মিশ্রিত আরক পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক। ইহা মূর্চ্ছা রোগে ব্যবহৃত হয়।

সজিনা পাতার রস পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। সজিনার ছালের রস গুড়ের সহিত পান করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয়। বিড়ঙ্গ ও শ্বেতসজিনা ছালের কাথ পান করিলে ক্রিমিনাশ হয়।

সজিনার ভেদ—ইহা ৩ প্রকার। (১) শ্বেতসজিনা (অপর নাম কৃষ্ণগন্ধা), (২) রক্ত সজিনা (অপর নাম মধুশিগ্রু), (৩) নীল সজিনা বা কৃষ্ণসজিনা। শ্বেতসজিনা বঙ্গে বহু পরিমাণ পাওয়া যায়। রক্ত সজিনা মালদহ অঞ্চলে দেখা যায়। নীল বা কৃষ্ণ সজিনার গাছ প্রায় পাওয়া যায় না (বনৌষধি)। মাত্রা মূলত্বকের রস ২-৮ আনা। মূলত্বক্ কল্ক ½-২ আউন্স। মূলত্বক্ কাথ ২-৪ তোলা। শ্বেতসজিনা অতিশয় দাহকর, ইহা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

CENTRAL LIBRARY

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—পক্ষাঘাতে এবং অবিরাম জ্বরে উত্তেজক। অপস্মারে উপকারী। বহুদিনের পুরাতন বাতে প্রলেপে চর্ম লালবর্ণের হয়। উদরাধ্মান নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, গর্ভপাত কারক। হৃদ্য এবং রসায়ন। কাঞ্জির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে মূর্চ্ছা, জড়তা স্নায়ুদৌর্বল্য, শ্বাসকষ্ট এবং অপস্মারে উপকারী।

মূলের ছাল—শ্বাসকষ্টে উপকারী।

ছাল—গর্ভপাতকারক।

ফল—যকৃৎ ও প্লীহা সংক্রান্তরোগে উপকারী। শিরাগত রোগের যন্ত্রণায়, ধনুষ্টঙ্কার এবং পক্ষাঘাতে উপকারী।

ফুল—উত্তেজক এবং গর্ভপাতকারক।

বীজের তৈল—বাতে বাহ্যপ্রয়োগে উপকারী।

আঠা—দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী। তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রবেশ করাইলে কানের যন্ত্রণা লাঘব করে।

বীজ—মূত্রনালীর যন্ত্রণায় উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, ক্রিমিঘ্ন, স্বেদোপগ এবং শিরোবিরেচন বর্গে শিগ্রু পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত সংহিতাতেও** করবীর পূর্বাণাঃ ফলানি (সূ: ৩৯ শ শুদ্ধ অ:) বাক্যে শিগ্রুবীজের শিরোবিরেচনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

Fig.—Wight, Ill. i. 186, t. 77 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. ; Beddome, Fl. Syl., t. 80.

Ref.—F. B. I. ii. 45 ; B. P, i. 357 ; Roxb. F. I. ii, 368 ; Watt., v. Pt. i. 276 ; Prain H. H., 191 ; Voigt., H. S., 78.

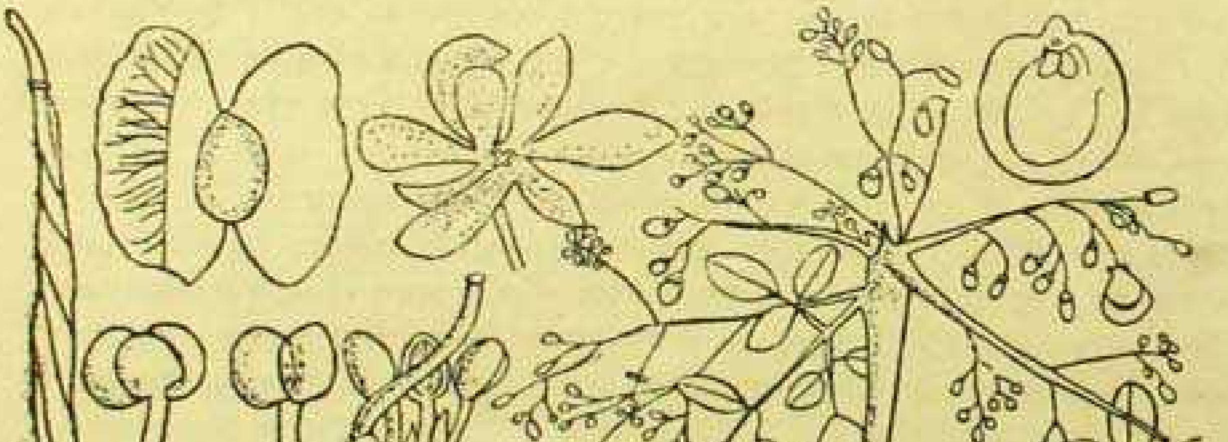

157 Moringa oleifera Lamk (সজিনা)

10-7-78